রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, জুলাই ৩০, ২০০৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শাখা-৯

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৭ চৈত্র ১৪১০/২১ মার্চ ২০০৪

এস, আর, ও নং ৭৭-আইন/২০০৪-শ্রকম/শা-৯/সি-১/২০০৪—The Industrial Relations Ordinance, 1969 (Ordinance No. XXIII of 1969) এর section 37(2) এর বিধান মোতাবেক সরকার শ্রম আদালত, রাজশাহী এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্‌সংগে প্রকাশ করিল, যথা ঃ—

ক্রমিক নং	মামলার রায়	নম্বর
১।	আই, আর, ও, মামলা	৯০/২০০৩
২।	আই, আর, ও, মামলা	৩১/২০০৩
৩।	আই, আর, ও, মামলা	৫৪/০৩
৪।	আই, আর, ও, মামলা	৯৫/০৩
৫।	আই, আর, ও, মামলা	৫৬/০৩
৬।	আই, আর, ও, মামলা	৩৭/০৩
৭।	আই, আর, ও, মামলা	৮৯/০৩
৮।	আই, আর, ও, মামলা	৫৮/০৩
৯।	আই, আর, ও, মামলা	২৮/০৩

মূল্য ঃ টাকা ৩৩.০০

১	২	৩
১০।	আই, আর, ও, মামলা	৮৪/০৩
১১।	আই, আর, ও, মামলা	৭/০২
১২।	আই, আর, ও, মামলা	৮৩/০৩
১৩।	আই, আর, ও, মামলা	৮৭/০৩
১৪।	আই, আর, ও, মামলা	৮৬/০৩
১৫।	আই, আর, ও, মামলা	৮২/০৩
১৬।	আই, আর, ও, মামলা	৮৫/০৩
১৭।	আই, আর, ও, মামলা	৮৪/৮৮
১৮।	আই, আর, ও, মামলা	২৭/৮৮
১৯।	আই, আর, ও, মামলা	৯৩/৮৭
২০।	আই, আর, ও, মামলা	৯৪/৮৮
২১।	আই, আর, ও, মামলা	৫/৮৮
২২।	আই, আর, ও, মামলা	৯৭/০৩
২৩।	আই, আর, ও, মামলা	৯৪/০৩
২৪।	আই, আর, ও, মামলা	৬/৯১
২৫।	আই, আর, ও, মামলা	৫৮/৮৮
২৬।	আই, আর, ও, মামলা	২৪/০৩
২৭।	আই, আর, ও, মামলা	৩৮/০৩
২৮।	আই, আর, ও, মামলা	৯১/০৩
২৯।	আই, আর, ও, মামলা	৫৭/০৩
৩০।	আই, আর, ও, মামলা	৩৪/০৩
৩১।	আই, আর, ও, মামলা	৫৫/০৩
৩২।	আই, আর, ও, মামলা	১০/০৩
৩৩।	আই, আর, ও, মামলা	৫২/০৩
৩৪।	আই, আর, ও, মামলা	৩৬/০৩

১	২	৩
৩৫।	আই, আর, ও, মামলা	৩০/০৩
৩৬।	আই, আর, ও, মামলা	৩৯/০৩
৩৭।	আই, আর, ও, মামলা	২৯/০৩
৩৮।	আই, আর, ও, মামলা	৩৩/০৩
৩৯।	আই, আর, ও, মামলা	৩৫/০৩
৪০।	আই, আর, ও, মামলা	১৮/০৩
৪১।	আই, আর, ও, মামলা	৫১/০৩
৪২।	আই, আর, ও, মামলা	৩২/০৩
৪৩।	আই, আর, ও, মামলা	৬০/০৩
৪৪।	আই, আর, ও, মামলা	৩৬/০২
৪৫।	আই, আর, ও, মামলা	৫৩/০৩
৪৬।	আই, আর, ও, মামলা	১০২/০৩
৪৭।	আই, আর, ও, মামলা	৮৮/০৩
৪৮।	আই, আর, ও, মামলা	২৫/০৩
৪৯।	আই, আর, ও, মামলা	৮/৮৮
৫০।	আই, আর, ও, মামলা	৭৮/৮৭
৫১।	আই, আর, ও, মামলা	২৯/৮৮
৫২।	আই, আর, ও, মামলা	৭/৮৮
৫৩।	আই, আর, ও, মামলা	১২৫/০৩
৫৪।	আই, আর, ও, মামলা	৮৫/৮৮
৫৫।	আই, আর, ও, মামলা	২৭/৯৩
৫৬।	আই, আর, ও, (আপীল) মামলা	৬২/০৩
৫৭।	আই, আর, ও, (আপীল) মামলা	৬১/০৩
৫৮।	আই, আর, ও, (আপীল) মামলা	১০৬/০৩

১	২	৩
৫৯।	আই, আর, ও,'(আপীল) মামলা	২৭/০৩
৬০।	পি, ডাব্লিউ, মামলা	৪/০৩
৬১।	পি, ডাব্লিউ, মামলা	৭/০১
৬২।	পি, ডাব্লিউ, মামলা	২/০২
৬৩।	পি, ডাব্লিউ, মামলা	৪/০২
৬৪।	পি, ডাব্লিউ, মামলা	৮/০২
৬৫।	পি, ডাব্লিউ, মামলা	১২/০২
৬৬।	পি, ডাব্লিউ, মামলা	৯/০২
৬৭।	ফৌজদারী মামলা	৩৫/০২
৬৮।	ফৌজদারী মামলা	১০/০৩
৬৯।	ফৌজদারী মামলা	২৫/৮৫
৭০।	ফৌজদারী মামলা	২/০৩
৭১।	ফৌজদারী মামলা	৩৩/০২
৭২।	ফৌজদারী মামলা	১৮/৮৮
৭৩।	অভিযোগ মামলা	৩/০১
৭৪।	অভিযোগ মামলা	২০/০২
৭৫।	অভিযোগ মামলা	১৯/০২
৭৬।	ডাব্লিউ, সি, মামলা	৩/৯৮
৭৭।	ডাব্লিউ, সি, মামলা	২/০৩

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুর রহমান
উপ-সচিব (সংস্থাপন)।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ৯০/২০০৩

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ বাবুল হোসেন, সভাপতি

২। মোঃ শাহিনুর ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, রায়ভাগ রেলগেট হাট বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৮৪৭, রায়ভাগ রেলগেট এর পার্শ্বে, হাকিমপুর, দিনাজপুর—প্রতিপক্ষ।

১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৫, তাং ২৮-১০-০৩

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। ১ম পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং (২) জনাব মোঃ নুর কুতুব আলম মান্নান কোর্টে উপস্থিত আছেন। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে কাগজাদি দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠিত হইল। রেকর্ড একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। হলপনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী দপ্তর নথি এক্সিবিট-১ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১, জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ রায়ভাগ রেলগেট হাট বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৮৪৭) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৯ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন গত ৯-১২-৯৯ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ৮-১২-২০০১ ইং তারিখের

পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ন ১৯৯৯ সাল থেকে অদ্যাবধি দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৫ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস হইতে ৫-৮-২০০৩ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/১৬০১ স্মারকমূলে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া উহার ডাক রশিদ এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিষ্টেশন লাভের পর ৮-১২-২০০১ইং তারিখ থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ১৯৯৯ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিতকারণাধীনে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ রায়ভাগ রেলগেট হাট বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্টেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৮৪৭) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/-মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/-মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক ঃ-জা, নেসা।
তুলনাকারক ঃ-
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

রেজিষ্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা, মালিক পক্ষ।
২। জনাব মোঃ নুর কুতুব আলম মান্নান, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ, ২৯ শে অক্টোবর/২০০৩

আই, আর, ও, মামলা নং ৩১/২০০৩

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ মোজাহার আলী, সভাপতি,

২। মোঃ আফাজ উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক, কুসুম্বী কালীগঞ্জ খাদ্য গুদাম ও হাট বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-৯৬৩), কুসুম্বী, কালীগঞ্জ, সিংড়া, নাটোর—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।
২। জনাব মোঃ কোরবান আলী, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা বাদী রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কর্তৃক প্রতিপক্ষ কুসুম্বী কালীগঞ্জ খাদ্য গুদাম ও হাট বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-৯৬৩) সিংড়া এর রেজিষ্ট্রেশন শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা অনুযায়ী বাতিলের অনুমতির জন্য আনীত একটি মামলা।

দরখাস্তকারী বাদীর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ কুসুম্বী কালীগঞ্জ খাদ্য গুদাম ও হাট বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, সিংড়া গত ২৮-১১-৯১ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত একটি ট্রেড ইউনিয়ন এবং উক্ত ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনটি রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর সংবিধান ও আইন মোতাবেক ২ বৎসর অন্তর অন্তর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নাই বা নির্বাচনী ফলাফল বাদীর অফিসে দাখিল করে নাই। সংবিধান ও আইন মোতাবেক প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির ২ বৎসর পর দায়িত্ব পালনের অধিকার থাকেনা। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি

আইন মোতাবেক নির্ধারিত ফরমে পরবর্তী বৎসরের ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে দরখাস্তকারীর দপ্তরে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিলের বিধান রহিয়াছে কিন্তু প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি ১৯৯৬ হইতে ২০০১ সাল পর্যন্ত ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী বা রিটার্ণ দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি শিল্প সম্পর্কে অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করায় ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ ২০-১-০৩ ইং তারিখের ২৭০ নং স্মারকমূলে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণ করা হয় কিন্তু প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি তৎপ্রেক্ষিতে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই বা তদবিরাদি নেয় নাই। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান ও সংবিধানের বিধান লংঘন করায় শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা অনুযায়ী ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনায় অত্র মামলাটি আনীত হইতেছে।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে অত্র আদালতে হাজিরা হইয়া লিখিত জবাব দাখিল করে এবং মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং জবাবে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, প্রতিপক্ষ কুসুম্বী কালীগঞ্জ খাদ্য গুদাম ও হাট বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়নটি নিরক্ষর ও অল্প জ্ঞান সম্পন্ন কুলি শ্রমিকদের লইয়া গঠিত ইউনিয়ন হওয়ায় এবং ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা কমিটির উপর সাধারণ সদস্যগণের আস্থা থাকায় সাধারণ সভার সিদ্ধান্তক্রমে পূর্ববর্তী কমিটি বহাল রাখেন এবং ইউনিয়নের সদস্যগণ গরীব ও অসহায় অবস্থায় পতিত হওয়ায় চাঁদা প্রদানে অপরাগ হওয়ায় প্রেক্ষিতে আয়-ব্যয়ের হিসাব সঠিকভাবে রাখিতে অপারগ হন। ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ ২০-১-০৩ইং তারিখে নোটিশ পাওয়ার পর আপ্রাণ চেষ্টায় ২০০২ সাল পর্যন্ত ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করিয়া ৭-৮-০৩ইং তারিখে দরখাস্তকারীর দপ্তরে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীর অফিসে দাখিল করিয়াছেন এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ভবিষ্যতে কোন ভুলত্রুটি হইবে না মর্মে বন্ড/অংগীকার প্রদানে ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন বহাল রাখার নিবেদন করেন এবং দরখাস্তকারীর মামলাটি না মঞ্জুরের আবেদন করেন।

বিবেচ্য বিষয় ঃ

১। দরখাস্তকারী রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার বিধান মোতাবেক প্রতিপক্ষ কুসুম্বী কালীগঞ্জ খাদ্য গুদাম ও হাট বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

মামলাটির চূড়ান্ত শুনানীকালে দরখাস্তকারী রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড অব ইউনিয়ন, রাজশাহী পক্ষে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহীকে সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করা হয় এবং কাগজাদির ফাইল দপ্তর নথি এক্সিবিট-১ হিসাবে প্রমাণে আনেন। প্রতিপক্ষ কুসুম্বী কালীগঞ্জ খাদ্য গুদাম ও হাট বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন পক্ষে কোন মৌখিক সাক্ষী পরীক্ষা করেন নাই। প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ক, খ, খ(১)-খ(৬) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। মামলাটিতে দরখাস্তকারী রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী পক্ষে বিজ্ঞ প্রতিনিধি এবং প্রতিপক্ষে

নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবীর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হয়। দরখাস্তকারী রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী পক্ষে বিজ্ঞ প্রতিনিধি যুক্তিতর্ক পেশকালে এইরূপ নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ কুসুম্বী কালীগঞ্জ খাদ্য গুদাম হাট বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, সিংড়া ২৮-১১-৯১ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে প্রতি ২ বৎসর অন্তর অন্তর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নটির কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই এবং নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করেন নাই এবং নিয়ম অনুযায়ী প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ ১৯৯৬ হইতে ২০০১ সাল পর্যন্ত দাখিল করেন নাই এবং তৎকারণে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় দরখাস্তকারী পক্ষ ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন। যুক্তিতর্ক পেশকালে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধি আরও নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন আইন ও সংবিধানের বিধানাবলী লংঘন করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিল যোগ্য হইতেছে। পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী এইরূপ নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির সদস্যগণ নিরক্ষর ও অল্প জ্ঞানসম্পন্ন হওয়ায় এবং ইউনিয়নটির প্রতিষ্ঠাতা কমিটির উপর সাধারণ সদস্যদের আস্থা থাকায় সাধারণ সভার সিদ্ধান্তক্রমে পূর্ববর্তী কমিটি বহাল রাখিয়া কার্য সম্পাদিত হয় এবং দরখাস্তকারীর অফিস হইতে নোটিশ পাওয়ার সাথে সাথে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী ২০০২ সাল পর্যন্ত প্রস্তুত করিয়া ৭-৮-০৩ ইং তারিখে দাখিল করিয়াছেন এবং বিলম্বজনিত অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনা চেয়ে রেজিস্ট্রেশন বহাল রাখার নিবেদন করেন এবং ভবিষ্যতে আর ভুল হইবে না ও বিধি লংঘিত হইবে না মর্মে অংগীকার করেন। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধি ও প্রতিপক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্যের পোষকতায় অত্র আদালত কর্তৃক দরখাস্তকারী পক্ষে দাখিলী দপ্তর নথি এক্সিবিট-১ এবং প্রতিপক্ষের ফিরিস্তিমূলে দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-ক, খ, খ(১)-খ(৬) পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ কুসুম্বী কালীগঞ্জ খাদ্য গুদাম ও হাট বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ইউনিয়নটির আয়-ব্যয়ের হিসাব ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত পূর্বে যথাসময়ে দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করিয়াছেন। দরখাস্তকারী পক্ষে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ কুলি শ্রমিক ইউনিয়নটি রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান না করায় কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব পালনের অধিকার থাকে না। এই প্রসংগে প্রতিপক্ষের বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সদস্যগণ সাধারণ সভার সিদ্ধান্তক্রমে পূর্ববর্তী কমিটি বহাল রাখিয়াছিলেন কিন্তু প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি ২৮-১১-৯১ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর ২৮-১১-৯৩ ইং তারিখের পরবর্তীতে সাধারণ সভার সিদ্ধান্তক্রমে কার্যকরী কমিটি দায়িত্ব পালন করিয়াছেন এবং বহাল ছিল প্রমাণে ঐরূপ কোন সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত বা রেজুলেশন দাখিল করিয়া প্রমাণে আনেন নাই। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে দাখিলী এক্সিবিট-ক দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ২৫-৭-০৩ ইং তারিখে জারীকৃত তফসীল মোতাবেক ২০-৮-০৩ ইং তারিখে মনোনয়ন পত্র বাছাইসহ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ব্যক্তিদের তালিকা দরখাস্তকারীর দপ্তরে ১৫-৯-০৩ইং তারিখে দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-খ, খ(১)-খ(৬) কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি ২০০২ সাল পর্যন্ত বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী প্রস্তুতপূর্বক দরখাস্তকারীর দপ্তরে ৭-৮-০৩ ইং তারিখে দাখিল করিয়াছেন। ফলতঃ ২৮-১১-৯১ইং তারিখের পরবর্তীতে ৭-৮-০৩ইং তারিখেল মধ্যবর্তী সময়ে ইউনিয়নের ত্রুটি ও গাফিলতি পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিলী জবাবে পোষকতায় এইরূপ

নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সদস্যগণ নিরক্ষর ও অল্প জ্ঞানসম্পন্ন হওয়ায় বিলম্বজনিত ত্রুটি মার্জনাসহ রেজিষ্ট্রেশন বহাল রাখার নিবেদন করেন এবং ত্রুটি মার্জনা চেয়ে ভবিষ্যতে সংশোধনের সুযোগ চেয়েছেন। মামলার মূল রেকর্ড পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মামলাটি ২৯-৬-০৩ইং তারিখে দাখিল হয় এবং তার অব্যবহিত ৪ মাসের মধ্যেই বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ দাখিল করিয়া ক্ষমা প্রার্থনাসহ রেজিষ্ট্রেশন বহাল রাখার নিবেদন করিয়াছেন। দরখাস্তকারী পক্ষের রেকর্ডকৃত সাক্ষ্য পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম এর জেরায় স্বীকারোক্তি মতে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সদস্যগণ কুলি শ্রমিক ও নিরক্ষর ব্যক্তি এবং তৎকারণে আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণের ব্যাপারে অজ্ঞতার দিক বিবেচনায় আনিয়া প্রতিপক্ষের ত্রুটি মার্জনা যোগ্য এবং তৎকারণে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন শর্ত সাপেক্ষে বহাল রাখা যাইতে পারে। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। সুতরাং শর্ত সাপেক্ষে দরখাস্তকারীর মামলাটি নামঞ্জুরযোগ্য হইতেছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই,আর,ও, মামলাটি দ্বিপক্ষ বিচারে বিনা খরচায় শর্ত সাপেক্ষে মঞ্জুর করা হইল। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন কর্তৃক গত ১৫-৯-০৩ইং তারিখের দাখিলী নির্বাচনী ফলাফল এবং ৭-৮-০৩ইং তারিখে দাখিলী ১৯৯৬ হইতে ২০০২ সালের বার্ষিক রিটার্ণ দরখাস্তকারী কর্তৃক পরীক্ষা করিয়া সঠিকতা যাচাই অন্তে রেজিষ্ট্রেশন বহাল থাকিবে। প্রতিপক্ষের দাখিলী আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ ও নির্বাচনী ফলাফল বিধি মোতাবেক সম্পন্ন অন্তে দাখিল করা না হইয়া থাকিলে দরখাস্তকারী পক্ষ প্রতিপক্ষ ইউনিয়নকে একটি যুক্তিসংগত সময় নির্ধারণ করিয়া নির্বাচন অনুষ্ঠান ও আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ দাখিলের জন্য একটি সুযোগ দিবেন, সেই মোতাবেক প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহা সম্পাদন করিতে ব্যর্থ হইলে দরখাস্তকারী পক্ষ প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করিতে পারিবেন। সেই ক্ষেত্রে অত্র আদালতের অনুমতি লওয়ার প্রয়োজন হইবে না।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/-২৯-১০-০৩ইং
মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/-২৯-১০-০৩ইং
স্বাঃ/-মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক ঃ-জা, নেসা।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

তুলনাকারক ঃ-
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

রেজিষ্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা, মালিক পক্ষ।

২। জনাব মোঃ নূর কুতুব আলম মান্নান, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ ঃ ৩০শে অক্টোবর, ২০০৩

আই, আর, ও, মামলা নং ৫৪/২০০৩

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ মেছের উদ্দিন, সভাপতি,

২। মোঃ আকবার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, পুলের হাট (বালাশী নৌবন্দর রসুলপুর ফেরীঘাট) কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-৭৩০), ইউনিয়ন কঞ্চিপাড়া, থানা ফুলছড়ী, জেলা গাইবান্ধা—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।
২। জনাব মোঃ কোরবান আলী, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা বাদী রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কর্তৃক প্রতিপক্ষ পুলের হাট (বালাশী নৌবন্দর রসুলপুর ফেরীঘাট) কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, ফুলছড়ী (রেজিঃ নং রাজ-৭৩০) এর রেজিষ্ট্রেশন শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা অনুযায়ী বাতিলের অনুমতির জন্য আনীত একটি মামলা।

বাদীর মামলার সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ পুলের হাট (বালাশী নৌবন্দর রসুলপুর ফেরীঘাট) কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, ফুলছড়ী গত ১৭-১২-৮৮ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশনলাভের পর ১৯-১০-৯৯ ইং তারিখের পর থেকে আইন, নিয়ম ও বিধান মোতাবেক ২ বৎসর অন্তর অন্তর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা নির্বাচনী ফলাফল বাদীর অফিসে প্রেরণ করেন নাই এবং ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির ২ বৎসরের অধিক সময় দায়িত্ব পালনের অধিকার থাকে না। প্রতিপক্ষ কুলি শ্রমিক ইউনিয়নটি ১৯৯৯ হইতে ২০০১ সাল পর্যন্ত ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব

বিবরণী দাখিল করেন নাই এবং তৎকারণে আইন ও বিধান লংঘন করায় প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্বে নোটিশ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্বে নোটিশ পাওয়া সত্ত্বেও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ইউনিয়নটি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ও সংবিধানের বিধান লংঘন করায় শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির জন্য মামলাটি আনয়ন করিয়াছেন।

অপর দিকে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে অত্র আদালতে লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া উল্লেখ করেন যে, প্রতিপক্ষ পুলের হাট (বালাশী নৌবন্দর রসুলপুর ফেরীঘাট) কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর সঠিকভাবে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ইউনিয়নটির অশিক্ষিত ও নিরক্ষর সদস্যগণের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে সঠিক সময়ে নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে প্রেরণ করিতে পারেন নাই। দরখাস্তকারীর দপ্তরের নোটিশ ৫-১-০৩ ইং তারিখে প্রাপ্ত হইয়া প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের ১৯৯৯ হইতে ২০০১ সালের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুতপূর্বক ১-৭-০৩ ইং তারিখে দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করিয়াছেন এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ভবিষ্যতে আর ভুল হইবে না মর্মে অংগীকার প্রদান রেজিষ্ট্রেশন বহাল রাখার নিবেদন করেন এবং দরখাস্তকারীর মামলাটি নামঞ্জুর করার প্রার্থনা করেন।

বিবেচ্য বিষয়

১। দরখাস্তকারী রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার বিধান মোতাবেক প্রতিপক্ষ পুলের হাট (বালাশী নৌবন্দর রসুলপুর ফেরীঘাট) কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

মামলাটির চূড়ান্ত শুনানীকালে বাদী রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড অব ইউনিয়ন, পক্ষে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহীকে মৌখিক সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করা হয় এবং দাখিলী কাগজাদি দপ্তর নথি এক্সিবিট-১ হিসাবে প্রমাণে আনেন। প্রতিপক্ষ পুলের হাট (বালাশী নৌবন্দর রসুলপুর ফেরীঘাট) কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, ফুলছড়ী পক্ষে কোন মৌখিক সাক্ষী পরীক্ষা করেন নাই এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-ক,খ, খ(১)-খ(৩) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। মামলাটিতে দরখাস্তকারী-বাদী রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী পক্ষে নিযুক্ত বিজ্ঞ প্রতিনিধি ও প্রতিপক্ষে নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবীর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হয়। দরখাস্তকারী রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী পক্ষে বিজ্ঞ প্রতিনিধি যুক্তিতর্ক পেশকালে এইরূপ নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ পুলেরহাট (বালাশী নৌবন্দর রসুলপুর ফেরীঘাট) কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, ফুলছড়ি গত ১৭-১২-৮৮ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের ২ বৎসর অন্তর অন্তর আইনের বিধান মোতাবেক গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই এবং নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে জমা প্রদান করেন নাই। ফলে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির দায়িত্ব পালনের অধিকার থাকে না এবং প্রতিপক্ষ ১৯৯৯ হইতে ২০০১ সাল পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ দাখিল করেন নাই এবং তৎকারণে ইউনিয়নের

রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও প্রতিপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য হইতেছে। পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী এইরূপ নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সদস্যগণ অশিক্ষিত ও নিরক্ষর হওয়ায় সঠিক সময়ে নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে প্রেরণ করিতে পারেন নাই এবং দরখাস্তকারীর দপ্তরের নোটিশ-প্রাপ্ত হইয়া ১৯৯৯ হইতে ২০০২ সালের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুতপূর্বক ১-৭-০৩ ইং তারিখে দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করিয়াছেন এবং বিলম্বজনিত ত্রুটি মার্জনা চেয়ে অংগীকার প্রদানে রেজিষ্ট্রেশন বহাল রাখার নিবেদন করেন। উভয় পক্ষের বক্তব্যের পোষকতায় অত্র আদালত দরখাস্তকারীর দাখিলী দপ্তর নথি এক্সিবিট-১ ও প্রতিপক্ষের দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-ক, খ, খ(১)-খ(৩) পর্যালোচনা করিয়া এবং আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ পুলেরহাট (বালাশী নৌবন্দর রসুলপুর ফেরীঘাট) কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, ফুলছড়ী আয়-ব্যয়ের হিসাব ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ইতিপূর্বে যথারীতি দাখিল করিয়াছেন। দরখাস্তকারী পক্ষের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল যে, প্রতিপক্ষ কুলি শ্রমিক ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান না করায় কার্য নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব পালনের অধিকার থাকে না। এই প্রসংগে প্রতিপক্ষের বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সদস্যগণ কুলি শ্রমিক এবং অশিক্ষিত ব্যক্তি হওয়ায় সঠিক সময়ে নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে প্রেরণ করিতে পারেন নাই। প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ক দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ১৫-১১-০১ ইং তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠান অন্তে নির্বাচনী ফলাফল প্রমাণে এনেছেন। কিন্তু উক্ত এক্সিবিট-ক নির্বাচনী ফলাফল নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন অন্তে দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করিয়াছিলেন তৎমর্মে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় না। প্রতিপক্ষ হইতে এইরূপ নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করিয়া সঠিকতা যাচাই এর সুযোগ দেওয়া হয় নাই। প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ক, খ(১)-খ(৩) ১৯৯৯ হইতে ২০০২ সাল পর্যন্ত ইউনিয়নের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ২০০২ সাল পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ দরখাস্তকারী রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিসে ১-৭-০৩ ইং তারিখে দাখিল করিয়াছেন। ফলতঃ প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে ১৭-১২-২০০০ হইতে পরবর্তী সময়ের ইউনিয়ন পক্ষে নির্বাচনী ফলাফল ও আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল হয় নাই। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জবাবের পোষকতায় এইরূপ নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সদস্যগণ অশিক্ষিত ও স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন হওয়ায় বিলম্বজনিত ত্রুটি মার্জনাসহ সংশোধনের সুযোগ চেয়েছেন এবং রেজিষ্ট্রেশন বহাল রাখার নিবেদন করেন। মামলার মূল রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, মামলাটি ৩০-৪-০৩ ইং তারিখে দাখিলের পরবর্তীতে ১-৭-০৩ ইং তারিখে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ দাখিল করিয়াছেন। কিন্তু কোন নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করেন নাই। দরখাস্তকারী পক্ষে রেকর্ডকৃত সাক্ষী পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর জেরায় স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, ইউনিয়নের সদস্যগণ সকলেই কুলি শ্রমিক এবং ইউনিয়ন পক্ষে ২০০২ সাল পর্যন্ত বার্ষিক আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ দাখিল করিয়াছেন এবং ইউনিয়নের সদস্যগণ অশিক্ষিত কুলি শ্রমিক হওয়ার কারণে আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণের ব্যাপারে তাহাদের অজ্ঞতার দিক বিবেচনায় আনিয়া তাহাদের ত্রুটি মার্জনা করা যায় এবং তৎকারণে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন শর্ত সাপেক্ষে বহাল রাখা যাইতে পারে। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। সুতরাং শর্ত সাপেক্ষে দরখাস্তকারীর মামলাটি না মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে।

সুতরাং,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি দ্বিপক্ষ বিচারে বিনা খরচায় শর্ত সাপেক্ষে নামঞ্জুর করা হইল। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন কর্তৃক দাখিলী গত ১-৭-০৩ ইং তারিখে ইউনিয়নের ১৯৯৯ হইতে ২০০২ সালের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ ও দাখিলী এক্সিবিট-ক নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারী কর্তৃক পরীক্ষা করিয়া সঠিকতা যাচাই অন্তে রেজিষ্ট্রেশন বহাল থাকিবে। প্রতিপক্ষের দাখিলী আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ ও নির্বাচনী ফলাফল বিধি মোতাবেক সম্পন্ন অন্তে দাখিল করা না হইয়া থাকিলে দরখাস্তকারী পক্ষ প্রতিপক্ষ ইউনিয়নকে একটি যুক্তিসংগত সময় নির্ধারণ করিয়া নির্বাচন অনুষ্ঠান ও আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ দাখিলের জন্য একটি সুযোগ দিবেন। সেই মোতাবেক প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহা সম্পাদন করিতে ব্যর্থ হইলে দরখাস্তকারী পক্ষ প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করিতে পারিবেন। সেই ক্ষেত্রে অত্র আদালতের অনুমতি লওয়ার প্রয়োজন হইবে না।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/-৩০-১০-০৩ইং
মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/-৩০-১০-০৩ইং
স্বাঃ/-মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক ঃ-জা, নেসা।
তুলনাকারক ঃ-
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

রেজিষ্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ৯৫/২০০৩

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ খলিলুর রহমান, সভাপতি

২। মোঃ ওয়াজেদ আলী, সাধারণ সম্পাদক, মাধবপুর, সাধনগর ও সরসতী লেবার ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১০৭২, সাধনগর, পোঃ ভাগনগরকান্দি, থানা আত্রাই, জেলা নওগাঁ—প্রতিপক্ষ।

১। জনাব মোঃ মসিহুর রহমান, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৪, তাং ০২-১১-০৩।

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। ১ম পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ রশিদুল্লাহ কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে কাগজাদি দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠিত হইল। রেকর্ড একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। হলফনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ মসিহুর রহমান, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী দপ্তর নথি এক্সিবিট-১ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ এর জবানবন্দী, কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখিলাম। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ মাধবনগর, সাধনগর ও সরসতী লেবার ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০৭২) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৬ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১১-৩-৯৩ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ১৯৯৬ সাল থেকে

অদ্যাবধি দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৩ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস হইতে ৬-৮-২০০৩ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/১৬১১ নং স্মারকমূলে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণের ডাক রশিদ এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ১৯৯৬ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণাধীনে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ মাধবপুর, সাধনগর ও সরসতী লেবার ইউনিয়নের রেজিষ্টেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০৭২) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/-মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক ঃ-জা, নেসা।
তুলনাকারক ঃ-
পেশকার,

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি
রেজিষ্ট্রার,

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা, মালিক পক্ষ।
২। জনাব মোঃ আকতার হোসেন বাদল, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ ২রা অক্টোবর/২০০৩

আই, আর, ও, মামলা নং-৫৬/২০০৩

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ সাইদ আলী, সভাপতি,

২। মোঃ আবুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক,
কালীবাড়ী হাট-বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ ১৫৯২,
কালীবাড়ী বাজার, পোঃ পলাশবাড়ী, জেলা, গাইবান্ধা—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।
২। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা দরখাস্তকারী রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কর্তৃক ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের (অদ্যাবধি সংশোধিত) ১০(২) ধারা অনুযায়ী প্রতিপক্ষ কালীবাড়ী হাট-বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, পলাশবাড়ী (রেজিঃ নং রাজ ১৫৯২) এর রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির নিমিত্তে মামলাটি আনীত হইয়াছে—

দরখাস্তকারীর মামলার সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ কালীবাড়ী হাট-বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, পলাশবাড়ী গত ২৩-৯-৯৭ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশনপ্রাপ্ত হয় কিন্তু রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান থাকা সত্ত্বেও অনুষ্ঠিত হয় নাই। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সংবিধানের ২৪ ধারার বিধান মোতাবেক ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচিত ব্যক্তিগণের ২ বৎসরের অধিক সময়ের জন্য নিজ নিজ দায়-দায়িত্ব পালনের অধিকার থাকে না। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের নির্বাচন নিয়মমাফিক হয় নাই এবং ২০০০ ও ২০০১ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দরখাস্তকারীর অফিসে দাখিল করে নাই। দরখাস্তকারী তাহার কার্যালয়ের ৫-০১-০৩ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/১৩ নং স্মারকমূলে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্বনোটিশ প্রদান করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ

করেন নাই। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ও ইউনিয়নের সংবিধানের বিধানাবলী লংঘন করায় শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থণায় দরখাস্তকারী অত্র মামলাটি আনয়ন করিয়াছেন।

অপর দিকে প্রতিপক্ষ আদালতে হাজির হইয়া লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বলেন যে, প্রতিপক্ষ কালীবাড়ী হাট-বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, পলাশবাড়ী ২০ সদস্যের একটি জোট ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, অ-শিক্ষিত শ্রমিকের সমন্বয়ে গঠিত ইউনিয়ন। ইউনিয়নের সদস্যগণের স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি ও আইন-কানুন সম্পর্কে কোন ধারণা বা অভিজ্ঞতা নাই। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে ২০০০ ও ২০০১ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ বিলম্বে ৯-৬-০৩ ইং তারিখে দরখাস্তকারীর দপ্তরের গ্রহণ শাখায় দাখিল করিয়াছেন এবং ১০-৪-২০০১ ইং তারিখের সাধারণ সভায় পরবর্তী মেয়াদের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করিয়াছেন। অজ্ঞতার কারণে সিদ্ধান্তটি দরখাস্তকারী অফিসে পৌঁছাইতে পারেন নাই। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে ত্রুটি মার্জনা ও অংগীকার প্রদানে বন্ড হিসাবে গ্রহণ করিয়া এবং দাখিলী রিটার্ণ গ্রহণ করিয়া ক্ষমাপূর্বক ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন বহাল রাখার এবং দরখাস্তকারীর মামলাটি নামঞ্জুর করার নিবেদন করেন।

বিবেচ্য বিষয়

১। দরখাস্তকারী রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী বি আই, আর,ও, এর ১০(২) ধারার বিধান মোতাবেক প্রতিপক্ষ কালীবাড়ী হাট-বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ ১৫৯২) বাতিলের অনুমতি পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীকালে দরখাস্তকারী রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী পক্ষে পি, ডব্লিউ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক মৌখিক সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হয় এবং কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ হিসাবে প্রমাণ করেন। অপরদিকে প্রতিপক্ষে ডি, ডব্লিউ-১ মোঃ আবদুস সোবহান ইউনিয়নের ক্যাশিয়ার সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-ক, ক(১), ক(২), খ ও গ হিসাবে প্রমাণে আনে। মামলাটিতে দরখাস্তকারী রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগের নিযুক্ত বিজ্ঞ প্রতিনিধি এবং প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হয়।

দরখাস্তকারী রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী পক্ষে বিজ্ঞ প্রতিনিধি এইরূপ নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ কালীবাড়ী হাট-বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ ১৫৯২) পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর ইউনিয়নের সংবিধান ও আইন মোতাবেক ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নাই এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের ২০০০—২০০২ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ দাখিল করে নাই এবং তৎ-কারণে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্বনোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের সপক্ষে নিবেদন করেন। অপর দিকে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী তাহার যুক্তিতর্ক পেশকালে উল্লেখ করেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২০ সদস্যের একটি ক্ষুদ্র আকৃতির ও অর্থনৈকিতভাবে দুর্বল এবং অশিক্ষিত শ্রমিক সমন্বয়ে গঠিত একটি ইউনিয়ন হওয়ায় ইউনিয়নের সদস্যদের সাংগঠনিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাবের কারণে যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাই কিন্তু উক্ত ২ বৎসরের আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ কিছু বিলম্বে ৯-৬-০৩ ইং তারিখে দরখাস্তকারীর

অফিসের গ্রহণ শাখায় দাখিল করেন এবং ১০-৪-০১ ইং তারিখের সাধারণ সভায় পরবর্তী মেয়াদের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন অজ্ঞতার কারণে বিলম্বের জন্য ত্রুটি মার্জনা-পূর্বক অংগীকার প্রদানে বন্ড হিসাবে গ্রহণ করিয়া ত্রুটি মার্জনা চেয়েছেন এবং রেজিষ্ট্রেশন বহাল রাখার আবেদন করিয়া মামলাটি না মঞ্জুর করার নিবেদন করেন।

দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ প্রতিনিধি ও প্রতিপক্ষে নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য ও আদালতের রেকর্ডকৃত মৌখিক সাক্ষ্য এবং স্বীকৃতমতেই প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ কালীবাড়ী হাট-বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী যথারীতি দাখিল করিয়াছেন। স্বীকৃতমতে এবং প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ক, ক(১), ক(খ) কাগজাদি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর অত্র আই, আর, ও, মামলাটি ৩০-৪-০৩ ইং তারিখের দাখিলের পর ৯-৬-০৩ ইং তারিখে দরখাস্তকারীর দপ্তরের গ্রহণ শাখায় ২০০০, ২০০১ ও ২০০২ সালের আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ দাখিল করিয়াছেন এবং এক্সিবিট-খ নোটিশ প্রদানে এক্সিবিট-গ রেজুলেশন মূলে ১০-৪-২০০১ ইং তারিখের সাধারণ সভায় কার্যকরী কমিটির প্যানেল প্রস্তুত করিয়া পরবর্তী মেয়াদের দায়িত্ব পালনের অনুরোধ জানান। সুতরাং ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি বিলম্বে ৯-৬-০৩ ইং তারিখে ২০০০ হইতে ২০০২ সালের আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করিয়াছেন এবং এক্সিবিট-গ রেজুলেশন দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা ২০ জন। ডি, ডব্লিউ-১ মোঃ আবদুস সোবহান প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের কার্যকরী কমিটির ক্যাশিয়ার প্রতিপক্ষের বক্তব্যের পোষকতায় করোবরেটিভ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন এবং সাক্ষ্যতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ১০-৪-০১ ইং তারিখের সাধারণ সভায় পূর্ববর্তী কমিটির নিকট থেকে পরবর্তী মেয়াদের কমিটি কাজ করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। প্রতিপক্ষের সাক্ষী ডি,ডব্লিউ-১ এই মর্মে করোবরেটিভ সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের ২০ সদস্যের ইউনিয়নটি আর্থিকভাবে দরিদ্র প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এবং তাহাদের পক্ষে নির্বাচন খরচা যোগাড় করার সামর্থ না থাকায় সাধারণ সভার মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়া সমাপ্ত করা হইয়াছে এবং জবাব দিয়া ত্রুটি মার্জনা চেয়েছেন এবং আরও উল্লেখ করেছেন যে, বন্ড গ্রহণপূর্বক ত্রুটি মার্জনা করিয়া ভবিষ্যতে আর ভুল হইবে না মর্মে উল্লেখ করেছেন। এই সাক্ষীর জেরা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সাধারণ সভায় সংবিধানের বিধান মোতাবেক দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। আলেখ্য-গ রেজুলেশন দৃষ্টে সাধারণ সভায় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত ছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়। অপর দিকে পি,ডব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর জেরার স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তের চেয়ে শক্তিশালী সিদ্ধান্ত এবং আদালত ত্রুটি মার্জনা করিলে বাদী পক্ষের কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। সুতরাং প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সদস্যগণ অশিক্ষিত এবং ইউনিয়নটি ক্ষুদ্রাকৃতির ও আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল প্রতিষ্ঠান। প্রতিপক্ষের জবাব ও সাক্ষ্য পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে হিসাব বিবরণী ও রেজুলেশন দাখিলপূর্বক ত্রুটি মার্জনাসহ ভবিষ্যতে আর ভুল হইবে না মর্মে অংগীকার গ্রহণ করিয়া ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন বহাল রাখার নিবেদন করিয়াছেন। মামলার মূল রেকর্ড ও কাগজাদি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, মামলাটি দাখিলের পর ৯-৬-০৩ ইং তারিখে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের ২০০০ হইতে ২০০২ সালের আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ দাখিল হইয়াছে এবং ১০-৪-০১ ইং তারিখের সাধারণ সভার রেজুলেশন মূলে কার্যনির্বাহী কমিটির পরবর্তী মেয়াদের দায়িত্ব

পালনের সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হইয়াছে। ইহা পক্ষগণ কর্তৃক স্বীকৃত যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সদস্যগণের মধ্যে অধিকাংশ সদস্য নিরক্ষর ও অশিক্ষিত তৎ কারণে আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণের ব্যাপারে সদস্যদের অজ্ঞতার দিক বিবেচনায় আনিয়া প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের বিলম্বজনিত ত্রুটি মার্জনাযোগ্য হওয়ায় ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা হইল এবং ভবিষ্যতে আইন ও বিধি লংঘন না করিয়া রিটার্ণ ও নির্বাচনী ফলাফল দাখিলের পরামর্শ দেওয়া গেল এবং তৎ কারণে Compassionate গ্রাউন্ডে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বহাল রাখা যায়। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। তাই দরখাস্তকারীর মামলাটি নামঞ্জুরযোগ্য হইতেছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই,আর,ও, মামলাটি দ্বিপক্ষ বিচারে বিনা খরচায় নামঞ্জুর (disallowed) হয়। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন কর্তৃক দরখাস্তকারীর অফিসের গ্রহণ শাখায় দাখিলী ২০০০—২০০২ সালের ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ এবং রেজুলেশনমূলে কার্যনির্বাহী কমিটির পরবর্তী মেয়াদে দায়িত্ব পালনের সিদ্ধান্ত দরখাস্তকারী পক্ষ গ্রহণ করিবেন এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটিকে ভবিষ্যতে যথাসময়ে আইন ও বিধি মোতাবেক বার্ষিক রিটার্ণ ও নির্বাচনী ফলাফল দাখিলের নির্দেশ দেওয়া গেল, ব্যর্থতায় দরখাস্তকারী পরবর্তিতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/- ২-১০-২০০৩ ইং
(মোঃ আবদুস সামাদ)
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/- ২-১০-২০০৩ ইং
(মোঃ আবদুস সামাদ)
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকার ঃ জা, নেসা
তুলনাকারক ঃ পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি
(মুহাম্মদ আবুল ফজল)
রেজিষ্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা, মালিক পক্ষ।

২। জনাব মোঃ রশিদুল্লাহ, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ ৭ই অক্টোবর/২০০৩

আই,আর,ও, মামলা নং ৩৭/২০০৩

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ হবিবর, সভাপতি,

২। মোঃ আয়চান প্রাং, সাধারণ সম্পাদক,
সিংড়া ফেরীঘাট পশ্চিমপার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-৯৭৬,
সিংড়া ফেরীঘাট, পশ্চিমপার, সিংড়া, নাটোর—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

২। জনাব মোঃ কোরবান আলী, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা দরখাস্তকারী রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কর্তৃক ১৯৬৯ সালের শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশ (অদ্যাবধি সংশোধিত) এর ১০(২) ধারা অনুযায়ী প্রতিপক্ষ সিংড়া ফেরীঘাট পশ্চিমপার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, সিংড়া এর রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৯৭৬) বাতিলের অনুমতির নিমিত্ত মামলাটি আনয়ন করা হইয়াছে।

দরখাস্তকারীর মামলার সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ সিংড়া ফেরীঘাট পশ্চিমপার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, সিংড়া গত ১১-১১-৯২ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত হয় কিন্তু প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা কোন নির্বাচনী ফলাফল দাখিল করেন নাই। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সংবিধানের ২৪ ধারার বিধান মোতাবেক ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচিত ব্যক্তিগণের ২ বৎসরের অধিক সময়ের জন্য দায়িত্ব পালনের অধিকার থাকে না। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০১ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দরখাস্তকারীর অফিসে দাখিল করেন

নাই। দরখাস্তকারী নির্বাচন অনুষ্ঠান না করায় এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করার কারণে ২২-১২-০২ ইং তারিখের অফিস স্মারক নং আরটিইউ/রাজ/২৭৪৪ মাধ্যমে ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্বনোটিশ প্রদান করেন কিন্তু প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে কোন প্রকার তদবিবাদি বা পদক্ষেপ গৃহীত হয় নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান ও ইউনিয়নের সংবিধানের ২৪ ধারার বিধান লংঘন করায় শিল্পসম্পর্ক-অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা অনুযায়ী ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনায় মামলাটি আনয়ন করিয়াছেন।

অপর দিকে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে আদালতে হাজির হইয়া লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বলেন যে, প্রতিপক্ষ সিংড়া ফেরীঘাট পশ্চিমপার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, ১৯৯২ সালের রেজিস্ট্রেশন লাভের পর যথারীতি আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করিয়াছেন এবং ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ১৯৯৮ সালের পর প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সদস্যগণের আয়ের পথ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় সদস্যগণ আর্থিক চাঁদা প্রদানে অপারগ হইয়া পড়েন। তাছাড়াও ইউনিয়নের সদস্যগণের অশিক্ষিত ও নিরক্ষরতার কারণে ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে সর্বসম্মতিক্রমে ক্ষমতা প্রদান করেন এবং পরবর্তীতে ২২-১২-২০০২ ইং তারিখের নোটিশ প্রাপ্ত হইয়া মৌখিকভাবে সময় লইয়া নির্বাচন অনুষ্ঠানসহ ১৯৯৮ হইতে ২০০২ সালের আয়-ব্যয়ের রিটার্ন ১০-৬-০৩ ইং তারিখে দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে সদস্যগণের অজ্ঞতার ও নিরক্ষরতার কারণে ত্রুটি মার্জনাপূর্বক ভবিষ্যতে ঐরূপ ত্রুটি হইবে না ও যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান ও আয়-ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল করার প্রতিশ্রুতি প্রদানে ত্রুটি মার্জনাপূর্বক প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বহাল রাখার ও দরখাস্তকারীর মামলাটি নামঞ্জুর নিবেদন করেন।

বিবেচ্য বিষয়

১। দরখাস্তকারী রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিযন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী বি আই, আর,ও, এর ১০(২) ধারার বিধান মোতাবেক প্রতিপক্ষ সিংড়া ফেরীঘাট পশ্চিমপার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, নাটোর এর রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ ৯৭৬) বাতিলের অনুমতি পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীকালে দরখাস্তকারী রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী পক্ষে পি, ডব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী মৌখিক সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হন এবং কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ হিসাবে প্রমাণে আনেন। অপর দিকে প্রতিপক্ষে কোন মৌখিক সাক্ষী পরীক্ষা করেন নাই এবং প্রতিপক্ষ দাখিল কাগজাদি এক্সিবিট-ক, খ, গ, গ(১) হইতে গ(৪) হিসাবে প্রমাণে আনেন। মামলাটিতে দরখাস্তকারী রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী পক্ষে নিযুক্ত বিজ্ঞ প্রতিনিধি এবং প্রতিপক্ষে নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবীর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হয়।

দরখাস্তকারী রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী পক্ষে বিজ্ঞ প্রতিনিধি এইরূপ নিবেদন করেন যে, ১৯৯২ সালে প্রতিপক্ষ সিংড়া ফেরীঘাট পশ্চিমপার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন

লাভের পর থেকে প্রতি ২ বৎসর অন্তর অন্তর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা কোন নির্বাচনী ফলাফল দাখিল করেন নাই এবং তৎকারণে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির সংবিধান ও আইন মোতাবেক দায়িত্ব পালনের অধিকার থাকে না এবং ইউনিয়নটির ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০১ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল করেন নাই। তৎকারণে দরখাস্তকারীর অফিস হইতে ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্বনোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় দরখাস্তকারী পক্ষ ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের আবেদন করিয়াছেন। যুক্তিতর্ক পেশকালে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধি এইরূপ নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন আইনানুগভাবে বাতিলযোগ্য হইতেছে। অপর দিকে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী এইরূপ নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি ১৯৯২ সালে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়াছেন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল করিয়াছেন কিন্তু ১৯৯৮ সালের পর ইউনিয়নের সদস্যগণের আয়ের পথ বন্ধ হইয়া যাওয়ার ও চাঁদা প্রদানে অপারগ হইয়া পড়ার কারণে এবং সদস্যগণের নিরক্ষরতা ও অশিক্ষিত হওয়ার কারণে সঠিক সময়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারেন নাই এবং ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে সর্বসম্মতিক্রমে ক্ষমতা প্রদান করিয়া পরবর্তীতে মৌখিকভাবে সময় লইয়া নির্বাচন অনুষ্ঠানসহ ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০২ সালের আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ ১০-৬-০৩ ইং তারিখে দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সদস্যগণের অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতার কারণে ত্রুটি মার্জনাসহ ভবিষ্যতে ঐরূপ ত্রুটি হইবে না ও সঠিক সময়ে পদক্ষেপ গ্রহণের অংগীকার প্রদানে ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বহাল রাখার নিবেদন করেন।

দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ প্রতিনিধি ও প্রতিপক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আদালত দরখাস্তকারীর দাখিলী এক্সিবিট-১ দপ্তর নথি ও প্রতিপক্ষের ফিরিস্তিমূলেল দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-ক, খ, গ, গ(১)-গ(৪) পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ সিংড়া ফেরীঘাট পশ্চিমপার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, নাটোর ১৯৯২ সালে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী ও নির্বাচনী ফলাফল ইতিপূর্বেই দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করিয়াছিলেন। দরখাস্তকারী রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী পক্ষে অভিযোগ হইল এই মর্মে যে, ১৯৯৮ সাল থেকে আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ ও নির্বাচন অনুষ্ঠানঅন্তে নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করেন নাই। এই প্রসংগে প্রতিপক্ষের দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-ক, খ, গ, গ(১) হইতে গ(৪) পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ১৯৯৮ হইতে ২০০২ সালের আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ ও ১০-৫-০৩ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর অফিসে ১০-৬-০৩ ইং তারিখে দাখিল করিয়াছেন মর্মে পরিদৃষ্ট হয়। এই প্রসংগে প্রতিপক্ষ হইতে নিবেদন করা হয় যে, ইউনিয়নের সদস্যগণের নিরক্ষরতা ও অশিক্ষিত হওয়ার কারণে ও সদস্যগণের আয়ের পথ বন্ধ হওয়ায় চাঁদা প্রদানে অপারগ হওয়ার কারণে সঠিক সময়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারেন নাই এবং বিলম্বে দাখিলের জন্য ত্রুটি মার্জনাসহ উহা গ্রহণ করিয়া রেজিষ্ট্রেশন বহাল রাখার নিবেদন করেন। মামলার মূল রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, মামলাটি গত ২৯-৪-০৩ ইং তারিখে আদালতে দাখিল হয় এবং তার অব্যবহিত পরেই দেড় মাসের মধ্যে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ ও নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরের গ্রহণ শাখায় দাখিল করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা ও ত্রুটি মার্জনা চেয়েছেন। বাদী পক্ষের সাক্ষী পি, ডব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, শ্রম দপ্তর, রাজশাহী

এর জেরার স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, ১৯৯৮ সাল থেকে হাল নাগাদ পর্যন্ত ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী ও নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল হইয়াছে ১০-৬-০৩ ইং তারিখে। স্বীকৃতমতেই প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সদস্যগণ নিরক্ষর ও অশিক্ষিত এবং তৎকারণে আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণের ব্যাপারে সদস্যগণের অজ্ঞতার দিক বিবেচনায় আনিয়া প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষের বিলম্বজনিত ত্রুটি মার্জনাযোগ্য এবং তৎকারণে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন শর্ত সাপেক্ষে বহাল রাখা যাইতে পারে। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন শর্ত সাপেক্ষে বহাল রাখার অনুমতি দিলে দরখাস্তকারীর মামলাটি শর্ত সাপেক্ষে না মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই,আর,ও, মামলাটি দ্বিপক্ষ বিচারে বিনা খরচায় শর্ত সাপেক্ষে নামঞ্জুর করা হইল। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন কর্তৃক গত ১০-৬-০৩ ইং তারিখে দাখিলী ১৯৯৮ হইতে ২০০২ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী ও নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী কর্তৃক পরীক্ষা করিয়া সঠিকতা যাচাইঅন্তে রেজিষ্ট্রেশন বহাল থাকিবে। প্রতিপক্ষের দাখিলী আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী ও নির্বাচনী ফলাফল বিধি-মোতাবেক সম্পন্ন অন্তে দাখিল করা না হইয়া থাকিলে দরখাস্তকারী পক্ষ প্রতিপক্ষ ইউনিয়নকে একটি যুক্তিসংগত সময় নির্ধারণ করিয়া নির্বাচন অনুষ্ঠান ও আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিলের জন্য একটি সুযোগ দিবেন। সেই মোতাবেক প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহা সম্পাদন করিতে ব্যর্থ হইলে দরখাস্তকারী পক্ষ প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করিতে পারিবেন, সেই ক্ষেত্রে অত্র আদালতের পুনরায় অনুমতি লওয়ার প্রয়োজন হইবে না।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/- ৭-১০-২০০৩ ইং
(মোঃ আবদুস সামাদ)
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/- ৭-১০-২০০৩ ইং
(মোঃ আবদুস সামাদ)
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকার ঃ জা. নেসা
তুলনাকারক ঃ পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি
রেজিষ্ট্রার,
(মুহাম্মদ আবুল ফজল)
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ৮৯/২০০৩

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ ফয়জুল ইসলাম, সভাপতি,

২। মোঃ রিয়াজুল ইসলাম সুমন, সাধারণ সম্পাদক,
ঠাকুরগাঁও জেলা ট্রাক মালিক সমিতি, রেজিঃ নং রাজ ১৬৮৫,
পুরাতন বাস ষ্ট্যান্ড, ঠাকুরগাঁও—প্রতিপক্ষ।

১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারীর পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৪, তাং ৮-১০-০৩

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। ১ম পক্ষ হাজিরাসহ আরজি সংশোধনের জন্য দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং (২) জনাব মোঃ রশিদুল্লাহ কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি উপস্থাপন করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে কাগজাদী (দপ্তর নথি) দাখিল করিয়াছেন।

দরখাস্তকারীর আরজি সংশোধনের দরখাস্ত সম্পর্কে বক্তব্য শ্রবণ করা হইল। সংশোধনী দরখাস্ত মঞ্জুর হয়। প্রার্থীতমতে আরজি সংশোধন করা হউক। রেকর্ড কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠিত হইল। রেকর্ড একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। হলফনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডব্লিউ,-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী দপ্তর নথি এক্সিবিট-১ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডব্লিউ-১ এর জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ ঠাকুরগাঁও জেলা ট্রাক মালিক সমিতির রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৬৮৫) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২০০১ ও ২০০২ সালের ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদিদৃষ্টে

দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ০৪-৬-৯৮ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ দাখিল করেছে কিন্তু ২০০১ ও ২০০২ সালের রিটার্ণ দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারা ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(১)(জি) ধারার বিধান লংঘন করায় ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য হইতেছে। দরখাস্তকারীর অফিস হইতে ১৫-৬-২০০৩ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/১১৯৮ নং স্মারকমূলে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্বনোটিশ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণ করা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী ২০০১ ও ২০০২ সালের ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণাধীনে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ ঠাকুরগাঁও জেলা ট্রাক মালিক সমিতির রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৬৮৫) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/- ২-১০-২০০৩ ইং
মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/- ২-১০-২০০৩ ইং
মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকার ঃ জা, নেসা

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

তুলনাকারক ঃ পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

রেজিষ্ট্রার
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ

চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ৫৮/২০০৩

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ মকবুল হোসেন, সভাপতি,

২। মোঃ মকলেছ , সাধারণ সম্পাদক,
মহিমাগঞ্জ স্টেশন কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১০০২, মহিমাগঞ্জ,
গাইবান্ধা—প্রতিপক্ষ।

১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারীর পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৫, তাং ১৪-৭-০৩

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। ১ম পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে কাগজাদী (দপ্তর নথি) দাখিল করিয়াছেন।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠিত হইল। রেকর্ড একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। হলফনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী দপ্তর নথি এক্সিবিট-১ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডব্লিউ-১ এর জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ মহিমাগঞ্জ ষ্টেশন কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০০২) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০০ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদিদৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১০-৫-১৯৯২ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন নং রাজ-১০০২ প্রাপ্ত হইবার পর ১০-৫-১৯৯৪ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারী রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ২০০০ সাল থেকে অদ্যাবধি দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি তাহার ইউনিয়নের সংবিধানের ২৩ ধারা ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন

করেছে। এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস হইতে ৪-১-০৩ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/৬নং স্মারকমূলে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্বনোটিশ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া উহার ডাক রশিদ নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এবং শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর ১০-৫-৯৪ ইং তারিখের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ২০০০ সাল থেকে অদ্যাবধি ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হয় নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া একতরফা সূত্রে প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণাধীনে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিষ্টার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ মহিমাগঞ্জ ষ্টেশন কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০০২) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া হইল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ— মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ— মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকার ঃ জা, নেসা

তুলনাকারক ঃ পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

রেজিষ্ট্রার
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ২৮/২০০৩

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী----------দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ জুড়ান আলী, সভাপতি,

২। মোঃ আব্দুল জলিল মোল্লা , সাধারণ সম্পাদক,
বেলকুচি থানা গোডাউন কুলি মজদুর ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-৩৬২,
চালা, সোহাগপুর, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ----------প্রতিপক্ষ।

১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারীর পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৭, তাং ১৪-৭-০৩

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। ১ম পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। পরবর্তীতে ১ম পক্ষের প্রতিনিধি ফিরিস্তিমূলে কাগজাদী (দপ্তর নথি) দাখিল করিয়াছেন।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। রেকর্ড একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। হলফনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী দপ্তর নথি এক্সিবিট-১ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডব্লিউ-১ এর জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারানুযায়ী প্রতিপক্ষ বেলকুচি থানা গোডাউন কুলি মজদুর ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৩৬২) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পর পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০১ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদিদৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন গত ২৫-৯-১৯৮১ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন নং রাজ-৩৬২ প্রাপ্ত হইবার পর থেকে ১০-১২-১৯৮৮ ইং তারিখ পর্যন্ত ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক প্রতি ২ বৎসর পর পর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে কিন্তু ১৯৮৮ সালের পর থেকে ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল

করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনয়নটি তাহার ইউনিয়নের সংবিধানের ২৪ ধারা ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস হইতে ০২-০২-০৩ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/৩৬১নং স্মারকমূলে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্বনোটিশ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রদান করিয়া উহার ডাক রশিদ নথিতে রক্ষিত রহিয়াছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এবং শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী ১০-১২-১৯৯৮ ইং তারিখের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ২০০১ সাল থেকে অদ্যাবধি ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হয় নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া একতরফা সূত্রে প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণাধীনে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ বেলকুচি থানা গোডাউন কুলি মজদুর ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-৩৬২) এর রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া হইল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকার ঃ জা, নেসা

তুলনাকারক ঃ পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

রেজিষ্ট্রার
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মো ঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-৮৪/২০০৩

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী.....দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ আঃ সাত্তার, সভাপতি,

২। মোঃ হাফিজুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক,
৮ নং সুঘাট ইউঃ পিঃ রিকসা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন,
সুঘাট, থানা শেরপুর, জেলা বগুড়া..... প্রতিপক্ষ।

১। জনাব মোঃ মসিহুর রহমান, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং-৫ তাং ০৬-১০-০৩

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। ১ম পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ রশিদুল্লাহ কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে ১ম পক্ষের প্রতিনিধি ফিরিস্তিমূলে কাগজাদি (দপ্তর নথি) দাখিল করিয়াছেন।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠিত হইল। রেকর্ড একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। হলপনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডব্লিউ-১, মোঃ মসিহুর রহমান, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া পরিক্ষীত হয় এবং দাখিলী দপ্তর নথি এক্সিবিট-১ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডব্লিউ-১, এর জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ ৮নং সুঘাট ইউঃ পিঃ রিকসা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৬৮৭) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পর পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৯ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদিদৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১৭-৬-৯৮ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ১৬-৬-২০০০ ইং তারিখ

থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ১৯৯৯ সাল থেকে অদ্যাবধি দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনয়নটি উহার সংবিধানের ২২ ধারা ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস হইতে ১১-১-০৩ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/১৫৪ নং স্মারকমূলে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্বনোটিশ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া উহার ডাক রশিদ এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গণতন্ত্র এবং শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ১৯৯৯ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে। মর্মে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণাধীনে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিষ্টার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ ৮নং সুঘাট ইউঃ পিঃ রিকসা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৬৮৭) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

স্বাঃ/মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মো ঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ-১। জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা, মালিক পক্ষ।

২। জনাব মোঃ কামরুল হাসান, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখঃ ১৩ই সেপ্টেম্বর/২০০৩

আই, আর, ও, মামলা নং-৭/২০০২

১। মতিয়ুর রহমান, পিতা মৃত আজগর,

২। হাফিজুর রহমান, পিতা মোঃ ফজল করিম,

৩। মোঃ আঃ রাজ্জাক, পিতা হুকুম আলী,

৪। মতিয়র, পিতা হবিবুর রহমান,

সকলেই শ্রমিক, বোচাপুকুর ফার্মে চাকুরীরত, ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস লিঃ,

সকলেই ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সদস্য,

রেজিঃ নং রাজ-৭৮৬, পোঃ ঠাকুরগাঁও রোড, থানা ও জেলা ঠাকুরগাঁও .....দরখাস্তকারী।

বনাম

১। ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন পক্ষে সভাপতি,

২। সভাপতি,

৩। সাধারণ সম্পাদক, ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন,

রেজিঃ নং রাজ-৭৮৬, পোঃ ঠাকুরগাঁও রোড, থানা ও জেলা ঠাকুরগাঁও।

৪। রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী..... প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ- ১। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী

২। জনাব মোঃ কোরবান আলী, ১-৩, নং প্রতিপক্ষের আইনজীবি।

৩। জনাব মোঃ শামসুল আলম, ৪নং প্রতিপক্ষের প্রতিনিধি।

রায়

ইহা ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ (অদ্যাবধি সংশোধিত) এর ৩৪ ধারা মোতাবেক গ্যারান্টিড রাইট হিসাবে প্রতিপক্ষ ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন নাম সংশোধন পূর্বক ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন সংশোধনী সহ আনীত সংবিধানের সকল সংশোধনী ৪নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক ১৭-১-২০০১ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রীভুক্ত করন আদেশ বেআইনী, বিধি বহির্ভূত এবং ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-৭৮৬) এর মূল ইংরেজী সংবিধানের পরিপন্থি ও বিধি বর্হির্ভূত গণ্যে বাতিলের জন্য আনীত একটি মামলা।

দরখাস্তকারী বাদীগণের মামলার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী-বাদীগণ ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস লিমিটেডের অধীন ৮টি খামারে কর্মরত শ্রমিক এবং বাদীগণ ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-৭৮৬) নামের পুরাতন ইউনিয়নের সদস্য। ইউনিয়নের সংবিধানের ৩(ক) ধারা মোতাবেক মিলের চাকুরীতে সকল শ্রমিক কর্মচারীগণ ইউনিয়নের সদস্য এবং ২ ও ৩ নং প্রতিপক্ষ যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ১ নং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্বকারী প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ৪ নং প্রতিপক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন দাতা কর্তৃপক্ষ। বাদীগণ চাকুরীকাল হইতে ইউনিয়নের কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করিয়া ভোটাধিকার প্রয়োগ করিয়াছেন। ১৯৬৫ সালের পর থেকে ইউনিয়নটির বাদীগণের সদস্য চাঁদা চেক অব পদ্ধতিতে কাটা আকস্মিকভাবে বন্ধ হইয়া যায় এবং তৎকারণে প্রতিকারের জন্য ব্যর্থ হওয়ায় কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইলেও পরবর্তীতে আই,আর,ও, ৭০/৯৮, ১০০/৯৮ এবং ৯৯/২০০০ ৩টি মামলা দায়ের করেন। মামলাগুলির মধ্যে আই,আর,ও, ১০০/৯৮ নং মোকদ্দমাটি আপোষের মাধ্যমে প্রত্যাহত হয় এবং আই, আর,ও-৭০/৯৮ মামলাটিতে বাদীগণের পক্ষে রায় হয়। তৎপর বাদীগণসহ ৮১২ জন বাদী হইয়া আই,আর,ও,-৯৯/২০০০ মামলা দায়ের করিলে বিচারাধীন থাকে। আই,আর,ও, ৯৯/২০০০ মামলায় ৪নং প্রতিপক্ষ ৫নং মোকাবিলা প্রতিপক্ষ থাকেন। কিন্তু মামলাটিতে ২ ও ৩ নং প্রতিপক্ষ জবাব দাখিল করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে থাকেন এবং বিচারধীন মামলাকে পাশ কাটাইয়া কথিত সাধারণ সভার কথা বলিয়া ২ ও ৩ নং প্রতিপক্ষ বিধি বহির্ভূতভাবে বাদীর ইউনিয়নের ইংরেজী সংবিধান পরিবর্তন করিয়া বাংলা সংশোধনী/বংগানুবাদ অনুমোদনের কথা বলিয়া ইউনিয়নের গঠন কাঠামোর আমূল পরিবর্তন আনয়ন করেন এবং অনুবাদকৃত বাংলা সংবিধান প্রণয়ন ও অনুমোদনের কথা বলিয়া ইউনিয়নটিতে বাদীগণের সদস্য পদের অস্তিত্ব বিলীন করিয়া দেন। তৎপর ঠাকুরগাঁও জেলা জজ আদালতে মামলা মোকদ্দমা দায়ের করিয়া বাদীসহ ৮১২ জন সদস্যকে বাদ দিয়া ২ ও ৩ নং প্রতিপক্ষের তথাকথিত বাংলায় অনুবাদ/রুপান্তর করতঃ আপত্তিকর সংবিধানটি অনুমোদনের জন্য ৪নং প্রতিপক্ষের দপ্তরে জমা প্রদান করিয়া বিচারাধীন আই, আর, ও, ৯৯/২০০০ মামলাটির বিষয় বিবেচানায় না আনিয়া ১৭-১-২০০১ ইং তারিখে তথাকথিত সংবিধানের সংশোধনী অনুমোদন দেন এবং নূতনভাবে সীল মোহর দ্বারা রেজিষ্ট্রী করেন। উক্তরূপভাবে রেজিষ্ট্রীভুক্ত হওয়ায় ইউনিয়নের নাম ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের পরিবর্তে ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন হিসাবে সংশোধিত হয় এবং ইংরেজী সংবিধানের ৩(ক) ধারা পরিবর্তন করিয়া ফেলেন। বিশেষ সাধারণ সভার মাধ্যমে সংশোধনী না আনিয়া তথাকথিত সাধারণ সভা দেখাইয়া ১৭-১-২০০১ ইং তারিখে রেজিঃ নং রাজ-৭৮৬ ইউনিয়নটির অস্তিত্ব পরিবর্তন করিয়া ফেলেন এবং উক্ত সংশোধিত সংবিধানটি বে-আইনীভাবে ৪নং প্রতিপক্ষ অনুমোদন প্রদান করেন। বাদীগণ সংশোধনীর প্রেক্ষিতে মিলের চাকুরীতে থাকিয়াও ইউনিয়নের সদস্য পদ হারাইতে বসিয়াছেন। মূল ইংরেজী সংবিধানের

৩(ক) ধারা মতে বাদীগণ ইউনিয়নের সদস্য থাকায় বাদীগণের সদস্য পদ বহাল আছে এবং তাহাদের গ্যারান্টিড রাইট বলবৎ করার উদ্দেশ্যে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মোতাবেক ইউনিয়নের নূতনভাবে রেজিষ্ট্রীকৃত সংবিধানের সংশোধনী বে-আইনী ও বিধি বহির্ভূত গন্যে বাতিলের নিমিত্তে মোকদ্দমাটি আনয়ন করেন।

অপরদিকে ১-৩ নং প্রতিপক্ষ ও ৪নং প্রতিপক্ষ পৃথক পৃথক লিখিত জবাব দাখিল করিয়া বাদীগণের মোকদ্দমাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বলেন যে, অত্রাকারে মোকদ্দমাটি সচলযোগ্য নহে, দরখাস্তকারীগণ প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সদস্য না থাকায় তাহাদের মোকদ্দমাটি দায়ের করিবার লোকাস ষ্ট্যান্ডি নাই। দরখাস্তকারী-বাদীগণের মোকদ্দমাটি অত্র আকারে রক্ষনীয় না হওয়ায় প্রতিকার যোগ্য নহে।

১-৩ নং প্রতিপক্ষগণের জবাবের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে দরখাস্তকারী-বাদীগণ ঠাকুরগাঁও সুগার মিলের নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মচারী নহেন এবং তাহারা মিলের কোন শ্রমিক নহেন। বাদীগণের শ্রমিক স্বত্বা না থাকায় এবং তাহারা সুগার মিলের আখ ক্ষেতের বিভিন্ন সাময়িক কাজ করার জন্য তালিকাভুক্ত শ্রমিক হওয়ার কারণে তাহাদের কোন বেতনক্রম নাই বা তাহারা বেতন ভাতা প্রাপ্ত হন না। বাদীগণ তালিকাভুক্ত দিন মজুর হিসাবে বিভিন্ন সময়ে দৈনিক কাজের বিনিময়ে দৈনিক মজুরী গ্রহণ করেন। বাদীগণের শ্রমিক স্বত্বা না থাকায় ট্রেড ইউনিয়নটিতে ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার নাই এবং বাদীগণের নিকট হইতে কোন চাঁদা আদায় করা হয় নাই। বাদীগণ তদবিষয়ে জানা সত্বেও তদ বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার দাবী করেন নাই বা অপত্তি উত্থাপন করেন নাই। আই, আর, ও, ৭০/৯৮ ও আই, আর, ও, ১০০/৯৮ মামলার সহিত দরখাস্তকারী বাদীগণ সম্পৃক্ত ছিলেন না এবং বাদীগণ সাংবিধানিকভাবে ইউনিয়নের সদস্য পদ হারাইয়াছেন। ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন গত ১৭-২-৯৯ইং তারিখে দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় ইউনিয়নের বৃহত্তম স্বার্থে ইউনিয়নের সংবিধান সর্বসম্মতিক্রমে কিছু ধারার পরিবর্তন ও সংযোজনী আনিয়া বাংলায় রূপান্তর করতঃ অনুমোদন করেন এবং ইউনিয়নটির নাম ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের পরিবর্তে ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন নামে পরিবর্তিত হইয়াছে এবং সংশোধনী মতে ইউনিয়নের সংবিধান বাংলায় রূপান্তরিত করিলে ৪ নং প্রতিপক্ষ আইনানুগভাবে অনুমোদন করিয়াছেন। দরখাস্তকারীগণের ইউনিয়নের সদস্য পদ না থাকায় সাধারণ সভার সিদ্ধান্তক্রমে সংশোধনী ও বাংলায় রূপান্তরিত সংবিধান চ্যালেঞ্জ করার এখতিয়ার নাই। আই,আর,ও, ৯৯/২০০০ মামলা বিচারাধীন থাকাকালে ইউনিয়নের সংশোধিত সংবিধান ৪ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন প্রদানের বিরুদ্ধে আই,আর,ও, ৯৯/২০০০ মামলার ৪, ৬ ও ৪০৮ নং দরখাস্তখারীগণ দ্বারা পরীক্ষামূলকভাবে ৯৯/২০০০ মামলার দরখাস্তকারীগণ উল্লেখিত দরখাস্তকারীগণের মাধ্যমে মহামান্য হাইকোর্টে ৩০৬/২০০১ নং রীট মোকদ্দমা দায়ের করিয়া কোন প্রতিকার পাইবেন না জানিয়া রীট মামলাটি না চালাইলে ২৮-১-২০০২ ইং তারিখে খারিজ হইয়া যায়। তদবিষয়ে বাদীগণ অবগত থাকিয়া ও সকল তথ্য গোপন করিয়া মিথ্যাভাবে অত্র মোকদ্দমাটি আনয়ন করেন এবং বাদীগণের ইউনিয়নের সদস্য পদ না থাকায় প্রার্থীত মতে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় কোন প্রতিকার পাইবার হকদার নহেন। সতরাং বাদীগণের মোকদ্দমাটি খারিজযোগ্য হইতেছে।

৪নং প্রতিপক্ষের জবাবের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ১৭-২-৯৯ইং তারিখের সাধারণ সভায় ইউনিয়নটির সংবিধানের ৯ ধারার বিধান মোতাবেক সংবিধানের সংশোধনী আনয়ন পূর্বক বিধিসম্মতভাবে অনুমোদনের জন্য ৪ নং প্রতিপক্ষের দপ্তরে প্রেরণ করিলে ৪নং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের পুরাতন সংবিধান, সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত ও সংশোধনীর ধারাগুলি পর্যালোচান করিয়া সংশোধনী সংবিধানের বিধান প্রতিপালন করিয়া গৃহীত হওয়ায় এবং তাহা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে হওয়ায় এবং ইউনিয়নের কোন সদস্য সংশোধনীর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন না করায় ৪নং প্রতিপক্ষ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে পরীক্ষান্তে ১৭-১-২০০১ইং তারিখে আইনানুগ ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিয়া অনুমোদন প্রদান করিয়াছেন। সংবিধানের আনীত সংশোধনী বিধিসম্মত হওয়ায় এবং ইউনিয়নটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হওয়ায় এবং তদবিষয়ে কোন সদস্য আপত্তি উত্থাপন না করায় ৪ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক সঠিক ও আইনানুগভাবে অনুমোদিত হইয়াছে। দরখাস্তকারী-বাদীগণের অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন হওয়ায় খারিজযোগ্য হইতেছে এবং দরখাস্তকারী বাদীগণ কোন প্রতিকার পাইবেন না।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ

১। অত্রাকারে অত্র মামলাটি সচলযোগ্য কি না ?

২। দরখাস্তকারী-বাদীগণ আইনানুগভাবে শ্রমিক সংগার অন্তর্ভুক্ত কি না এবং ১ নং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত কি না ?

৩। দরখাস্তখারী-বাদীগণের আরজির বর্ণিত মতে বাংলায় রূপান্তরিত ও সংশোধিত সংবিধান কি বে-আইনীভাবে অনুমোদিত হয় এবং উক্তরূপ অনুমোদন দ্বারা দরখাস্তকারী-বাদীগণ কি বাধ্য নহেন ?

৪। দরখাস্তকারী-বাদীগণ কি প্রার্থীত মতে সংশিষ্ট বাংলা সংবিধানের সংশোধনী ও অরেজিস্ট্রীকরণ বে-আইনী ও বিধি বহির্ভূত গণ্যে বাতিলের আদেশ পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

১—৪ নং বিবেচ্য বিষয়গুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। পক্ষগণ কর্তৃক ইহা স্বীকৃত যে, দরখাস্তকারী-বাদীগণ ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস লিমিটেডের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন কৃষি খামারে তালিকাভুক্ত দিন মজুর/শ্রমিক এবং তাহারা বিভিন্ন কৃষি ফার্মে দৈনিক "নো ওয়ার্ক নো পে" ভিত্তিতে কাজ করিয়া দৈনিক মজুরী গ্রহণ করিতেন। পক্ষগণ কর্তৃক ইহা অস্বীকৃত নহে যে, বাদীগণ ১৯৯৫ সালের পূর্বে ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-৭৮৬) এর সাধারণ সদস্য ছিলেন এবং তাহারা উক্ত শ্রমিক ইউনিয়নের তালিকাভুক্ত সদস্য হিসাবে ভোট প্রদান করিতে পারিতেন কিন্তু ১৯৯৫ সালের পর থেকে বাদীগণের চেক অফ পদ্ধতিতে ইউনিয়নের সদস্য চাঁদা কাটা বন্ধ হইয়া যায় এবং স্বীকৃত মতেই পক্ষগণের মধ্যে আই,আর,ও, ৭০/৯৮, ১০০/৯৮ এবং ৯৯/২০০০ ৩টি মামলা দায়ের হয়। স্বীকৃত মতেই আই, আর,

ও, ৯৯/২০০০ মামলাটি বিচারাধীন থাকা অবস্থায় অত্র আই,আর,ও,-৭/২০০২ মামলাটি দায়ের হয়। বাদীপক্ষ প্রতিপক্ষ ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের শ্রমিক সদস্য হিসাবে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মোতাবেক গ্যারান্টিড রাইট হিসাবে ইউনিয়নের নাম সংশোধনপূর্বক সংবিধানের সংশোধনী ৪ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক ১৭-১-২০০১ইং তারিখে রেজিষ্ট্রীকরণ আদেশ বে-আইন ও বিধি বহির্ভূত এবং ইউনিয়নটির মূল ইংরেজী সংবিধানের পরিপন্থি ও বিধিবহির্ভূত সাব্যস্তে বাতিলের জন্য মামলাটি আনয়ন করিয়াছেন এবং বাদী পক্ষ তাহার প্লিডিংসে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইউনিয়নের বাংলা সংবিধানের সংশোধনী ও পরিবর্তন বে-আইনী এবং উক্ত সংশোধিত বাংলা সংবিধান রেজিষ্ট্রীকরণ আদেশও বে-আইনীভাবে ৪নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত গণ্য করিয়া শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় গ্যারান্টিড রাইট হিসাবে বাতিলের আদেশ চেয়েছেন। অপরদিকে ১-৩ নং প্রতিপক্ষ জবাবে সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, বাদী পক্ষ পরীক্ষা মূলকভাবে আই,আর,ও, মামলাগুলিতে প্রতিকার না পেয়ে এবং হাইকোর্ট বিভাগের রীট মামলায় প্রতিকার না পেয়ে তথ্য গোপন করিয়া বাদীগণ মিথ্যা মামলা করিয়াছেন। ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস এমপ্লিয়িজ ইউনিয়ন ১৭-২-৯৯ ইং তারিখের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় ইউনিয়নের সংবিধান শ্রমিক সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে বাংলায় রূপান্তর করিয়া ও কিছু পরিবর্তন ও সংযোজন আনিয়া ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন নাম পরিবর্তন করিয়াছেন এবং আইনানুগভাবে ৪ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন পেয়েছে। বাদীগণের শ্রমিক স্বত্বা ও ইউনিয়নের সদস্য পদ না থাকায় এবং তাহাদের কোন ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার না থাকায় প্রার্থীত প্রতিকার পাইবেন না। ৪ নং প্রতিপক্ষ জবাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ১৭-২-৯৯ইং তারিখের সাধারণ সভায় ইউনিয়নের সংবিধানের ৯ ধারার বিধান মোতাবেক সংবিধানের সংশোধনী বিধি সম্মত ভাবে আনয়ন করিয়া পতিপক্ষের অফিসে জমা প্রদান করিলে আইনানুগ গণ্যে ও আপত্তি উত্থাপিত না হওয়ায় উহা অনুমোদিত হইয়াছে। বাদীগণ প্রার্থীত প্রতিকার পাইবেন না। ইহা স্বীকৃত যে, বাদীগণের ১৯৯৫ সালের পরবর্তীতে চেক অফ পদ্ধতিতে চাঁদা কাটা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় বর্তমানে সদস্য পদ নাই এবং তাহারা ভোটার লিষ্ট হইতে বাদ পড়িয়াছেন যা প্রতিপক্ষের এক্সিবিট- জ ও ঝ শ্রমিক কর্মচারীগণের ভোটার তালিকা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়। প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট- ঞ, ঞ(১)-ঞ(৪), ট, ট(১), ট(২), ঠ, ঠ(১)-ঠ(৮) এ বিভিন্ন খামারের তালিকাভুক্ত শ্রমিকদের নাম রহিয়াছে যাহার সংখ্যা আলেখ্য- ঞ তে ৬০৫ জন উল্লেখ দেখা যায়। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য ও প্লিডিংস থেকে দেখা যায় যে, ১৯৯৫ সালের পর থেকে বাদীগণের ইউনিয়নের সদস্য পদ রাখেন নাই এবং চাঁদা আদায় না করায় তাহাদের ভোট প্রয়োগের অধিকার থেকে বাদ হইয়া যায়। এক্সিবিট-ঘ কনষ্টিটিউশন অব ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের ইংরেজী সংবিধানের ৩(এ) ধারায় সদস্য সংক্রান্ত সংগা প্রদান করা হইয়াছে এবং উল্লেখ আছে যে, "3. **Membership:**-(A) Ordinary Members :-All men employed in the Thakurgaon Sugar Mills of Thakurgaon Road, Dinajpur shall be entitled to become ordinary members of the union on payment of due Subscription as per Rule 4 of the constitution." উপরে বর্ণিত সংগার প্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী বাদীগণ প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সদস্য ছিলেন এবং স্বীকৃত মতেই ১৯৯৫ সালের পর থেকে চাঁদা আদায় না হওয়ায় ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকে বাদ দেওয়া হয়। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সংবিধানের ৮ ধারা মোতাবেক ১ বৎসরের অধিককাল যাবৎ চাঁদা প্রদান না করায় খামার শ্রমিকগণ ডিফ্লটার চিহ্নিত হয়

এবং ভোটার লিষ্ট থেকে বাদ পড়েন। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সংশোধিত সংবিধানের ৪ ও ৫ ধারা মোতাবেক নিয়োগ প্রাপ্ত শ্রমিক না হইলে এবং ডি ফরমে আবেদন না করিলে সদস্য পদ বিলুপ্ত হইবে। বাদীগণের নামীয় কোন ডি ফরম আদালতে প্রমাণে আসে নাই এবং স্বীকৃত মতেই তাহাদের ১৯৯৫ সালের পর হইতে চাঁদা আদায় না হওয়ায় সদস্য পদের বিলুপ্তি ঘটিয়াছে। বাদীগণ মূলতঃ ৪ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক সংশোধিত সংবিধানটির অনুমোদনকে চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন এবং সংবিধান সংশোধনী নাম পরিবর্তন ও রেজিষ্ট্রীকরণ বে-আইনী দাবী করিয়া বাতিল চেয়েছেন যাহা প্রতিপক্ষ আইনানুগ মর্মে দাবী করিয়াছেন। বিজ্ঞ কৌশলীবৃন্দের বক্তব্য ও কাগজাদি এক্সিবিট-ক, খ ও গ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ইতিপুর্বে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ৩০৬/২০০১ রীট পিটিশন দায়ের করিয়া ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সংবিধান রেজিষ্ট্রেশন ও অনুমোদন বে-আইনী দাবী করিয়া রুল ইস্যু করিলে উহা মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ নন-প্রসিকিউশন প্রাডুডে রুল ডিসচার্জ হইয়া যায়। ইহা আরও স্বীকৃত যে, আই, আর, ও, ৯৯/২০০০ মামলাটিতে ও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কোন রিলিফ প্রাপ্ত হন নাই। পক্ষগণের প্লিডিংস পর্যালোচনা ও বিবেচনা পুর্বক অত্র আদালতের নিকট ইহাই অনুসন্ধানের বিষয় যে, প্রতিপক্ষ ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের ইংরেজী সংবিধান আইনানুগভাবে সংশোধিত ও বিধিসম্মতভাবে ৪ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে কি না ? বাদীপক্ষ হইতে ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের ১৭-২-৯৯ইং তারিখের সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংবিধান সংশোধনী বে-আইনী এবং উহার অনুমোদনও বিধিসম্মত নহে মর্মে বাদী পক্ষে কোন কাগজাদি প্রমাণে আনা হয় নাই। অপর দিকে ১-৩ নং প্রতিপক্ষে দাখিলী ইংরেজী সংবিধানের ৯ ধারায় এইরূপ বর্ণিত রহিয়াছেন যে,

"9. Alternation, Amendment or Deletion or Rules :

The Constitution of the union or any or its article may be rescinded, aerogated, varied, modified, added to or otherwise amended by the votes of two-third or the members asambled at the Annual General meeting or Special Meeting and a copy will be forwarded to the Registrar of Trade Union for information and necessary action."

উপরোক্ত ইংরেজী সংবিধানের বিধান মোতাবেক বার্ষিক জেনারেল সভা অথবা বিশেষ সাধারণ সভায় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সিদ্ধান্ত মোতাবেক রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন সংবিধান অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন। সে ক্ষেত্রে ইংরেজী সংবিধানের বাংলা অনুবাদ আলেখ্য-ঙ সংবিধানটি ৪ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক এক্সিবিট- চ ও ছ দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত প্রতিপক্ষ হইতে দাখিল রহিয়াছে। বাদী পক্ষ হইতে উক্ত সাধারণ সভার সিদ্ধান্তে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত ছিল না তদমর্মে কোন আপত্তি ছিল না বা ১৭-২-৯৯ ইং তারিখের সাধারণ সভায় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত ছিল না তদমর্মে প্রমাণে বাদী পক্ষ হইতে কোন রেজিষ্ট্রার তলব করা হয় নাই। অপর দিকে ৪ নং প্রতিপক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের দাবী মতেই তাহা তদন্তপূর্বক বিধিসম্মত পেয়ে সংশোধিত সংবিধান অনুমোদন দিয়াছেন মর্মে দাবী করিয়াছেন। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে বাদী পক্ষ

প্রতিপক্ষের দাবী মতে প্রতিপক্ষের ১৭-২-৯৯ ইং তারিখের দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা বেআইনী প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। দরখাস্তকারী বাদীগণ মিলের বিভিন্ন খামারে নিয়োগপ্রাপ্ত শ্রমিক না হওয়ায় এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫(১) ধারা মোতাবেক ডি ফরমে আবেদন করা প্রমাণে না আসায় ও শ্রমিক সংগঠনের সদস্য না হওয়ায় এবং বাদীগণ দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় ১৭-২-৯৯ ইং তারিখের সিদ্ধান্ত বেআইনী প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হওয়ায় ৪ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক সংবিধান অনুমোদন বিধি ও আইনসম্মত সাব্যস্ত করা যায়। বাদীর দাবী মতে ১৭-২-৯৯ ইং তারিখের রেজুলেশনে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সংবিধানের নাম পরিবর্তন ও সংবিধান সংশোধনী আইনানুগ প্রমাণিত হওয়ায় ৪ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন ও রেজিষ্ট্রীকরণ বিধিসম্মত সাব্যস্ত করা যায়। তাছাড়াও বাদীগণের ৪নং প্রতিপক্ষের অনুমোদন আদেশ তাহাদের সদস্য পদ না থাকায় চ্যালেঞ্জ করার কোন এখতিয়ার থাকেনা। সতরাং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় বাদীগণ আইনানুগভাবে কোন প্রতিকার পাইবার হকদার নহে মর্মে সাব্যস্ত করা গেল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যগণের সহিত পরামর্শ করিলে সদস্যগণ অভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেন। সুতরাং বিবেচ্য বিষয়গুলির সিদ্ধান্ত বাদীগণের প্রতিকূলে গৃহীত হইল।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি দোতরফা সূত্রে ১-৩ ও ৪ নং প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় নামঞ্জুর (disallowed) হয়।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/- ১৩-৯-০৩ ইং
(মোঃ আবদুস সামাদ)
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/- ১৩-৯-০৩ ইং
(মোঃ আবদুস সামাদ)
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকার ঃ জা, নেসা

তুলনাকারক ঃ পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

(মুহাম্মদ আবুল ফজল)
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মো ঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই,আর,ও, মামলা নং-৮৩/২০০৩

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ..... দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ আব্দুস সালাম, সভাপতি,

২। মোঃ জহুরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক,
বগুড়া জেলা অটোমোবাইল ওয়ার্কসপ মলিক সমিতি,
রেজিঃ নং রাজ-১৩২৩, শেরপুর রোড, বগুড়া। .....প্রতিপক্ষ।

আদেশ নং-৫ তাং ২৮-৯-০৩

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। ১ম পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং (২) জনাব মো আক্তার হোসেন বাদল কোর্টে উপস্থিত আছেন। পরবর্তীতে ১ম পক্ষ ফিরিস্তিমুলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠিত হইল। রেকর্ড একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। হলফনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডব্লিউ,-১ মোঃ মসিহুর রহমান, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী দপ্তর নথি এক্সিবিট-১, হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ এর জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচানা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ বগুড়া জেলা অটোমোবাইল ওয়ার্কসপ মালিক সমিতির রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৩২৩) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০১ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১৩-৪-৯৫ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ৫-২-২০০৩ ইং তারিখ থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল

দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ২০০১ সাল থেকে অদ্যাবধি দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৪ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। দরখাস্তকারীর অফিস হইতে ১৪-১২-২০০২ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/২৬৮০ নং স্মারকমূলে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণের ডাক রশিদ এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করছে এবং ২০০১ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণাধীনে অত্র আদালত অভিমত পোষন করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ বগুড়া জেলা অটোমোবাইল ওয়ার্কসপ মালিক সমিতির রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ- ১৩২৩) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক ঃ জা, নেসা
তুলনাকারক ঃ পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি
(মুহাম্মদ আবুল ফজল)
রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই,আর,ও, মামলা নং-৮৭/২০০৩

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ..... দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ রফিকুল ইসলাম, সভাপতি,

২। মাহবুবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক,
সিক্তা সিনেমা হল কর্মচারী ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৪২১),
ধনুট বাজার, ধনুট, বগুড়া .....প্রতিপক্ষ।

১। জনাব মোঃ মসিহুর রহমান, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং-৪, তাং ১৫-৯-০৩

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। ১ম পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ নুর কুতুব আলম মান্নান কোর্টে উপস্থিত আছেন। পরবর্তীতে ১ম পক্ষ ফিরিস্তিমুলে কাগজাদি (দপ্তর নথি) দাখিল করিয়াছেন। নথি পেশ করা হইল।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠিত হইল। রেকর্ড একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। হলফনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডব্লিউ-১ মোঃ মসিহুর রহমান, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর সাক্ষ্যগ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী দপ্তর নথি এক্সিবিট-১ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডব্লিউ-১ এর জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ সিক্তা সিনেমা হল কর্মচারী ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৪২১) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৮ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১৬-১-৯৬ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ১৬-১-৯৮ ইং তারিখ থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও

গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ১৯৯৮ সাল থেকে অদ্যাবধি দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৪ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছেন। রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস হইতে ৯-১-০৩ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/১৩৪ নং স্মারকমূলে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণের ডাক রশিদ এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর ১৬-১-৯৮ ইং তারিখের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ১৯৯৮ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণাধীনে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ সিক্তা সিনেমা হল কর্মচারী ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ- ১৪২১) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকার ঃ জা, নেসা
তুলনাকারক ঃ পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি
(মুহাম্মদ আবুল ফজল)
রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মো ঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই,আর,ও, মামলা নং-৮৬/২০০৩

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ..... দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ শফিকুল ইসলাম, সভাপতি,

২। মোঃ জিকরুল হক, সাধারণ সম্পাদক,
ডোমার থানা রিকসা ও ভ্যান শ্রমিক লীগ, রেজিঃ নং রাজ-১৫৭৫,
কলেজ পাড়া, পোঃ ও থানা ডোমার, জেলা নীলফামারী .....প্রতিপক্ষ।

১। জনাব মোঃ মসিহুর রহমান, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং-৪, তাং ১৫-৯-০৩

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। ১ম পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ নুর কুতুব আলম মান্নান কোর্টে উপস্থিত আছেন। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে কাগজাদী/দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন। নথি পেশ করা হইল।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন হইল। রেকর্ড একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। হলফনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডব্লিউ-১ মোঃ মসিহুর রহমান, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর সাক্ষ্যগ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী দপ্তর নথি এক্সিবিট-১ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডব্লিউ-১ এর জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ ডোমার থানা রিকসা ও ভ্যান শ্রমিক লীগ (রেজিঃ নং রাজ-১৫৭৫) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৭ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১৪-৮-৯৭ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ১৩-৮-৯৯ ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন

ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ১৯৯৭ সাল থেকে অদ্যাবধি দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৪ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস হইতে ২৯-১২-২০০২ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/২৮৩৮ নং স্মারকমূলে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণের ডাক রশিদ এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর ১৩-৮-৯৯ ইং তারিখের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ১৯৯৭ সাল অর্থাৎ রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণাধীনে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ ডোমার থানা রিকসা ও ভ্যান শ্রমিক লীগের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৫৭৫) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/-মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকার ঃ জা. নেসা
তুলনাকারক ঃ পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি
(মুহাম্মদ আবুল ফজল)
রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-৮২/২০০৩

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ..... দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ আনছার আলী, সভাপতি,

২। মোঃ ফজলুল হক, সাধারণ সম্পাদক,
উলিপুর থানা হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১২৯০,
কাচারীপাড়া, উলিপুর, জেলা কুড়িগ্রাম .....প্রতিপক্ষ।

১। জনাব মোঃ মসিহুর রহমান, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং-৪, তাং ১৪-৯-০৩

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। ১ম পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং (২) জনাব মোঃ নুর কুতুব আলম মান্নান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি পেশ করা হইল। পরবর্তীতে ১ম পক্ষ ফিরিস্তিমূলে কাগজাদি দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠিত হইল। রেকর্ড একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। হলফনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডব্লিউ-১ মোঃ মসিহুর রহমান, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর সাক্ষ্যগ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী দপ্তর নথি এক্সিবিট-১ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডব্লিউ-১ এর জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ উলিপুর থানা হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১২৯০) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পর পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৬ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১২-১-৯৫ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর ১১-১-৯৭ ইং তারিখ থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে

দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ১৯৯৬ সাল থেকে অদ্যাবধি দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৪ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস হইতে ২০-১-০৩ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/২৪৬ নং স্মারকমূলে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া উহার ডাক রশিদ এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর ১১-১-৯৭ ইং তারিখ থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণাধীনে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ উলিপুর থানা হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১২৯০) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/-মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকার ঃ জা, নেসা
তুলনাকারক ঃ পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি
(মুহাম্মদ আবুল ফজল)
রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-৮৫/২০০৩

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ..... দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ আবদুল জলিল, সভাপতি,

২। মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, সাধারণ সম্পাদক,
উলিপুর থানা মাইক ও ডেকোরেটর শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৫৫৩,
শহীদ মিনার সংলগ্ন, উলিপুর, জেলা কুড়িগ্রাম .....প্রতিপক্ষ।

১। জনাব মোঃ মসিহুর রহমান, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং-৪, তাং ০৮-৯-০৩

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। ১ম পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি উপস্থাপন করা হইল। পরবর্তীতে ১ম পক্ষ ফিরিস্তিমূলে কাগজাদি (দপ্তর নথি) দাখিল করিয়াছেন।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠিত হইল। রেকর্ড একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। হলফনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডব্লিউ-১ মোঃ মসিহুর রহমান, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর সাক্ষ্যগ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী দপ্তর নথি এক্সিবিট-১ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডব্লিউ-১ এর জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ উলিপুর থানা মাইক ও ডেকোরেটর শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৫৫৩) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর অন্তর অন্তর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৭ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১৯-৬-৯৭ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর ১০-৬-৯৯ ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর

দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ১৯৯৭ সাল থেকে অদ্যাবধি দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৪ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস হইতে ২২-১২-০২ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/২৭৩০ নং স্মারকমূলে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া উহার ডাক রশিদ এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর ১০-৬-৯৯ ইং তারিখের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ১৯৯৭ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণাধীনে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ উলিপুর থানা মাইক ডেকোরেটর শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৫৫৩) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/-মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকার ঃ জা, নেসা
তুলনাকারক ঃ পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি
(মুহাম্মদ আবুল ফজল)
রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ

চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-৮৪/৮৮

বি, কে, দাস, প্রযত্নেঃ-রন রিপিয়ারিং ওয়ার্কসপ, ষ্টেশন রোড, পোঃ-আলমগর, জেলাঃ-রংপুর—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মিঃ অরুন কুমার সরকার, রংপুর-দিনাজপুর পল্লি সংস্থা, মনিটারিং অফিস, ধাপ, রংপুর।

২। মিঃ বেরীলাইনাম, কাঃ এডমিনিষ্ট্রেটর,

৩। মিঃ পিটার এ গোমেজ,

৪। টারবেন ডি পিটারসন, ডাইরেক্টর, সকলের ঠিকানা- রংপুর দিনাজপুর পল্লি সংস্থা, বাড়ী নং-৬২, রোড়নং-৭/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা.....প্রতিপক্ষগণ।

আদেশ নং-৯, তাং-১৫-১২-০৩

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও প্রতিপক্ষের দাখিলী দরখাস্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। প্রতিপক্ষ আর, ডি, আর, এস এর পক্ষে হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং (২) জনাব মোঃ নুর কুতুব আলম মান্নান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও অব্যাহতি দরখাস্ত শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। দরখাস্তকারী বি, কে, দাসকে ডাকাডাকি করিয়া পাওয়া গেল না। দরখাস্তকারী পক্ষে কোন হাজিরা দাখিল নাই। প্রতিপক্ষের দাখিলী দরখাস্তটি শুনানীর জন্য লওয়া হইল। দরখাস্ত সংক্রান্ত প্রতিপক্ষের আইন উপদেষ্টা এস,এম, পারভেজের বক্তব্য শ্রবন করা হইল এবং দাখিলী রীট মামলা নং-১২০/৮৮ এবং রীট মামলা নং ১৬২/৮৮ সহ ১৭ টি মামলার রায়েরজাবেদা নকলের ফটোকপি পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। রীট পিটিশন নং-১২০/৮৮ এবং রীট পিটিশন নং-১৬২/৮৮ সহ ১৭টি মামলার রায়ের জাবেদা নকলের ফটোকপি পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। রীট পিটিশন নং-১২০/৮৮ এবং রীট পিটিশন নং ১৬২/৮৮ সহ ১৭টি মামলার গত ১০-১২-৯৬ ইং তারিখের রায় পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, দরখাস্তকারীর আই,আর,ও, এর ৩৪ ধারার মামলাটি সচলযোগ্য না হওয়ায় ঐ ধারা ও ফোরামে প্রতিকার দেওয়া যায় না এবং মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট, আপীল বিভাগের ৩৩ ডি, এল, আর (এস,সি) পাতা-২৫১ এবং ৩৮ ডি,এল,আর, (এডি) পাতা-৫৮ মামলার সিদ্ধান্তের আলোকে বাদীর মামলাটি সচলযোগ্য না হওয়ায় প্রতিকারযোগ্য নহে। সুতরাং প্রতিপক্ষের দরখাস্ত মতে দরখাস্তকারী বি,কে, দাস এর মামলাটি খারিজযোগ্য হইতেছে। সুতরাং প্রতিপক্ষের দরখাস্ত মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে এবং মামলাটি খারিজযোগ্য বটে। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন এবং তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া অনুরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। সুতরাং প্রতিপক্ষের দরখাস্তটি মঞ্জুর হয়।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই,আর,ও মামলাটি দরখাস্তকারীর গরহাজিরা এবং মামলাটি সচলযোগ্য না হওয়ায় দরখাস্তকারীর অনুপস্থিতিতে এবং প্রতিপক্ষের উপস্থিতিতে খারিজ করা হইল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/-মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণের স্বাক্ষর ঃ

১। স্বাঃ/-মোঃ মোরতোজা রেজা।
২। স্বাঃ/- মোঃ নুর কুতুব আলম মান্নান।

অনুলিপিকারক ঃ-জা, নেসা।
তুলনাকারক ঃ-
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ-মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-২৭/৮৮

মোঃ সহিদার রহমান, প্রাক্তন সহকারী মেকানিক,
আর, ডি, আর, এস, রংপুর, প্রযত্নেঃ-মোঃ ছলিম উদ্দিন,
কামারপাড়া (বাবুমিল), পোঃ-আলমনগর, রংপুর .....দরখাস্তকারী।

বনাম

১। টেকনিক্যাল এডভাইজার, আর, ডি,আর, এস, ৮ জেল রোড, ধাপ, রংপুর।

২। মিঃ টারবেন ভি পিটারসন, ডাইরেক্ট্রেটর,

৩। মিঃ বেরীলাইলাম,ফাইন্যান্স এডমিনিষ্ট্রেটর,

৪। মিঃ পিটার এ গোমেজ, পারসোনাল এন্ড গর্ভরমেন্ট রিলেসন অফিসার,

৫। মিঃ এম, পি রোজারিও, প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, আর, ডি, আর, এস, হাউজ নং-৬২, রোড নং-৭/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা।

৬। মিঃ অরুন কুমার সরকার, সাবেক একাউন্টেন্ট, আর, ডি, আর, এস, ধাপ, রংপুর—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশ নং-১০ তাং- ১৫-১২-০৩

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও অব্যাহতি দরখাস্ত শূনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। প্রতিপক্ষ আর, ডি, আর, এস, এর পক্ষে হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ দসদ্যদ্বয় যথাক্রমে (১) মোঃ মোরতোজা রেজা এবং (২) জনাব মোঃ নুর কুতুব আলম মান্নান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও দরখাস্ত শূনানীর জন্য পেশ করা হইল।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। দরখাস্তকারী মোঃ সহিদার রহমানকে ডাকাডাকি করিয়া পাওয়া গেল না। দরখাস্তকারী পক্ষে কোন হাজিরা দাখিল নাই। প্রতিপক্ষের দাখিলী দরখাস্তটি শূনানীর জন্য লওয়া হইল। দরখাস্ত সংক্রান্ত প্রতিপক্ষের আইন উপদেষ্টা এস, এম, পারভেজের বক্তব্য শ্রবন করা হইল এবং দাখিলী রীট মামলা নং-১২০/৮৮ এবং রীট মামলা নং-১৪১/৮৮ সহ ১৭টি মামলার রায়ের জাবেদা নকলের ফটোকপি পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। রীট পিটিশন নং-১২০/৮৮ এবং রীট পিটিশন নং-১৪১/৮৮ সহ ১৭টি মামলার গত ১০-১২-৯৬ ইং তারিখের রায় পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, দরখাস্তকারীর আই, আর, ও, এর ৩৪ ধারার মামলাটি সচলযোগ্য না হওয়ায় ঐ ধারা ও ফোরামে প্রতিকার দেওয়া যায় না এবং মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট, আপীল বিভাগের ৩৩ ডি, এল, আর, (এস, সি) পাতা- ২৫১ ও ৩৮ ডি, এল, আর, (এডি) পাতা- ৫৮ মামলার সিদ্ধান্তের আলোকে বাদীর মামলাটি সচলযোগ্য না হওয়ায় প্রতিকারযোগ্য নহে। সুতরাং প্রতিপক্ষের দরখাস্ত মতে দরখাস্তকারী সহিদার রহমান এর মামলাটি খারিজযোগ্য হইতেছে। সুতরাং প্রতিপক্ষের দরখাস্ত মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে এবং মামলাটি খারিজযোগ্য বটে। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন এবং তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া অনুরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। সুতরাং প্রতিপক্ষের দরখাস্তটি মঞ্জুর হয়।

অতএব

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও মামলাটি দরখাস্তকারীর গরহাজিরা এবং মামলাটি সচলযোগ্য না হওয়ায় দরখাস্তকারীর অনুপস্থিতিতে এবং প্রতিপক্ষের উপস্থিতিতে খারিজ করা হইল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/-মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণের স্বাক্ষর ঃ

১। স্বাঃ/-মোঃ মোরতোজা রেজা।

২। স্বাঃ/- মোঃ নুর কুতুব আলম মান্নান।

অনুলিপিকারক ঃ-জা, নেসা।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

তুলনাকারক ঃ-
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

রেজিষ্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ-মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-৯৩/৮৭

মোঃ মোখলেছুর রহমান, পিতা-মৌঃ শরিয়ত উল্যাহ,
সাং-উকিলপাড়া, পোঃ ও জেলা-নীলফামারী.....দরখাস্তকারী।

বনাম

১। ইনচার্জ এ, পি/আর, ডি,আর, এস,নাগেশ্বরী অফিস, পোঃ-নাগেশ্বরী, জেলা-কুড়িগ্রাম।

২। এগ্রিকালচারাল কো-অর্ডিনেটর এ, পি/আর, ডি,আর, এস, রংপুর, পোঃ ও জেলা-রংপুর।

৩। এ্যাক্টিং ডাইরেক্টর, আর, ডি, আর, এস,বাড়ী নং ৬২, রোড নং-৭/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা.....প্রতিপক্ষগণ।

আদেশ নং-১৪ তাং- ১৫-১২-০৩

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও অব্যাহতি দরখাস্ত শূনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। প্রতিপক্ষ আর, ডি, আর, এস, এর পক্ষে হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ দসদ্যদ্বয় যথাক্রমে (১) মোঃ মোরতোজা রেজা এবং (২) জনাব মোঃ নুর কুতুব আলম মান্নান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও দরখাস্ত শূনানীর জন্য পেশ করা হইল।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। দরখাস্তকারী মোঃ মোখলেছুর রহমানকে ডাকাডাকি করিয়া পাওয়া গেল না। দরখাস্তকারী পক্ষে কোন হাজিরা দাখিল নাই। প্রতিপক্ষের দাখিলী দরখাস্তটি শূনানীর জন্য লওয়া হইল। দরখাস্ত সংক্রান্ত প্রতিপক্ষের আইন উপদেষ্টা এস, এম, পারভেজের বক্তব্য শ্রবন করা হইল এবং দাখিলী রীট মামলা নং-১২০/৮৮ এবং রীট মামলা নং-১৬৪/৮৮ সহ ১৭টি মামলার রায়ের জাবেদা নকলের ফটোকপি পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। রীট পিটিশন নং-১২০/৮৮ এবং রীট পিটিশন নং-১৬৪/৮৮ সহ ১৭টি মামলার গত ১০-১২-৯৬ ইং তারিখের রায় পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, দরখাস্তকারীর আই, আর, ও, এর ৩৪ ধারার মামলাটি সচলযোগ্য না হওয়ায় ঐ ধারা ও ফোরামে প্রতিকার দেওয়া যায় না এবং মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট, আপীল বিভাগের ৩৩ ডি, এল, আর, (এস, সি) পাতা- ২৫১ ও ৩৮ ডি, এল, আর, (এ ডি) পাতা- ৫৮ মামলার সিদ্ধান্তের আলোকে বাদীর মামলাটি সচলযোগ্য না হওয়ায় প্রতিকার যোগ্য নহে। সুতরাং প্রতিপক্ষের দরখাস্ত মতে দরখাস্তকারী মোখলেছুর রহমান এর মামলাটি খারিজযোগ্য হইতেছে। সুতরাং প্রতিপক্ষের দরখাস্ত মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে এবং মামলাটি খারিজযোগ্য বটে। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন এবং তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া অনুরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। সুতরাং প্রতিপক্ষের দরখাস্তটি মঞ্জুর হয়।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও মামলাটি দরখাস্তকারীর গরহাজিরা এবং মামলাটি সচলযোগ্য না হওয়ায় দরখাস্তকারীর অনুপস্থিতিতে এবং প্রতিপক্ষের উপস্থিতিতে খারিজ করা হইল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/-মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণের স্বাক্ষর ঃ

১। স্বাঃ/-মোঃ মোরতোজা রেজা।

২। স্বাঃ/- মোঃ নুর কুতুব আলম মান্নান।

অনুলিপিকারক ঃ-জা, নেসা।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

তুলনাকারক ঃ-

পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

রেজিষ্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ-মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-৯৪/৮৮

মোঃ গোলাম গাউস, পিতা মৃত মোঃ আবদুল গনি,
সাং-হারোয়া, পোঃ ও জেলা-নীলফামারী.....দরখাস্তকারী।

বনাম

১। এডমিনিষ্ট্রেটর, আর, ডি, আর, এস, এগ্রিকালচারাল প্রোগ্রাম, ডোমার, পোঃ-ডোমার, জেলা-নীলফামারী।

২। এগ্রিকালচারাল কো-অর্ডিনেটর, আর, ডি,আর, এস, রংপুর, পোঃ ও জেলা-রংপুর।

৩। প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, আর, ডি, আর, এস,
বাড়ী নং-৬২, রোড নং-৭/এ,ধানমন্ডি, ঢাকা-৯.....প্রতিপক্ষ।

আদেশ নং-১০ তাং- ১৫-১২-০৩

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও প্রতিপক্ষের দাখিলী দরখাস্ত শূনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। প্রতিপক্ষ আর, ডি, আর, এস, এর পক্ষে হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ

সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) মোঃ মোরতোজা রেজা এবং (২) জনাব মোঃ নুর কুতুব আলম মান্নান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও দরখাস্ত শূনানীর জন্য পেশ করা হইল।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। দরখাস্তকারী মোঃ গোলাম গাউসকে ডাকাডাকি করিয়া পাওয়া গেল না। দরখাস্তকারীর পক্ষে কোন হাজিরা দাখিল নাই। প্রতিপক্ষের দাখিলী দরখাস্তটি শূনানীর জন্য লওয়া হইল। দরখাস্ত সংক্রান্ত প্রতিপক্ষের আইন উপদেষ্টা এস, এম, পারভেজের বক্তব্য শ্রবন করা হইল এবং দাখিলী রীট মামলা নং-১২০/৮৮ এবং রীট মামলা নং-৪৮৭/৮৮ সহ ১৭টি মামলার রায়ের জাবেদা নকলের ফটোকপি পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। রীট পিটিশন নং-১২০/৮৮ এবং রীট পিটিশন নং-৪৮৭/৮৮ সহ ১৭টি মামলার গত ১০-১২-৯৬ ইং তারিখের রায় পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, দরখাস্তকারীর আই, আর, ও, এর ৩৪ ধারার মামলাটি সচলযোগ্য না হওয়ায় ঐ ধারা ও ফোরামে প্রতিকার দেওয়া যায় না এবং মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট, আপীল বিভাগের ৩৩ ডি, এল, আর, (এস, সি,) পাতা- ২৫১ ও ৩৮ ডি, এল, আর, (এ ডি) পাতা- ৫৮ মামলার সিদ্ধান্তের আলোকে বাদীর মামলাটি সচলযোগ্য না হওয়ায় প্রতিকারযোগ্য নহে। সুতরাং প্রতিপক্ষের দরখাস্ত মতে দরখাস্তকারী গোলাম গাউসের এর মামলাটি খারিজযোগ্য হইতেছে। সুতরাং প্রতিপক্ষের দরখাস্ত মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে এবং মামলাটি খারিজযোগ্য বটে। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন এবং তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া অনুরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। সুতরাং প্রতিপক্ষের দরখাস্তটি মঞ্জুর হয়।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও মামলাটি দরখাস্তকারীর গরহাজিরা এবং মামলাটি সচলযোগ্য না হওয়ায় দরখাস্তকারীর অনুপস্থিতিতে এবং প্রতিপক্ষের উপস্থিতিতে খারিজ করা হইল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/-মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণের স্বাক্ষর ঃ

১। স্বাঃ/-মোঃ মোরতোজা রেজা।

২। স্বাঃ/- মোঃ নুর কুতুব আলম মান্নান।

অনুলিপিকারক ঃ-জা, নেসা।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

তুলনাকারক ঃ-
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

রেজিষ্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-৫/৮৮

আহম্মদ আলী প্রাক্তন ওয়েল্ডার, আর,ডি,আর,এস, কৃষি প্রকল্প, রংপুর,
প্রযত্নেঃ- মৃত মনোয়ার হোসেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্মুখে, সেনপাড়া,
এরশাদ রোড, পোঃ- রংপুর, জেলা রংপুর-৫৪০০.....দরখাস্তকারী।

বনাম

১। অরুন কুমার সরকার, একাউন্টেন্ট, আর,ডি,আর,এস,ধাপ, রংপুর।
২। মিঃ বেরীলাইলাম, ফাইন্যান্স এডমিনিষ্ট্রেটর,
৩। মিঃ পিটার এ গোমেজ, পারসোনাল এন্ড গর্ভরনমেন্ট রিলেশন অফিসার,
৪। মিঃ এম, পি রোজারিও, প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর,
৫। মিঃ টারবেন ডি-পিটারর, ডাইরেক্টর, সকলের ঠিকানা।
আর,ডি,আর,এস, হাউস নং ৬২, রোড নং ৭/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা----------প্রতিপক্ষগণ।

আদেশ নং ১৫ তাং ১৫-১২-০৩

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও প্রতিপক্ষে অব্যাহতি দরখাস্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। প্রতিপক্ষ আর,ডি,আর,এস, এর পক্ষে হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং (২) জনাব মোঃ নুর কতুব আলম মান্নান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও দরখাস্ত শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। দরখাস্তকারী আহম্মদ আলীকে ডাকাডাকি করিয়া পাওয়া গেল না। দরখাস্তকারীর পক্ষে কোন হাজিরা দাখিল নাই। প্রতিপক্ষের দাখিলী দরখাস্তকারী শুনানীর জন্য লওয়া হইল। দরখাস্ত সংক্রান্ত প্রতিপক্ষের আইন উপদেষ্টা এস,এম, পারভেজের বক্তব্য শ্রবণ করা হইল এবং দাখিলী রীট মামলা নং ১২০/৮৮ এবং রীট মামলা নং ১৩৭/৮৮ সহ ১৭টি মামলার রায়ের জাবেদা নকলের ফটোকপি পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। রীট পিটিশন নং ১২০/৮৮ এবং রীট পিটিশন নং ১৩৭/৮৮ সহ ১৭টি মামলার গত ১০/১২-৯৬ইং তারিখের রায় পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, দরখাস্তকারীর আই,আর,ও এর ৩৪ ধারার মামলাটি সচলযোগ্য না হওয়ায় ঐ ধারা ও ফোরাম প্রতিকার দেওয়া যায় না এবং মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট, আপীল বিভাগের ৩০ ডি,এল,আর (এস,সি,) পাতা ২৫১ ও ৩৮ ডি,এল,আর, (এডি) পাতা ৫৮ মামলার সিদ্ধান্তের আলোকে বাদীর মামলাটি সচলযোগ্য না হওয়ায় প্রতিকারযোগ্য নহে। সুতরাং প্রতিপক্ষের দরখাস্ত মতে দরখাস্তকারী আহম্মদ আলীর মামলাটি খারিজযোগ্য হইতেছে। সুতরাং প্রতিপক্ষের দরখাস্ত মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে এবং মামলাটি খারিজযোগ্য বটে। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন এবং তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া অনুরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। সুতরাং প্রতিপক্ষের দরখাস্তটি মঞ্জুর হয়।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই,আর,ও, মামলাটি দরখাস্তকারীর গরহাজিরা এবং মামলাটি সচলযোগ্য না হওয়ায় দরখাস্তকারীর অনুপস্থিতিতে এবং প্রতিপক্ষের উপস্থিতিতে খারিজ করা হইল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণের স্বাক্ষর ঃ

১। মোঃ মোরতোজা রেজা
২। মোঃ নুর কুতুব আলম মান্নান

অনুলিপিকারক ঃ জা, নেসা।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

তুলনাকারক ঃ-
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

রেজিষ্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ৯৭/২০০৩

১। মোঃ সাহেদ আলী, আহ্বায়ক, এডহক কমিটি, পিতা মৃত মনতাজ, সাং মাছিমপুর,

২। মোঃ মোনোয়ার হোসেন (সদর), পিতা মৃত আইউব আলী, সাং-সয়াধানগড়া, উভয়েই সদস্য, সিরাজগঞ্জ জেলা, মটর শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-২১৭ সিরাজগঞ্জ—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। সিরাজগঞ্জ জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-২১৭, সিরাজগঞ্জ পক্ষে কথিত সভাপতি,

২। মোঃ আব্দুল আওয়াল, কথিত সভাপতি, পিতা মোঃ হযরত আলী, সাং-মিরপুর,

৩। মোঃ আনছার আলী, কথিত সাধারণ সম্পাদক, পিতা মোঃ আব্দুল গনি, সাং সয়াধানগড়া,
৪। মোঃ মোবারক হোসেন, কথিত আহ্বায়ক, পিতা মৃত খুদু মিয়া, সাং-তেলকুপি,

৫। মোনায়েম খান কাবুল, পিতা মৃত আঃ মালেক খান, সাং-মাছমপুর,

৬। শামসুল আলম, পিতা কানটু মন্ডল, সাং-একডালা,

৭। শ্যামল কুমার, পিতা মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী, সাং-কোদালা,

৮। মাসুম, পিতা মৃত রহমত আলী, সাং-মাছমপুর,

৯। আঃ ওয়াহাব, পিতা মৃত মহের আলী, সাং-সয়াধানগড়া,

১০। মোঃ চান আলী, পিতা মোঃ বানিজ উদ্দিন, সাং-মালতিডাঙ্গা, ৪ হইতে ১০ নং প্রতিপক্ষ সকলেই তথাকতিত আহ্বায়ক কমিটির সদস্য,

১১। আঃ মজিদ, পিতা মৃত শুকুর আলী সেখ, সাং-সয়াধানগড়া, তথাকথিত তলবি সভার আহ্বানকারী,

১২। আলহাজ গাজী নুরুল ইসলাম, পিতা মৃত মাহাতাব উদ্দিন খান, সাং-মাছমপুর,

১৩। মাহবুবুর রহমান দুলাল, তথাকথিত চেয়ারম্যান, ২০০২-২০০৩ নির্বাচন পরিচালনা কমিটি, পিতা সিরাজুল হক (মৃত), সাং-মির্জাপুর, থানা শেরপুর, জেলা বগুড়া।

১৪। মোঃ আঃ খালেক, পিতা পরেশ উল্লাহ, সাং-মাছমপুর,

১৫। শ্রী শ্যামল কুমার দাস, পিতা কালীপদ দাস, সাং-কালীবাড়ি,

১৬। মোঃ রফিকুল ইসলাম, পিতা রমজান আলী, সাং-হোসেনপুর,

১৭। মোঃ আবুল কালাম আজাদ (ঈদুল), পিতা গোলাম মোস্তফা, সাং-সয়াধানগড়া, ১৩ হইতে ১৭ তথাকথিত নির্বাচন পরিচালনা কমিটি, সিরাজগঞ্জ জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন, সকলের বর্তমান ঠিকানা-সিরাজগঞ্জ জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-২১৭), অধ্যাপক এম, এ, মতিন পৌরবাস টার্মিনাল, পোঃ, থানা ও জেলা-সিরাজগঞ্জ.....প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব মোঃ কোরবান আলী, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ৮ তাং ১৫-১২-০৩

অদ্য মামলাটি রক্ষণীয়তা দরখাস্ত শুনানী এবং জবাব দাখিলের জন্য। দরখাস্তকারী ও প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদ্বয় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং (২) জনাব মোঃ নুর কুতুব আলম কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি উপস্থাপন করা হইল।

মামলার রেকর্ড মামলার রক্ষণশীলতা সংক্রান্ত দরখাস্ত শুনানীর জন্য লওয়া হইল। মামলার সচলযোগ্যতা বা রক্ষণশীলতা সংক্রান্ত উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীবৃন্দের জোরালো যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হইল। বিজ্ঞ কৌশলীবৃন্দের বক্তব্য ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। বিজ্ঞ কৌশলীবৃন্দের বক্তব্য ও রেকর্ডদৃষ্টে দেখা যায় যে, ১নং দরখাস্তকারী মোঃ সাহেদ আলী ইউনিয়নের এডহক কমিটির আহ্বায়ক দাবীতে এবং ২নং দরখাস্তকারী মনোয়ার হোসেন উভয়ে ইউনিয়নের সদস্য হিসাবে সিরাজগঞ্জ জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের ২৩-৫-০৩ ইং তারিখের তলবী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তমূলে ১৫-৮-০৩ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বিবার্ষিক নির্বাচন সংবিধান বহির্ভূত ও বেআইনী গণ্যে নির্বাচন বাতিল-পূর্বক বাদীগণের ইউনিয়ন পরিচালনায় গ্যারান্টিড রাইট বলবৎ করিবার আদেশের নিমিত্তে মামলাটি আনয়ন করেছেন। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী এইরুপ নিবেদন করেন যে, দরখাস্তকারীগণ সিরাজগঞ্জ জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্টার্ড সংবিধানের ৭ ধারার বিধান মোতাবেক ইউনিয়নের সদস্য নহেন এবং তাহারা শ্রমিক সি, বি,এ, বা মালিক হিসাবে শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় মামলা আনয়ন না করায় শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় কোন প্রতিকার পাইবেন না এবং শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় মামলাটি রক্ষণীয় নহে। অপর দিকে দরখাস্তকারীগণ পক্ষে

বিজ্ঞ আইনজীবী এইরূপ নিবেদন করেন যে, ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হিসাবে সংবিধানের বিধানাবলী লংঘিত হইলে দরখাস্তকারীগণের অধিকার বর্তাইবে এবং সংগঠনের সদস্য হিসাবে বাদীগণ শিল্প-সম্পর্ক অধ্যাদেশের অধিকার বলবতের প্রতিকার পাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় কি বিধান করা হইয়াছে তাহাই সর্বাগ্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন। শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধান এইরূপ যে, "any collective bargaining agent or any employer or workman may apply to the Labour Court for the enforcement or any right guaranteed or secured to it or him by or under any law or any award or any settlement~. অর্থাৎ কোন রোয়েদাদ (award) বা মিমাংসার (settlement) দ্বারা বা কোন আইন মোতাবেক যার বা তার প্রতি প্রদত্ত বা অর্জিত কোন অধিকার কার্যকরী করার জন্য যে কোন যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি বা যে কোন মালিক বা যে কোন শ্রমিক শ্রম আদালতে আবেদন পেশ করতে পারেন। সুতরাং উপরোক্ত শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধানাবলী পুংখানুপুংখভাবে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা অন্তে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা কোন অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নহে বরং কোন আইন বা রোয়েদাদ বা চুক্তিমূলে স্বীকৃত বা রক্ষিত কোন অধিকার কার্যকরীকরণের জন্য এতে বিধান রহিয়াছে। অত্র মামলার ক্ষেত্রে দরখাস্তকারীগণ ইউনিয়নের এডহক কমিটির আহ্বায়ক দাবীতে ও ইউনিয়নের সদস্য হিসাবে ২৩-৫-০৩ ইং তারিখের তলবী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তমূলে ১৫-৮-০৩ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বিবার্ষিক নির্বাচন বাতিলের প্রতিকার চেয়েছেন এবং রাইট বলবৎ (establish) করতে চেয়েছেন। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, দরখাস্তকারী কোন গ্যারান্টিড রাইট enforce বা অধিকার কার্যকরীকরনের জন্য মামলাটি আনয়ন করেন নাই। বরং দরখাস্তকারীগণ তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মামলাটি আনয়ন করিয়াছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। দরখাস্তকারীগণ ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হিসাবে অধিকার প্রতিষ্ঠার কোন বিধান শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় বর্ণিত হয় নাই। শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় কোন্ কোন্ গ্যারান্টিড রাইট enforce হইবে তাহা সুস্পষ্টভাবে সুনির্দিষ্টকরণ করা হইয়াছে। ইহা পরিস্কার পরিলক্ষিত হয় যে, শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ৩৪ ধারায় তিনি নিজেই কেবলমাত্র আবেদন করার যোগ্য, তার ইউনিয়নের নহে এবং একইভাবে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি আইনের দ্বারা প্রদত্ত বা অর্জিত কোন অধিকার কার্যকরীকরণের জন্য কোন একজন শ্রমিক বা একজন মালিক আবেদন করতে পারেন না। অত্র মামলার ক্ষেত্রে সিরাজগঞ্জ জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের ২ জন সদস্য কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় ১৫-৮-০৩ ইং তারিখের অনুষ্ঠিত দ্বিবার্ষিক নির্বাচন বাতিলের প্রতিকার শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় আইনতঃ রক্ষণীয় ও প্রতিকারযোগ্য নহে। এক্ষেত্রে দরখাস্তকারীগণ নির্বাচন বাতিলসহ অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিকার চেয়েছেন কিন্তু শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় শুধুমাত্র রোয়েদাদ বা মিমাংসার দ্বারা বা আইনের দ্বারা প্রদত্ত বা অর্জিত অধিকার কার্যকর করার বিধান রাখা হইয়াছে। সুতরাং বর্ণিত কারণাধীনে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, দরখাস্তকারীগণের প্রার্থীত প্রতিকার শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় সচলযোগ্য বা রক্ষণীয় নহে। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় অনুরুপ অভিমত পোষণ করেন এবং অনুরুপভাবে মামলাটির রক্ষণীয়তা বিষয়ক দরখাস্তকারীগণের বিপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল। সুতরাং দরখাস্তকারীগণের মামলাটি সচলযোগ্য না হওয়ায় খারিজযোগ্য হইতেছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, ৯৭/০৩ মামলাটি দ্বিপক্ষ শুনানীতে সচলযোগ্য (রক্ষণীয়) না হওয়ায় খারিজ করা হইল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/-মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণের স্বাক্ষর ঃ

১। স্বাঃ/ মোঃ মোরতোজা রেজা
১৫-১২-০৩

২। স্বা/ মোঃ নুর কুতুব আলম মান্নান
১৫-১২-০৩

অনুলিপিকারক ঃ জা, নেসা।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

তুলনাকারক ঃ পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

রেজিষ্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ৯৪/২০০৩

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম বাবু, সভাপতি,

২। শ্রী নিবেন মহন্ত, সাধারণ সম্পাদক,
ফুলবাড়ী থানা হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট শ্রমিক ইউনিয়ন,
রেজিঃ নং রাজ-১৮০৭, ফুলবাড়ী, জেলা-দিনাজপুর—প্রতিপক্ষ।

১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৫ তাং-১০-১১-০৩

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে কাগজাদির দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠিত হইল। রেকর্ড একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। হলপনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডাব্লিউ,-১ জনাব মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী দপ্তর নথি এক্সিবিট-১ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ,-১ এর জবানবন্দী, কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখিলাম। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) মোতাবেক প্রতিপক্ষ ফুলবাড়ী থানা হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৮০৭) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পর পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৯ সাল হইতে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদিদৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১৫-৬-৯৯ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ১৯৯৯ সাল থেকে অদ্যাবধি দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২২ ধারা ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছেন। রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস হইতে ০৮-০৮-০৩ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/১৬১০ নং স্মারকমূলে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্বনোটিশ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণের ডাক রশিদ এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ১৯৯৯ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতিয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণাধীনে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষের মামলাটি একতফতা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই,আর,ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচের মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ ফুলবাড়ী থানা হোটেল ও রেস্টুরেন্ট শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৮০৭) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক ঃ জা, নেসা।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

তুলনাকারক ঃ পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ৬/১৯৯১

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী.....প্রথম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
রংপুর জেলা হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট শ্রমিক ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং রাজ-৮৫৮), স্টেশন রোড, শাপলা চত্বর, রংপুর.....দ্বিতীয় পক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, প্রথম পক্ষ।

আদেশ নং ২৫ তাং ১১-১১-০৩

অদ্য মামলাটি একতরফা সূত্রে রায় প্রদানের জন্য দিন ধার্য আছে। রেকর্ড রায় প্রদানের জন্য পেশ করা হইল।

প্রতিপক্ষ অদ্যকার তারিখেও হাজির নাই। রেকর্ডদৃষ্টে দেখা যায় যে, গত ০৯-১১-০৩ ইং তারিখে একতরফা সূত্রে হলপনামা পাঠান্তে পি, ডাব্লিউ,-১ জনাব মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর জবানবন্দী গৃহীত হইয়াছে এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের নামীয় কাগজাদির দপ্তর নথি এক্সিবিট-১ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হইয়াছে। পি, ডাব্লিউ-১ জনাব মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালকের জবানবন্দী ও এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত কাগজাদি ও আরজি পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। রেকর্ডকৃত জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ রংপুর জেলা হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট শ্রমিক ইউনিয়ন, ষ্টেশন রোড, রংপুর ২৫-২-৯০ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৮৫৮) প্রাপ্ত হইয়া কার্যক্রম পরিচালনা করাকালে অভিযোগ উত্থাপিত হয় এবং এই মামলাটি তদন্তঅন্তে দায়ের হয়। ইত্যবসরে জনৈক ফারাজ উদ্দিন সরকার, প্রোপ্রাইটর, মিঠু হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট কর্তৃক দায়েরকৃত রীট পিটিশন মামলা নং ৪৮৭/৯১ দায়ের করিয়া ২-৩-৯৭ ইং তারিখের রায়মূলে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক রংপুর জেলা হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট শ্রমিক ইউনিয়নকে প্রদত্ত রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৮৫৮) প্রদান আইনগত কর্তৃত্বহীন এবং অকার্যকরী মর্মে ঘোষণা প্রদান করেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল নং ১৩৬/৯৮ দায়ের হয় এবং ঐ মামলাটি ১৯-৩-৯৮ ইং তারিখে dismissed as time barred রায়মূলে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন অকার্যকরী হইয়াছে। সেহেতু প্রতিপক্ষ রংপুর জেলা হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট শ্রমিক ইউনিয়নটি আইনসংগতভাবে বাদী পক্ষ রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন। তাহা ছাড়াও বাদী পক্ষে পি, ডাব্লিউ-১ জনাব মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক দরখাস্তের প্রেক্ষিতে করোবরেটিভ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। দরখাস্তকারী পক্ষে দাখিলী দপ্তর নথিতে রক্ষিত রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্বনোটিশ ফাইলে রহিয়াছে। অত্র মামলার ২য় পক্ষ রংপুর জেলা হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট শ্রমিক ইউনিয়ন পক্ষ হইতে অভিযোগের প্রেক্ষিতে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই যাহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সুতরাং বর্ণিত অবস্থা ও কারণাধীনে আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ১ম পক্ষের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হইয়াছে এবং আইনানুগভাবে ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী প্রার্থীতমতে প্রতিকার পাইবার হকদার হইতেছেন। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই,আর,ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ রংপুর হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট শ্রমিক ইউনিয়ন, স্টেশন রোড, রংপুরের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৮৫৮) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক ঃ জা. নেসা।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

তুলনাকারক ঃ পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই,আর,ও মামলা নং ৫৮/১৯৮৮

শাহজাহান আলী (বুলবুল), পিতা মোঃ সেকেন্দার আলী,
গ্রাম-কলেজ রোড, পোঃ ও জেলা-নীলফামারী.....দরখাস্তকারী।

বনাম

১। প্রজেক্ট ম্যানেজার, আর,ডি,আর,এস, ডোমার, পোঃ-ডোমার, জেলা-নীলফামারী।

২। প্রগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, আর, ডি,আর,এস, রংপুর, পোঃ ও জেলা-রংপুর।

৩। ডাইরেক্টর, আর,ডি,আর,এস,ঢাকা, বাড়ী নং ৬২,
রোড নং-৭/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা—প্রতিপক্ষ।

আদেশ নং ১০ তাং-১৩-১০-০৩

আদেশ নং ১০ তাং-১৩-১০-০৩

অদ্য মামলাটি উঠাইয়া লওয়ার দরখাস্ত শুনানী এবং বাদীর জবানবন্দী রেকর্ডের জন্য দিন ধার্য আছে। কোন পক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। নথি আদেশের জন্য পেশ করা হইল।

বাদী শাহজাহান আলীকে বার বার ডেকে পাওয়া গেল না। বাদী গরহাজির। সুতরাং এ পর্যায়ে বাদীর মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্তটি নাকচ (rejected) করা হইল। এখন সময় ১২—১৫ মিনিট। বাদী অনুপস্থিত। সুতরাং

আদেশ হইল যে,

অত্র আই,আর,ও, মামলাটি দরখাস্তকারী বাদীর গাফিলতি ও ত্রুটির জন্য খারিজ (dismiss for default) হয়।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক ঃ জা, নেসা।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

তুলনাকারক ঃ পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদলত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই,আর,ও মামলা নং ২৪/২০০৩

মোঃ আব্দুল আলিম, ওরফে আলিম উদ্দীন, পিতা মৃত তৈয়ব উদ্দীন, সাং-ইমাদপুর নূতনপাড়া, থানা-মতিহার, জেলা-রাজশাহী, লাইন সরদার, চিকন তাঁতী, তাঁত বিভাগ, রাজশাহী পাটকল লিঃ, শ্যামপুর, রাজশাহী.....দরখাস্তকারী।

বনাম

১। প্রকল্প প্রধান, রাজশাহী পাটকল লিঃ, পোঃ শ্যামপুর, থানা-মতিহার, জেলা-রাজশাহী।
২। সহকারী ব্যবস্থাপক (শ্রম), রাজশাহী পাটকল লিঃ, পোঃ-শ্যামপুর, থানা-মতিহার, জেলা-রাজশাহী—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব মোঃ কোরবান আলী, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব মোঃ আবুল কাশেম (২), প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ১৮ তাং ১৫-১২-০৩

অদ্য মামলাটি পুনঃচূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরাসহ সংশোধনী জবাব দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং (২) জনাব মোঃ নুর কুতুব আলম মান্নান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী ফিরিস্তিমূলে ২ ফর্দ কাগজ দাখিল করিয়াছেন। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী কারণ দর্শাইয়া মামলাটি প্রত্যাহারের জন্য দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন এবং বাদীকে Recall করার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

প্রতিপক্ষের জবাব সংশোধনীর দরখাস্ত সম্পর্কে বক্তব্য শ্রবণ করা হইল। সংশোধিত জবাব গৃহীত হইল। পি,ডাব্লিউ,-১ কে রিকলের দরখাস্ত মঞ্জুর করা হইল। প্রার্থীত মতে পি,ডাব্লিউ-১কে রিকল করা হউক। পি, ডাব্লিউ,-১ মোঃ আবদুল আলিমকে অন রিকল মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্তের প্রেক্ষিতে তাহার জবানবন্দী গৃহীত হইল। মামলার দরখাস্তকারী পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আবদুল আলিমের সাক্ষ্য ও অন রিকল জবানবন্দী পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। দরখাস্তকারী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্তে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, বি,জে,এম, সির প্রধান কার্যালয়ের ১৮-১১-২০০৩ ইং তারিখের স্মারক নং কস-৪/লোকবল-৬(খন্ড)/২০০৩/৬৯ মোতাবেক শ্রমিক সেট আপে তাঁত বিভাগের বড় সরদারের পদ বিলুপ্ত হওয়ায় বাদী মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া লইবার অনুমতি চেয়েছেন এবং উক্ত বিষয়ে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আঃ আলিম অন রিকল জবানবন্দী প্রদান করিয়া মামলাটি চালাইবে না মর্মে উল্লেখ করিয়া মামলা উঠাইয়া লইবার অনুমতি চেয়েছেন। সুতরাং বাদী মোঃ আঃ আলিম মামলাটি না চালানোহেতু উঠাইয়া লইবার অনুমতি পাইতে পারেন। তৎকারণে বাদীর মামলাটি প্রত্যাহারের দরখাস্ত মঞ্জুর করা যায় মর্মে উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ও অনুরুপ অভিমত পোষণ করেন এবং তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া অনুরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। সুতরাং বাদীর মামলাটি প্রত্যাহারের দরখাস্ত মঞ্জুর হয়।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর,ও, মামলাটি পক্ষগণের উপস্থিতিতে উঠাইয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল এবং তৎসহ মামলাটি নিষ্পত্তি করা হইল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণের স্বাক্ষর ঃ

১। স্বাঃ/ মোঃ মোরতোজা রেজা।
২। স্বাঃ/ মোঃ নুর কুতুব আলম মান্নান।

অনুলিপিকারক ঃ জা, নেসা।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

তুলনাকারক ঃ পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ৩৮/২০০৩

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ জাহিদুল ইসলাম, সভাপতি,

২। ডাঃ মঞ্জুরুল হক সরকার, সাধারণ সম্পাদক,
কাটাখালী বালুয়াহাট বণিক সমিতি, রেজিঃ নং রাজ-১৭৭৬,
কাটাখালী বালুয়াহাট, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা..... প্রতিপক্ষ

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৮, তারিখ ১০-৮-০৩

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। ১ম পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন উভয় পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং (২) জনাব মোঃ নুর কুতুব আলম মান্নান কোর্টে উপস্থিত আছেন। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে কাগজাদি (দপ্তর ফাইল) দাখিল করিয়াছেন। নথি উপস্থাপন করা হইল।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয় কোর্ট গঠিত হইল। রেকর্ড একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। হলপনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী এক্সিবিট-১ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ এর জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ কাটাখালী বালুয়াহাট বণিক সমিতির রেজিস্ট্রাশন (রেজিঃ নং রাজ-১৭৭৬) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ সমিতি ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৯ সাল থেকে ইউনিয়নের আর-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ সমিতিটি গত ২-৩-১৯৯৯ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে সমিতির সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করেন নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ সমিতিটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ১৯৯৯ সাল থেকে অদ্যাবধি দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতারং প্রতিপক্ষ সমিতিটি উহার সংবিধানের ২৫ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস হইতে ৫-১-০৩ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/২৬ নং স্মারকমূলে প্রতিপক্ষ সমিতির রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ রেজিস্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া উহার ডাক রশিদ নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং

প্রতিপক্ষ সমিতি উহার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং সমিতির আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া একতরফা সূত্রে প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণাধীনে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুর যোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ কাটাখালী বালুয়াহাট বণিক সমিতির রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৭৭৬) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক ঃ—জা, নেসা
তুলনাকারক ঃ
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি
রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ৯১/২০০৩

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ আজিজার বিশ্বাস, সভাপতি,
২। মোঃ মহির উদ্দিন সরদার, সাধারণ সম্পাদক,
বড়ইচারা চাউল মিল ও চাতাল কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং রাজ১৭০৪), ঈশ্বরদী, পাবনা—প্রতিপক্ষ।

১। জনাব মোঃ মসিহুর রহমান, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৪, তাং ৭-১০-০৩

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। ১ম পক্ষের প্রতিনিধি হাজির দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ রশিদুল্লাহ কোর্টে উপস্থিত আছেন। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠিত হইল। রেকর্ড একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। হলফনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডাব্লিউ-১, মোঃ মসিহুর রহমান, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী-এর সাক্ষ্য গহণ করিয়া পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী দপ্তর নথি এক্সিবিট-১ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ এর জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যলোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা অনুযায়ী প্রতিপক্ষ বড়ইচারা চাউল মিল ও চাতাল কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৭০৪) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিনের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০০ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি ১৯-৮-৯৮ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ২০০০ সাল থেকে অদ্যাবধি দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২১ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, অফিস হইতে ২-৭-০৩ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/১৩৩২ নং স্মারকমূলে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ রেজিস্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণের ডাক রশিদ এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ২০০০ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণাধীনে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ বড়ইচারা চাউল মিল ও চাতাল কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৭০৪) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক ঃ জা, নেসা।
তুলনাকারক ঃ
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ৫৭/২০০৩

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ আব্বাছ আলী, সভাপতি,

২। শ্রী মন্টু, সাধারণ সম্পাদক,
বামনডাংগা সরকারী খাদ্য গুদাম কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং রাজ ৯০৩), বামনডাংগা, গাইবান্ধা—প্রতিপক্ষ।

১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৬, তাং ১৫-৭-০৩

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। ১ম পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে কাগজাদী (দপ্তর নথি) দাখিল করিয়াছেন।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। রেকর্ড একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। হলফনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী দপ্তর নথি এক্সিবিট-১ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ এর জবানবন্দী ও কাগজাদীর ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ বামনডাংগা সরকারী খাদ্য গুদাম কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৯০৩) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পর পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৬ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১৪-১-১৯৯১ ইং তারিখে রেজিঃ নং রাজ-৯০৩ প্রাপ্ত হইবার পর ১৯৯৯ সালের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ১৯৯৬ সাল থেকে অদ্যাবধি দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি তাহার ইউনিয়নের সংবিধানের ২৩ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস হইতে ৫-১-০৩ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/৩৫ নং স্মারকমূলে

প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ রেজিস্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া উহার ডাক রশিদ নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ১৯৯৯ সালের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ১৯৯৬ সাল থেকে অদ্যাবধি ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হয় নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণাধীনে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ বামনডাংগা সরকারী খাদ্য গুদাম কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৯০৩) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক ঃ জা, নেসা।
তুলনাকারক ঃ
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ৩৪/২০০৩

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ খেজের আলী, সভাপতি,
২। মোঃ আইয়ুব আলী সরকার, সাধারণ সম্পাদক,
তৈমুর বাজার ও নাগরতেলী ঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং রাজ-১৫৫০), তৈমুর বাজার থানা-সিংড়া, জেলা-নাটোর.....প্রতিপক্ষ।

১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৮, তাং ১০-৮-০৩

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ নূর কুতুব আলম মান্নান কোর্টে উপস্থিত আছেন। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে কাগজাদি (দপ্তর ফাইল) দাখিল করিয়াছেন। নথি উপস্থাপন করা হইল।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠিত হইল। রেকর্ড একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। হলফনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী-এর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী দপ্তর নথি এক্সিবিট-১ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডব্লিউ-১ এর জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ তৈমুর বাজার ও নাগরভেলী ঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৫৫০) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পর পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০০ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগতভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ২৬-৫-১৯৯৭ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ২০০০ সাল থেকে অদ্যাবধি দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২২ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস হইতে ১৮-১-০৩ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/২২৫ নং স্মারকমূলে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ রেজিস্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া উহার ডাক রসিদ নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণাধীনে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ তৈমুর বাজার ও নাগরভেলী ঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৫৫০) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক ঃ—জা, নেসা।
তুলনাকারক ঃ
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ৫৫/২০০৩

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, সভাপতি,
২। মোঃ অঅবদুস সালাম মিয়া, সাধারণ সম্পাদক,
মিনার জর্দা কোং শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৫৩৩,
ব্রীজ রোড, বাসস্ট্যান্ড, গাইবান্ধা—প্রতিপক্ষ।

১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৭, তাং ১১-৮-০৩

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। ১ম পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। উভয়পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং (২) জনাব মোঃ নূর কুতুব আলম মান্নান কোর্টে উপস্থিত আছেন। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর ফাইল (নথি) দাখিল করিয়াছেন। নথি উপস্থাপন করা হইল।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠিত হইল। রেকর্ড একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। হলপনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী-এর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী দপ্তর নথি এক্সিবিট-১ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ মিনার জর্দা কোং শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ—১৫৩৩) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০০ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ৯-৩-৯৭ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ২০০০ সাল থেকে অদ্যাবধি দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৪ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস হইতে ৫-১-০৩ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/১৯ নং স্মারকমূলে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ রেজিস্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া উহার ডাক রশিদ এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং

প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ২০০০ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণাধীনে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ মিনার জর্দা কোং শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৫৩৩) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক ঃ—জা, নেসা।
তুলনাকারক ঃ
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি
রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ১০/২০০৩

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ বাহাজ আলী, সভাপতি,

২। মোঃ আবুল কালাম, সাধারণ সম্পাদক,
উলিপুর থানা ঠেলাগাড়ী চালক শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৫৭০,
চৌরাস্তা মোড়, কলেজ রোড, উলিপুর, জেলা কুড়িগ্রাম—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ মসিহুর রহমান, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ১৩, তাং ১০-৮-০৩

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। উভয়পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং (২) জনাব মোঃ নূর কুতুব আলম মান্নান কোর্টে উপস্থিত আছেন। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে কাগজাদী (দপ্তর ফাইল) দাখিল করিয়াছেন। নথি উপস্থাপন করা হইল।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠিত হইল। রেকর্ড একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। হলপনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডব্লিউ-১ মোঃ মসিহুর রহমান, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী দপ্তর নথি এক্সিবিট-১ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ এর জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ উলিপুর থানা ঠেলাগাড়ী চালক শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৫৭০) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৭ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ৬-৮-৯৭ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও-গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ১৯৯৭ সাল থেকে অদ্যাবধি দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৪ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস হইতে ২৮-৬-২০০১ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/১২৩৬ নং স্মারকমূলে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ রেজিস্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া উহার ডাক রশিদ নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণাধীনে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ উলিপুর থানা ঠেলাগাড়ী চালক শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৫৭০) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক ঃ—জা, নেসা।
তুলনাকারক ঃ
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ৫২/২০০৩

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। নূর মোহাম্মদ, সভাপতি,

২। মোঃ ফুরকার আলী, সাধারণ সম্পাদক,
লালপুর হাট ও বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-৯২৮,
লালপুর বাজার, লালপুর, জেলা নাটোর.....প্রতিপক্ষ।

১। জনাব মোঃ শামসুল আলম দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৭, তাং ১১-৮-০৩

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। ১ম পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। উভয়পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং (২) জনাব মোঃ নূর কুতুব আলম মান্নান কোর্টে উপস্থিত আছেন। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর ফাইল (নথি) দাখিল করিয়াছেন। নথি উপস্থাপন করা হইল।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠিত হইল। রেকর্ড একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। হলপনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শাসসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী-এর সাক্ষ্য গহণ করিয়া পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলা দপ্তর নথি এক্সিবিট-১ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ এর জবানবন্দী ও কাগজাদি ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ লালপুর হাট ও বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৯২৮) বাতিললের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৮ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ২-৬-৯১ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়া প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ১৯৯৮ সাল থেকে অদ্যাবধি দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৪ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস হইতে ২০-১-২০০৩ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/২৬৯ নং স্মারকমূলে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ রেজিস্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া উহার ডাক

রশিদ নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ১৯৯৮ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণাধীনে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ লালপুর হাট ও বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৯২৮) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক ঃ—জা, নেসা।
তুলনাকারক ঃ
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ৩৬/২০০৩

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ আবদুল মোহসিন, সহ-সভাপতি,
২। মোঃ মোসুল, সহ-সাধারণ সম্পাদক,
হারাগাছ বিড়ি মজদুর এসোসিয়েশন, রেজিঃ নং রাজ-৯১০,
মিনাজ বাজার, হারাগাছ, রংপুর—প্রতিপক্ষ।

১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৯, তাং ১১-৮-০৩

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। ১ম পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। উভয়পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং (২) জনাব মোঃ নূর কুতুব আলম মান্নান কোর্টে উপস্থিত আছেন। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর ফাইল (নথি) দাখিল করিয়াছেন। নথি উপস্থাপন করা হইল।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠিত হইল। রেকর্ড একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। হলপনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী দপ্তর নথি এক্সিবিট-১ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ এর জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ হারাগাছ বিড়ি মজদুর এসোসিয়েশনের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৯১০) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০০ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১০-২-৯১ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচনী অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচন ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়া প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ২০০০ সাল থেকে অদ্যাবধি দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৪ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস হইতে ২২-১২-২০০২ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/২৭৩১ নং স্মারকমূলে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ রেজিস্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া উহার ডাক রশিদ এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ২০০০ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণাধীনে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ হারাগাছ বিড়ি মজদুর এসোসিয়েশনের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৯১০) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক ঃ—জা, নেসা।
তুলনাকারক ঃ
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি
রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ৩০/২০০৩

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ রহমত আলী প্রাং, সহ-সভাপতি,

২। মোঃ নুরুল আহসান, সাধারন সম্পাদক,
নাটোর ক্ষুদ্র শিল্প, পাট ও ভূষি মাল ব্যবসায়ী সমিতি,
রেজিঃ নং রাজ-১০১৮, ঢাকা রোড, নাটোর.....প্রতিপক্ষ।

১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৭, তারিখ ১৫-৭-০৩

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। ১ম পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে কাগজাদি (দপ্তর নথি) দাখিল করিয়াছেন।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। রেকর্ড একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। হলফনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী দপ্তর নথি এক্সিবিট-১ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ এর জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ নাটোর ক্ষুদ্র শিল্প, পাট ও ভূষি মাল ব্যবসায়ী সমিতির রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০১৮) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৯ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ৫-৯-১৯৯২ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন নং রাজ-১০১৮ প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ১৯৯৯ সাল থেকে অদ্যাবধি দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতারং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি তাহার ইউনিয়নের সংবিধানের ২৪ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস হইতে ২০-১-০৩ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/২৬৭ নং স্মারকমূলে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ রেজিস্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া উহার ডাক রশিদ নথিতে রক্ষিত আছে। সৃতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভেরপর থেকে

২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ১৯৯৯ সাল থেকে অদ্যাবধি ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হয় নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারনাধীনে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ নাটোর ক্ষুদ্র শিল্প, পাট ও ভূষিমাল ব্যবসায়ী সমিতির রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০১৮) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক ঃ—জা, নেসা
তুলনাকারক ঃ
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি
রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ৩৯/০৩

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ ফুল মিয়া, সভাপতি,
২। মোঃ মোকজুদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক,
সাদুল্লাপুর থানা রিকসা প্যাডলার শ্রমিক ইউনিয়ন,
রেজিঃ নং রাজ-১০২৫ নলডাংগা সড়ক, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা—প্রতিপক্ষ।

১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৭, তাং ১৫-৭-০৩

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। ১ম পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে কাগজাদি (দপ্তর নথি) দাখিল করিয়াছেন।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। রেকর্ড একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। হলফনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডাব্লিউ-১, মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর সাক্ষ্য গহণ করিয়া পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী দপ্তর নথি এক্সিবিট-১ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ এর জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ সাদুল্লাপুর থানা রিকসা প্যাডলার শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০২৫) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পর পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৬ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ২৩-৯-৯২ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন নং রাজ-১০২৫ প্রাপ্ত হইবার পর ২০-৬-৯৬ ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারী রেজিস্টার অব ট্রেড ইউনিয়নের দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ১৯৯৬ সাল থেকে অদ্যাবধি দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি তাহার ইউনিয়নের সংবিধানের ২৩ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত রেজিস্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস হইতে ০৫-৪-০৩ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/৩০ নং স্মারকমূলে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ রেজিস্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া উহার ডাক রশিদ নথিতে রক্ষিত রহিয়াছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ২০-৬-৯৬ ইং তারিখের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ১৯৯৬ সাল থেকে অদ্যাবধি ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হয় নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া একতরফাসূত্রে প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণাধীনে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ সাদুল্যাপুর থানা রিকসা প্যাডলার শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০২৫) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

অনুলিপিকারক ঃ—জা, নেসা।
তুলনাকারক ঃ—
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ২৯/২০০৩

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। নুর মোহাম্মদ মন্ডল, সভাপতি,

২। মোঃ জহরুদ্দিন মন্ডল, সাধারণ সম্পাদক,
মুকুন্দগাতি বাজার চাউল আড়ৎ ও মক্কা ট্রান্সপোর্ট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-৭৮৭, মুকুন্দগাতি বাজার, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ.....প্রতিপক্ষ।

১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৬, তাং ১৪-৭-০৩

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। ১ম পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। পরবর্তীতে ১ম পক্ষ ফিরিস্তিমূলে কাগজাদী (দপ্তর নথি) দাখিল করিয়াছেন।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠিত হইল। রেকর্ড একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। হলফনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী দপ্তর নথি এক্সিবিট-১ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ এর জবানবন্দী ও কাগজাদীর ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা অনুযায়ী প্রতিপক্ষ মুকুন্দগাতি বাজার চাউল আড়ৎ ও মক্কা ট্রান্সপোর্ট কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৭৮৭) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পর পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০০ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ৫-৮-১৯৮৯ ইং তারিখে রেজিঃ নং রাজ-৭৮৭ প্রাপ্ত হইবার পর ২০-১০-৯৯ ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ২০০০ সাল থেকে অদ্যাবধি দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি তাহার ইউনিয়নের সংবিধানের ২৩ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস হইতে ০২-২-০৩ ইং তারিখের স্মারক নং-আরটিইউ/রাজ/৩৬৪ মূলে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ রেজিস্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া উহার ডাক রশিদ নথিতে রক্ষিত রহিয়াছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ২০-১০-১৯৯৯ ইং তারিখের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ২০০০ সাল থেকে অদ্যাবধি ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হয় নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া একতরফাসূত্রে প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণাধীনে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ মুকুন্দগাতি বাজার চাউল আড়ৎ ও মক্কা ট্রান্সপোর্ট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-৭৮৭) এর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

অনুলিপিকারক ঃ—জা, নেসা।
তুলনাকারক ঃ—

রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ৩৩/২০০৩

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ আছের, সভাপতি,

২। মোঃ দিলদার হাসান, সাধারণ সম্পাদক,
তেবাড়িয়াহাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-৯২৬,
পোঃ ও জেলা-নাটোর—প্রতিপক্ষ।

১। জনাব শান-উল-হাই, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৬, তাং ৭-৭-০৩

অদ্য মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ এ, কাফী সরকার কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ রশিদুল্লাহ কোর্টে অনুপস্থিত। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী ফিরিস্তিমূলে কাগজাদি (দপ্তর নথি) দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। হলফনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডাব্লিউ-১ শান-উল-হাই, উচ্চমান সহকারী, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দপ্তর নথি এক্সিবিট-১ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ শান-উল-হাই এর একতরফা জবানবন্দী, এক্সিবিট-১ দপ্তর নথি এবং রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। একতরফা জবানবন্দী ও দপ্তর নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ তেবাড়িয়াহাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-৯২৬) নাটোর গত ১৬-৫-১৯৯১ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন পাপ্ত হইবার পর হইতে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ দাখিল করেছে কিন্তু ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ দাখিল করে নাই এবং ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বচন ২ বৎসর পর পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের বিধান থাকিলেও উক্তরূপভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নাই এবং নির্বাচনী ফলাফল বাদী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী অফিসে প্রেরণ করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ তেবাড়িয়াহাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়নটি তাহার সংবিধানের ২৩ ধারার বিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। এক্সিবিট-১ দপ্তর নথি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, বাদী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, বিভাগীয় অফিস, রাজশাহীর স্মারক নং আরটিইউ/রাজ/২৮২২ তাং ২৮-১২-০২ মূলে রেজিস্ট্রী ডাকযোগে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রদান করা হয়েছে কিন্তু প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি সংবিধান ও আইন অনুযায়ী ২ বৎসর পরপর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হয় নাই যাহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সুতরাং বর্ণিত কারণাধীনে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে এবং বাদীর মামলাটি মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইল।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ তেবাড়িয়াহাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, নাটোর (রেজিঃ নং রাজ-৯২৬)-এর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

অনুলিপিকারক ঃ—জা, নেসা।
তুলনাকারক ঃ—
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ৩৫/২০০৩

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ জাফর আলী, সভাপতি,

২। মোঃ খলিলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক,
রংপুর প্রেস শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-৫২০,
হাড়িপট্টি রোড, রংপুর—প্রতিপক্ষ।

১। জনাব শান-উল-হাই, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৭, তাং ৭-৭-০৩

অদ্য মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ এ, কাফী সরকার কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ রশিদুল্লাহ কোর্টে অনুপস্থিত। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে কাগজাদি (নথি) দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। হলফনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডাব্লিউ-১ শান-উল-হাই, উচ্চমান সহকারী, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী-এর জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দপ্তর নথি এক্সিবিট-১ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ শান-উল-হাই এর একতরফা জবানবন্দী, এক্সিবিট-১ দপ্তর নথি এবং রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। একতরফা জবানবন্দী ও দপ্তর নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ রংপুর প্রেস শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-৫২০) হাড়িপট্টি রোড, রংপুর ২৩-২-৮৬ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন নং রাজ-৫২০ প্রাপ্ত হইবার পর হইতে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ দাখিল করেছে কিন্তু ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ দাখিল করে নাই এবং ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের বিধান থাকিলেও উক্তরূপভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নাই এবং নির্বাচনী ফলাফল ১৯৯৬ সাল থেকে বাদী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহীতে প্রেরণ করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ রংপুর প্রেস শ্রমিক ইউনিয়নটি তাহার সংবিধানের ২৫ ধারার বিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করিয়াছে। এক্সিবিট-১ দপ্তর নথি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, বাদী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, বিভাগীয় অফিস, রাজশাহীর স্মারক নং আরটিইউ/রাজ/২৭৩৫ তাং ২২-১২-০২ মূলে রেজিস্ট্রী ডাকযোগে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রদান করা হয়েছে কিন্তু প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি সংবিধান ও আইন অনুযায়ী ২ বৎসর পরপর নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়াছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করিয়াছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হয় নাই যাহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সুতরাং বর্ণিত কারণাধীনে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হইয়াছে এবং বাদীর মামলাটি মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইল।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ রংপুর প্রেস শ্রমিক ইউনিয়ন, হাড়িপট্টি রোড, রংপুর (রেজিঃ নং রাজ-৫২০)-এর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

অনুলিপিকারক ঃ জা, নেসা।
তুলনাকারক ঃ
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ১৮/২০০৩

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ মোজাম্মেল হক, সভাপতি,
২। মোঃ এনামুল হক, সাধারণ সম্পাদক,
সৈয়দপুর রিক্সা মালিক সমিতি, রেজিঃ নং রাজ-১১৭০,
শহীদ জিকরুল হক রোড, সৈয়দপুর, নীলফামারী—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ মসিহুর রহমান, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ১০, তাং ১৩-৭-০৩

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য আছে। ১ম পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। উভয়পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে কাগজাদি (দপ্তর নথি) দাখিল করিয়াছেন।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্টে গঠিত হইল। রেকর্ড একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। হলফনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডব্লিউ-১ মোঃ মসিহুর রহমান, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী দপ্তর নথি এক্সিবিট-১ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ এর একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা অনুযায়ী প্রতিপক্ষ সৈয়দপুর রিক্সা মালিক সমিতির রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১১৭০) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৮ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ সৈয়দপুর রিক্সা মালিক সমিতি গত ১৪-২-৯৪ ইং তারিখে সমিতির রেজিস্ট্রেশন নং রাজ-১১৭০ প্রাপ্ত হইবার পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ১৯৯৮ সাল থেকে অদ্যাবধি দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি তাহার ইউনিয়নের সংবিধানের ২৫ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস হইতে ২১-৫-০১ ইং তারিখের স্মারক নং আরটিইউ/রাজ/৮৭৪ মূলে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ রেজিস্ট্রী ডাকযোগে প্রদান করিয়া উহার ডাক রশিদ রক্ষিত রহিয়াছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ সৈয়দপুর রিক্সা মালিক সমিতি তাহার ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ১৯৯৮ সাল থেকে অদ্যাবধি ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হয় নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া একতরফাসূত্রে প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণাধীনে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব, ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ সৈয়দপুর রিক্সা মালিক সমিতি (রেজিঃ নং রাজ-১১৭০)-এর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

অনুলিপিকারক ঃ জা, নেসা।
তুলনাকারক ঃ
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ৫১/২০০৩

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। সুজিত বকসী, সভাপতি,

২। মোঃ ছামছুল হক মোল্লা, সাধারণ সম্পাদক,
গাইবান্ধা জেলা পাট গুদাম শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-৮৯২,
নতুন বাজার, পোঃ ও জেলা গাইবান্ধা—প্রতিপক্ষ।

১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৭, তাং ১৩-৭-০৩

অদ্য মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে কাগজাদি (দপ্তর নথি) দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। হলপনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, শ্রম দপ্তর, রাজশাহী-এর একতরফা জবানবন্দী গৃহীত হইল এবং কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ প্রমাণে চিহ্নিত হইল। পি, ডাব্লিউ-১ এর একতরফা জবানবন্দী, কাগজাদি ফাইল এক্সিবিট-১ এবং রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় প্রতিপক্ষ গাইবান্ধা জেলা পাট গুদাম শ্রমিক ইউনিয়ন গত ১০-১২-১৯৯০ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন নং রাজ-৮৯২ প্রাপ্ত হইবার পর হইতে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নাই এবং নির্বাচনী ফলাফল বাদী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিসে প্রেরণ করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি ২০০০ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্রয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ বাদীর শ্রম দপ্তরে জমা প্রদান করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ গাইবান্ধা জেলা পাট গুদাম শ্রমিক ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৩ ধারার বিধান এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করিয়াছে। বাদী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী অফিস হইতে ১১-১-০৩ ইং তারিখের স্মারক নং আরটিইউ/রাজ/১৭৭ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রদান করা হইয়াছে। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়াছে এবং ২০০০ সালের পর থেকে অদ্যাবধি বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করিয়াছে মর্মে সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হয় নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সুতরাং বর্ণিত কারণাধীনে আদালত এই অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হওয়ায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষগাইবান্ধা জেলা পাট শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৮৯২) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

অনুলিপিকারক ঃ জা, নেসা।
তুলনাকারক ঃ
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ৩২/২০০৩

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী— দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ আসাফুল, সভাপতি,
২। মোঃ আজাদ, সাধারণ সম্পাদক,
কালীগঞ্জ হাট, বাজার, ঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-৯৬২,
কালীগঞ্জ বাজার, পোঃ কুসুম্বী, কালীগঞ্জ, সিংড়া, জেলা নাটোর—প্রতিপক্ষ।

১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৬, তাং ১৩-৭-০৩

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। ১ম পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে কাগজাদি দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠিত হইল। রেকর্ড একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। হলফনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী দপ্তর নথি এক্সিবিট-১ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলমের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারানুযায়ী প্রতিপক্ষ কালীগঞ্জ হাট, বাজার, ঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৯৬২) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, পতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৯ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ কালীগঞ্জ হাট, বাজার, ঘাট কুলি শ্রমিক ইউনয়ন গত ১৬-১০-১৯৯১ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন নং রাজ-৯৬২ প্রাপ্ত হইবার পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচন ফলাফল দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়া প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ১৯৯৯ সাল থেকে অদ্যাবধি দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি তাহার ইউনিয়নের সংবিধানের ২৩ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস হইতে ১৮-১-০৩ ইং তারিখের স্মারক নং আরটিইউ/রাজ/২১৭ মূলে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ রেজিস্ট্রী ডাকযোগে প্রদান করিয়া উহার ডাক রশিদ নথিতে রক্ষিত রহিয়াছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ১৯৯৯ সাল থেকে অদ্যাবধি ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হয় নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া একতরফাসূত্রে প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণাধীনে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ কালীগঞ্জ হাট, বাজার, ঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৯৬২) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

অনুলিপিকারক ঃ জা, নেসা।
তুলনাকারক ঃ

রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ৬০/২০০৩

দরখাস্তকারী ঃ মোঃ হান্নান, পিতা আঃ রহমান, সাং বায়া, থানা শাহমখদুম, সদস্য, রাজশাহী জেলা প্রাক শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৬০৭) এবং সাধারণ সম্পাদক, বায়া শাখা কমিটি, রাজশাহী জেলা ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়ন (রাজ-১৬০৭)।

বনাম

প্রতিপক্ষ ঃ ১। রাজশাহী জেলা ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়ন পক্ষে সভাপতি,
২। সভাপতি, রাজশাহী জেলা ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়ন,
৩। সাধারণ সম্পাদক, রাজশাহী জেলা ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়ন,
৪। যুগ্ম-সম্পাদক, রাজশাহী জেলা ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়ন,
সর্বঠিকানা ঃ রাজশাহী জেলা ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৬০৭, বোয়ালিয়া থানার মোড়, রাজশাহী-৬১০০।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব মোঃ কোরবান আলী, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ৪, তাং ২৭-৭-০৩

অদ্য মামলাটি প্রতিপক্ষের জবাব দাখিলের জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি হাজিরা দাখিল করিয়াছেন এবং তৎসহ আপোষের শর্তে মামলাটি প্রত্যাহারের জন্য দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড শুনানীর জন্য লওয়া হইল। বাদীর দাখিলী দরখাস্তের প্রেক্ষিতে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আঃ হান্নান বাদীর হলপনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হইল। বাদীর দাখিলী দরখাস্ত ও রেকর্ডকৃত জবানবন্দী পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল এবং বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য শ্রবণ করা হইল। বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য, রেকর্ডকৃত জবানবন্দী এবং দাখিলী দরখাস্ত দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, বাদী প্রতিপক্ষের সহিত মীমাংসাসূত্রে মামলাটি উঠাইয়া লইবেন এবং মামলাটি পরিচালনা করিবেন না। প্রতিপক্ষ এখনও মামলায় হাজির হন নাই। সুতরাং বাদী পক্ষ কর্তৃক মামলাটি নন-প্রসিকিউশন গ্রাউন্ডে উঠাইয়া লইবার আদেশ পাইবার হকদার হইতেছেন। সুতরাং বাদীর দরখাস্তটি মঞ্জুর করা হইল।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি নন-প্রসিকিউশন গ্রাউন্ডে বাদীকে উঠাইয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল এবং তৎসহ অত্র মামলাটি নিষ্পত্তি করা হইল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক ঃ জা, নেসা।
তুলনাকারক ঃ
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্য ঃ ১। জনাব মোঃ কামরুল হাসান, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ ঃ ২০শে আগস্ট/২০০৩

আই, আর, ও মামলা নং ৩৬/২০০২

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ আবদুর কাদের মিঞা, সভাপতি,

২। মোঃ রহিদুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক,
নগরবাড়ী ঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং বি-১৬৪৩,
নগরবাড়ী ঘাট, পাবনা—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব মোঃ মসিহুর রহমান, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

২। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী কর্তৃক ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ (অদ্যাবধি সংশোধিত)-এর ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ নগরবাড়ী ঘাট শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির জন্য আনীত একটি মামলা।

দরখাস্তকারী মামলার সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ নগরবাড়ী ঘাট শ্রমিক (রেজিঃ নং বি-১৬৪৩) গত ১৬-৯-৭২ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন নং বি-১৬৪৩ প্রাপ্ত হয় কিন্তু রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ৪-১০-৮৬ ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে অনুষ্ঠান করে নাই এবং নির্বাচনী ফলাফল বাদীর অফিসে দাখিল করে নাই। প্রতিপক্ষ নগরবাড়ী ঘাট শ্রমিক ইউনিয়নটির কার্যাকরী কমিটির আইন ও সংবিধান মোতাবেক ২ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ায় দায়িত্ব পালনের অধিকার থাকে না। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি ২০০১ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ দাখিল করে নাই। বাদী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন না করায় ও ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ দাখিল না করায় স্মারক নং আরটিইউ/রাজ/১৯৩২, তাং ১২-৯-২০০২ মূলে ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করে কিন্তু প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন কর্তৃক কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয় নাই। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ ও উহার সংবিধানের বিধান লংঘন করায় শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মতে ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনায় অত্র মামলাটি দায়ের হয়।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ নগরবাড়ী ঘাট শ্রমিক ইউনিয়ন পক্ষ আদালতে হাজির হইয়া লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন এবং জবাবে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, প্রতিপক্ষ নগরবাড়ী ঘাট শ্রমিক ইউনিয়ন একটি প্রবীণ ইউনিয়ন এবং বাদীর মামলাটি বিচারাধীন থাকা অবস্থায় প্রতিপক্ষ ২০০১ ও ২০০২ সালের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ দাখিল করিয়াছেন এবং ইউনিয়নটি নির্বাচন অনুষ্ঠান না করার কারণ উল্লেখপূর্বক জবাব দিয়াছেন। নগরবাড়ী ফেরীঘাট স্থানান্তর, যমুনা নদীর ভাঙ্গন, সদস্যদের ইন্তেকাল এবং ইউনিয়নের সদস্যদের মধ্যে মামলা বিচারাধীন থাকার কারণে প্রতিপক্ষ নির্বাচন সঠিক সময়ে অনুষ্ঠান করিতে পারে নাই। প্রতিপক্ষ মামলাটি বিচারাধীন থাকাকালে গত ১৫-৪-২০০৩ ইং তারিখে ২০০১ ও ২০০২ সালের ইউনয়নের আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ দাখিল করেন এবং ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয় উল্লেখে ক্ষমা চান এবং বন্ড দাখিল করিয়া ভবিষ্যতে সঠিক সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের অংগীকার করেন। মামলা বিচারাধীন থাকার কারণে সাধারণ সভার রেজুলেশনক্রমে বিদায়ী কমিটিকে ৩০-৬-২০০৩ ইং তারিখ পর্যন্ত দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা প্রদান এবং ২৯-৭-২০০৩ ইং তারিখের রেজুলেশন মাধ্যমে আরও ৩ মাসের সময় বর্ধিত করা হয়। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের ত্রুটি মার্জনাপূর্বক ইউনয়নটির রেজিস্ট্রেশন বহাল রাখার এবং বাদীর মামলাটি নামঞ্জুর করার নিবেদন করেন।

বিবেচ্য বিষয়

১। দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অবট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী কি আই, আর, ও এর ১০(২) ধারার বিধান মোতাবেক প্রতিপক্ষ নগরবাড়ী ঘাট শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং বি-১৬৪৩) বাতিলের অনুমতি পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

মামলাটির চূড়ান্ত শুনানীকালে দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন পক্ষে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ মসিহুর রহমান, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী-এর সাক্ষ্য ও জেরা গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয় এবং দরখাস্তকারী পক্ষে দাখিলী কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। প্রতিপক্ষ নগরবাড়ী ঘাট শ্রমিক ইউনিয়ন পক্ষে ও, পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শহিদুর রহমান,

সাধারণ সম্পাদক, নগরবাড়ী ঘাট শ্রমিক ইউনিয়ন, ও, পি, ডাব্লিউ-২ মোঃ আবুল বাসার, কোষাধ্যক্ষ, নগরবাড়ী ঘাট শ্রমিক ইউনিয়ন, ও, পি, ডাব্লিউ-৩ মোঃ কুমেদ আলী, অফিস সহকারী, নগরবাড়ী ঘাট শ্রমিক ইউনিয়ন মোট ৩ জন মৌখিক সাক্ষী পরীক্ষা করা হয় এবং প্রতিপক্ষের দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-ক, ক(১), খ, খ(১), গ, ঘ, (ঘ)(১), ঘ(২), ঙ, ঙ(১) ঙ(২) হিসাবে প্রমাণে আনেন। পক্ষগণের রেকর্ডস . সাক্ষ্যের প্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন পক্ষে বিজ্ঞ প্রতিনিধি ও প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবির যুক্তিতর্ক করা হয়। দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন রাজশাহী পক্ষে বিজ্ঞ প্রতিনিধি এইরূপ নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ নগরবাড়ী ঘাট শ্রমিক ইউনিয়ন, পাবনা গত ১৬-৯-৭২ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর গত ৪-১০-৮৬ ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নটির কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন গোপন ব্যালটের মাধ্যমে অনুষ্ঠান করে নাই এবং ইউনিয়নের ২০০১ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ দাখিল করে নাই এবং তৎকারণে আইন ও সাংবিধানিক বিধান লংঘন করায় ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ দেওয়া হইলেও ইউনিয়ন পক্ষে কোন পদক্ষেপ গৃহীত না হওয়ায় ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের আদেশ পাইবেন। যুক্তিতর্ক পেশকালে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধি এইরূপ নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন আইনানুগভাবেই বাতিলযোগ্য হইতেছে। অপরদিকে প্রতিপক্ষ নগরবাড়ী ঘাট শ্রমিক ইউনিয়ন পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবি তাহার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, নগরবাড়ী ফেরী ঘাটের স্থানান্তর, যমুনা নদীর ভাঙ্গনের কারণে চরাঞ্চল সৃষ্টি, সদস্যদের ইন্তেকাল ও যমুনা ব্রীজ চালু হওয়ার কারণে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হওয়ায় এবং মামলাটি বিচারাধীন থাকার কারণে সঠিক সময়ে ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে পারে নাই। মামলাটি বিচারাধীন থাকাকালে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২০০১ ও ২০০২ সালের ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ বাদীর দপ্তরে দাখিল করেছে এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়ে অংগীকার/বন্ড প্রদানে ভবিষ্যতে সঠিক সময়ে ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠানের অংগীকার প্রদান করেন এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বহাল রাখার নিবেদন করিয়া মামলাটি নামঞ্জুর করার নিবেদন করেন।

স্বীকৃত মতেই প্রতিপক্ষ নগরবাড়ী ঘাট শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং বি-১৬৪৩) ১৬-৯-৭২ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত একটি পুরাতন সংগঠন এবং দরখাস্তকারী বাদী রেজিস্ট্রার অবট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কর্তৃক স্বীকৃত মতেই ২টি অভিযোগ একিট প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের ২০০১ সালের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল না করা এবং অপরটি ইউনিয়নটির ২ বৎসর অন্তর অন্তর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী কমটির নির্বাচন অনুষ্ঠানপূর্বক নির্বাচন ফলাফল দাখিল না করার অভিযোগে মামলাটি আনীত হইয়াছে। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধি এবং প্রতিপক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবির বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আদালত দরখাস্তকারীর দাখিলী এক্সিবিট-১ দপ্তর নথি এবং প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ক, ক(১), খ, খ(১) কাগজাদি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ নগরবাড়ী ঘাট শ্রমিক ইউনিয়ন বাদী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিসে ২০০০ সালের আয়-ব্যয়ের বিবরণী ১০-৪-২০০২ ইং তারিখে, ২০০১ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী ২৯-১০-২০০২ ইং তারিখে এবং ২০০২ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী ১৫-৪-২০০৩ ইং তারিখে দাখিল করিয়াছেন। বাদী পক্ষে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ মসিহুর রহমান, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী সাক্ষ্য প্রদানকালে মূলতঃ এজাহারে বর্ণিত ২টি অভিযোগের বিষয়ে করবরেটিভ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন এবং উল্লেখ করিয়াছেন যে, ৪-১০-৮৬ ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন বিধি মোতাবেক ২ বৎসর অন্তর অন্তর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে অনুষ্ঠান করেন নাই এবং ২০০১ ও ২০০২ সালের রিটার্ণ দাখিল করে নাই। পি, ডাব্লিউ-১ বাদী পক্ষের সাক্ষীর স্বীকারোক্তি মোতাবেক মামলাটি বিচারধীন থাকাকালে ২৯-১০-২০০২ ইং তারিখে ২০০১ সালের এবং ১৫-৪-২০০৩ ইং তারিখে ২০০২ সালের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করিয়াছেন। সুতরাং স্বীকৃত মতেই অত্র মামলাটি ১৭-১০-২০০২ ইং তারিখে দায়ের হওয়ার অব্যবহিত পরে ২৯-১০-২০০২ ইং তারিখে ২০০১ সালের এবং ১৫-৪-২০০৩ ইং তারিখে ২০০২ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ বাদীর দপ্তরে দাখিল হইয়াছে। প্রতিপক্ষ সংগঠনের নির্বাচন না করা

সম্পর্ক বাদীর সাক্ষী পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ মসিহুর রহমান এই মর্মে স্বীকারোক্তি করেন যে, ইউনিয়নের সংবিধানের ২৭ ধারার বিধান যে, পূর্ববর্তী কমিটি বিশেষ কারণে কাজ চালাইতে পারিবে, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের ম্যাটার সাবজুডিস-এর কারণে ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাই। ইউনিয়নের সাধারণ সভা সর্বোচ্চ পরিষদের কাজ করে। প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-গ, গ(১), ঙ, ঙ(১) রেজুলেশনগুলি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটিকে ইউনিয়নের কাজ চালাইয়া যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় সাধারণ সভার রেজুলেশন মূলে। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ মসিহুর রহমান বাদী পক্ষের সাক্ষী জেরায় আরও স্বীকার করেন যে, ইউনিয়নের আপীল মামলা মহামান্য শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন ছিল বলে শুনিয়াছেন এবং ঐ মামলায় জয়লাভ করার কথাও শুনিয়াছেন। উচ্চ আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকা অবস্থায় নির্বাচন পরিচালনা করা বিধিসম্মত নহে। সুতরাং বাদী পক্ষের সাক্ষীর স্বীকারোক্তি মতেই উচ্চতর আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকায় প্রতিপক্ষ নির্বাচন সম্পর্কে চিঠি দিতে পারেন নাই। প্রতিপক্ষের দাখিলী ইউনিয়নের সংবিধানের ২৭ ধারা মোতাবেক নূতন পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সাধারণ সভার মাধ্যমে নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত কার্যকরী পরিষদ কাজ চালাইয়া যাইতে পারিবে। অপরদিকে বাদী পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধির বক্তব্য মতে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তহবিল তসরুপসহ তদন্ত করার বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন কিন্তু উক্ত বিষয়গুলি অত্র মামলায় সিদ্ধান্তের ক্ষেত্র অত্যাবশ্যকীয় নহে কারণ উক্ত বিষয়ে বাদী পক্ষের আরজী ও প্রিডিংসে কোন প্রতিফলন ঘটে নাই। প্রতিপক্ষ নগরবাড়ী ঘাট শ্রমিক ইউনিয়ন পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য ও সাক্ষ্য দৃষ্টে এইরূপ নিবেদিত হয় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি যমুনা ব্রীজ হওয়ায় বাদী ভাঙ্গন ও চরাঞ্চল সৃষ্টি হওয়ার কারণে এবং মামলা বিচারাধীন থাকায় ও অর্থনৈতিক সংকটের কারণে সঠিক সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাই মর্মে বক্তব্য উপস্থাপন করেন এবং তদমর্মে ও, পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শহিদুর রহমান ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক, ও, পি, ডাব্লিউ-২ মোঃ আবুল বাসার, ইউনিয়নের কোষাধ্যক্ষ এবং ও, পি, ডাব্লিউ-৩ মোঃ কুমেদ আলী ইউনিয়নের অফিস সেক্রেটারী এই তনজন সাক্ষ্য করবরেটিভ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন এবং কাগজাদি প্রমাণে এসেছেন। প্রতিপক্ষের এক্সিবিট-গ(১) দৃষ্টে দেখা যায় যে, জনৈক ফজলুল হক ও শহীদ আলী শেখকে তাহাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের কারণে ইউনিয়ন থেকে অপসারণ করা হয় এবং উক্ত অপসারণ আদেশ বাদীর শ্রম দপ্তর ২৯-৪-৯৮ ইং তারিখে প্রাপ্ত হয়। প্রতিপক্ষের রেকর্ডকৃত ৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি আর্থিক সংকট, ইউনিয়নের সদস্যদের ইন্তেকাল ও নগরবাড়ী ঘাট স্থানান্তরের কারণে যথাসময়ে বিধি মোতাবেক নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে পারেন নাই। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে কিছুটা বিলম্বে হইলেও ২০০১ সালের ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ এক্সিবিট-ক(১) মূলে ২৯-১০-২০০২ ইং তারিখে বাদীর দপ্তরে দাখিল রহিয়াছে এবং এক্সিবিট-খ(১) ২০০২ সালের রিটার্ণ ১৫-৪-২০০৩ ইং তারিখে দাখিল করিয়াছে এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে মামলা থাকার বিষয়টি পক্ষগণ কর্তৃক স্বীকৃত হওয়ায় সঠিক সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে পারেন নাই এবং তদপেক্ষিতে কার্যকরী কমিটিকে রেজুলেশনমূলে ক্ষমতা বর্ধিত করেন এক্সিবিট-ঙ মূলে দেখা যায়। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবি উল্লেখ করেন যে, জবাব দাখিল কালেই ইউনিয়নের ভুলত্রুটি জবাবে উল্লেখ করিয়া ত্রুটিসমূহ মার্জনা/মাফ করিয়া ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বহাল রাখার নিবেদন করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে সঠিক সময়ে রিটার্ণ দাখিল করার অংগীকার ব্যক্ত করিয়া বিধি লংঘন হইবে না মর্মে বন্ড প্রদানে ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন বহাল রাখার নিবেদন করিয়াছেন। বাদীর দপ্তর রেকর্ড ও দাখিলী কাগজাদি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, বাদীর দপ্তরে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে ২০০০ ও ২০০১ সালের ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী মামলাটি দাখিলের অব্যবহিত পরেই দাখিল করিয়াছেন। স্বীকৃত মতেই প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের কার্যকরী কমিটি সাধারণ সভার রেজুলেশন মূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং উর্ধ্বতন শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালে মামলা থাকার বিষয় স্বীকৃত হওয়ায় নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাধাগ্রস্থ ছিল। সুতরাং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় প্রতিপক্ষের শর্তহীন ত্রুটি মার্জনা চাওয়ার দিকে বিবেচনায় আনিয়া আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, এই পর্যায়ে প্রতিপক্ষকে ভুলত্রুটি মৌকুফ করা যায় এবং ভবিষ্যতে ৩ মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দেশ প্রদান করিয়া প্রতিপক্ষের বন্ড ন্যায় বিচারের স্বার্থে গ্রহণ করা যায়। সুতরাং পারিপার্শ্বিকতা ও বর্ণিত অবস্থা বিবেচনাপূর্বক প্রতিপক্ষের ত্রুটি মার্জনা করা হইল এবং বাদী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক প্রতিপক্ষ ইউনিয়নকে ৩ মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দেশ দিতে

পরামর্শ দেওয়া গেল এবং ভবিষ্যতে আইন ও বিধি মোতাবেক প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি তাহার আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করিবেন এবং তৎকারণে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন আইনানুগভাবে বহাল রাখা যায়। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন। তাই দরখাস্তকারীর মামলাটি এই পর্যায়ে নামঞ্জুরযোগ্য হইতেছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি দুতরফাসূত্রে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় নামঞ্জুর (disallowed) হয়। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন কর্তৃক দাখিলী ২০০১ ও ২০০২ সালের আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ পরীক্ষাপূর্বক গ্রহণ করিবেন এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটিকে ৩ মাসের মধ্যে আইন ও বিধি মোতাবেক কার্যকরী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠানপূর্বক নির্বাচনী ফলাফল দাখিলের নির্দেশ প্রদান করা গেল, ব্যর্থতায় দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক ঃ জা, নেসা।
তুলনাকারক ঃ
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ-১। জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা, মালিক পক্ষ।
২। জনাব মোঃ নুর কুতুব আলম মান্নান, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ ঃ ১৮ই নভেম্বর/২০০৩

আই, আর, ও, মামলা নং-৫৩/২০০৩

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ রফিকুল ইসলাম, সভাপতি,

২। মোঃ মজিবর, সাধারণ সম্পাদক,
সুন্দরগঞ্জ বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, (রেজিঃ নং রাজ-১৫২২),
সুন্দরগঞ্জ বাজার, পোঃ ও থানা-সুন্দরগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

২। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), প্রতিপক্ষের আইনজীবি।

রায়

ইহা দরখাস্তকারী রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কর্তৃক ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ সুন্দরগঞ্জ বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৫২২), সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধার রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির নিমিত্তে আনীত একটি মামলা।

দরখাস্তকারীর মামলার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ সুন্দরগঞ্জ বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৫২২), সুন্দরগঞ্জ, গত ৫-২-১৯৯৭ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত হয় কিন্তু রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর শ্রমিক প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নাই এবং নির্বাচন ফলাফল বাদীর অফিসকে অবহিত করে নাই। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সংবিধান ও আইন অনুযায়ী ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির ২ বৎসরের অধিক কাল দায়িত্ব পালনের আইনগত অধিকার থাকেনা। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ট্রেড ইউনিয়নটি ১৯৯৮ হইতে ২০০১ সাল পর্যন্ত ইউনিয়নের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ বাদীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান ও সংবিধানের নিয়মাবলী লংঘন করায় প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ ৪-১-০৩ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রদান করা হয় কিন্তু প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয় নাই বা কোন কিছু দরখাস্তকারীর অফিসকে অবহিত করে নাই। ফলতঃ প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে আইন ও সংবিধান লংঘন করায় ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন আইনানুগভাবে বাতিলযোগ্য হইতেছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ সুন্দরগঞ্জ বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন আই,আর,ও, এর ১০(২) ধারানুযায়ী বাতিলের অনুমতির প্রার্থনায় অত্র মামলাটি আনীত হইয়াছে।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ সুন্দরগঞ্জ বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন পক্ষ আদালতে হাজির হইয়া লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বলেন যে, দরখাস্তকারী অত্র মামলায় প্রার্থীত প্রতিকার পাইবার হকদার নহেন। প্রতিপক্ষের জবাবের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ সুন্দরগঞ্জ বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়নটি অশিক্ষিত শ্রমিকের সমন্বয়ে গঠিত হওয়ায় এবং সদস্যগণের অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যতার কারণে সঠিক সময়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারে নাই। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে মামলা দায়ের হওয়ার পর ১৫-৬-০৩ইং তারিখে ইউনিয়নের ১৯৯৮ সাল হইতে ২০০২ সাল পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ন দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করিয়াছে এবং ইউনিয়নের নির্বাচনী কার্যক্রম সমাপ্ত করিয়াছে এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে অংগীকার প্রদানে ভবিষ্যতে আর ভুলত্রুটির পুনরাবৃত্তি ঘটিবেনা মর্মে বন্ড প্রদান করিয়া ত্রুটি মার্জনাপূর্বক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বহাল রাখার আবেদন করেন এবং দরখাস্তকারীর মামলাটি নামঞ্জুর করার নিবেদন করেন।

বিবেচ্য বিষয় ঃ

১। দরখাস্তকারী রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ সুন্দরগঞ্জ বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৫২২) বাতিলের অনুমতি পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

মামলাটির চূড়ান্ত শুনানীকালে দরখাস্তকারী রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী পক্ষে পি, ডব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী মৌখিক সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হন এবং ফিরিস্তিমূলে দাখিলী কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত করেন। প্রতিপক্ষ সুন্দরগঞ্জ বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন পক্ষে কোন মৌখিক সাক্ষী পরীক্ষা করিবেন না মর্মে হাজিরায় লিখিয়া দিয়াছেন। প্রতিপক্ষ দালিলিক সাক্ষী হিসাবে কাগজাদি এক্সিবিট-ক, ক(১)-ক(৪) প্রমাণে আনেন। মামলাটিতে দরখাস্তকারী রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী পক্ষে নিযুক্ত বিজ্ঞ প্রতিনিধি এবং প্রতিপক্ষে নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবির যুক্তিতর্ক শ্রবন করা হয়। দরখাস্তকারী রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী পক্ষে বিজ্ঞ প্রতিনিধি রেকর্ডকৃত সাক্ষ্যের আলোকে এইরূপ নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ সুন্দরগঞ্জ বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন ৫-২-৯৭ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর থেকে প্রতি ২ বৎসর অন্তর অন্তর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠান করার সাংবিধানিক ও আইনগত দায়িত্ব থাকা সত্বেও ৫-২-৯৯ইং তারিখের পর থেকে কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নাই এবং ইউনিয়নটির ১৯৯৮-২০০১ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ দাখিল করে নাই এবং তৎকারণে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ দেওয়া সত্বেও প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয় নাই এবং তৎকারণে ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির আদেশ পাইবার হকদার। অপরদিকে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবি তাহার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, প্রতিপক্ষ সুন্দরগঞ্জ বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য অশিক্ষিত এবং তাহাদের অজ্ঞতা ও ইউনিয়নের দারিদ্র্যতার কারণে সঠিক সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানসহ প্রয়োজনীয় তদবিরাদি গ্রহণ করিতে পারে নাই। মামলাটি চলাকালে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে ১৯৯৮-২০০২ সাল পর্যন্ত ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী ১৫-৬-০৩ ইং তারিখে দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করিয়াছে এবং নির্বাচনী ফলাফল ১৬-১১-০৩ ইং তারিখে দাখিল করিয়াছে। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সদস্যগণ নিজেদের ভুলত্রুটি মার্জনা চাহিয়া অংগীকার প্রদানে ভবিষ্যতে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিবেনা মর্মে বন্ড গ্রহণ করিয়া ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বহাল রাখার নিবেদন করেন এবং মামলাটি নামঞ্জুরের আবেদন করেন। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধি ও প্রতিপক্ষের নিযুক্তিয় বিজ্ঞ আইনজীবির বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আদালত দরখাস্তকারী পক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-১ দপ্তর নথি এবং প্রতিপক্ষের দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-ক, ক(১)-ক(৪) ও খ পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ সুন্দরগঞ্জ বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন পক্ষে ১৫-৬-০৩ ইং তারিখের ইউনিয়নের ১৯৯৮-২০০২ সাল পর্যন্ত ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল করিয়াছে এবং নির্বাচনী ফলাফল এক্সিবিট-খ ১৬-১১-০৩ ইং তারিখে দরখাস্তকারীর অফিসে দাখিল করিয়াছে। স্বীকৃত মতেই প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি কুলি শ্রমিক ও দরিদ্র শ্রেণীর লোকের সমন্বয়ে গঠিত একটি ইউনিয়ন। প্রাপ্ত দালিলিক সাক্ষ্য দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে ৫ বৎসরের রিটার্ণ ও নির্বাচনী ফলাফল দীর্ঘ সময়ের পর দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল হইয়াছে যাহাতে প্রতিপক্ষের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। দরখাস্তকারী পক্ষে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক জবানবন্দী দিয়া মামলাটি করোবরেট করিয়াছেন কিন্তু তাহার জেরার স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষের উপর এন, বি, সি, প্রদানের পূর্বে মধ্যবর্তী ৫ বৎসরের মধ্যে দরখাস্তকারীর সংগে প্রতিপক্ষের পত্রালাপ হয় নাই। সুতরাং দরখাস্তকারীর পক্ষের কোন তাগিদ পত্র ইস্যু হইয়াছে তাহা

প্রতীয়মান হয় না। তবে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারীর অফিসে ৫ বৎসরের রিটার্ণ ও নির্বাচনী ফলাফল দাখিলের বিষয় স্বীকৃত। বিলম্বজনিত রিটার্ণ ও নির্বাচনী ফলাফল দাখিল সংক্রান্ত প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে ভুলত্রুটি মার্জনা চাহিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে আর ভুল হইবেনা মর্মে অংগীকার ও বন্ড গ্রহণ করিয়া ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন বহাল রাখার নিবেদন করিয়াছে। ইহা পক্ষগণ কর্তৃক স্বীকৃত যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সদস্যগণ নিরক্ষর, অশিক্ষিত এবং অজ্ঞ এবং তৎকারণে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সদস্যগণের অজ্ঞতার দিক বিবেচনায় আনিয়া ইউনিয়নটির ত্রুটি মার্জনা যোগ্য হইতেছে এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নকে ভবিষ্যতে বিধি ও আইন লংঘন না করিয়া রিটার্ণ ও নির্বাচনী ফলাফল দাখিলের পরামর্শ দেওয়া গেল এবং তৎকারণে দরখাস্তকারীর পক্ষ প্রতিপক্ষের দাখিলী রিটার্ণ ও নির্বাচনী ফলাফল যথাযথ ও আইনানুগ কি না তাহা পরীক্ষা/নিরীক্ষা করিয়া সঠিকতা যাচাই অন্তে গ্রহণ করিতে পারিবেন, সেই দৃষ্টিকোন থেকে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বহাল রাখা যাইতে পারে। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ও অনুরুপ অভিমত ব্যক্ত করেন। তাই দরখাস্তকারীর মামলাটি নামঞ্জুর যোগ্য হইতেছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি দ্বিপক্ষ বিচারে শর্ত সাপেক্ষে নামঞ্জুর (disallowed) হয়। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন কর্তৃক ১৫-৬-০৩ ইং তারিখে দাখিলী ১৯৯৮-২০০২ সাল পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ ও ১৬-১১-০৩ ইং তারিখে দাখিলী নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারী পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া সঠিকতা যাচাই অন্তে গ্রহণ করিবেন এবং উক্ত রিটার্ণ ও নির্বাচনী ফলাফল আইন ও বিধি বহির্ভূত হইলে মামলাটি নামঞ্জুর পণ্যে ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করিতে পারিবেন। সেই ক্ষেত্রে অত্র আদালতের পুনরায় অনুমতি লওয়ার প্রয়োজন হইবে না।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/ ১৮-১১-০৩ ইং
(মোঃ আবদুস সামাদ)
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/ ১৮-১১-০৩ ইং
(মোঃ আবদুস সামাদ)
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকার ঃ জা, নেসা

তুলনাকারক ঃ
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

রেজিস্ট্রার
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই,আর,ও, মামলা নং-১০২/২০০৩

মোঃ মোজাফফর হোসেন, পিতা মজিবর রহমান মন্ডল, সাং শাহাবাজপুর, থানা সোনাতলা, জেলা বগুড়া। বর্তমানে ঠাকুরগাঁও, সুগার মিলস লিঃ, পোঃ ঠাকুরগাঁও রোড, জেলা ঠাকুরগাঁও—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস লিঃ, ঠাকুরগাঁও,

২। ব্যবস্থাপক পরিচালক, ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস লিঃ,
পোঃ ঠাকুরগাঁও রোড, জেলা ঠাকুরগাঁও—প্রতিপক্ষ।

১। জনাব মোঃ আবুল কাশেম (২), দরখাস্তকারী পক্ষের আইজীবি।

আদেশ নং-৫ তাং ১৭-১১-০৩

অদ্য মামলাটি আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইজীবি হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং (২) জনাব মোঃ নুর কুতব আলম মান্নান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি আদেশের জন্য পেশ করা হইল।

রেকর্ড আদেশের জন্য লওয়া হইল। রেকর্ড দৃষ্টে দেখা যায় যে গত ২৫-১০-০৩ ইং তারিখে হলপনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডাব্লিউ-১, মোঃ মোজাফফর হোসেনের জবানবন্দী রেকর্ড রহিয়াছে মামলাটি প্রত্যাহার দরখাস্তের প্রেক্ষিতে। দরখাস্তকারীর মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত, রেকর্ডকৃত জবানবন্দী, মামলার রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল এবং বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য শ্রবণ করা হইল। বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য ও দরখাস্তকারী পি, ডব্লিউ-১, মোঃ মোজাফফর হোসেনের জবানবন্দী পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী মামলাটি চালাইবেনা বিধায় মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া লইবার অনুমতি চেয়েছেন। জবানবন্দীর প্রেক্ষিতে মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্তটি মঞ্জুর করা হইল এবং দরখাস্তকারীর মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া লইতে কোন আইনগত বাধা নাই। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইল।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি দরখাস্তকারীর আবেদনক্রমে প্রত্যাহার করিয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল এবং তৎসহ অত্র মামলাটি নিস্পত্তি করা হইল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

অনুলিপিকারক ঃ—জা, নেসা।
তুলনাকারক ঃ—
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই,আর,ও, মামলা নং-৮৮/২০০৩

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—**দরখাস্তকারী**।

বনাম

১। মোঃ হযরত আলী, সভাপতি,

২। মোঃ শাহ আলম, সাধারণ সম্পাদক,
কর্তিমারী হাট বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৭৫৮),
কর্তিমারী, পোঃ যাদুরচর, থানা রৌমারী, জেলা কুড়িগ্রাম—**প্রতিপক্ষ**।

১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং-৫ তাং ১৪-১০-০৩

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। ১ম পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমুলে কাগজাদী দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। হলপনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী দপ্তর নথি এক্সিবিট-১ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ এর জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ কর্তিমারী হাট বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৭৫৮) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৯ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ৬-১-৯৯ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ৫-১-০১ ইং তারিখ থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ১৯৯৯ সাল থেকে অদ্যাবধি দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২২ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছেন। রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস হইতে ১৮-১-২০০৩ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/২২৬ নং স্মারকমূলে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণের ডাক রশিদ এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী

রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ১৯৯৯ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণাধীনে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমানিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ কর্তিমারী হাট বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৭৫৮), বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

অনুলিপিকারক ঃ—জা, নেসা।
তুলনাকারক ঃ—
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মো ঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই,আর,ও, মামলা নং-২৫/২০০৩

মোঃ জাকির হোসেন, পিতা মোঃ আলতাফ হোসেন,
সাং কাজীপুর, পোঃ মহাস্থান যাদুঘর, থানা শিবগঞ্জ, জেলা বগুড়া—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ মশিউর রহমান (রানা), পিতা মৃত মতিউর রহমান, সাং উপশহর, নিশিন্দারা, হাউজিং এষ্টেট, বগুড়া, পোঃ থানা ও জেলা বগুড়া, স্বত্বাধিকারী ও মালিক, রহমান মেটাল ওয়ার্কস, বিসিক শিল্প নগরী, বগুড়া।

২। মোঃ জাহেদুল ইসলাম, ব্যবস্থাপক, রহমান মেটাল ওয়ার্কস, বিসিক শিল্প নগরী, বগুড়া, পোঃ ও থানা জেলা বগুড়া—**প্রতিপক্ষ**।

প্রতিনিধি ঃ- ১। খন্দকার রে, আ, মোঃ বেলাল, প্রতিপক্ষের আইনজীবি।

আদেশ নং-১১ তাং ২৩-৯-০৩

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং (২) জনাব মোঃ আবু সেলিম কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি পেশ করা হইল। রেকর্ড চূড়ান্ত শুনানীর জন্য লওয়া হইল। বাদীকে পুনঃ পুনঃ ডাকিয়া পাওয়া গেল না। এখন সময় ১-৩০ মিনিট। সুতরাং ইহাই

আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি বাদীর গাফিলতি ও তদ্বিরাভাবে বিনা খরচায় খারিজ হয়।

অনুলিপিকারক ঃ—জা, নেসা।

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

তুলনাকারক ঃ—

পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

(মুহাম্মদ আবুল ফজল)
রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই,আর,ও, মামলা নং-৮/৮৮

মোঃ সোলেমান, প্রাক্তন সহকারী মেকানিকস, আর, ডি, আর, এস, রংপুর,
প্রযত্নে ঃ আজিজনগর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের পিছনে, আলমনগর, কলোনী,
পোঃ আলমনগর, জেলা রংপুর—**দরখাস্তকারী**।

বনাম

১। অরুন কুমার সরকার, একাউন্টেন্ট, আর, ডি, আর, এস, ধাপ, রংপুর, পোঃ ও জেলা রংপুর।

২। বেরী লাইলাম, ফাইন্যান্স এডমিনিষ্ট্রেটর, আর,ডি,আর,এস, হাউজ নং-৬২, রোড নং-৭/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা।

৩। পিটার এ গোমেজ, পারসোনাল এন্ড গভরমেন্ট রিলেশন অফিসার, আর,ডি,আর,এস, হাউজ নং-৬২, রোড নং-৭/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা।

৪। এম, পি, রোজারিও, প্রোগাম কো-অরডিনেটর, আর,ডি,আর,এস, হাউজ নং-৬২, রোড নং-৭/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা।

৫। টারবেন ভি পিটারসন, ডাইরেক্টর, আর,ডি,আর,এস, হাউজ নং-৬২, রোড নং-৭/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা—প্রতিপক্ষ।

আদেশ নং-১১ তাং ৩১-১২-০৩

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও প্রতিপক্ষের দাখিলী দরখাস্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। প্রতিপক্ষ আর, ডি, আর, এস, এর পক্ষে হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। দরখাস্তকারীর কোন পদক্ষেপ নাই। নথি কোর্ট গঠন ও শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। দরখাস্তকারী মোঃ সোলেমানকে ডাকাডাকি করিয়া পাওয়া গেল না। দরখাস্তকারীর পক্ষে কোন হাজরা দাখিল নাই। প্রতিপক্ষের দাখিলী দরখাস্তটি শুনানীর জন্য লওয়া হইল। দরখাস্ত সংক্রান্ত প্রতিপক্ষের আইন উপদেষ্টা এস, এম, পারভেজের বক্তব্য শ্রবণ করা হইল এবং দাখিলী রীট মামলা নং ১২০/৮৮ এবং রীট মামলা নং ১৩৯/৮৮ সহ ১৭টি মামলার রায়ের জাবেদা নকলের ফটোকপি পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। রীট পিটিশন নং-১২০/৮৮ এবং রীট পিটিশন নং ১৩৯/৮৮ সহ ১৭টি মামলার গত ১০-১২-৯৬ ইং তারিখের রায় পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, দরখাস্তকারীর আই, আর, ও, এর ৩৪ ধারার মামলাটি সচলযোগ্য না হওয়ায় ঐ ধারা ও ফোরামে প্রতিকার দেওয়া যায় না এবং মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট, আপীল বিভাগের ৩০ ডি, এল, আর, (এস, সি,) পাতা-২৫১ ও ৩১ ডি, এল, আর, (১৯৭৯) পাতা ২৪০-২৪১ তে উল্লেখিত মামলার সিদ্ধান্তের আলোকে বাদীর মামলাটি সচলযোগ্য না হওয়ায় প্রতিকারযোগ্য নহে। সুতরাং প্রতিপক্ষের দরখাস্ত মতে দরখাস্তকারী মোঃ সোলেমানের মামলাটি খারিজযোগ্য হইতেছে। সুতরাং প্রতিপক্ষের দরখাস্ত মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে এবং মামলাটি খারিজযোগ্য বটে। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় ইহাতে একমত পোষণ করেন এবং তাহাদের সহিত পরামর্শক্রমে অনুরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। সুতরাং প্রতিপক্ষের দরখাস্তটি মঞ্জুর হয়।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি দরখাস্তকারীর গরহাজিরা এবং মামলাটি সচলযোগ্য না হওয়ায় দরখাস্তকারীর অনুপস্থিতিতে এবং প্রতিপক্ষের উপস্থিতিতে খারিজ করা হইল। অত্র আদেশের কপি আইনের বিধান মতে সরকার বরাবর প্রেরণ করা হউক।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/-মোঃ আবদুস সামাদ
৩১-১২-০৩
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণের স্বাক্ষর ঃ

১। স্বাঃ/-মোঃ মোরতোজা রেজা।
২। স্বাঃ/- মোঃ কামরুল হাসান।

অনুলিপিকারক ঃ-জা, নেসা।
তুলনাকারক ঃ-
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি
(মুহাম্মদ আবুল ফজল)
রেজিষ্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মো ঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই,আর,ও, মামলা নং-৭৮/৮৭

মোঃ আলম খান, প্রাক্তন স্পেশাল প্রজেক্ট সুপারভাইজার,
প্রযত্নে ঃ মোহাম্মদ আফতাব উদ্দিন, মুলাটোল, রংপুর—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। ক্রিষ্ট ফলরব, এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর, ডাব্লিউ, পি, আর, টি, পি,
আর, ডি, আর, এস, কুড়িগ্রাম, পোঃ ও জেলা কুড়িগ্রাম।

২। ডাইরেক্টর, আর, ডি, আর, এস, হাউজ নং-৬২, রোড নং-৭/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা।

৩। ফাইন্যান্স এ্যাডমিটিষ্ট্রেটর, আর,ডি, আর,এস, হাউজ নং-৬২, রোড নং-৭/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা।

৪। প্রোগ্রাম কো-অরডিনেটর, আর,ডি,আর,এস, হাউজ নং-৬২,
রোড নং-৭/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা—প্রতিপক্ষ।

আদেশ নং-১২ তাং ৩১-১২-০৩

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও প্রতিপক্ষের দাখিলী দরখাস্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। প্রতিপক্ষ আর, ডি, আর, এস, এর পক্ষে হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। দরখাস্তকারীর কোন পদক্ষেপ নাই। নথি কোর্ট গঠন ও শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। দরখাস্তকারী মোঃ আলম খানকে ডাকাডাকি করিয়া পাওয়া গেল না। দরখাস্তকারীর পক্ষে কোন হাজিরা দাখিল নাই। প্রতিপক্ষের দাখিলী দরখাস্তটি শুনানীর জন্য লওয়া হইল। দরখাস্ত সংক্রান্ত প্রতিপক্ষের আইন উপদেষ্টা এস, এম, পারভেজের বক্তব্য শ্রবণ করা হইল এবং দাখিলী রীট মামলা নং ১২০/৮৮ এবং রীট মামলা নং ১৬৩/৮৮ সহ ১৭টি মামলার রায়ের জাবেদা নকলের ফটোকপি পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। রীট পিটিশন নং-১২০/৮৮ এবং রীট পিটিশন নং ১৬৩/৮৮ সহ ১৭টি মামলার গত ১০-১২-৯৬ ইং তারিখের রায় পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, দরখাস্তকারীর আই, আর, ও, এর ৩৪ ধারার মামলাটি সচলযোগ্য না হওয়ায় ঐ ধারা ও ফোরামে প্রতিকার দেওয়া যায় না এবং মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট, আপীল বিভাগের ৩০ ডি, এল, আর, (এস, সি,) পাতা-২৫১ ও ৩১ ডি, এল, আর, (১৯৭৯) পাতা ২৪০-২৪১ তে উল্লেখিত মামলার সিদ্ধান্তের আলোকে বাদীর মামলাটি সচলযোগ্য না হওয়ায় প্রতিকারযোগ্য নহে। সুতরাং প্রতিপক্ষের দরখাস্ত মতে দরখাস্তকারী মোঃ আলম খানের মামলাটি খারিজযোগ্য হইতেছে। সুতরাং প্রতিপক্ষের দরখাস্ত মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে এবং মামলাটি খারিজযোগ্য বটে। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় ইহাতে একমত পোষণ করেন এবং তাহাদের সহিত পরামর্শক্রমে অনুরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। সুতরাং প্রতিপক্ষের দরখাস্তটি মঞ্জুর হয়।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি দরখাস্তকারীর গরহাজিরা এবং মামলাটি সচলযোগ্য না হওয়ায় দরখাস্তকারীর অনুপস্থিতিতে এবং প্রতিপক্ষের উপস্থিতিতে খারিজ করা হইল। অত্র আদেশের কপি আইনের বিধান মতে সরকার বরাবর প্রেরণ করা হউক।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/-মোঃ আবদুস সামাদ
৩১-১২-০৩
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণের স্বাক্ষর ঃ

১। স্বাঃ/-মোঃ মোরতোজা রেজা।
২। স্বাঃ/- মোঃ কামরুল হাসান।

অনুলিপিকারক ঃ-জা, নেসা।
তুলনাকারক ঃ-
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি
(মুহাম্মদ আবুল ফজল)
রেজিষ্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মো ঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই,আর,ও, মামলা নং-২৯/৮৮

মোঃ ইব্রাহিম, প্রাক্তন ওয়ার্কসপ হেলপার, আর, ডি, আর, এস, রংপুর,
প্রযত্নে ঃ মোঃ হাসান আলী, কলেজ রোড তেতুল তলা (দাস এন্ড কোং),
পোঃ আলমনগর, রংপুর—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। টেকনিক্যাল এ্যাডভাইজার আর, ডি, আর, এস, ৮ জেল রোড, ধাপ, রংপুর।
২। টরবেন ভি পেটারসন, ডাইরেক্টর, আর,ডি,আর,এস, হাউজ নং-৬২, রোড নং-৭/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা।
৩। বেরী লাইলাম, ফাইন্যান্স এডমিনিষ্ট্রেটর, আর,ডি,আর,এস, হাউজ নং-৬২, রোড নং-৭/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা।
৪। পিটার এ গোমেজ, পারসোনাল এন্ড গভমেন্ট রিলেশন অফিসার, আর,ডি,আর,এস, হাউজ নং-৬২, রোড নং-৭/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা।

৫। এম, পি, রোজারিও, প্রোগ্রাম কো-অরডিনেটর, আর,ডি,আর,এস, হাউজ নং-৬২, রোড নং-৭/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা।

৬। অরুন কুমার সরকার, সাবেক একাউন্টেন্ট,
আর, ডি, আর, এস, ধাপ, রংপুর—প্রতিপক্ষ।

আদেশ নং-১০ তাং ৩১-১২-০৩

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও প্রতিপক্ষের দাখিলী দরখাস্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। প্রতিপক্ষ আর, ডি, আর, এস, এর পক্ষে হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। দরখাস্তকারীর কোন পদক্ষেপ নাই। নথি কোর্ট গঠন ও শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। দরখাস্তকারী মোঃ ইব্রাহিমকে ডাকাডাকি করিয়া পাওয়া গেল না। দরখাস্তকারীর পক্ষে কোন হাজিরা দাখিল নাই। প্রতিপক্ষের দাখিলী দরখাস্তটি শুনানীর জন্য লওয়া হইল। দরখাস্ত সংক্রান্ত প্রতিপক্ষের আইন উপদেষ্টা এস, এম, পারভেজের বক্তব্য শ্রবণ করা হইল এবং দাখিলী রীট মামলা নং ১২০/৮৮ এবং রীট মামলা নং ১৪৩/৮৮ সহ ১৭টি মামলার রায়ের জাবেদা নকলের ফটোকপি পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। রীট পিটিশন নং-১২০/৮৮ এবং রীট পিটিশন নং ১৪৩/৮৮ সহ ১৭টি মামলার গত ১০-১২-৯৬ ইং তারিখের রায় পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, দরখাস্তকারীর আই, আর, ও, এর ৩৪ ধারার মামলাটি সচলযোগ্য না হওয়ায় ঐ ধারা ও ফোরামে প্রতিকার দেওয়া যায় না এবং মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট, আপীল বিভাগের ৩০ ডি, এল, আর, (এস, সি,) পাতা-২৫১ ও ৩১ ডি, এল, আর, (১৯৭৯) পাতা ২৪০-২৪১ তে উল্লেখিত মামলার সিদ্ধান্তের আলোকে বাদীর মামলাটি সচলযোগ্য না হওয়ায় প্রতিকারযোগ্য নহে। সুতরাং প্রতিপক্ষের দরখাস্ত মতে দরখাস্তকারী মোঃ ইব্রাহিমের মামলাটি খারিজযোগ্য হইতেছে। সুতরাং প্রতিপক্ষের দরখাস্ত মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে এবং মামলাটি খারিজযোগ্য বটে। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় ইহাতে একমত পোষণ করেন এবং তাহাদের সহিত পরামর্শক্রমে অনুরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। সুতরাং প্রতিপক্ষের দরখাস্তটি মঞ্জুর হয়।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি দরখাস্তকারীর গরহাজিরা এবং মামলাটি সচলযোগ্য না হওয়ায় দরখাস্তকারীর অনুপস্থিতিতে এবং প্রতিপক্ষের উপস্থিতিতে খারিজ করা হইল। অত্র আদেশের কপি আইনের বিধান মতে সরকার বরাবর প্রেরণ করা হউক।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/-মোঃ আবদুস সামাদ
৩১-১২-০৩
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণের স্বাক্ষর ঃ

১। স্বাঃ/-মোঃ মোরতোজা রেজা।
২। স্বাঃ/- মোঃ কামরুল হাসান।

অনুলিপিকারক ঃ-জা, নেসা।
তুলনাকারক ঃ-
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি
(মুহাম্মদ আবুল ফজল)
রেজিষ্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মো ঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই,আর,ও, মামলা নং-৭/৮৮

মোঃ নুর ইসলাম, প্রাক্তন ওয়ার্কসপ হেলপার, আর, ডি, আর, এস, রংপুর,
প্রযত্নে ঃ এইট ষ্টার ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ, জেল রোড, ধাপ, রংপুর—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। অরুন কুমার সরকার, একাউন্টেন্ট, আর, ডি, আর, এস, ধাপ, রংপুর, পোঃ ও জেলা রংপুর।

২। বেরী লাইলাম, ফাইন্যান্স এডমিনিষ্ট্রেটর, আর,ডি,আর,এস, হাউজ নং-৬২, রোড নং-৭/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা।

৩। পিটার এ গোমেজ, পারসোনাল এন্ড গর্ভমেন্ট রিলেশন অফিসার, আর,ডি,আর,এস, হাউজ নং-৬২, রোড নং-৭/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা।

৪। এম, পি, রোজারিও, প্রোগ্রাম কো-অরডিনেটর, আর,ডি,এস, হাউজ নং-৬২, রোড নং-৭/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা।

৫। টরবেন ভি পিটারসন, ডাইরেক্টর, আর,ডি,আর,এস, হাউজ নং-৬২, রোড নং-৭/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা—প্রতিপক্ষ।

আদেশ নং-১১ তাং ৩১-১২-০৩

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও প্রতিপক্ষের দাখিলী দরখাস্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। প্রতিপক্ষ আর, ডি, আর, এস, এর পক্ষে হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। দরখাস্তকারীর কোন পদক্ষেপ নাই। নথি কোর্ট গঠন ও শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। দরখাস্তকারী মোঃ নুর ইসলামকে ডাকাডাকি করিয়া পাওয়া গেল না। দরখাস্তকারীর পক্ষে কোন হাজিরা দাখিল নাই। প্রতিপক্ষের দাখিলী দরখাস্তটি শুনানীর জন্য লওয়া হইল। দরখাস্ত সংক্রান্ত প্রতিপক্ষের আইন উপদেষ্টা এস, এম, পারভেজের বক্তব্য শ্রবণ করা হইল এবং দাখিলী রীট মামলা নং ১২০/৮৮ এবং রীট মামলা নং ১৩৮/৮৮ সহ ১৭টি মামলার রায়ের জাবেদা নকলের ফটোকপি পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। রীট পিটিশন নং-১২০/৮৮ এবং রীট পিটিশন নং ১৩৮/৮৮ সহ ১৭টি মামলার গত ১০-১২-৯৬ ইং তারিখের রায় পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, দরখাস্তকারীর আই, আর, ও, এর ৩৪ ধারার মামলাটি সচলযোগ্য না হওয়ায় ঐ ধারা ও ফোরামে প্রতিকার দেওয়া যায় না এবং মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট, আপীল বিভাগের ৩০ ডি, এল, আর, (এস, সি,) পাতা-২৫১ তে উল্লেখিত রেলওয়ে মেন ষ্ট্রের লিঃ বনাম চেয়ারম্যান, লেবার কোর্ট চিটাগাং ও অন্যান্য মামলা ও ৩১ ডি, এল, আর, (১৯৭৯) পাতা ২৪০-২৪১ তে উল্লেখিত সোনালী ব্যাংক ও অন্যান্য বনাম আঃ বারেক সরকার ও অন্যান্য মামলার সিদ্ধান্তের আলোকে বাদীর মামলাটি সচলযোগ্য না হওয়ায় প্রতিকারযোগ্য নহে। সুতরাং প্রতিপক্ষের দরখাস্ত মতে দরখাস্তকারী মোঃ নুর ইসলামের মামলাটি খারিজযোগ্য হইতেছে। সুতরাং প্রতিপক্ষের দরখাস্ত মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে এবং মামলাটি খারিজযোগ্য বটে। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় ইহাতে একমত পোষণ করেন এবং তাহাদের সহিত পরামর্শক্রমে অনুরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। সুতরাং প্রতিপক্ষের দরখাস্তটি মঞ্জুর হয়।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি দরখাস্তকারীর গরহাজিরা এবং মামলাটি সচলযোগ্য না হওয়ায় দরখাস্তকারীর অনুপস্থিতিতে এবং প্রতিপক্ষের উপস্থিতিতে খারিজ করা হইল। অত্র আদেশের কপি আইনের বিধান মতে সরকার বরাবর প্রেরণ করা হউক।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/-মোঃ আবদুস সামাদ
৩১-১২-০৩
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণের স্বাক্ষর ঃ

১। স্বাঃ/-মোঃ মোরতোজা রেজা।
২। স্বাঃ/- মোঃ কামরুল হাসান।

অনুলিপিকারক ঃ-জা, নেসা।
তুলনাকারক ঃ-
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি
(মুহাম্মদ আবুল ফজল)
রেজিষ্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মো ঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-১২৫/২০০৩

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ জামাল, সভাপতি,

২। মোঃ গোলাম রসুল, সাধারণ সম্পাদক,
বদলগাছী কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৬০০,
বদলগাছী, পোঃ ও থানা বদলগাছী, জেলা নওগাঁও—প্রতিপক্ষ।

আদেশ নং-৪ তাং ৩১-১২-০৩

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। ১ম পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে ১ম পক্ষ ফিরিস্তিমুলে কাগজাদী (দপ্তর নথি) দাখিল করিয়াছেন।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠিত হইল। রেকর্ড একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। হলপনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ, মনিরুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী দপ্তর নথি এক্সিবিট-১ হিসাবে প্রমানে চিহ্নিত হয়। পি, ডব্লিউ-১ এর জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ বদলগাছী কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৬০০) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৭ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১৬-১০-৯৭ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ১৯৯৭ সাল থেকে অদ্যাবধি দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২২ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস হইতে ১৭-৯-২০০৩ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/১৯১৭ নং স্মারকমূলে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণ করার ডাক রশিদ এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ১৯৯৭ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমান লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারনাধীনে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমানিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ বদলগাছী কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৬০০) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/-মোঃ আবদুস সামাদ
৩১-১২-০৩
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণের স্বাক্ষর ঃ

১। স্বাঃ/-মোঃ মোরতোজা রেজা।
২। স্বাঃ/- মোঃ কামরুল হাসান।

অনুলিপিকারক ঃ-জা, নেসা।
তুলনাকারক ঃ-
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি
(মুহাম্মদ আবুল ফজল)
রেজিষ্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মো ঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই,আর,ও, মামলা নং-৮৫/৮৮

মোঃ আব্দুল কাইয়ুম, প্রযত্নে ঃ মোঃ রফিকুর রহমান, সাব-এ্যাসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল), পি, ডাব্লিউ, ডি-ডিভিশন, রংপুর—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ নুরুল হক সরকার, ইনচার্জ, আর, ডি, আর, এস, কৃষি প্রকল্প, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

২। টরবেন ভি পিটারসন, ডাইরেক্টর, আর,ডি,আর,এস, হাউজ নং-৬২, রোড নং-৭/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা।

৩। বেরী লাইলাম, ফাইন্যান্স এডমিনিষ্ট্রেটর, আর,ডি,এস, হাউজ নং-৬২, রোড নং-৭/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা—প্রতিপক্ষ।

আদেশ নং-৯ তাং ৩১-১২-০৩

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও প্রতিপক্ষের দাখিলী দরখাস্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। প্রতিপক্ষ আর, ডি, আর, এস, এর পক্ষে হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। দরখাস্তকারীর পক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। নথি কোর্ট গঠন ও শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। দরখাস্তকারী মোঃ আব্দুল কাইয়ুমকে ডাকাডাকি করিয়া পাওয়া গেল না। দরখাস্তকারীর পক্ষে কোন হাজিরা দাখিল নাই। প্রতিপক্ষের দাখিলী দরখাস্তটি শুনানীর জন্য লওয়া হইল। দরখাস্ত সংক্রান্ত প্রতিপক্ষের আইন উপদেষ্টা এস, এম, পারভেজের বক্তব্য শ্রবণ করা হইল এবং দাখিলী রীট মামলা নং ১২০/৮৮ এবং রীট মামলা নং ১৬০/৮৮ সহ ১৭টি মামলার রায়ের জাবেদা নকলের ফটোকপি পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। রীট পিটিশন নং-১২০/৮৮ এবং রীট পিটিশন নং ১৬০/৮৮ সহ ১৭টি মামলার গত ১০-১২-৯৬ ইং তারিখের রায় পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, দরখাস্তকারীর আই, আর, ও, এর ৩৪ ধারার মামলাটি সচলযোগ্য না হওয়ায় ঐ ধারা ও ফোরামে প্রতিকার দেওয়া যায় না এবং মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট, আপীল বিভাগের ৩০ ডি, এল, আর, (এস, সি,) পাতা-২৫১ তে উল্লেখিত রেলওয়ে মেন ষ্ট্রের লিঃ বনাম চেয়ারম্যান, লেবার কোর্ট চিটাগাং ও অন্যান্য মামলা ও ৩১ ডি, এল, আর, (১৯৭৯) পাতা ২৪০-২৪১ তে উল্লেখিত সোনালী ব্যাংক ও অন্যান্য বনাম আঃ বারেক সরকার ও অন্যান্য মামলার সিদ্ধান্তের আলোকে বাদীর মামলাটি সচলযোগ্য না হওয়ায় প্রতিকারযোগ্য নহে। সুতরাং প্রতিপক্ষের দরখাস্ত মতে দরখাস্তকারী মোঃ আব্দুল কাইয়ুমের মামলাটি খারিজযোগ্য হইতেছে। সুতরাং প্রতিপক্ষের দরখাস্ত মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে এবং মামলাটি খারিজযোগ্য বটে। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় ইহাতে একমত পোষণ করেন এবং তাহাদের সহিত পরামর্শক্রমে অনুরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। সুতরাং প্রতিপক্ষের দরখাস্তটি মঞ্জুর হয়।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি দরখাস্তকারীর গরহাজিরা এবং মামলাটি সচলযোগ্য না হওয়ায় দরখাস্তকারীর অনুপস্থিতিতে এবং প্রতিপক্ষের উপস্থিতিতে খারিজ করা হইল। অত্র আদেশের কপি আইনের বিধান মতে সরকার বরাবর প্রেরণ করা হউক।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/-মোঃ আবদুস সামাদ
৩১-১২-০৩
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/মোঃ আবদুস সামাদ
৩১-১২-০৩
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণের স্বাক্ষর ঃ

১। স্বাঃ/-মোঃ মোরতোজা রেজা।
২। স্বাঃ/- মোঃ কামরুল হাসান।

অনুলিপিকারক ঃ-জা, নেসা।
তুলনাকারক ঃ-
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি
(মুহাম্মদ আবুল ফজল)
রেজিষ্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ-মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-২৭/১৯৯৩

১। মোঃ নুরুল ইসলাম, সভাপতি,

২। মোঃ রুহুল আমিন, সাধারণ সম্পাদক,
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কর্মচারী সংসদ, রেজিঃ নং রাজ-৬১১—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। জয়েন্ট ডাইরেক্টর অব লেবার ও রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

২। কাজী নজরুল ইসলাম, ষ্টেনোগ্রাফার অব ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, ব্রাঞ্চেস সেন্ট্রাল ডিপার্টমেন্ট, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।

৩। কাজী মোসলেহ উদ্দিন, জুনিয়র এ্যাসিসটেন্ট, মালোপাড়া ব্রাঞ্চ, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, রাজশাহী—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ- ১। জনাব মোঃ কোরবান আলী, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং-১০৭, তাং-০১-৯-০৩

অদ্য মামলাটি ২ ও ৩ নং প্রতিপক্ষের জবানবন্দী রেকর্ডিং এবং চূড়ান্ত আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং (২) জনাব মোঃ রশিদুল্লাহ কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি উপস্থাপন করা হইল। পরবর্তীতে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী ২ জন সাক্ষীর হাজিরা দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড শুনানীর জন্য লওয়া হইল। গত ১৮-৮-০৩ ইং তারিখে পি, ডব্লিউ-১ মোঃ নুরুল ইসলাম ১নং দরখাস্তকারী ও পি, ডব্লিউ-২ মোঃ রুহুল আমিন ২নং দরখাস্তকারীর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হইয়াছে। অদ্য ও, পি, ডব্লিউ-১ কাজী নজরুল ইসলাম ২নং প্রতিপক্ষ এবং ও, পি, ডব্লিউ-২ কাজী মোসলেহ উদ্দিন ৩নং প্রতিপক্ষের হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হইল। রেকর্ডকৃত পি, ডব্লিউ-১ ও পি, ডব্লিউ-২ এবং ও, পি, ডাব্লিউ-১ ও ও, পি, ডব্লিউ-২ এর জবানবন্দী, মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্ত এবং মামলার রেকর্ডে রক্ষিত কাগজাদি পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। কাগজাদি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, নন প্রসিকিউশন গ্রাউন্ডে রীট পিটিশন নং-৮৪৫/৯৮ মামলাটি ডিসচার্জ হইয়াছে এবং স্টে অর্ডার ভ্যাকেট হইয়াছে ১৭-১১-০২ ইং তারিখে এবং অদ্যকার তারিখে বাদীপক্ষ দরখাস্ত করিয়া অত্র মামলাটি চালাইবেনা মর্মে উঠাইয়া লইবার আবেদন করিয়াছেন। জবানবন্দী দৃষ্টে বাদীপক্ষের মামলাটি নন প্রসিকিউশন গ্রাউন্ডে উঠাইয়া লইবার প্রার্থনা মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় উপরোক্ত মতে অভিমত পোষণ করেন।

সুতরাং,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, ২৭/৯৩ মামলাটি নন প্রসিকিউশন গ্রাউন্ডে বাদীকে উঠাইয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল এবং তৎসহ মামলাটি নিষ্পত্তি করা গেল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বা/-মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/-মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারকঃ- জা, নেসা।
তুলনাকারকঃ-
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি
রেজিষ্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্য ঃ ১। জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা, মালিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ ঃ- ৭ই আগস্ট/২০০৩
আই, আর, ও, (আপীল) মামলা নং-৬২/২০০৩

১। মোঃ আঃ রাজ্জাক, সভাপতি,

২। মোঃ রমজান আলী, সাধারণ সম্পাদক,
প্রস্তাবিত প্রতাপ রিকসা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন, প্রতাপ বাজার, পোঃ-প্রতাপহাট,
থানা-উল্লাপাড়া, জেলা- সিরাজগঞ্জ—আপীলকারীপক্ষ।

বনাম

১। রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—রেসপনডেন্ট।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব মোঃ কোরবান আলী, আপীলকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব মোঃ শামসুল আলম, রেসপনডেন্ট পক্ষের প্রতিনিধি।

রায়

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(৩) ধারা মতে আনীত একটি আপীল মামলা। আপীলকারী প্রস্তাবিত প্রতাপ রিকসা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া থানাধীন প্রতাপ এলাকার রিকসা/ভ্যান গ্যারেজ মালিকের অধীনে রিকসা ও ভ্যান চালনার কাজে কর্মরত শ্রমিকগণ গত ২৫-০১-০৩ ইং তারিখে এক সাধারণ সভায় মিলিত হইয়া আর্থ-সামাজিক জীবনের মান উন্নয়ন, মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক বজায় রাখা ও শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে রিকসা ও ভ্যান শ্রমিকদের মধ্যে একটি ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া প্রস্তাবিত "প্রতাপ রিকসা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন" নামকরণ করিয়া ইউনিয়নের জন্য একটি সংবিধান রচনার জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির মাধ্যমে প্রস্তুতপূর্বক ১০-২-০৩ ইং তারিখের সাধারণ সভায় অনুমোদন করা হয় এবং তৎপর ইউনিয়নটি আইন মাফিক নিবন্ধনের জন্য আপীলকারীদ্বয়কে ক্ষমতা প্রদান করিয়া শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের সংশোধিত ধারার শর্তাবলী পূরণ ও প্রতিপালনপূর্বক প্রতিপক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন বরাবর ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন আবেদনপত্র ১৬-০৩-০৩ ইং তারিখে দাখিল করেন। প্রতিপক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস আপীলকারীগণের প্রস্তাবিত "প্রতাপ রিকসা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন" এর রেজিষ্ট্রেশনের আবেদনপত্র প্রাপ্ত হইয়া ২৭-৩-০৩ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/২০০৩/প্রঃ/৬৪৩ নং পত্র আপীলকারী পক্ষকে ভুলত্রুটি সংশোধন ও নির্দেশিত মতে কাগজপত্র দাখিলের নির্দেশ দিলে আপীলকারীগণ নির্দেশ মোতাবেক আইনানুগ সময়-সীমার মধ্যে ভুলত্রুটি সংশোধন করিয়া কাগজপত্র রেসপনডেন্টের দপ্তরে দাখিল করেন কিন্তু আপীলকারী পক্ষের প্রস্তাবিত ইউনিয়নটি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(২) ধারা মোতাবেক আইনানুগ দৃষ্টিকোণ হইতে বিবেচনায় না নিয়া ১৪-৫-০৩ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/প্রঃ/২০০২/৯৬৬ পত্রমূলে রেজিষ্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে উক্ত আদেশে বিক্ষুব্ধ হইয়া অত্র আপীল মামলাটি আনয়নপূর্বক হেতুবাদে উল্লেখ করেন যে, প্রতিপক্ষের ১৪-৫-০৩ ইং তারিখের প্রত্যাখ্যান আদেশটি বেআইনী হওয়ায় রদ রহিতযোগ্য হইতেছে। আপীলকারী প্রস্তাবিত ইউনিয়নপক্ষ প্রতিপক্ষের ২৭-৩-০৩ ইং তারিখের ৬৪৩ নং পত্রের নির্দেশিত ত্রুটিসমূহ যথারীতি সংশোধন করিয়া দিয়াছিল কিন্তু ভুল ব্যাখ্যায়

রেজিষ্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়। স্থানীয় ইউ,পি, চেয়ারম্যান ও গ্যারেজ মালিকগণ প্রস্তাবিত ইউনিয়নের গঠন সম্পর্কে প্রত্যায়নপত্র প্রদান করিয়াছেন এবং তাহারা রিকসা ও ভ্যান চালক শ্রমিক সম্পর্কে প্রত্যায়নপত্র বিবেচনায় না নিয়া ভ্রমাত্মক ও বেআইনীভাবে বিরোধীয় আদেশ প্রদান করায় উহা রদ রহিতযোগ্য হইতেছে। আপীলকারীগণের আপীলটি মঞ্জুর হইবে এবং প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন প্রদানের জন্য প্রতিপক্ষের প্রতি নির্দেশ দানের আবেদন করেন।

পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী অত্র আপীল মামলায় হাজির হইয়া লিখিত আপত্তি দাখিল করেন এবং আপীলের মেমোর বক্তব্যকে বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, প্রতিপক্ষ কর্তৃক আপীলকারী প্রস্তাবিত প্রতাপ রিকসা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন আবেদন আইনানুগভাবেই প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। 'আয়নুল হকের' গ্যারেজ প্রতিষ্ঠানের সহিত ইউনিয়নের নামের সামঞ্জস্য নাই এবং আয়নুল হক ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২(I/III) ধারা মোতাবেক মালিক নহেন এবং তাহার প্রতিষ্ঠানটি একই আইনের ২(IX) ধারা মোতাবেক কোন প্রতিষ্ঠান নহে এবং উহা ভ্যান ও রিকসা রাখার স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ায় সঠিকভাবেই রেজিস্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান করায় বিরোধীয় আদেশ রদ রহিতযোগ্য নহে। প্রতাপ এলাকা কোন প্রতিষ্ঠান নহে এবং রিকসা ও ভ্যান গ্যারেজকে কোন প্রতিষ্ঠান গণ্য করা যায় না। সুতরাং রেজিস্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান আদেশ আইনানুগভাবে বহালযোগ্য হইতেছে।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

১। আপীলকারী পক্ষের প্রস্তাবিত প্রতাপ রিকসা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন আবেদনটি প্রতিপক্ষ কর্তৃক ১৪-৫-০৩ ইং তারিখে প্রত্যাখ্যান আদেশ কি বেআইনী হইয়াছে ?

২। আপীলকারীর প্রস্তাবিত ইউনিয়নটি কি আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন পাইবার হকদার ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

১ ও ২ নং বিবেচ্য বিষয় ঃ

১ ও ২ নং বিবেচ্য বিষয়দ্বয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। অত্র আপীল মামলাটির চূড়ান্ত শুনানীকালে আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী এবং প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন পক্ষে তাহার বিজ্ঞ প্রতিনিধির বক্তব্য শ্রবন করা হয়। স্বীকৃত মতেই আপীলকারী-প্রার্থক মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, সভপতি ও মোঃ রমজান আলী, সাধারণ সম্পাদক, প্রস্তাবিত প্রতাপ রিকসা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন, প্রতাপ বাজার, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ তাহাদের শ্রমিকদের আর্থ সামাজিক জীবনের মান উন্নয়ন ও শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে গত ২৫-১-০৩ ইং তারিখে প্রথম সাধারণ সভার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ১০-২-০৩ ইং তারিখে দ্বিতীয় সাধারণ সভায় মিলিত হইয়া প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সংবিধান অনুমোদন করাইয়া ৮ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করেন এবং ইউনিয়নটি গঠন করিয়া ইউনিয়নের নিয়ম মাফিক রেজিষ্ট্রেশনের জন্য ১ ও ২ নং আপীলকারীদ্বয়কে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করিয়া তাহাদের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের দপ্তরে ১৬-৩-০৩ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশনের জন্য আবেদন করেন। স্বীকৃত মতেই প্রতিপক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস উক্ত রেজিষ্ট্রেশনের আবেদনের প্রেক্ষিতে ২৭-৩-০৩ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/২০০৩/প্রঃ/৬৪৩ নং স্মারক পত্রমূলে আপীলকারী পক্ষকে ভুলত্রুটি সংশোধনের জন্য এবং নির্দেশিত মতে কাগজপত্র দাখিলের নির্দেশ দিলে আপীলকারী পক্ষ ভুলত্রুটি সংশোধনপূর্বক যাবতীয় কাগজপত্র প্রতিপক্ষ ট্রেড ইউনিয়ন অফিসে দাখিল করেন এবং পরবর্তীতে স্বীকৃত মতেই প্রতিপক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস কর্তৃক ১৪-৫-০৩ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/প্রঃ/২০০২/৯৬৬ নং স্মারকমূলে আপীলকারী পক্ষের প্রস্তাবিত প্রতাপ রিকসা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন আবেদনটি প্রত্যাখ্যান (নামঞ্জুর) করেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে আপীলকারী -প্রার্থকগণ প্রতিপক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীর বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(৩) ধারার বিধান মোতাবেক অত্র আপীলটি আনয়ন করিয়াছেন। আপীলটির শুনানীকালে আপীলকারীর পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী এইরূপ নিবেদন করেন যে, আপীলকারী প্রস্তাবিত প্রতাপ রিকসা ও ভ্যান শ্রমিক

ইউনিয়নটি প্রতাপ এলাকার সকল রিকসা ও ভ্যান শ্রমিক সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হয় এবং সকল সদস্যগণের পি-ফরম, ডি-ফরম, চেয়ারম্যানের প্রত্যায়নপত্র, সদস্যগণ অন্য কোন ইউনিয়নের সদস্য নয় মর্মে ঘোষণাসহ সকল কাগজপত্র প্রতিপক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিসে জমা দিয়াছেন। কিন্তু ভুয়া তদন্ত দেখাইয়া ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২(I/III) ও ২(IX) ধারার অপব্যাখ্যা করিয়া বেআইনীভাবে ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। প্রস্তাবিত ইউনিয়নটির নামকরণ প্রতাপ এলাকার সকল রিকসা ও ভ্যান শ্রমিকদের দ্বারা গঠিত হওয়ায় "প্রতাপ রিকসা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন" নামকরণ সঠিকভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং প্রতাপ এলাকাটি একটি প্রতিষ্ঠান গণ্যে উহার সদস্য সংখ্যা সর্বমোট রিকসা ও ভ্যান শ্রমিক সংখ্যার ৩০% সদস্য হওয়ায় প্রস্তাবিত ইউনিয়নটি রেজিস্ট্রেশন পাইতে আইনতঃ হকদার। এই সম্পর্কে প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের বিজ্ঞ প্রতিনিধি এইরূপ নিবেদন করেন যে, ' আয়নুল হকের' গ্যারেজ প্রতিষ্ঠানের সহিত ইউনিয়নের নামের সামঞ্জস্য নাই এবং আয়নুল হক শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২(I/III) ধারা মোতাবেক কোন মালিক নহেন এবং তাহার গ্যারেজটি একই আনের ২(IX) ধারা মোতাবেক কোন প্রতিষ্ঠান না হওয়ায় আইনানুগভাবেই রেজিস্ট্রেশন আবেদন নামঞ্জুর হইয়াছে। স্বীকৃত মতেই আপীলকারী-প্রার্থক পক্ষে দাখিলী সংবিধান, প্রত্যায়নপত্র, পি-ফরম, ডি-ফরম, সদস্যদের তালিকা ও সংশোধিত মতে দাখিলী কাগজাদি, চেয়ারম্যানদের প্রত্যায়নপত্র ইত্যাদি কাগজগুলির জেনুইননেস সম্পর্কে প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন পক্ষে বিজ্ঞ প্রতিনিধি কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। সুতরাং উক্ত কাগজাদি সঠিক ও যথার্থ অনুমান করা যায়। প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন পক্ষে বিজ্ঞ প্রতিনিধির উত্থাপিত আপত্তি মতে সংগঠনটির নামকরন আয়নুল হকের গ্যারেজ প্রতিষ্ঠানের সহিত সামঞ্জস্য রাখার কোন যৌক্তিকতা এই ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নহে। ইহা সত্য যে, আয়নুল হকের গ্যারেজে প্রতাপ এলাকার রিকসা ও ভ্যান রাখা হয় এবং ঐ সকল রিকসা ও ভ্যানগুলোর মালিক আয়নুল হক নহেন এবং তাহার কর্তৃক কোন নিয়োগপত্র প্রদত্ত হয় নাই। ইহা স্বীকৃত যে, প্রতাপ এলাকার রিকসা ও ভ্যান চালক শ্রমিকগণই সম্মিলিতভাবে প্রস্তাবিত ইউনিয়নটি গঠন করিয়াছে এবং প্রতাপ এলাকার রিকসা ও ভ্যান শ্রমিকগণ সম্মিলিতভাবে আয়নুল হকের গ্যারেজে রিকসা ও ভ্যান রাখে এবং তাহার তদারকিতে ও নিয়ন্ত্রণে থেকে একই উদ্দেশ্যে রিকসা ও ভ্যান শ্রমিকগণ রিকসা ও ভ্যান পরিচালনা ও শ্রমিক স্বার্থে ইউনিয়নটি গঠন করিয়াছে। এই প্রসংগে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধি আইনুল হকের অভিন্ন নিয়ন্ত্রণ, মালিকানা ও নিয়োগ না থাকার যে আপত্তি উত্থাপন করেন তাহা যুক্তিসংগত ও গ্রহণযোগ্য নয় মর্মে অত্র আদালত ও বিজ্ঞ সদস্য মতামত দেন। কেন না কোন একক মালিকের রিকসা ও ভ্যান চালকগণের পক্ষে একটি ইউনিয়ন গঠন করা কিছুতেই সম্ভব নহে এবং তাহা আইনেরও দাবী নহে, ঐরূপ করা হইলে একটি নির্দিষ্ট এলাকার অন্তর্গত রিকসা ও ভ্যানের যতগুলি মালিক থাকিবে সেই মালিকের অধীনে শ্রমিকের সংখ্যা যাহাই হউক উহার ভিত্তিতে ইউনিয়ন গঠন করিতে চাহিলে ততগুলি ইউনিয়নকে রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করিতে হইবে যাহা শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩(ক) উপ-ধারার বিধানের পরিপন্থী হইবে। তদুপরি স্বীকৃত মতেই ইতিপূর্বে একাধিক ভিন্ন ভিন্ন মালিকের অধীনে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের সমন্বয়ে গঠিত ইউনিয়নকে রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করা হইয়াছে। আপীলকারী পক্ষে দাখিলী কাগজ দৃষ্টে ইতিপূর্বে এলাকাভিত্তিক বারুহাস ইউ,পি, রিকসা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নকে রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করা হইয়াছে। তাই প্রস্তাবিত প্রতাপ এলাকার রিকসা ও ভ্যান শ্রমিকগণের সমন্বয়ে গঠিত ইউনিয়নটি রেজিষ্ট্রেশন পাইতে আইনতঃ কোন প্রতিবন্ধকতা দেখা যায় না এবং প্রতাপ এলাকাটি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২(I/III) ও ২(IX) ধারা মোতাবেক এলাকাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গণ্যে উক্ত এলাকার বিভিন্ন মালিকের অধীনে কর্মরত রিকসা ও ভ্যান শ্রমিকগণের সমন্বয়ে গঠিত ইউনিয়নটি এলাকাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হওয়ায় নামকরণ সঠিক ও আইনানুগ বিবেচিত হয়। আয়নুল হকের গ্যারেজে রিকসা ও ভ্যান রাখায় তৎ মোতাবেক নামকরণের কোন যথার্থতা নাই। সুতরাং প্রস্তাবিত প্রতাপ রিকসা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নটি আইনানুগভাবেই রেজিস্ট্রেশন পাইবার হকদার। ফলতঃ প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক ১৪-৫-০৩ইং তারিখের রেজিস্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান আদেশটি যথার্থ ও আইনানুগ না হওয়ায় রদ রহিতযোগ্য হইতেছে এবং প্রস্তাবিত রিকসা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নটিকে আইনানুগভাবেই রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা যাইতে পারে এবং অনুরূপভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংগে বিজ্ঞ সদস্য অভিন্ন মতামত প্রদান করেন। তাই ১ ও ২ নং বিবেচ্য বিষয়দ্বয়ের সিদ্ধান্ত আপীলকারী পক্ষে গৃহীত হইল।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই,আর,ও, (আপীল) মামলাটি দো'তরফা সূত্রে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীকে রায়ের শর্তে উল্লেখিত মতে আপীলকারী -প্রার্থক পক্ষের ইউনিয়নের সংবিধানে এবং রেজিষ্ট্রেশন আবেদনের দরখাস্ত বর্ণিত মতে প্রস্তাবিত প্রতাপ রিকসা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন, প্রতাপ বাজার, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জকে যথারীতি রেজিষ্ট্রেশন প্রদানের নির্দেশ দেওয়া গেল এবং তৎসহ অত্র আপীলটি নিষ্পত্তি করা হইল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/৭-৮-০৩ইং
মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/-৭-৮-০৩ইং
মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক ঃ-জা, নেসা।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

তুলনাকারক ঃ

পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা, মালিক পক্ষ।
২। জনাব মোঃ রশিদুল্লাহ, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ ঃ- ৬ই সেপ্টেম্বর ২০০৩
আই, আর, ও, (আপীল) মামলা নং-৬১/২০০৩

১। মোঃ লোকমান আলী, সভাপতি,

২। মোঃ আজিজার রহমান, সাধারণ সম্পাদক,
প্রস্তাবিত সৈয়দপুর উপজেলা মাইক প্রচারক অপারেটর কর্মচারী ইউনিয়ন, শেরে বাংলা রোড, পোঃ ও উপজেলা-সৈয়দপুর, জেলা-নীলফামারী—আপীলকারী।

বনাম

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব মোঃ কোরবান আলী, আপীলকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব মোঃ মসিহুর রহমান, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা আপীলকারী মোঃ লোকমান আলী, সভাপতি ও মোঃ আজিজার রহমান, সাধারণ সম্পাদক, প্রস্তাবিত সৈয়দপুর উপজেলা মাইক প্রচারক অপারেটর কর্মচারী ইউনিয়ন, নীলফামারী কর্তৃক ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(৩) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর প্রতিপক্ষ প্রস্তাবিত ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন প্রত্যাখ্যান আদেশের বিরুদ্ধে আনীত একটি মামলা।

আপীলকারী পক্ষের আপীলের মেমোতে উল্লেখিত বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার বিভিন্ন মাইকের দোকান/প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মাইক প্রচারক/অপারেটরের কাজে নিয়োজিত শ্রমিক কর্মচারীদের সমন্বয়ে তাহাদের জীবিকা নির্বাহের স্বার্থে ও দাবী-দাওয়া ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২৫-২-০৩ ইং তারিখে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের ১ম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত করিয়া ৫৫ জন শ্রমিকের উপস্থিতিতে প্রস্তাবিত ইউনিয়নটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া ইউনিয়নের সংবিধান প্রণয়নপূর্বক ১০-৩-০৩ ইং তারিখের ২য় সাধারণ সভায় ৬০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তক্রমে গঠিত ইউনিয়নটির একটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করেন এবং গঠিত ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির লক্ষ্যে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে ক্ষমতা প্রদান করিয়া প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীর দপ্তরে রেজিস্ট্রেশন আবেদন দাখিল করেন। রেজিস্ট্রেশন আবেদনপত্রটি প্রাপ্ত হইয়া প্রতিপক্ষ তাহার দপ্তর হইতে রেজিস্ট্রেশন বিষয়ে প্রতিপক্ষের ২৩-৩-০৩ ইং তারিখের ৬৩০ নং স্মারকমূলে আপীলকারীর নিকট ভুলত্রুটি সংশোধনের জন্য পত্র প্রদান করেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি স্বাক্ষরিত ভুলত্রুটি সংশোধন করিয়া রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন বরাবর আবেদন জানায় (আবেদন ডাইরী নং-১১৫৯, তাং ৫-৪-০৩) এবং কাগজাদি দাখিল করেন কিন্তু প্রতিপক্ষ আপীলকারী পক্ষের প্রস্তাবিত সৈয়দপুর উপজেলা মাইক প্রচারক অপারেটর কর্মচারী ইউনিয়নকে রেজিস্ট্রেশন না দিয়া তাহার দপ্তরের স্মারক ৯৪২, তাং ১০-৫-০৩ ইং মূলে রেজিস্ট্রেশন আবেদন ৫ দফা কারণ দর্শাইয়া প্রত্যাখ্যান (রিজেক্ট) করেন। উক্ত প্রত্যাখ্যান আদেশের দ্বারা বিক্ষুব্ধ হইয়া আপীলকারী পক্ষ অত্র আপীল মামলা শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(৩) ধারা মোতাবেক দায়ের করিয়া ১০-৫-০৩ ইং তারিখের প্রত্যাখ্যান আদেশ রদ রহিতপূর্বক আপীলকারী প্রস্তাবিত ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন প্রদানের আবেদন করেন। আপীলকারী আপীলের মেমোতে হেতুবাদে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান আদেশটি প্রতিপক্ষ অফিসের তদন্তকারী কর্মকর্তা সৈয়দপুর এলাকাধীন অপর একটি ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-২১৩৯ দ্বারা প্রভাবিত হইয়া সঠিকভাবে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করেন নাই। প্রস্তাবিত ইউনিয়নের অফিস ঘর ভাড়ার চুক্তিপত্র দাখিল করিয়াছেন এবং রেজুলেশন খাতা, সদস্য রেজিস্ট্রার, নোটিশ বহি, ডি ফরম, মালিকের প্রত্যায়নপত্র, ও চেয়ারম্যানের সুপারিশ পত্র বিবেচনায় না নিয়া শুধুমাত্র তদন্তকারী কর্মকর্তার মতামতের উপর ভিত্তি করিয়া বেআইনীভাবে রেজিস্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। প্রস্তাবিত সৈয়দপুর উপজেলা মাইক প্রচারক অপারেটর কর্মচারী ইউনিয়নের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় রেজিস্ট্রেশন প্রদানে কোন আইনগত বাধা নাই। প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সকল সদস্যগণ একই পেশায় নিয়োজিত এবং তৎ পোষকতায় মালিকের সনদপত্র দাখিল আছে এবং প্রস্তাবিত ইউনিয়নের মোট সদস্য সংখ্যা মোট শ্রমিক সংখ্যার ৭০% ভাগেরও বেশী আছে। সুতরাং প্রস্তাবিত ইউনিয়নটি আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন পাইবার হকদার হইতেছে।

অপর দিকে প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী লিখিত জবাবে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত সৈয়দপুর উপজেলা মাইক প্রচারক অপারেটর কর্মচারী ইউনিয়ন পক্ষে রেজিস্ট্রেশন আবেদন করিলে ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত কাগজপত্র, পরীক্ষা করিয়া ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(১) ধারা মোতাবেক ৮ দফা ভুলত্রুটি/আপত্তি উত্থাপন করিয়া সংশোধনের জন্য পত্র প্রদান করা হয় এবং প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত শ্রমিকদের নাম, পিতার নাম ও ঠিকানাসহ মালিকের প্রত্যায়নপত্র দাখিল করিতে বলা হয় এবং ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত শ্রমিক কর্মচারী যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ঐ প্রতিষ্ঠানের মালিকের

নিকট হইতে প্রত্যায়নপত্র দাখিল করিতে বলা হয়। সৈয়দপুর মাইক প্রচারক ও অপারেটর শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-২১৩৯ নামে রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নের কোন সদস্য প্রস্তাবিত ইউনিয়নে নাই তদমর্মে রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন হইতে অনাপত্তিমূলক প্রত্যায়নপত্র দাখিল করিতে বলা হয়। নোটিশ বই ও রেজিস্টারাদি সঠিকভাবে দাখিল হয় নাই। আপীলকারী পক্ষে সংশোধনী সঠিকভাবে করা হয় নাই। প্রস্তাবিত ইউনিয়নের ঠিকানায় কোন কার্যালয় পাওয়া যায় নাই এবং স্থানীয় লোকজনকে তদন্তকারী কর্মকর্তা জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া সভা অনুষ্ঠানের কোন প্রমাণ পায় নাই। সকল শ্রমিক সদস্যকে উপস্থিত না পাওয়ায় ডি ফরমের সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয় নাই। আবেদনকারী সদস্যগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকায় মোট শ্রমিকের ৩০% ভাগ এর বেশী সদস্যভুক্ত কি না তাহা নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই এবং ভিন্ন ভিন্ন মালিকের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক দ্বারা ইউনিয়ন গঠন আইনানুগ ও যুক্তিসংগত না হওয়ায় রেজিস্ট্রেশন আবেদন সঠিকভাবে নাকচ করা হইয়াছে এবং আপীলকারী প্রার্থিত প্রতিকার পাইবে না।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

১। প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কর্তৃক আপীলকারীর প্রস্তাবিত সৈয়দপুর উপজেলা মাইক প্রচারক অপারেটর কর্মচারী ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন আবেদন ১০-৫-০৩ইং তারিখে প্রত্যাখান আদেশ কি বেআইনী হইয়াছে ?

২। অত্র মামলায় আপীলকারী পক্ষ কি প্রার্থিত মতে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছে ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

১ ও ২ নং বিবেচ্য বিষয়দ্বয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। স্বীকৃত মতেই আপীলকারী পক্ষে মোঃ লোকমান আলী, সভাপতি ও মোঃ আজিজার রহমান, সাধারণ সম্পাদক, প্রস্তাবিত সৈয়দপুর উপজেলা মাইক প্রচারক অপারেটর কর্মচারী ইউনিয়ন, শেরে বাংলা রোড, সৈয়দপুর শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ২৫-২-০৩ ইং তারিখে প্রথম সাধারণ সভার মাধ্যমে প্রস্তাবিত ইউনিয়ন গঠন করেন এবং ১০-৩-০৩ ইং তারিখে দ্বিতীয় সাধারণ সভার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ইউনিয়নের সংবিধান প্রণয়নপূর্বক ইউনিয়নের নিয়মমাফিক রেজিস্ট্রেশনকরণের জন্য প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী এর নিকট আবেদন করেন। স্বীকৃত মতেই প্রতিপক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী আবেদনপত্র প্রাপ্ত হইয়া পর্যালোচনাপূর্বক তাহার অফিসের ২৩-৩-০৩ ইং তারিখের ৬৩০ নং স্মারকমূলে ভুলত্রুটি সংশোধনের জন্য পত্র প্রেরণ করেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে আপীলকারী ভুলত্রুটি সংশোধনী প্রদান করিলে প্রতিপক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন ১০-৫-০৩ ইং তারিখে তাহার দপ্তর স্মারক নং ৯৪২ মূলে ৫ দফা কারণ দর্শাইয়া ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন আবেদনটি নামঞ্জুর (প্রত্যাখ্যান) এর আদেশ প্রদান করেন এবং তদপ্রেক্ষিতে আপীলকারী পক্ষ প্রতিপক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, এর বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(৩) ধারা মোতাবেক অত্র আপীল মামলাটি আনয়ন করিয়াছেন। শুনানীকালে আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী এইরূপ নিবেদন করেন যে, আপীলকারী প্রস্তাবিত সৈয়দপুর উপজেলা মাইক প্রচারক অপারেটর কর্মচারী ইউনিয়নের শ্রমিকগণ বিভিন্ন মাইক সার্ভিস বা মাইক সেন্টারে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকের কাজ করা অবস্থায় শ্রমিক ইউনিয়নটি গঠন করিয়া সাধারণ সভায় রেজুলেশন গ্রহণপূর্বক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন আবেদন করিয়াছিলেন কিন্তু সৈয়দপুর এলাকাধীন সৈয়দপুর মাইক প্রচারক ও অপারেটর শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-২২৩১ দ্বারা প্রভাবিত হইয়া তথাকথিত তদন্ত প্রতিবেদন দেখিয়ে ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন আবেদন বেআইনীভাবে প্রতিপক্ষ নামঞ্জুর করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা আপীলকারী পক্ষকে পূর্বে না জানাইয়া বা কোন নোটিশ প্রদান না করিয়া সরেজমিনে তদন্তের কথা উল্লেখপূর্বক যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছেন তাহা সত্য নহে এবং তথাকথিত তদন্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করিয়া

প্রস্তাবিত সৈয়দপুর উপজেলা মাইক প্রচারক অপারেটর কর্মচারী ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন আবেদন নামঞ্জুর করায় প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্যগণ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন। তদন্ত প্রতিবেদনে সকল সদস্য শ্রমিকগণ নোটিশ না পাওয়ায় উপস্থিত থাকা কোনভাবেই সম্ভব ছিল না। প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্যগণের পি ফরম ও ডি ফরম যথার্থ এবং সঠিক এবং একই পেশার শ্রমিক তথা মাইক প্রচারক অপারেটর কর্মচারীদের দ্বারা সঠিকভাবে ইউনিয়নটি গঠিত হওয়ায় এবং সদস্যভুক্ত শ্রমিকদের ৩০% ভাগ থাকায় এবং ইউনিয়নের শ্রমিকদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মালিক কর্তৃক প্রত্যায়নপত্র ও সৈয়দপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যায়নপত্র মিথ্যা হইতে পারে না। এমতাবস্থায় প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাখ্যান আদেশটি বাতিলপূর্বক রেজিস্ট্রেশন প্রদানের নিবেদন করেন। অপরদিকে রেসপনডেন্ট পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধি এইরূপ নিবেদন করেন যে, সৈয়দপুর এলাকায় একাধিক মাইক প্রচারক ও অপারেটর শ্রমিক ইউনিয়ন আইনানুগভাবে গঠন করা যায় না এবং প্রতিপক্ষ কর্তৃক দাখিলী তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন দৃষ্টে আপীলকারী ইউনিয়নের কার্যালয় ও সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ায় সাক্ষ্য না পাওয়ায় এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিক সদস্য দ্বারা প্রস্তাবিত ইউনিয়ন আইনানুগভাবে গঠন করা যায় না বিধায় রেজিস্ট্রেশন প্রত্যাখ্যান করা হয়। এমতাবস্থায় অত্র আপীল নামঞ্জুরের নিবেদন করেন।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী ও বিজ্ঞ প্রতিনিধির বক্তব্য, আপীল মামলার রেকর্ড, ফিরিস্তিমূলে দাখিলী কাগজপত্র ও প্রস্তাবিত সৈয়দপুর উপজেলা মাইক প্রচারক অপারেটর কর্মচারী ইউনিয়নের নথি, রেজিষ্টারাদি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্যগণ সকলেই বিভিন্ন মাইক হাউজ ও সেন্টারের প্রচারক অপারেটর শ্রমিক কর্মচারী এবং তাহারা শ্রমিকের কাজে নিয়োজিত এবং তৎকারণে প্রস্তাবিত সৈয়দপুর উপজেলা মাইক প্রচারক অপারেটর কর্মচারী ইউনিয়ন নামীয় সংগঠন গঠনপূর্বক আনুষঙ্গিক কাগজপত্রসহ রেজিস্ট্রেশনের আবেদন দাখিল করিয়াছিলেন এবং প্রতিপক্ষের ভুলত্রুটি উত্থাপিত আপত্তির সংশোধনীসহ আপীলকারী পক্ষ কাগজাদি দাখিল করেন। রেসপনডেন্ট পক্ষের বক্তব্য মোতাবেক ও তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন দৃষ্টে প্রস্তাবিত সৈয়দপুর উপজেলা মাইক প্রচারক অপারেটর কর্মচারী ইউনিয়নটির প্রদত্ত ঠিকানায় অফিস ঘর তদন্তকারী কর্মকর্তা পান নাই এবং তদন্তকালে ইউনিয়নের সকল সদস্য শ্রমিকদের উপস্থিতি দেখিতে পান নাই। এই প্রসংগে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের দপ্তর নথি আপীল মামলায় দাখিলকৃত পাতা নং ১১৬, ১০-৫-০৩ ইং তারিখের পত্র নং ৯৪২ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, রেজিস্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যানের সময় ৫ দফা কারণ উল্লেখ করিয়াছেন এবং ১ম ও ২য় দফা মোতাবেক ইউনিয়নের ঠিকানায় কার্যালয় পান নাই এবং সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের প্রমাণ পান নাই মর্মে উল্লেখ রহিয়াছে। এই সম্পর্কে তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন আইনানুগভাবে সঠিক ছিল না এবং তদন্ত প্রতিবেদনটিও যথার্থ ও সমর্থনযোগ্য নহে। কারণ তদন্তকারী তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন নাই যে, তিনি তদন্তে যাওয়ার পূর্বে যথাযথভাবে নোটিশ প্রদান করিয়াছিলেন বা সৈয়দপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান ও মেম্বারদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিলেন। যেহেতু প্রস্তাবিত ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের বিষয় ছিল সেহেতু পৌরসভার চেয়ারম্যান বা মেম্বারসহ কতিপয় সদস্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করা একান্ত আবশ্যক ছিল। অপরদিকে আপীলকারী পক্ষে দাখিলী সৈয়দপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যায়নপত্র ও ১০টি মাইক হাউজ বা মাইক সেন্টারের শ্রমিকদের নাম উল্লেখপূর্বক প্রত্যায়নপত্র ও রেজিস্ট্রেশন প্রদানের জন্য সুপারিশনামা রহিয়াছে এবং ঐ সকল প্রতিষ্ঠান সৈয়দপুর উপজেলা প্রতিষ্ঠান এবং সেখানে নিয়োজিত শ্রমিক ও অপারেটরের নাম রহিয়াছে এবং তাহারা প্রস্তাবিত ইউনিয়নটি রেজিস্ট্রেশনের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন যাহা দপ্তর নথিতে রহিয়াছে। সুতরাং প্রস্তাবিত ইউনিয়নের মাইক প্রচারক অপারেট শ্রমিক সদস্যগণ সৈয়দপুর উপজেলার বিভিন্ন মাইক সেন্টারে কাজ করিতেছেন। সুতরাং প্রত্যাখ্যান আদেশের ১, ২, ৩, ৪ দফার কারণ সম্বলিত প্রত্যাখ্যান আদেশ যথেষ্ট নহে এবং আইনসংগত কারণে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন আবেদন মঞ্জুরযোগ্য ছিল বলিয়া অত্র আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়। রেসপনডেন্ট পক্ষ তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করিয়া রেজিস্ট্রেশন আবেদন নামঞ্জুর করিলেও ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তদন্ত প্রতিবেদনটি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয় নাই এবং নথিতে রক্ষিত পি, ফরম, ডি ফরম ও এন ফরম মিথ্যা তাহা সঠিকভাবে নিরূপিত হয় নাই। রেসপনডেন্ট পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধির বক্তব্য মোতাবেক শ্রমিক সদস্যগণ বিভিন্ন পেশায় কর্মরত তাহা সুনির্দিষ্টভাবে রেসপনডেন্ট পক্ষ দেখাইতে পারেন নাই। প্রস্তাবিত ইউনিয়নের কার্যালয় সংক্রান্ত

ঠিকানা প্রমাণে আপীলকারী পক্ষ কর্তৃক অফিস ভাড়ার চুক্তিপত্র রেকর্ডে রহিয়াছে। আপীলকারী পক্ষের প্রদত্ত সংশোধনী ও দাখিলী রেজিস্ট্রেশন আবেদন পর্যালোচনা করিয়া যথার্থতা পাওয়া যায়। রেসপনডেন্ট পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী নিবেদন করেন যে, একই শ্রেণীর শ্রমিকদের দ্বারা গঠিত অপর একটি ইউনিয়ন সৈয়দপুরে রহিয়াছে তৎ কারণে আপীলকারী প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা যায় না বক্তব্যটি আইনতঃ টিকে না। এই প্রসংগে উল্লেখ্য যে, শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩ ধারা মোতাবেক শ্রমিকগণ এর নিজেদের পছন্দমত সমিতি প্রতিষ্ঠা ও সমিতিতে যোগদানের আইনানুগ অধিকার রহিয়াছে এবং একাধিক ইউনিয়ন গঠন ও প্রতিপক্ষ কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন প্রদানের পূর্বের নজির রহিয়াছে। শুধুমাত্র শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১১(খ) ধারা মোতাবেক কোন শ্রমিক একই সময়ে একাধিক ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য পদ গ্রহণ করিতে বা সদস্য পদ অব্যাহত রাখিতে পারেন না। এক্ষেত্রে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের শ্রমিক সদস্যগণ অন্য কোন ইউনিয়নের সদস্য ঐ মর্মে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই বা তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক দ্বৈতসদস্য শ্রমিকের নাম-ধাম ও ঠিকানা নিরূপণ করিয়া প্রতিবেদন দাখিল করিতে পারেন নাই। অর্থাৎ পি ফরমে উল্লেখিত ৬৪ জন শ্রমিকের মধ্যে কোন শ্রমিকের দ্বৈতসদস্য পদ রহিয়াছে বা কোন শ্রমিকের নাম-ধাম ঠিকানা কাল্পনিক বা মিথ্যা তদমর্মে তদন্তে সাব্যস্ত পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল হয় নাই। সুতরাং শ্রমিকদের ৩০% ভাগ সদস্য পদ নিরূপিত হইলে আইনানুগভাবে রেজিষ্ট্রেশন প্রদানে কোন আপত্তি থাকে না। তাছাড়াও রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির আবেদনপত্রও পি ফরমে বর্ণিত শ্রমিক সদস্যগণের মধ্যে কতজন অশ্রমিক তাহা তদন্তে সঠিকভাবে নিরূপণ করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। যেহেতু আবেদনকারী শ্রমিকগণ অশ্রমিক সাব্যস্ত হয় নাই এবং তাহাদের মধ্যে কোন দ্বৈতসদস্য পদ নাই সেহেতু ৩০% শ্রমিক সদস্য হইলে আইনানুগভাবে আবেদনকারীগণ রেজিষ্ট্রেশন পাইবার হকদার থাকেন। তাছাড়াও সৈয়দপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যায়নপত্র ও মাইক সর্ভিস সেন্টারের ১০ জন মালিক কর্তৃক প্রত্যায়নপত্র বিবেচনায় ও সুপারিশের আলোকে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাখ্যান আদেশে বর্ণিত কারণগুলি যথার্থ নহে। এমতাবস্থায় প্রত্যাখ্যানের আইনসংগত ও যথার্থ কারণ আদেশে উল্লেখ না থাকায় এবং রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাদি প্রস্তাবিত সৈয়দপুর উপজেলা মাইক প্রচারক অপারেটর কর্মচারী ইউনিয়ন পূরণ করায় আইনানুগভাবে তাহাদের রেজিষ্ট্রেশন দরখাস্ত মঞ্জুরযোগ্য ছিল বলিয়া আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় একইরূপ অভিমত প্রদান করেন। অত্র আপীল মামলাটি মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে বিধায় বিবেচ্য বিষয় আপীলকারী পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

অতএব,

ইহাই আদেশ হয় যে,

অত্র আই,আর,ও, আপীল মামলাটি দো'তরফা সূত্রে রেসপনডেন্টের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়। প্রতিপক্ষ-রেসপনডেন্ট কর্তৃক গত ১০-৫-০৩ ইং তারিখের রেজিষ্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান আদেশ রদ রহিত করা হইল। আপীলকারীর প্রস্তাবিত সৈয়দপুর উপজেলা মাইক প্রচারক অপারেটর কর্মচারী ইউনিয়নকে যথাসময়ে রেজিষ্ট্রেশন প্রদানের জন্য প্রতিপক্ষ-রেসপনডেনটকে নির্দেশ দেওয়া গেল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/৬-৯-০৩ইং
মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক ঃ-জা, নেসা।

তুলনাকারক ঃ-
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/-৬-৯-০৩ইং
মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

In the Labour Court, Rajshahi Division, Rajshahi

Present :- Md. Abdus Samad
Chairman,
Labour Court, Rajshshi.

Members :- 1. Mr. Md. Mortoza Reza for the Employers.
2. Mr. Md. Kamrul Hasan, for the Labours.

Date of delivery of Judgement :- 12th November, 2003

I.R.O.(Appeal)Case No. 106/2003

1.Md. Enamul Haque, President,

2. Md. Mizanur Rahman, General Secretary.
Proposed Bogra District Pick up Malik Samity.
Head Office-Talukdar Mati Mansion (3rd floor)
Namazgar, Bogra—Appellants.

Versus

Ragistrar of Trade Union, Rajshahi Division, Rajshahi, Opposite Party.

Representatives: 1. Mr. Korban Ali, Advocate for the Appellants.
2. Mr. Md. Mashihur Rahman, Representative for the Opposite Party (Respondent).

JUDGMENT

This I.R.O.(Appeal) Case is institute against the order of rejection of registration of the proposed Bogra District Pick up Malik Samity on 2.9.03 by the Registrar of Trade Union, Rajshahi Division, Rajshahi for getting order directing the respondent for registration of the Appellant Bogra District Pick up Malik Samity as a Trade Union.

The case of the appellant is that the appellant No. 1 Md. Enamul Haque is the President and Appellant No.2 Md. Mizanur Rahman is the General Secretary of the proposed Bogra District Pick Up Malik Samity, Bogra and that the Owners and Malik of different Pick ups numbering 57 with a view to promote their transport business and to maintain cordial relationship with their workers and the Malicks they decided to organize their association under the name "Bogra District Pick up Malik Samity". Accordingly they held a general meeting of Pick up owners and Maliks of Bogra District on 5.6.03 and that they decided to frame a constitution of the Samity. thereafter the second general meeting of the Samity was held on 20.6.03 wherein members elected the office bearers for the Samity and adopted the constitution in the 2nd general meeting the general Secretary and the President of the Samity are delegated powers to apply to the Registrar of Trade Union, Rajshahi Division. Rajshahi for registration of the Samity. Afterwards the appellants 1 and 2 submitted an application along with

connected papers to the Registrar of Trade Union. Rajhahi Division, Rajshahi on 12-7-03 for registration of the Samity. The further case of the appellants is that the registrar of Trade Union, Rajshahi Division, Rajshahi under Memo No.1449 dated. 21-7-03 raised 9 points objections and directed to refile the application after removing the defects. Later on the appellants after removing the defects submitted an application to Registrar of Trade Union. Rajshahi Division, Rajshahi on 7-8-03 vide Ext. 8. But instead of the issuance of registration for the proposed Bogra District Dick up Malik Samity. the Registrar of Trade Union, Rajshahi Division. Rajshahi rejected their application vide Memo No. 1817 dated 2-9-03 under the provision of section 8(2) of Industrial Relations Ordinance, 1969. Hence they preferred this appeal.

The respondent registrar of Trade Union, Rajshahi Division, Rajshahi on receipt of notice appeared and filed a written statement and contested the case denying material allegations contending *inter alia* that he committed no illegallity by the impugned order, His specific case is that the appellants failed to submit proper information and documents in connection with 9 points objections raised on 21.7.03. That the appellants failed to produce the signatures as to presence of the members in the general meeting and the route permit of the Pick up Malik and that there is no date below the signaturs the 'D' Form. That the number of members of the executive committee of the Samity is not incoherence with the provision of rule 6 of the I.R.O., 1969. That the certificate issued by the B.R.T.A. was not proper in accordance with the provision of law. Hence, the application of the appellants for registration of the proposed Malik Samity was not lawful and that rejection order is liable to be upheld.

POINT FOR DETERMINATION

1. Whether the appellants are entitled to get an order directing the respondent Registrar of Trade Union. Ragshahi Division, Rajshahi to register the proposed Bogar District Pick up Malik Samity, Bogra as a trade union ?

FINDINGS AND DECISION

Heard the Ld. Lawyer of the appellants and the Representative for the respondent in details and persued the Memo of appeal, written statement and papers on record marked Ext. as 1-9, 9(1), 9(2) and Ext. ka.It transpires that the appellants President and General Secretary had applied to the Registrar of Trade Union, Rajshahi Division, Rajshahi respondent for registration of Bogra District Pick up Malik Samity (proposed) on 12.7.03 as a Trade Union vide Ext. 1. It further transpires that the respondent Registrar of Trade Union, Rajshahi Division, Rajshahi instructed the appellants-petitioners on 21.7.03 with Memo No. 1449 vide Ext.-3 to supply the following particular informations:—

1. That no date and number of pages were inserted in the application 'B' Form. and no date below the signature of the President in that Form.

2. The number of Pick up Malik and Owners are absent in the resulation of first general meeting and no signature list was enclosed therewith.
3. No signature of the Members of the 'P' Form and 'N' Form and that in 'N' Form the number of executive committee is shown as 10 which not incoherence with rule 6 of the I.R.O.
4. That to proof the Ownership of the pick up van no route permit enclosed therewith.
5. Properly filled 'D' Form not filed therewith.
6. That the nature of pick up van not described.
7. That resolution book and notice book not filed in proper Form.
8. That no certificate and agreement to the effect that the members of Bogra District pick up Malik Samity has no attachment with Bogra Truck and Mini Truck Malik Samity.

It reveals that on getting the aforementioned letter Ext. 3, the appellants-petitioners complied with the same on 7.8.03 vide Ext. 8 furnishing all 9 point particulars which was duly received by the office of the Respondent on 7.8.03 by putting seal and signature of the staff concerned posted in the receiving section. Thereafter the respondent rejected the prayer of the appellants-petitioners vide Ext. 2 stating that they failed to resubmit the papers after amendment properly and also added that no list as to howmany Maliks and Owners of the pick up were present in the first second general meeting was filed and that no signature in the resolution register and no route permit and proper B.R.T.A. certificate filed and that the number of executive committee is not incoherence with rule 6 of the I.R.O.

The Ld. Advocate for the appellants contends that the appellants removed all defects on 7.8.03 vide Ext. 8 and other exibited documents. He further contends that for registration of Malik Samity there is no provision as to minimum number of its members. He also added that they have produced B.R.T. certificate Ext. 9 from Assistant Director, B.R.T.A. Bogra Circle, a certificate from President and General Secretary, B.N.P. District Committee,Bogra vide Ext. 9(1) and certificate Ext. 9(2) from General Secretary from Bogra District Bus Minibus Malik Samity, Bogra as to the formation of the Bogra District pick up Malik Samity and about its varasity. He also added that Ext. 7 is the constitution of the Bogra District pick up Malik Samity and that form 'p' Form Ext. 5, 57 Owners of pick up are members of the proposed Bogra District pick up Malik Samity out of 175 pick up Maliks as evident from certificate Ext. 9. and Ext. 4 'N' Form discloses the list of 10 members of the executive committee of the proposed trade union. The lawyer also specifically raised the point that they filed blue book and Ragistration certificate to prove the Ownership of the pick up and there is no necessesity to file the route-permit to prove the Ownership of the pick up. In contrast, the Ld. representative on behalf of the respondent could not show any provision of law asto file a route-permit to prove their Ownership

of the pick up. Moreover the apellante-petitioners filed a B.R.T.A. certificate Ext. 9 asto the total number of pick up (175) in the Bogra District out of which 57 members areforming this proposed trade union. That the respondent side could not quote any provision of law as requirement asto the minimum number of transport vehicles for registration of Malik Samity. and also failed to show the provision asto necessity of filing a route permit for Ownership of the pick up, rather blue book and registration ceritificate are sufficient to prove the Ownership of the pick up. As per section 6(a) sub-section (iii) 9 (iv) legal requirement is that in 'N' Form the dates, names, addresses, occupation of the officer of the trade union and the 'p' Form statement of total paid membership should be given which are properly satisfied by the appellants. Again the Ld. Representative Respondnt of the alleged the no date encloses below the signature of the President in 'B' Form vide Ext. 1 but it is distinctly found from 'B' Form that below the signature of the General Secretary dated. 10.7.02 is enclosed properly and non enclosure of date & number gap in the resolution can not be legal bar for registration of the trade union and that minor defect like date and 'gap' of number in the first resolution of the general meeting can be avoided or neglected and that can be corrected by calling the concerned persons. It is found from Ext. 8 that the appellants were present in the office of the Registrar to correct 'B' Form and also appellants filed a list of attendance of Owners of the pick up. At the time of hearing of the appellants only legal point raised by the Respoent side is that the number of the members of the exective committee is not incoherence with amendment section 6 of the I.R.O. as to the limit of members of the exective committee. As per the amendment section 6 of the I.R.O. the number of persons forming the exective committee of the trade union shall be 8 where the total number of persons forming the trade union is not more than 100. Herein this case with total number of persons of the trade union is 57 and maximum of persons formine the exective committee of the trade union shall be 8 instead of number 10 filed by the appellants-petitioners in Form 'N' vide Ext. 8. In the circumstances the appellants-petitioners can be directed to correct and amendment the 'N' Form stating the members of the executive committee as 8 instead of 10. As per section 2(XXVI) of I.R.O., 1969 "Trade Union" means any combination of workmen or employers formed primarily for the purpose of regulating the relations between workmen and employers etc. So the appellants proposed pick up Malik Samity, Bogra District undoubtly falls under category of a trade union and in case of Malik Samity, there is no bar as to the minmum number of transport vehicles for registration of Malik Samity. In the circumstances and facts stated above, the Court is in the opinion that there are no fatal defects to discourage and reject the registration of the proposed appellants Malik Samity. Rather, the appellants-petrs. Malik Samity can be granted registration as a trade union after giving direction to amebd the cited defects in the body of the Judgement within a reasonable time.

Therefore, as discussed above are we convinced to conclude that the appellant is entitled to get relief as prayed for.

The Ld. Members are consulted and their counsel considered.

It is, accordingly,

ORDERED

That the Appeal be allowed on contest conditionally against the Respondent without costs. The respondent is directed for registration of the proposed Bogra District Pick up Malik Samity as a Trade Union after giving the appellants-petitioners an opportunity to amend the defects stated in the body of the Judgement within 25 days from today failing which the appeal shall stand disallowed.

Dictated and corrected by me.

Sd/-12.11.03 Eng.
(Md. Abdus Samad)
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

Sd/-12.11.03 Eng.
(Md. Abdus Samad)
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.
Typed by :- J, Nessa.

True copy certified by
(Md. Abul Fazal)
Registrar,
Labour Court, Rajshahi.

Compared by :-

Peshker,
Labour Court, Rajshahi.

In the Labour Court, Rajshahi Division, Rajshahi.

Present :— Md. Abdus Samad,
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

Members :—1. Mr. Md. Mortoza Reza for the Employers.
2. Mr. Md. Kamrul Hassan, for the Labours.

Date of delivery of Judgment- 7th December/2003

I.R.O. (Appeal) Case No. 27/2003

1. Md. Hasmot Ali, President.

2. Md. Mominul Islam Momin, General Secretary,
Proposed Rajshahi District Misuk Sramik Union.
Head office- Stadium Market, Sapura, Rajshahi—Appellants.

Versus

Registrar of Trade Union, Rajshahi Division, Rajshahi, Respondent.

Representatives : — 1. Mr. Md. Korban Ali, advocate for the Appellants.
2. Mr. Md. Mashiur Rahman, Representative for the Respondent.

JUDGMENT

This I.R.O. (Appeal) case is instituted against the order of rejection of registration of the proposed Rajshahi District Misuk Sramik Samuty, Rajshahi on 1.9.03 by the Registrar of Trade Union, Rajshahi Division, Rajshahi for getting order directing the respondent for registration of the appellant Rajshahi District Misuk Sramik Samity as a trade union.

The case of the appellant is that the appellant No. 1 Md. Hasmot Ali, is the President and appellant No. 2 Md. Mominul Islam Momin, is the General Secretary of the proposed Rajshahi District Misuk Sramik Samity, Rajshahi and that the Misuk Drivers numbering 66 with a view to promote their social-economic standard of their lives and to maintain cordial relationship between the workers and the Maliks, they decided to organize their association under the name "Rajshahi District Misuk Sramik Samity". Accordingly they held a general meeting of Misuk labours of Rajshahi District on 15.1.03 and that they decided to frame a constitution of the Sramik Samity. There-after the second general meeting of the Sramik Samity was held on 20.2.03 wherein the members elected the office bearers for the Samity and adapted the constitution of the Samity and that in the 2nd general meeting the General Secretary and the President of the Samity are delegated powers to apply to the Registrar of Trade Union, Rajshahi Division, Rajshahi for registration of the proposed Samity. Afterwards the appellant No. 1 and 2 submitted an application along with the connected papers to the Registrar of Trade Union, Rajshahi Division, Rajshahi on 26.2.03 for registration of the Sramik Samity. The further case of the appellant is that the Registrar of Trade Union, Rajshahi Division, Rajshahi under Memo No. 565 dated 10.3.03 raised 6 point objections and directed to refile the application after removing the defects. Later on the appellants after removing the defects submitted an application to the Registrar of Trade Union, Rajshahi Division, Rajshahi on 22.3.03 as diary No. 960 by the office of the Registrar. But instead of the issuance of registration for the proposed Rajshahi District Misuk Sramik Samity, the Registrar of Trade Union, Rajshahi, Division, Rajshahi rejected their application vide Memo No. 686 dated. 1.4.03 under the provision of section 8(2) of the Industrial Relations Ordinance, 1969, Hence, they preferred this appeal.

The respondent Registrar of Trade Union, Rajshahi Division, Rajshahi on receipt of notice appeared and filed a written statement and contested the appeal denying material allegations contending *inter alia* that the Registrar of Trade Union committed no illegality by the impugned order and that the allegations in the Memo of appeal are false and concocted. His specific case is that the appellants failed to submit proper information and documents in connection with six point objections raised on 10.3.03. That the appellants failed to produce the signatures asto the presence of the members in the general meetings dated. 15.2.03 and 20.2.03 and that even in the notice book there are no signatures of the members of the samity and that the papers and documents are created purposefully and that there is no date below the signatures of the applicant in Form 'D'. That the members of the register does not tally with the Form 'E'. and that the members of the proposed trade union failed to show the valid driving licence and that the members of the proposed trade union are unlawful driver Sramik and they can not lawfully form valid trade union. That the appellant

pltitioners failed to produce blue book and route permit and some of the members have dual membership and that 30% members of the sramik group are absent in the petitioner's trade union and hence the application of the appellant petrs. for registration of the proposed Misuk Sramik Samity was not lawful and that the rejection order is liable to be upheld.

POINT FOR DETERMINATION

1. Whether the appellant-petrs. are entitled to get an order directing the respondent Registrar of Trade Union, Rajshahi Division, Rajshahi to register the proposed Rajshahi District Misuk Sramik Union, Rajshahi as a trade union?

FINDINGS AND DECISION

Heard the Ld. Lawyer of the appellants and the Representative for the Respondent in details and perused the Memo of appeal written statement and papers on record vide Ext. 1-10, 10(1),10(2) and Ext. ka. It transpires that the appellant President and General Secretary applied to the Respondent Registrar of Trade Union, Rajshahi Division , Rajshahi for registration of the proposed Rajshshi District Misuk Sramik Union on 26.2.03 as a trade union and that the Respondent Registrar of Trade Union, Rajshahi Division, Rajshshi instructed the appellant-petrs. on 10.3.03 with Memo No. 565 vide Ext. 2 to supply the following particular informations :—

1. That no signature list of the Misuk Sramiks present in the first and second general meeting of the Misuk Sramiks.
2. That no date is inserted below the signatures of the president and General Secretary in Form P, N and also in the constitution of the Samity.
3. That no certificate issued by the B.R.T.A. filed showing the total member of Misuk with registration No.
4. That the Misuk Malik should certify that the particular member is a driver of that Misuk owner.
5. That the members sramik should file the 'D' Form accompanied with driving licence renewed uptodate.
6. That the resolution on registers, members register and notice register of the trade union should be filed.

It reveals that on getting the aforemention letter Ext. 2. the appellant-petrs. complied with the same on 20.3. 03 vide Ext.3 furnishing all 5 point particulars which was duly received by the office of the Respondent on 20.3.03 by putting seal and signature of the staff concerned posted in the receiving section of the Registrar of Trade Union Office. Thereafter the Respondent Registrar of Trade Union rejected the prayer of the appellant petrs. vide Ext. 1 stating that they failed to resubmit the papers after amendment properly and also added that they failed to file the signature list of the members sramik present in the first and second general meeting of the proposed trade union and that there are no signtures of the sramiks present there and that there is no date below the signature in the filing papers. That the members sramik has failed to produce all

driving licences etc. and that the certificate of the Misuk Mailk as wanted in the objection Ext. 2 are not filed accordingly and that the appellant petrs. failed to fulfil the criteria and provisions of the Rule of the I.R.O.

Heared the Ld. Lawyer for the appellant-petrs. and the added Respondent petr. Rajshahi District Auto-tempu and Baby Taxi Sramik Union and the Representative of the Respondent Registrar of Trade Union, Rajshahi Division, Rajshahi. The Ld. Advocate for the appellants contends that the appellants removed all defects on 20.3.03 vide Ext. 3 and filed exhibited documents and registers exhibited as 10(1) and 10(2). He further contends that the please as to wanted of 30% member are not cited in the rejection letter vide Ext. 1 and that appellant-petrs. Hasmot Ali tenderd his resignation from the Malik Samity and he is a labour member and that on the basis of the driving licence the appellant-petrs. are legally entitled to get the registration of the proposed trade union. The Ld. Lawyer of the petr.—respondant opposed the appellants case and submitted that the proposed Rajshahi District Misuk Sramik Samity filed false and baseless information to the office of the Registrar of Trade Union and that the appellant Secretary Md. Mominul Islam Momin is in the service of the Rajshahi City Corporation and some members have dual membership and the members of the proposed Trade Union are outsiders having no valid licences and that the Moslema Khatun the wife of Hasmot Ali, President of the proposed appellant Trade Union did not file 'D' Form with admission fee and Moslema Khatun can not be treated as legal members of the Rajshahi Zilla Misuk Malik Samity. In this connection Abdul Malek president of Rajshahi Zilla Misuk Malik Samity. on 10.11.03 issued a certificate corroborating the above contention and it reveals that Moslema Khatun, wife of Hasmot Ali can not be treated as lawful member of the Misuk MaliK Samity in place of the resignation of Hasmot Ali from the Malik Samity. It reveals that Hasmot Ali was previously member of the Misuk Malik Samity. Here the driving licence of Hasmot Ali Ext. 8(18) shows that the renewal date is upto 20.6.03 and further renewal driving licence not subsequently filed to this Court. It is admitted that fact that Mominul Islam is the service holder (daily basis) in the office of the City Corporation, Rajshahi and his driving licence Ext. 8(19) shows that the date of renewal has been expired on 12.6.03 and subsequently renewal driving licence not filed to this Court. The Ld. Advocate for the appellants further contends that they have produced all necessary documents vide Ext. 1—9 and registers vide Ext. 10, 10(1), 10(2) to the of the Registrar of Trade Union. On careful scrutiny of Ext. 10 resolution book of proposed Rajshahi Zilla Misuk Sramik Union it reveals that there are no signatures of the members as to the presence of the Sramiks in the first and second general meetings dated 15.2.03 and 20.2.03. It also appears from the Notice Book Ext. 10(1) that there is no signature of the membres of the proposed Rajshahi District Misuk Sramik Samity and that from Ext. 10(2) Membership Register it appears that Register was not maintained as per provision of Form 'E'. On careful scrutiny of the 'D' Form filed by the petr. Sramik of the proposed Trade Union it appears that no date is inserted below the signature of the person concerned. Hence it is very much clear that 'D' Form, Membership Register, Notice Book, Regulation Book, 'N' Form not prepared and maintained as per provision and Rule of the I.R.O. Rather these are not the defective documents produced to the office of the Registrar of Trade Union. On careful scrutiny of the driving licences vide Exts. 8(1) to 8(47) filed by the

appellant petrs. shows that out of 48 driving licences Ext. 8(43) is a probational licence which can not be treated as a lawful one and out of 47, 17 licences have no validity and those licences are not renewed. Thus out of the 48 licences only 30 driving licences can be treated as valid licences. Thus the appellant-petrs. has not come to the office of Register as well as to this court with clean hands for relief. If appears from Ext. 9, 9(1) certificate issued by the B.R.T.A. as well as certificate issued by Rajshahi Zilla Misuk Malik Samity there are 219/220 Misuk in the Rajshahi District and the number of valid driving licences are 44. Therefore, the 30% of the total Misuk equal to 65.7 members but the appellant perts. only filed 30 valid licences which does not cover 30% of the total Misuk and that Misuk Sramik means driver only and no other persons and that if the Misuk driver has no valid licence and out of 219/220 30% valid driver member does not stand and therefore if the Driver Sramik has not driving licences they can not be entitled to get relief as per the provision of the I.R.O. Thus from the above facts and findings it appears that the appellant petrs. relised on defective information and documents and the registers of the proposed Trade Union are not maintained properly as per the Rule and provision of the I.R.O. and that 30% of the total Misuk members are not complied with. It is clear that the proposed Rajshahi District Misuk Sramik Union has not come with clean hands one who seek aquity should come with clean hands. Therefore the rejection order vide Ext. 1 was lawful and the appellant-petrs. are not entitled to get the relief as prayed for. The Ld. Members are consulted and their opinion considered.

Hence, it is,

ORDERED

That the Appeal be disallowed on contest against the Respondent without costs.

Dictated and corrected by me.

Sd/-12.11.03 Eng.
(Md. Abdus Samad)
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

Sd/-12.11.03 Eng.
(Md. Abdus Samad)
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

Signature of the Members

1. Sd/- Md. Mortoza Reza
2. Sd/- Md. Kamrul Hassan

Typid by :- J, Nessa.

True copy certified by
(Md. Abul Fazal)
Registrar,
Labour Court, Rajshahi.

Compared by :-

Peshker,
Labour Court, Rajshahi.

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মো ঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত ও মজুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।

রায় প্রদানের তারিখ ঃ ৯ই অক্টোবর/২০০৩

পি, ডাব্লিউ, মামলা নং-৪/২০০৩

মোঃ হাসের আলী, পিতা-মৃত আহছান আলী প্রাং, সাং-উত্তর বাঁশবাড়িয়া,
পোঃ- আব্দুলপুর, থানা- লালপুর, জেলা-নাটোর—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস লিঃ, গোপালপুর,

২। নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস লিঃ গোপালপুর,
উভয়ের পোঃ-গোপালপুর, থানা-লালপুর, জেলা- নাটোর।

৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন,
আদমজী কোর্ট, ১১৫-১২০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা,ঢাকা-১০০০—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ-১। জনাব মোঃ আবুল কাশেম (২) দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ কোরবান আলী, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা দরখাস্তকারী মোঃ হাসের আলী কর্তৃক ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষগণের স্মারক নং- বি, এস, এফ, আই, সি/এডিএম/২০/৭৭/(৮)/২৮৯ তাং ১৬-২-১৯৯৩ এবং স্মারক নং-বি, এস, এফ, আই, সি/এডি এম/২০/৭৭/(৮)/৫৮৫ তাং ১৯-৪-১৯৯৩ মাধ্যমে প্রদত্ত ৬০ মাসের মাসিক বেতন (গ্র্যাচুয়িটি) বাবদ অতিরিক্ত ১,৫৬,৯০০.০০ টাকা প্রদানের জন্য প্রতিপক্ষগণকে নির্দেশ প্রদানের নিমিত্ত আনীত একটি মামলা ঃ

দরখাস্তকারী বাদীর মামলার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, বাদী মোঃ হাসের আলী প্রতিপক্ষ নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস লিঃ, গোপালপুর, নাটোরে ২১-১১-৬৬ ইং তারিখে সি, আর, জামাদার হিসাবে মাসিক মূল বেতন ৫৫.০০ টাকায় নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং পরবর্তীতে চাকুরীরত থাকিয়া ১৯৭৫ সালে মৌসুমী ওজন করণিক হিসাবে পদোন্নতি প্রাপ্ত হইয়া মিল গেটে ওজন করণিক হিসাবে কর্মব্যরত থাকেন এবং ঐ সময়ে বাদীর মাসিক মূল বেতন ছিল ২৬১৫ টাকা। ৪ নং প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন, ঢাকার ১৬-২-৯৩ ইং তারিখের স্মারক নং বি, এস, এফ, আই, সি/এডিএম/এস এফ/২০/৭৭/(৮)/২৮১ মূলে ১নং প্রতিপক্ষ উত্তর বংগ চিনিকল লিঃ এর মহাব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা, ও কর্মচারী ও শ্রমিকদের স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া আর্থিক সুবিধা প্রদানের বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রচলিত নিয়মে প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুযোগ-সুবিধাসহ ২০ বৎসরের অধিক চাকুরী কালের জন্য গ্র্যাচুয়িটি বাবদ অতিরিক্ত ১০% হারে টাকা প্রদানের ঘোষণা দেন এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের ১৯-৪-৯৩ ইং তারিখের বি,এস,এফ, আই,সি/এডি এম/এস, এফ/২০/৭৭(৮)৫৮৫ নং স্মারকমূলে চাকুরী হইতে

স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের নাম ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ১০-৫-৯৩ ইং তারিখের মধ্যে কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় প্রেরণ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং উক্ত পত্রে উল্লেখ থাকে যে, ৩০-৪-৯৩ ইং তারিখে ২০ বৎসরের উর্ধ্বে চাকুরীকালের জন্য ৬০ মাসের সম পরিমাণ টাকা প্রাপ্ত হইবে। তৎপ্রেক্ষিতে ১নং প্রতিপক্ষের ২৫-৪-৯৩ ইং তারিখের সূত্র নং-প্রশা/সাধা-৩/(অংক)/৯৩/১০০৮ বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে ফরম পূরণ করিয়া স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া ১নং প্রতিপক্ষ বরাবর সকল তথ্যাদি প্রদান করেন। দরখাস্তকারীর চাকুরীকাল ২১-১১-৬৬ হইতে ৩১-৩-৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত ২০ বৎসরের অধিক কাল হওয়ায় এবং অবসর গ্রহণকালে মাসিক মূল বেতন ২৬১৫ টাকা হওয়ায় বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণকালে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে গ্র্যাচুয়িটির টাকা ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা ছাড়াও অতিরিক্ত ৬০ মাসের গ্র্যাচুয়িটির টাকা, মূল বেতন ২৬১৫/- টাকা হারে (২৬১৫×৬০)=১,৫৬,৯০০ টাকা পাইবার আইনতঃ হকদার। কিন্তু প্রতিপক্ষগণ ২৬-৪-৯৪ ইং তারিখের ২২৭৬ নং স্মারকমূলে দরখাস্তকারীর মাসিক বেতন ২৫৩০ টাকা অবধারণে ৫২ মাসের গ্র্যাচুয়িটি হিসাবে এবং গ্র্যাচুয়িটি বাবদ অংকের উপরে অতিরিক্ত ১০% হিসাবে ২৫৩০×৫২=১,৩১,৫৬০+১৩,১৫৬=১,৪৪,৭১৬ টাকা বাদীকে প্রদান করিয়াছেন কিন্তু দরখাস্তকারীর অতিরিক্ত ১,৫৬,৯০০ টাকা আইনতঃ পাইবার হকদার হওয়া সত্বেও প্রদান করেন নাই। দরখাস্তকারীর উক্ত প্রাপ্য টাকা প্রতিপক্ষগণের নিকট হইতে পাইবার জন্য আবেদন নিবেদন করা সত্বেও প্রদান করেন নাই এবং শেষে ১৫-১-২০০৩ ইং তারিখে ১নং প্রতিপক্ষের স্মারক নং প্রশা/সাধা-৭৫/২০০৩/১৬৪৭ মূলে দরখাস্তকারীর পাওনা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে মর্মে জানাইয়া চিঠি দেন। তৎকারণে ৩১-৩-৯৪ ইং তারিখের দরখাস্তকারীর স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের তারিখ এবং তৎপর গত ১৫-১-২০০৩ ইং তারিখে দরখাস্তকারীর পাওনা পরিশোধ অস্বীকার করায় মামলা দায়ের করিবার কারণ উদ্ভব ঘটে। সুতরাং দরখাস্তকারীকে ৬০ মাসের অতিরিক্ত পাওনা ১,৫৬,৯০০ টাকা মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারা মতে আদেশ প্রদানের জন্য মামলাটি আনীত হইয়াছে।

অপরদিকে ১ ও ২ নং প্রতিপক্ষ ওকালতনামাসহ হাজির হইয়া লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বলেন যে, অত্রাকারে মামলাটি সচলযোগ্য নহে, মামলাটি তামাদি দোষে বারিত। ১ ও ২নং প্রতিপক্ষের জবাবের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের ১৬-২-৯৩ ইং তারিখের বি, এস, এফ, আই, সি/এডি এম/এস, এফ/২০/৭৭(৮)/২৮১ নং স্মারক পত্রের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট সুবিধা প্রদানপূর্বক সংস্থার অধীনে শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল কর্মকর্তা কর্মচারী ও শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এককালীন আর্থিক সুবিধাদি প্রদানপূর্বক স্বেচ্ছাবসর কর্মসূচীর আওতায় ১নং প্রতিপক্ষ নর্থ বেংগল সুগার মিলস লিঃ এর ১৮-২-৯৩ ইং তারিখের স্মারক নং-প্রশা/সাধা-৩(৬)/৯৩/৮১১ এর মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণের নিকট হইতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের আবেদন আহ্বান এর প্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী মোঃ হাসের আলী সহ শ্রমিক কর্মচারী ও কর্মকর্তা সমন্বয়ে মোট ৪৪জন ২৮১ নং স্মারকের শর্তাদি মানিয়া লইয়া স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের আবেদন করেন এবং মিল কর্তৃপক্ষ তাহাদের আবেদন বিবেচনা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ২৭-২-৯৩ ইং তারিখের স্মারক নং-নবেসুমি/প্রশা/সাধা-৩(৬)/৯৩/৮৮৯ মূলে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করেন। তৎপর বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন ১৯-৪-৯৩ ইং তারিখের ৫৮৫ নং স্মারকে উল্লেখিত শর্ত মোতাবেক স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের আবেদন আহ্বান করিয়া বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিলেও পরবর্তীতে ৫৮৫ নং স্মারক বিজ্ঞপ্তি বাতিল হইয়া যায়। দরখাস্তকারী-বাদী প্রতিপক্ষের ২৮১ নং স্মারকে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির আলোকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের আবেদন করেন এবং বাদী সহ ৪৪ জন ব্যক্তির স্বেচ্ছাবসর গ্রহণের আবেদন প্রতিপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া ১৫-২-৯৪ ইং তারিখের এডি, এম/এস, এফ/১/৯৩/২৯৮ নং স্মারকমূলে ২৮১ নং স্মারকের শর্তে স্বেচ্ছায় অবসর প্রদানের জন্য প্রধান কার্যালয় বরাবর প্রেরণ করা হয় এবং ২৮১ নং স্মারকের প্রেক্ষিতে মোস্তাফিজ কমিটির সুপারিশের আলোকে বাদী সহ সকল কর্মকর্তা কর্মচারী শ্রমিকগণের

নিজ স্বাক্ষরিত সম্মতি পত্র গ্রহণ পূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ সদর দফতর বরাবর প্রেরণ করা হয় এবং তৎপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ বাদীকে ৩১-৩-৯৪ ইং তারিখ হইতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের আবেদন অনুযায়ী ২৯-৩-৯৪ ইং তারিখের ১৮৪২ নং স্মারকমূলে ৩১-৩-৯৪ ইং তারিখ হইতে অবসর প্রদান করেন এবং মোস্তাফিজ কমিটির সুপারিশের আলোকে বাদীর দায় দেনা নিশ্চিত পূর্বক আর্থিক সুবিধাদি প্রদানের নির্দেশ হইলে ১৭-৪-৯৪ ইং তারিখের ২১০০ নং স্মারকযোগে সকল বিভাগ হইতে ক্লিয়ারেন্স সংগ্রহ করিয়া সত্বর সংস্থাপন বিভাগে দাখিলের নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর মিল কর্তৃপক্ষ ২১-৪-৯৪ ইং তারিখের সূত্র নং-প্রশা/সংস্থাপন -৫০/ব্য নথি-ইক্ষু-৩৭(মৌসুমী)/২২৭৬ নং স্মারকযোগে দরখাস্তকারীর পাওনাদি উল্লেখ পূর্বক দায় দেনা কর্তন সাপেক্ষে নীট পাওয়ার ৮০% ভাগ টাকা গ্রহণের পূর্বে ৫০ টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা প্রদানপূর্বক প্রাপ্য পাওনাদি বুঝিয়া লওয়ার জন্য নির্দেশ হয়। তদঅনুযায়ী দরখাস্তকারী ২৭-৪-৯৪ ইং তারিখের ৫০ টাকার ষ্ট্যাম্প পেপারে অঙ্গীকারনামা প্রদান পূর্বক প্রাপ্য পাওনাদির ৮০% ভাগ টাকা গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে মিল কর্তৃপক্ষের ৫-৭-৯৪ ইং তারিখের ২৯১২ নং স্মারকের নির্দেশক্রমে অবশিষ্ট ২০% ভাগ পাওনা গ্রহণ করিয়াছেন। দরখাস্তকারী ৩১-৩-৯৪ ইং তারিখ হইতে কর্পোরেশনের ১৬-২-৯৩ ইং তারিখের ২৮১ নং স্মারক পত্রে উল্লেখিত শর্ত মোতাবেক মিলের চাকুরী হইতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করিয়া সমস্ত দেনা পাওনা বুঝিয়া লইয়াছেন এবং প্রতিপক্ষের নিকট হইতে দরখাস্তকারীর কোন পাওনা বাকী নাই। দরখাস্তকারী কর্পোরেশনের ৫৮৫ নং স্মারকের আলোকে অবসর গ্রহণ না করায় দাবীকৃত টাকা পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন। দরখাস্তকারী মিথ্যা উক্তিতে ও লোভের বশবর্তী হইয়া মিথ্যা মামলা আনয়ন করায় প্রার্থীত প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন। সুতরাং দরখাস্তকারী মজুরী পরিশোধ আইনে প্রার্থীত প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার না হওয়ায় অত্র মামলাটি খারিজ যোগ্য হইতেছে।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

১। দরখাস্তকারীর মামলাটি অত্র আকারে আইনতঃ সচলযোগ্য কি না?

২। দরখাস্তকারীর মামলাটি তামাদি দোষে বারিত কি না ?

৩। দরকাস্তকারী তাহার দাবী মতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের জন্য ৬০ মাসের মাসিক বেতনের সম পরিমাণ অতিরিক্ত ১,৫৬,৯০০ টাকা প্রতিপক্ষের নিকট হইতে আদায়ের আদেশ পাইবার আইনতঃ হকদার কি না ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

১ হইতে ৩ নং বিবেচ্য বিষয়সমূহ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচানা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গ্রহীত হইল। মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীকালে দরখাস্তকারী পক্ষে পি, ডাব্লিউ-১, মোঃ হাসের আলী বাদীর জবানন্দী ও জেরা গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয় এবং বাদী পক্ষে দালিলিক কাগজাদি এক্সিবিট-১ হইতে ৮ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। অপরদিকে প্রতিপক্ষে মৌখিক সাক্ষী পরীক্ষিত হয় নাই। শুধুমাত্র দালিলিক কাগজাদি এক্সিবিট-ক, ক(১), খ, গ, ঘ, ঙ, চ, চ(১), ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঠ, ণ, ণ(১)-ণ(১৩), ত, ত(১) ও থ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারী মোঃ হাসের আলী প্রতিপক্ষ নর্থ বেংগল সুগার মিলস লিমিটেড সি, আর, জামাদার হিসাবে ২১-১১-৬৬ ইং তারিখে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং মৌসুমী করণিক হিসাবে পদোন্নতি প্রাপ্ত হইয়া বর্তমানে প্রতিপক্ষ মিল গেটে ওজন করণিক হিসাবে কর্মরত থাকেন। পক্ষগণ কর্তৃক ইহা আরও স্বীকৃত যে,

দরখাস্তকারী হাসের আলী ওজন করণিক হিসাবে কর্মরত থাকিয়া স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের আবেদন করিয়া ৩১-৩-৯৪ ইং তারিখে স্বেচ্ছাবসর গ্রহণ করেন। বাদীর দাখিলী এক্সিবিট-১ নিয়োগপত্র এবং এক্সিবিট-৫ প্রতিপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত ২৬-৪-৯৪ ইং তারিখের ২২৭৬ নং স্মারক অবসর প্রদানের আদেশের ফটোকপি দৃষ্টে এবং প্রতিপক্ষের দাখিলি এক্সিবিট-জ, ঝ এবং ত দৃষ্টে উপরোক্ত স্বীকৃত বিষয় সমর্থিত হইয়াছে এবং প্রতিপক্ষ বাদীর এক্সিবিট-ত স্বেচ্ছায় অবসর প্রদানের আবেদন তাং ২৩-২-৯৩ এর ভিত্তিতে এক্সিবিট-জ ও ঝ আদেশমূলে দরখাস্তকারীকে ৩১-৩-৯৪ ইং তারিখ হইতে অবসর প্রদান করিয়া দরখাস্তকারীর পাওনা পরিশোধের জন্য প্রতিপক্ষ নির্দেশ দেন। দরখাস্তকারী পক্ষ হইতে এইরূপ নিবেদন করা হয় যে, বাদী ওজন করণিক হিসাবে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের সময় তাহার মাসিক মূল বেতন ছিল ২৬১৫ টাকা এবং ৩নং প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন, ঢাকার ১৬-২-৯৩ ইং তারিখের বি, এস, এফ, আই, সি/এডি এম/এসএফ/২০/৭৭ (৮)/২৮১ ও পরবর্তীতে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের ১৯-৪-৯৩ ইং তারিখের বি, এস, এফ, আই, সি/এডি এম/এসএফ/২০/৭৭ (৮)/৫৮৫ নং স্মারকমূলে ২০ বৎসরের অধিক সময় চাকুরী কালের জন্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের চাকুরীর গ্র্যাচুয়িটি বাবদ অতিরিক্ত ১০% হারে টাকা প্রদানের এবং আর্থিক সুবিধা ২০ বৎসরের উর্ধ্বে চাকুরীকালের জন্য ৬০ মাসের সম পরিমাণ টাকা প্রদানের বিষয় উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিলে দরখাস্তকারী স্বেচ্ছায় অবসরের ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া সকল তথ্যাদি পুরণ করিয়া আবেদন করেন এবং দরখাস্তকারী প্রচলিত নিয়ম অনুসারে গ্র্যাচুয়িটির টাকা ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা ছাড়াও অতিরিক্ত ৬০ মাসের গ্র্যাচুয়িটি বাবদ মূল বেতন ২৬১৫ টাকা হিসাবে (২৬১৫×৬০)=১,৫৬,৯০০ টাকা পাইবার আইনতঃ হকদার কিন্তু প্রতিপক্ষগণ ২৬-৪-৯৪ ইং তারিখের ২৬৭৬ নং স্মারকমূলে দরখাস্তকারীর মাসিক মূল বেতন ২৫৩০ টাকা অবধারনে ৫২ মাসের গ্র্যাচুয়িটি এবং গ্র্যাচুয়িটি বাবদ অংকের উপরে অতিরিক্ত ১০% হিসাবে (২৫৩০×৫২)=১,৩১,৫৬০+১৩,১৫৬=১,৪৪,৭১৬ টাকা বাদীকে প্রদান করেন কিন্তু দরখাস্তকারী-বাদীকে শর্ত মোতাবেক ১,৫৬,৯০০ টাকা অতিরিক্ত প্রদান করেন নাই। সুতরাং দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের ৫৮৫ নং স্মারকের শর্ত মোতাবেক অতিরিক্ত ১,৫৬,৯০০ টাকা পরিশোধের আদেশ পাইবার আইনতঃ হকদার। কিন্তু প্রতিপক্ষ ১৫-১-২০০৩ ইং তারিখের ১৬৪৭ নং স্মারকমূলে সমুদয় পাওনা বুঝাইয়া দিয়াছেন মর্মে চিঠি দিলে অত্র মামলার কারণ উদ্ভব ঘটে। অপরদিকে প্রতিপক্ষের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী হাসের আলী ৩নং প্রতিপক্ষের ১৬-২-৯৩ ইং তারিখের ২৮১ নং স্মারকের বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের আবেদন করিয়াছিলেন এবং তৎমোতাবেক দরখাস্তকারীর মূল বেতন ২৫৩০ টাকা ধার্য করিয়া বিধি মোতাবেক সমুদয় টাকা পরিশোধ করা হইয়াছে। ৩নং প্রতিপক্ষের ১৯-৪-৯৩ ইং তারিখের ৫৮৫ নং স্মারকমূলে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষ বাতিল করিয়া ২৮১ নং স্মারকে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির আলোকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের আবেদন গ্রহণ করিয়া বাদীসহ ৪৪ জন কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের নিজ নিজ স্বাক্ষরিত সম্মতি পত্র গ্রহণপূর্বক সদর দপ্তরে প্রেরণ করিলে বাদীকে ২৯-৩-৯৪ ইং তারিখের ১৮৪২ নং স্মারকমূলে ৩১-৩-৯৪ ইং তারিখ হইতে অবসর প্রদান করেন এবং বাদী-দরখাস্তকারীর পাওনা বাবদ ৫০ টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে অংগীকার প্রদানপূর্বক সমস্ত পাওনাদি বুঝিয়া লওয়ায় মোকদ্দমাটি নামঞ্জুরের নিবেদন করিয়াছেন। স্বীকৃত মতেই বাদীর দাখিলী এক্সিবিট-২ ও প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ক মূলে ১৬-২-৯৩ ইং তারিখের ৩ নং প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন, ঢাকার স্মারক নং বি, এস, এফ, আই, সি/এডি এম/এস, এফ/২০/৭৭(৮)/২৮১ এবং বাদীর দাখিলী এক্সিবিট-৩ প্রতিপক্ষের ১৯-৪-৯৩ ইং তারিখের স্মারক নং বি, এস, এফ, আই, সি/এডি এম/এস, এফ/২০/৭৭(৮)/৫৮৫ মূলে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের ২০

বৎসরের অধিক চাকুরী কালের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের নিকট থেকে কিছু আর্থিক সুবিধা প্রদানের শর্তে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের আবেদন আহ্বানের প্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী মোঃ হাসের আলী সহ ৪৪ জন ব্যক্তি স্বেচ্ছাবসর গ্রহণের আবেদন দাখিল করেন যাহা প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-গ মূলে মহা-ব্যবস্থাপক, নর্থ বেংগল সুগার মিলস লিঃ, গোপালপুর ২৭-২-৯৩ ইং তারিখের অফিস স্মারক নং নবেসুমি/প্রশা/সাধা-৩(৬)/৯৩/৮৮৯ মূলে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন, ঢাকা বরাবর অগ্রগামী করা হয় এবং এক্সিবিট-গ প্রতিপক্ষের প্রেরিত স্মারকটি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী-বাদী সহ ৪৪ জন শ্রমিক কর্মচারীর স্বেচ্ছাবসর গ্রহণের আবেদনগুলি বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের স্মারক নং বি, এস, এফ, আই, সি/এডি এম/এস, এফ/২০/৭৭(৮)/২৮১, তাং ১৬-২-৯৩ অনুসারে স্বেচ্ছাবসর প্রদানের জন্য অগ্রগামী করা হইয়াছিল। বাদী দাখিলী এক্সিবিট-৩, ১৯-৪-৯৩ ইং তারিখের স্মারক নং- বি, এস, এফ, আই, সি/এডি এম/এস, এফ/২০/ ৭৭(৮)/৫৮৫ মূলে অগ্রগামী করা হয় নাই। সুতরাং ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বাদী সহ ৪৪ জন কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের স্বেচ্ছাবসরের আবেদন প্রতিপক্ষের ১৬-২-৯৩ ইং তারিখের ২৮১ নং স্মারকের প্রেক্ষিতে কার্যক্রম গৃহীত হয়, ৫৮৫ নং স্মারকের প্রেক্ষিতে কার্যক্রম গৃহীত হয় নাই। এই প্রসংগে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী এইরূপ নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষের ৫৮৫ নং স্মারকটি পরবর্তীতে বাতিল করা হইয়াছিল এবং শুধুমাত্র ২৮১ স্মারকের প্রেক্ষিতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের আবেদন ও সম্মতি পত্র গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছাবসর আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল যাহা প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ঘ, ঙ ও খ স্মারক পত্র অনুসারে কর্পোরেশন পাওয়া যায় এবং এক্সিবিট-ঘ, ঙ ও গ ১৫-২-৯৪ ইং তারিখের এডি, এম,/এস, এফ,/১/৯৩/২৯৮ নং স্মারকমূলে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের ২৮১ নং স্মারকের প্রেক্ষিতে মোস্তাফিজ কমিটির স্কীমের আওতায় বাদী সহ ৪৪ জন কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের স্বেচ্ছায় অবসরের আবেদন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য হেড অফিস, ঢাকায় অগ্রগামী করা হয় এক্সিবিট-গ মূলে দরখাস্তকারী সহ ৪৪ জনের সম্মতি গ্রহণপূর্বক যাহার প্রেক্ষিতে এক্সিবিট-জ. ও ঝ মূলে দরখাস্তকারীকে ৩১-৩-৯৪ ইং তারিখ হইতে স্বেচ্ছায় অবসর প্রদানের আদেশ প্রদান করা হয়। প্রিডিংস পর্যালোচনায় ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী হাসের আলী প্রতিপক্ষের ২৮১ নং স্মারকের পাওনা আর্থিক সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন কিন্তু প্রতিপক্ষের ৫৮৫ নং স্মারকের প্রদত্ত আর্থিক সুবিধার আওতায় ৬০ মাসের মাসিক বেতন গ্র্যাচুয়িটি বাবদ অতিরিক্ত ১,৫৬,৯০০ টাকা দাবী করিয়া মামলাটি আনয়ন করিয়াছেন। পি, ডাব্লিউ-১, মোঃ হাসের আলী দরখাস্তকারী-বাদী স্বয়ং জেরায় অকপটে স্বীকার করিয়াছেন যে, ১৫-২-৯৪ ইং তারিখের সূত্র নং এডি, এম,/এস, এফ/১/৯৩/২৯৮ মূলে তাহাদের ৫৮৫ নং স্মারক বাতিল ঘোষণা পূর্বক সম্মতি পত্র গ্রহণের নির্দেশ সহ ২৮-২-৯৩ ইং তারিখের মধ্যে আবেদন পত্র প্রেরণ করিতে নির্দেশ হয় এবং মিল কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়ে তথ্যাদি প্রেরণ করিয়াছিল। এই সাক্ষী জেরায় আরো স্বীকার করিয়াছেন যে, ২৬-৪-৯৩ ইং তারিখের ২২৭৬ নং স্মারকমূলে পাওনাদির হিসাব তাহাকে জানায় এবং পাওনা বুঝে নিতে বলেন এবং ঐ পত্র সূত্রে ৮০% ভাগ টাকা নন-জুডিসিয়ার ষ্ট্যাম্পে অংগীকার দিয়ে বুঝে নেয় এবং বাদী ২০% টাকাও নির্দেশ মোতাবেক বুঝে নিয়েছেন। সতরাং বাদীর স্বীকৃত মতেই প্রতিপক্ষের ২৮১ স্মারকের আর্থিক সুবিধার আওতায় বাদী সমুদয় টাকা বুঝে নিয়েছেন। এই প্রসংগে বাদী অবশ্য সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেন নাই যে, তিনি কত টাকা বুঝে পেয়েছেন। প্রতিপক্ষের ২৮১ নং স্মারকের আওতায় স্বীকৃত মতেই প্রতিপক্ষের এক্সিবিট-চ, চ(১) মোতাবেক বাদীর মূল বেতন ২৬১৫ টাকা হিসাবে চাকুরীকাল বিবেচনায় ৫৪ মাসের গ্র্যাচুয়িটি বাবদ ১,৪১,২১০ টাকা, মোস্তাফিজ কমিটির শর্ত অনুযায়ী চাকুরীর দৈর্ঘতার উপর গ্র্যাচুয়িটির পাওনা ১০% হারে সুবিধা বাবদ ১৪,১২১ টাকা, ভবিষ্য তহবিলের হিসাব মোট ৩৬,৯০৫.০৪,১১ দিন অর্জিত ছুটির নগদায়ন ৮৫৮.৮৩ টাকা সর্বমোট ১,৯৩,১১৪.৮৭ টাকা

পাইবার হকদার ছিলেন। দরখাস্তকারী বাদী অবশ্য প্রতিপক্ষের ২৮১ স্মারকের প্রেক্ষিতে মোস্তাফিজ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে পাওনাদি বুঝে পেয়েছেন মর্মে জেরায় স্বীকার করিয়াছেন। গ্রিভিংস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী বাদী প্রতিপক্ষের ৫৮৫ নং স্মারকের আওতায় অতিরিক্ত দাবী হিসাবে টেলিফোন শিল্প সংস্থার দেয় আর্থিক সুবিধা স্কীমের আওতায় অতিরিক্ত ৬০ মাসের মাসিক বেতন গ্র্যাচুয়িটি বাবদ ১,৫৬,৯০০ টাকা দাবী করিয়াছেন কিন্তু প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ঘ ৩ নং প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন, ঢাকার ১৫-২-৯৪ ইং তারিখের স্মারক নং এডি, এম./এস, এফ/১/৯৩/২৯৮ পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, স্বেচ্ছাবসর গ্রহণ সংক্রান্ত টেলিফোন শিল্প সংস্থার দেয় আর্থিক সুবিধা স্কীম বাতিল করা হইয়াছে। সে ক্ষেত্রে দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের ৫৮৫ নং স্মারকের আর্থিক সুবিধা আইনতঃ দাবী করিতে পারেন না এবং তৎমোতাবেক দাবীকৃত অতিরিক্ত টাকা পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন। স্বীকৃত মতেই প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী হাসের আলীকে ৩১-৩-৯৪ ইং তারিখ হইতে স্বেচ্ছাবসর আদেশ প্রদান করেন ২৮১ নং স্মারকের আলোকে সম্মতি পত্র গ্রহণপূর্বক এবং তৎমোতাবেক পাওনাদিও দরখাস্তকারীকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং দরখাস্তকারী বাদী দাবীকৃত মতে প্রতিকারের আদেশ পাইবার হকদার নহেন। বাদী পক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ঙ, ১৫-১-০৩ ইং তারিখের প্রশা/সাধা-৭৫/২০০৩/১৬৪৭ নং স্মারক মাধ্যমে দরখাস্তকারীকে জানাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, তিনি যাবতীয় পাওনা বুঝে নিয়েছেন এবং বাদীর আবেদন বিবেচনা করার কোন অবকাশ নাই, সেহেতু উক্ত ১৫-১-০৩ ইং তারিখ হইতে ৬ মাসের মধ্যে বাদী মামলাটি গত ০২-৪-০৩ ইং তারিখে দাখিল করায় তামাদির বিষয়টি বাদী পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। সুতরাং ইস্যু নং-২ দরখাস্তকারীর পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় কিন্তু ইস্যু নং-১ ও ৩ দরখাস্তকারী বাদীর বিপক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় দরখাস্তকারী প্রার্থীত মতে প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন।

অতএব

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র পি, ডাব্লিউ, মামলাটি দোতরফা সূত্রে ১/২ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এবং একতরফা সূত্রে অন্যান্য প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় নামঞ্জুর (disallowed) হয়।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/-০৯-১০-০৩ইং
মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত ও
মঞ্জুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।

স্বাঃ/-০৯-১০-০৩ইং
মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত ও
মঞ্জুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।

অনুলিপিকার ঃ জা, নেসা

তুলনাকারক ঃ
পেশকার
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

রেজিস্ট্রার,
মুহাম্মদ আবুল ফজল
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মো ঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত ও মজুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।

রায় প্রদানের তারিখ ঃ ৬ই আগষ্ট/২০০৩

পি, ডাব্লিউ, মামলা নং-৭/২০০১

আবদুল ওয়াহাব, পিতা মৃত আবদুল আজিজ, গ্রাম শিকারপুর,
পোঃ নানুয়ার বাজার, থানা বুড়িচং, জেলা কুমিল্লা,
হাল সাং পাকশী কাগজকল গেট, পোঃ পাকশী, থানা ঈশ্বরদী,
জেলা পাবনা (অবসরপ্রাপ্ত ট্রাক ড্রাইভার), ক/২৮০, পরিবহন প্রশাসন,
উত্তরবংগ কাগজ কারখানা, পাকশী, পাবনা—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। উত্তরবংগ কাগজ কারখানা, পাকশী, পাবনার পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উত্তরবংগ কাগজ কারখানা, পাকশী, পাবনা।

২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উত্তরবংগ কাগজ কারখানা, পাকশী, পাবনা।

৩। প্রধান হিসাব রক্ষক, উত্তরবংগ কাগজ কারখানা, পাকশী, ঈশ্বরদী, পাবনা—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ- ১। জনাব কাজী সদরুল হক সুধা, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা বাদী আবদুল ওয়াহাব কর্তৃক মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫ ধারা মোতাবেক মজুরী পাওনা ৫,৭৮,১৩৬ টাকা প্রতিপক্ষের নিকট হইতে আদায়ের আদেশের নিমিত্ত আনীত একটি পি, ডাব্লিউ, মামলা।

দরখাস্তকারী-বাদীর মামলার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই মর্মে যে, বাদী আবদুল ওয়াহাব উত্তরবংগ কাগজ কারখানা, পাকশীতে ৩/৯/১৯৬৯ ইং তারিখের চাকুরীতে নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া নিষ্ঠা ও সততার সহিত কর্তব্য সম্পাদন করায় তাহাকে ট্রাক ড্রাইভার পদে পদোন্নতি দিলে সুদীর্ঘ ৩২ বৎসর কাল যাবৎ চাকুরী করেন। বাদী আঃ ওয়াহাবের ২০০০ সালে মাসিক শেষ বেতন দাঁড়ায় ৪,৯৯৫ টাকা। গত ১৭/৫/২০০০ ইং তারিখের প্রতিপক্ষের দপ্তর আদেশ নং-এন/বি/পি এম/প্রশা/ক-২৮০/৪৬১ নং স্মারকে বাদীকে চিঠি দিয়া ৫৭ বৎসর বয়স পূর্তি হওয়ায় ১৫/৮/২০০০ ইং তারিখ হইতে অবসর প্রদান করা হয় এবং একই দপ্তরাদেশে ৬০ মাসের আনুতোষিক, ৪৯ দিনের অর্জিত ছুটির অর্থ এবং ভবিষ্যৎ তহবিলের টাকা বাদীকে গ্রহণ করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। দরখাস্তকারী সেই মোতাবেক লিখিতভাবে হিসাব বিভাগকে জানাইলে হিসাব বিভাগ হইতে বাদীকে জানায় যে, মিল কর্তৃপক্ষ বাদীর নিকট ৩, ৮৩,৪৭৬/৩২ টাকা পাইবে এবং টাকার কর্তন সাপেক্ষে বাদীর অনুকূলে ৩০/৯/২০০০ ইং তারিখে বেআইনীভাবে দায় মোচন পত্র নং-এনবিপিএম/প্রশা/ক-২৮০/৮৭৭ ইস্যু করিয়া বাদীর

পাওনা ৫,৭৮,১৩৬ টাকার স্থলে বাদীকে মাত্র ৯০,০০০ টাকা দুই কিস্তিতে পরিশোধ করে। প্রতিপক্ষ ১৩-৮-২০০০ ইং তারিখের স্মারক নং এন, বি, পি, এম/প্রশা/ক-২৮০ মাধ্যমে দরখাস্তকারীর ভবিষ্যৎ তহবিলের ১,৩০,০০০ টাকা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করিলেও যোগসাজস করিয়া পাওনা টাকা পরিশোধ করেন নাই। বাদী ১৫-১-২০০১ ইং তারিখে ঋণ সমন্বয়পূর্বক পাওনাদি পরিশোধ করার জন্য লিখিত আবেদন করিয়া কোন ফল লাভ না করিলে ১০-৪-২০০১ ইং তারিখে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করেন। বাদী উত্তরবংগ কাগজ মিল থেকে ২০০০ সালে অবসর গ্রহণ করেন। বিবাদী কর্তৃপক্ষ যোগসাজসে কাগজ সৃষ্টি করিয়া বাদীর পাওনা থেকে তাহাকে বঞ্চিত করার নিমিত্তে হয়রানী করছেন। বাদী চাকুরী করাকালে গাড়ী লইয়া ঢাকা, চিটাগাং, সিলেট গেলেও ফেরত আসিয়া বিল ভাউচার দিতেন। বিবাদী কর্তৃক বিভিন্ন খাতে কর্তন সঠিক নহে। দরখাস্তকারী আপত্তিতে আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, পি, এফ, এর অডিটকৃত হিসাব অনুযায়ী দরখাস্তকারীর পাওনা ১,১৭,৮৭৪ + সুদ ৭,২৮৫ টাকা = মোট ১,২৫,১৫৯ টাকা হইতে শেষ গৃহীত লোন বাবদ ৩৭,০০০ টাকা কর্তিত ও সমন্বিত হইয়া দরখাস্তকারীর পাওনা হয় ৮৮,১৫৯ টাকা। বিবাদীর হিসাব বিবরণীতে বাদীর বিল এডজাষ্টমেন্ট বাবদ টাকা সমন্বয় বিধি বহির্ভূত ও বেআইনী। বাদীর চাকুরীর গ্র্যাচুইটি বাবদ ৬০ মাসের বেতন ২,৯৯,৭০০ জি, পি, এফ, সুদসহ ২,৭০,০৩৬ এবং অর্জিত ৪৯ দিনের ছুটি বাবদ ৮,৪০০ টাকা সর্বমোট ৫,৭৮,১৩৬ টাকা পাইবেন এবং তন্মধ্যে বাদীকে শুধুমাত্র ৯০,০০০ টাকা দেওয়ায় বাকী টাকা প্রতিপক্ষের নিকট হইতে পাইবার হকদার হইতেছেন। সুতরাং বাদী মজুরী পাওনা বাবদ টাকা প্রদানের আদেশের নিমিত্তে মামলাটি দায়ের করেন।

অপরদিকে বিবাদীগণ বিজ্ঞ কৌশলীর মাধ্যমে হাজির হইয়া লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং বাদীর মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বলেন যে, বাদীর মামলাটি অত্রাকারে সচলযোগ্য নহে, মামলাটিতে পক্ষ দোষ রহিয়াছে এবং মামলাটি তামাদি বারিত।

বিবাদীগণের দাখিলী জবাব ও অতিরিক্ত জবাবের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, বাদী আবদুল ওয়াহাব ট্রাক ড্রাইভার হিসাবে প্রতিপক্ষ উত্তরবংগ কাগজ কারখানা, বাকশীতে কর্মরত থাকিয়া বিধিসম্মতভাবে ১৫-৮-২০০০ ইং তারিখে অবসর গ্রহণ করেন। প্রতিপক্ষ উত্তরবংগ কাগজ কারখানা লে-অফ ঘোষিত হওয়ায় উৎপাদন বন্ধ হইয়াছে। বাদী আবদুল ওয়াহাব চাকুরী করা কালীন কালে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রয়োজনে অভ্যাসগতভাবে বিভিন্ন সময়ে দফায় দফায় অগ্রিম ও ঋণ গ্রহণ করেন যাহা তিনি ছুটির সময়ে পরিশোধ/সমন্বয় করেন নাই। বাদীর শুধুমাত্র পি, এফ, হইতে ১,২৪,৯১৭ টাকা সমন্বয় হয় এবং তাহার গ্র্যাচুইটি, ভবিষ্যৎ তহবিল ও অর্জিত ছুটি খাতের টাকা হইতে অগ্রিম গ্রহণের ২,৫৮,৪০৮.৩২ টাকা কর্তন করা হইয়াছে এবং সমন্বয় শেষে প্রস্তুতকৃত চূড়ান্ত বিল তৈরী অন্তে আনুতোষিক ও অন্যান্য খাতের অবশিষ্ট ৪৯,৪০০.১৮ টাকা ২১-১১-২০০০ইং তারিখে চেকমূলে বাদী ওজর আপত্তি ছাড়াই গ্রহণ করিয়াছেন এবং গ্র্যাচুইটি খাতে বাদীর পাওনা নাই। অতিরিক্ত জবাবে বিবাদী পক্ষ আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, বাদীর ভবিষ্যৎ তহবিলে তাহার জমাকৃত টাকার পরিমাণ ৬৯,৩০৪ টাকা এবং মিলের প্রদত্ত টাকার পরিমাণ ৬৯,৩০৪ টাকা এবং সুদের পরিমাণ ৫৮,৮৮৪ টাকা এক্ষণে ভবিষ্যৎ তহবিলে বাদীর পাওনা দাঁড়ায় ১,৯৭,৪৯২ টাকা এবং উক্ত টাকা হইতে বাদীর গৃহীত পি,এফ, এর বিপরীতে অগ্রিম ১,১৭,৬৮৩ টাকা এবং সুদসহ মোট ১,২৪,৯১৮ টাকা সমন্বয় শেষে বাদীর পি,এফ, এর পাওনা দাঁড়ায় ৭২,৫৭৪ টাকা। বাদী উক্ত টাকার মধ্যে বিভিন্ন তারিখে আরও টাকা গ্রহণ করিলে সর্বশেষ বাদী ৭৮,১৫৯ টাকা প্রাপ্যতার বিষয় স্বীকার করিয়া আবেদন করিলে তাহাকে আরও ২,৫০০ টাকা চেক ভাউচারমূলে প্রদান করেন। বাদী আঃ ওয়াহাব বর্তমান পর্যন্ত মিলের বাসায় বসবাস করায় বাসা ভাড়া বাবদ ২০০০—২০০১ পর্যন্ত ৭৫,৪১৩.৭৫ টাকার বাণিজ্যিক অডিট আপত্তি রহিয়াছে এবং উক্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি না হওয়ায় বাদীর পি,এফ, এর বাকী টাকা পরিশোধ করা যায় নাই। বাদীর বিরুদ্ধে অডিট আপত্তি থাকায় বাদী প্রার্থীত মতে প্রতিকার পাইতে আইনতঃ হকদার নহেন। সুতরাং মামলাটি খারিজযোগ্য হইতেছে।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

১। অত্রাকারে মামলাটি সচলযোগ্য কি না ?

২। মামলাটি তামাদি দোষে বারিত কি না ?

৩। বাদী আব্দুল ওয়াহাব দাবীকৃত মতে মজুরী পাওনা আদায়ের আদেশ পাইবার হকদার কি না ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

এই পি, ডাব্লিউ, মামলাটির চূড়ান্ত শুনানীকালে দরখাস্তকারী বাদী পক্ষে পি,ডব্লিউ-১ মোঃ আবদুল ওয়াহাব বাদী স্বয়ং মৌখিক সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হয় এবং বাদী পক্ষে কাগজাদি এক্সিবিট-১, ২, ৩ ও ৪ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। প্রতিপক্ষে মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীকালে ও,পি, ডাব্লিউ-১ প্রদীপ কুমার মজুমদার, উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), উত্তরবংগ কাগজ কারখানা, পাকশী, ও, পি, ডব্লিউ-২ মোঃ আনোয়ার হোসেন, মহা-ব্যবস্থাপক (হিসাব ও অর্থ), উত্তরবংগ কাগজ কারখানা, পাকশী এবং ও,পি,ডাব্লিউ-৩ মোঃ আবদুস সামাদ, উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), উত্তরবংগ কাগজ কারখানা, পাকশী ৩ জন মৌখিক সাক্ষী পরীক্ষিত হয় এবং প্রতিপক্ষের কাগজাদি এক্সিবিট- ক, খ, গ, ঘ, ঘ(১), ঙ, চ, ছ, ছ(১), জ, জ(১), ঝ, ঝ(১), ঞ, ঞ(১), ট, ট(১), ট(২), ঠ, ড, ড(১), ড(২), ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ধ(১), ধ(২) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। তৎপর মামলাটিতে উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণের যুক্তিতর্ক শ্রবন করা হয়।

বিবেচ্য বিষয় নং- ১ ও ২

আলোচনার সুবিধার্থে ১ ও ২ নং বিবেচ্য বিষয়দ্বয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় একত্রে গৃহীত হইল। মামলাটির যুক্তিতর্ক পেশকালে কোন পক্ষ হইতে তামাদি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বক্তব্য উত্থাপিত হয় নাই। স্বীকৃত মতেই বাদী আবদুল ওয়াহাব প্রতিপক্ষ উত্তরবংগ কাগজ কারখানা, পাকশীতে ট্রাক ড্রাইভার হিসাবে কর্মরত থাকিয়া বিধিসম্মতভাবে ১৫-৮-২০০০ ইং তারিখে অবসরে যান। বাদী আবদুল ওয়াহাব মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫ ধারার বিধান মোতাবেক তাহার চাকুরীর মজুরী পাওনা বাবদ অত্র মামলাটি ৩-৬-০১ ইং তারিখে দায়ের করেন। পি, ডব্লিউ-১ মোঃ আঃ ওয়াহাব সাক্ষ্য প্রদানকালে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ১৫/১/২০০০ ইং তারিখে বিল ভাউচার প্রদানের ডেবিট কর্তন দেখাইলে আপত্তি দেওয়া সত্বেও জবাব না দেওয়ায় তিনি নোটিশ প্রদানে এই মামলাটি পাওনার দাবীতে দায়ের করেন। সুতরাং মামলাটি তামাদি সময়ের মধ্যে দায়ের হইয়াছে মর্মে অত্র আদালত কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয় এবং মামলাটি অত্র আদালতে অত্রাকারে চলিতে আইনগত কোন বাধা না থাকায় ১ ও ২ নং বিবেচ্য বিষয় বাদী পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

বিবেচ্য বিষয় নং-৩

স্বীকৃত মতেই বাদী মোঃ আঃ ওয়াহাব প্রতিপক্ষ উত্তরবংগ কাগজ কারখানা, পাকশীতে ৩/৯/১৯৬৯ ইং তারিখে চাকুরীতে নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া পদোন্নতিক্রমে ট্রাক ড্রাইভার হিসাবে দীর্ঘ সময় চাকুরীরত থাকেন এবং গত ১৫/৮/২০০০ ইং তারিখে চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বাদী পক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-১ প্রতিপক্ষ অফিসের ১৩/৮/২০০০ ইং তারিখের দপ্তরাদেশ স্মারক নং এনবিপিএম/প্রশা/ক-২৮০/৬৭৮ দৃষ্টে উক্ত স্বীকৃত বিষয় প্রমাণিত হয় এবং আরও প্রতীয়মান হয় যে, বাদী আঃ ওয়াহাবের অবসর গ্রহণের তারিখে মূল মাসিক বেতন ছিল ৪,৯৯৫ টাকা এবং বাদী সেই মোতাবেক ৬০ মাসের গ্র্যাচুয়িটি/আনুতোষিক এবং ৪৯ দিনের অর্জিত ছুটির অর্থ ও পি, এফ, এর টাকা পাইবেন। ইহা আরও স্বীকৃত এবং প্রতিপক্ষের রেকর্ডকৃত সাল থেকে দেখা যায় যে,

প্রতিপক্ষ উত্তরবংগ কাগজ কারখানা, পাকশী মিলটি ৩০/১১/২০০২ ইং তারিখ থেকে পে-অফ ঘোষিত হয় এবং শ্রমিক কর্মচারীদের চাকুরীর সুযোগ সুবিধা প্রদত্ত হইতেছে। বাদী আঃ ওয়াহাব এই মামলায় তাহার অবসর গ্রহণের পর চাকুরীর মজুরী পাওনা ৬০ মাসের অনুতোষিক/গ্র্যাচুয়িটি ২,৯৯,৭০০ টাকা, ৪৯ দিনের অর্জিত ছুটি বাবদ ৮,৪০০ টাকা এবং সুদসহ জি, পি, এফ, এর ২,৭০,০৩৬ টাকা এক্ষণে সর্বমোট ৫,৭৮,১৩৬ টাকা আদায়ের আদেশ পাইবার নিমিত্ত মামলাটি আনয়ন করিয়াছেন কিন্তু পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আঃ ওয়াহাব বাদী স্বয়ং সাক্ষ্য প্রদানকালে উক্ত টাকা দাবী করিলেও একই সংগে সাক্ষ্য দানকালে জবানবন্দীতে স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রতিপক্ষ বাদীকে শুধুমাত্র ৯০,০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং বাকী টাকা প্রদানের জন্য আদেশ চাহিয়া সাক্ষ্য প্রদান করেন। অপরদিকে প্রতিপক্ষ উত্তরবংগ কাগজ কারখানা, পাকশী কর্তৃপক্ষের দাবী এই মর্মে যে, বাদী আঃ ওয়াহাব চাকুরী করাকালে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কারণে দফায় দফায় ও ঋণ গ্রহণ করিলেও উক্ত টাকা সমন্বয় করেন নাই। বাদীর বিভিন্ন তারিখে গৃহীত অগ্রিম শুধুমাত্র পি,এফ,এর ১,২৪,৯১৭ টাকা সমন্বয় হয় এবং বাদীর গ্র্যাচুয়িটি ও অর্জিত ছুটি খাতের অগ্রিম গ্রহণের ২,৫৮,৪০৮.৩২ টাকা কর্তন/সমন্বয় শেষে অবশিষ্ট ৪৯,৪০০.১৮ টাকা বাদীকে চেকমূলে প্রদান করিলে বাদী কোন আপত্তি ছাড়াই গ্রহণ করিয়াছেন এবং গ্র্যাচুয়িটি খাতে বাদীর কোন পাওনা নাই, শুধুমাত্র বাদীর ভবিষ্যৎ তহবিলে নিজ জমাকৃত ৬৯,৩০৪ টাকার প্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎ তহবিলে সুদসহ পাওনা ১,৯৭,৪৯২ টাকা হইতে বাদীর গৃহীত পি,এফ এর পাওনা দাঁড়ায় ৭২,৫৭৪ টাকা কিন্তু উভয় পক্ষ হিসাব নিকাস করিয়া সর্বশেষে বাদী ৭৮,১৫৯ টাকা প্রাপ্যতার বিষয় স্বীকার করিয়া সর্বশেষ ২,৫০০ টাকা ভাউচারমূলে গ্রহণ করিয়াছেন এবং বাদী ৭৫,৬৫৯ টাকা অডিট আপত্তির কারণে পরিশোধ করা সম্ভব হয় নাই। পক্ষগণের নিজ নিজ বক্তব্য প্রমাণে মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষি পরীক্ষিত হয়। পক্ষগণের প্লিডিংস পর্যালোচনায় এবং স্বীকৃত মতেই বাদী আঃ ওয়াহাব চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর প্রতিপক্ষ উত্তরবংগ কাগজ কারখানা, পাকশী এর কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ৯০,০০০ টাকা নগদ গ্রহণ করিয়াছেন। স্বীকৃত মতেই বাদীর দাখিলী এক্সিবিট-১ প্রতিপক্ষ অফিসের ১৩-৮-২০০০ ইং তারিখের ৬৭৮ নং দপ্তরাদেশ দৃষ্টে বাদী আঃ ওয়াহাবের মাসিক মূল বেতন ৪,৯৯৫ টাকা হিসাবে ৬০ মাসের গ্র্যাচুয়িটি বাবদ পাওনা দাঁড়ায় ২,৯৯,৭০০ টাকা এবং ৪৯ দিনের অর্জিত ছুটি বাবদ পাওনা দাঁড়ায় ৮,১৫৮.৫০ টাকা এবং বাদীর প্লিডিংস এর বক্তব্য মতে ৪৯ দিনের অর্জিত ছুটির বিপরীতে পাওনা দাবী ৮,৪০০ টাকা সঠিক নহে। সুতরাং বাদীর স্বীকৃত মতে এবং বিবাদীর দাখিলী এক্সিবিট-চ বাদীর গ্র্যাচুয়িটি বিলের পাওনা বিবরণী তাং ৫-৪-২০০০ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, বাদী অবসর গ্রহণের পর গ্র্যাচুয়িটি এবং অর্জিত ছুটি বাবদে তাহার মোট পাওনা দাঁড়ায় ৩,০৭,৮৫৮.৫০ টাকা। বাদী আঃ ওয়াহাব তাহার পি,এফ, এর বিপরীতে সুদসহ জি,পি,এফ, এর পওনা ২,৭০,০৩৬ টাকা দাবী করিয়া মোট পাওনা দাবী করিয়াছেন ৫,৭৮,১৩৬ টাকা কিন্তু বাদী পক্ষে জি,পি,এফ, এর সুদসহ দাবীকৃত ২,৭০,০৩৬ টাকা পাওনার বিপরীতে কোন গ্রহণযোগ্য কাগজাদি প্রমাণে আনিতে সক্ষম হন নাই বা মৌখিক সাক্ষী দিয়া ঐরূপ পাওনার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা আদালতে দিতে পারেন নাই। অপর দিকে প্রতিপক্ষের জবাবের বক্তব্য মতে বাদীর ভবিষ্যৎ তহবিলে জমাকৃত টাকার পরিমাণ দেখা যায় ৬৯,৩০৪ এবং মিলের প্রদত্ত টাকার পরিমাণ ৬৯,৩০৪ এবং সুদের পরিমাণ ৫৮,৮৮০ টাকা এক্ষনে পি, এফ এর বিপরীতে বাদীর মোট পাওনার পরিমাণ ১,৯৭,৪৯২ টাকা উল্লেখ করিয়াছেন এবং তৎসাপেক্ষে বিবাদী পক্ষ এক্সিবিট-ণ পি, এফ, এর চূড়ান্ত হিসাব প্রমাণে এনেছেন যাহা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, বাদীর পি, এফ, তহবিলে সুদসহ পাওনা দাঁড়ায় ১,৯৭,৪৯২ টাকা এবং উক্ত পি, এফ, এর চূড়ান্ত হিসাবটির তারিখ ৭/১০/২০০০ ইং দেখা যায় বাদী পক্ষে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আঃ ওয়াহাব এর জেরায় স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় বাদী চাকুরী করাকালে বাদী গাড়ীর তেল বাবদ অগ্রিম নিতেন এবং তেল শেষে তেলের ভাউচার সহি করে জমা দিতেন এবং ৩৭,০০০ টাকার ঋণ দরখাস্তে তাহার সহি আছে কিন্তু ১০০০০ টাকার ঋণ দরখাস্তে তাহার সহি নাই। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আঃ ওয়াহাব বাদী স্বয়ং জেরায় অকপটে স্বীকার করেছেন যে, তিনি বর্তমানে মিলের বাসায় বসবাস করিতেছেন [এক্সিবিট-ঘ, ঘ(১)

পত্রদ্বয় দৃষ্টে প্রমাণিত]। এক্সিবিট-খ ৬০,০০০ টাকার লোন দরখাস্তে তাহার সহি আছে। প্রতিপক্ষ হইতে ও, পি, ডাব্লিউ-১ প্রদীপ কুমার মজুমদার, উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), ও, পি, ডাব্লিউ-২ মোঃ আনোয়ার হোসেন, মহা-ব্যবস্থাপক (হিসাব ও অর্থ), এবং ও, পি, ডাব্লিউ-৩ মোঃ আবদুস সামাদ, উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), উত্তরবংগ কাগজ কারখানা, পাকশী, সাক্ষীগণের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় বাদী বিভিন্ন সময়ে পি, এফ, এর বিপরীতে অগ্রিম গ্রহণ করেছেন এবং ভ্রমণের বিপরীতে অগ্রিম নিয়ে পরবর্তী সময়ে সমন্বয় করেছেন এবং বিভিন্ন সময়ে লোনের টাকাও নিয়েছেন। প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-খ লোন আবেদন মূলে বাদী আঃ ওয়াহাব ৬০,০০০ টাকার লোন ২৯/৬/২০০০ ইং তারিখে উত্তোলন করেন। এক্সিবিট-ছ ২/১/৯৭ ইং তারিখের লোন আবেদন মূলে ৫৮,০০০ টাকা ঋণ মঞ্জুরী গ্রহণ করেন এবং এক্সিবিট-ছ(১) দৃষ্টে ঋণ আদায় ও ঋণ আদায় বাকী থাকার বিষয় উল্লেখ রহিয়াছে। প্রতিপক্ষের এক্সিবিট-জ বাদীর লোন আবেদন মূলে ২২/১১/৯৭ ইং তারিখে ৬২,০০০ টাকা ঋণ মঞ্জুরী এবং জ(১) মূলে ৬২,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণের বিষয় প্রমাণিত হয়। প্রতিপক্ষের এক্সিবিট-ঝ বাদীর লোন আবেদনমূলে ১০/১/৯৯ ইং তারিখে ৬৪,০০০ টাকার ঋণ মঞ্জুরী দেখা যায় এবং এক্সিবিট-ঝ(১) মূলে উক্ত ৬৪,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণের বিষয় প্রমাণিত হয়। এক্সিবিট-ঞ এবং ঞ(১) দৃষ্টে বাদী আঃ ওয়াহাব কর্তৃক ৩০/১০/৯৯ ইং তারিখে ১০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণের বিষয় প্রমাণিত হয়। তাছাড়াও বিবাদী প্রতিপক্ষের এক্সিবিট-ট, ট(১), ট(২), ঠ, মূলে বিভিন্ন তারিখে ভ্রমণের বিপরীতে বাদী কর্তৃক টাকা গ্রহণ ও সমন্বয় রশিদ দেখা যায়। প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ড, ঢ, ঢ(১), ট(২) মূলে বাদী কর্তৃক পি, এফ, এর বিপরীতে ১৭/৬/০১ ইং তারিখে ৫,০০০ টাকা ৫/৩/০১ ইং তারিখে ২,০০০ টাকা এবং ১৯/১০/২০০৩ইং তারিখে ২,০০০ টাকা গৃহীত হইয়াছে মর্মে প্রমাণিত হয়। এক্সিবিট-দ বাদীর লোন আবেদন দৃষ্টে পি, এফ, এর বিপরীতে ১০,০০০ টাকা লোন অগ্রিমের বিষয় প্রমাণিত হয়। প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ড, ড(১), ঢ-দৃষ্টে গ্রহীত লোনগুলি পি, এফ এর বিপরীতে ১৪/৬/০১, ৬/৩/০১ ও ১৯/১০/২০০০ ইং তারিখে ভাউচারমূলে গৃহীত প্রমাণিত হয়। প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ণ পি, এফ, এর চূড়ান্ত বিল তাং ৭/১০/২০০০ দৃষ্টে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বাদী আঃ ওয়াহাব কর্তৃক পি, এফ, এর বিপরীতে গৃহীত লোন অগ্রিম ১,১৭,৬৮৬ টাকা এবং উহার সুদ বাবদ ৭,২০৫ টাকা এক্ষণে মোট ১,২৪,৯১৮ টাকা কর্তন/সমন্বয় করিয়াছেন এবং উক্ত কর্তন বাদে বাদীর পি, এফ, এর বিপরীতে পাওনা দাঁড়ায় ৭২,৫৭৪ টাকা। কিন্তু যুক্তিতর্ক পেশকালে উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ধ, ধ(১), ধ(২) ৩টি কাগজ স্বীকৃত মতে প্রমাণে আনেন এবং স্বীকার করিয়াছেন যে, উভয় পক্ষের আইনজীবী পরিদর্শনে বাদী আঃ ওয়াহাব এর পি, এফ এর প্রাপ্যতা দাঁড়াইয়াছে ৭৮,১৫৯ টাকা এবং উক্ত বিষয় বাদী ও বিবাদী কর্তৃক একমত পোষণ করিয়া প্রতিপক্ষ বাদীকে ২,৫০০ টাকা ভাউচারমূলে ১২-৭-০৩ ইং তারিখে প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং উভয় পক্ষের স্বীকৃত মতেই বাদী আঃ ওয়াহাবের পি,এফ এর সর্বশেষ পাওনা দাঁড়ায় ৭৫,৬৫৯ টাকা যাহা বাদী আইনানুগভাবেই পাইবার হকদার হইতেছেন। আপরদিকে প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট- চ দৃষ্টে বাদীর গ্র্যাচুয়িটি ও অর্জিত ছুটি বাবদ পাওনা থেকে বাদী আঃ ওয়াহাবের বিভিন্ন খাতে অগ্রিম গ্রহণের ২,৫৮,৪৫৮ টাকা কর্তন করিয়া ঐ খাতের বাদীর পাওনা থাকে ৪৯,৪০০.১৮ টাকা। প্রতিপক্ষের জবাবে এই মর্মে উল্লেখ করিয়াছেন যে, চূড়ান্ত প্রস্তুতকৃত আনুতোষিক ও অন্যান্য খাতে বাদী ৪৯,৪০০.১৮ টাকা চেকমূলে গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু ঐরূপ কোন চেকমুড়ি বা কোন কাগজ প্রতিপক্ষ হইতে প্রমাণে আনেন নাই বা পি, ডব্লিউ-১ আঃ ওয়াহাবের জেরার মাধ্যমে স্বীকারোক্তি আদায় করেন নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষে পরীক্ষিত ৩ জন সাক্ষীর কেহই জবানবন্দীকালে বাদী আঃ ওয়াহাবকে ২১-১১-২০০০ইং তারিখে আনুতোষিক খাতে বাদীর বাকী পাওনা (এক্সিবিট-চ মূলে) ৪৯,৪০০.১৮ টাকা চেকমূলে প্রদান করার কোন কররবেট (corroborative) বক্তব্যই প্রদান করেন নাই বা কোন কাগজ প্রমাণে আনেন নাই। সুতরাং বাদী আনুতোষিক খাতের উক্ত ৪৯,৪০০.১৮ টাকা প্রদানের আইনানুগভাবে আদেশ. পাইবার হকদার হইতেছেন। স্বীকৃতি মতেই বাদীর বিরুদ্ধে বাসা ভাড়া সংক্রান্ত বাণিজ্যিক অডিট আপত্তি রহিয়াছে যাহা

স্বল্প সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন এবং অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি পূর্বক বাদীকে তাহার ফাইন্ডিংস মোতাবেক পাওনা টাকা প্রদানের আদেশ পাইবার আইনগতভাবে হকদার। সুতরাং বাদীর দাবী আংশিক প্রমাণিত হয় এবং বাদী সংশোধিত আকারে প্রতিকার পাইবেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র পি, ডাব্লিউ, মামলাটি দোতরফা সূত্রে প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় আংশিক মঞ্জুর (allowed) হয়। প্রতিপক্ষ উত্তরবংগ কাগজ কারখানা কর্তৃপক্ষকে বাদীর পি, এফ, এর ৭৫,৬৫৯ টাকা এবং আনুতোষিক (গ্র্যাচুয়িটি) খাতে ৪৯,৪০০.১৮ টাকা বাসা ভাড়া সংক্রান্ত অডিট আপত্তি ৩(তিন) মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি পূর্বক সমন্বয় শেষে প্রদানের নির্দেশ দেওয়া গেল, ব্যর্থতায় বাদী আঃ ওয়াহাব আইনানুগভাবে উক্ত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/-মোঃ আবদুস সামাদ
০৬/৮/০৩
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/মোঃ আবদুস সামাদ
০৬/৮/০৩
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকার ঃ জা, নেসা

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

তুলনাকারক ঃ
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত রাজশাহী, বিভাগ।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান ও মজুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

রায় প্রদানের তারিখ ১২ই জুলাই/২০০৩

পি, ডাব্লিউ, মামলা নং ২/২০০২

মনিরানা কর্মকার, পিতা রশিকরানা কর্মকার, বাগান পাড়া,
রাজশাহী কোর্ট সহঃ মাঠ কর্মকর্তা(সেচ্ছায় অবসন প্রাপ্ত),
আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা (আউস), ভাটাপাড়া, রাজশাহী-৬০০০—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা (আউস), ভাটাপাড়া, রাজশাহী পক্ষে নির্বাহী পরিচালক।

২। নির্বাহী পরিচালক, আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা (আউস)।

৩। প্রকল্প সমন্নয়কারী, আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা (আউস), পার্কগেট, ভাটাপাড়া, থানা রাজপাড়া, জেলা রাজশাহী—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ আবদুস সামাদ, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা বাদী মনিরানা কর্মকার কর্তৃক মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫ ধারা মোতাবেক মজুরী পাওনা বাবদ ২১,৪৫৮ টাকা প্রতিপক্ষের নিকট হইতে আদায়ের আদেশের নিমিত্ত আনীত একটি পি, ডাব্লিউ, মামলা।

দরখাস্তকারী বাদীর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইল এই মর্মে যে, বাদী মনিরানা কর্মকার ১ নং প্রতিপক্ষ আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থায় (আউস) চাকুরীতে যোগদান করিয়া একজন সহকারী মাঠ কর্মকর্তা হিসাবে আউসের বসন্তপুর শাখায় চাকুরী করিয়াছেন। বাদীর শারীরিক ও পারিবারিক সমস্যার কারণে ১২-৪-২০০১ ইং তারিখে ১-৫-২০০১ ইং তারিখ হইতে কার্যকরী করার আবেদন করিয়া ৩ নং প্রতিপক্ষ প্রকল্প সমন্নয়কারীর মাধ্যমে চাকুরীর অবসান চাহিয়া স্বেচ্ছায় আবেদন করেন। ৩ নং প্রতিপক্ষ প্রকল্প সমন্নয়কারী সুপারিশসহ বাদীর স্বেচ্ছায় অবসর প্রদানের আবেদনখানা প্রতিপক্ষ নির্বাহী পরিচালক (আউস), বরাবর প্রেরণ করা সত্বেও ১-৫-০১ ইং তারিখের মধ্যে প্রতিপক্ষ হইতে কোন প্রকার পত্র প্রদান না করায় তাহার চাকুরীর অবসান ১-৫-২০০১ ইং তারিখ হইতে কার্যকর হইয়া গিয়াছে জেনে চাকুরীর সুযোগ-সুবিধা পাইবার অপেক্ষায় থাকেন কিন্তু প্রতিপক্ষ (আউস) কর্তৃপক্ষ বাদীর দরখাস্তখানা ঝুলাইয়া রাখিয়া ২৩-৫-০১ ইং তারিখে চিঠি দ্বারা ২৬-৫-০১ ইং তারিখে জানান যে, তাহার হিসাব নিকাশ বুঝাইয়া দিতে বলা হয় এবং সেই মোতাবেক ৩০-৫-০১ ইং তারিখে মালামালসহ ৩ নং প্রতিপক্ষের নিকট চার্জ বুঝাইয়া দেন কিন্তু চার্জ বুঝাইয়া দেওয়া সত্বেও বাদীর চাকুরীর মজুরীর টাকা পান নাই। বাদী ২ নং প্রতিপক্ষ নির্বাহী পরিচালক (আউস) এর সহিত যোগাযোগ করিয়া পাওনা চাহিলেও তাহাকে পাওনা না দিয়া টালবাহানা করিতে থাকেন। তদপ্রেক্ষিতে বাদী রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে পাওনা দাবী করিয়া ৫-৯-০১ ইং তারিখে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করেন কিন্তু প্রতিপক্ষ পাওনা পরিশোধ অস্বীকার করিয়া ২ নং প্রতিপক্ষ বাদীকে লিগ্যাল নোটিশ দিয়া জনান যে, অফিস তাহার নিকট হইতে টাকা পাইবে। প্রতিপক্ষ ১৭-১১-০১ ইং তারিখে বসন্তপুরে পাওনা বুঝাইয়া দেওয়ার কথা বলিয়া সাদা কাগজে মিথ্যাভাবে সহি স্বাক্ষর নেন। তদপ্রেক্ষিতে বাদী রাজশাহীতে ফিরে এসে এফিডেভিট মূলে ঘোষণা দেন যে, প্রতিপক্ষ জোরপূর্বক সাদা কাগজে তাহার সহি নিয়াছেন। প্রতিপক্ষের লিগ্যাল নোটিশ দেওয়ার পর থেকেই মামলার কারণ উদ্ভব ঘটে। বাদীর পাওনা দাবী ২১,৪৫৮ টাকা বাদীর মে/৯৮ হইতে ডিসেম্বর,২০০১ পর্যন্ত মাসিক বেতন ছিল ২,৫০০ টাকা এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমা ১০% হারে মাসিক ৫০০ টাকা এবং ৩২মাসের পাওনা দাঁড়ায় ১৬,০০০ টাকা, জানুয়ারী/০২ মাসে মূল বেতন বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ১৮৭৫ টাকা এবং বাদীর সর্বশেষ বেতন ছিল ২৮৭৫ টাকা, প্রতিপক্ষ (আউস) সংস্থা ঋণদান কর্মসূচীর মাধ্যমে লাভজনক সংস্থা হওয়া সত্বেও এবং বাদী স্বেচ্ছায় চাকুরী ছাড়িয়া দিলেও বাদীর মজুরী পাওনা বাবদ ২১,৪৫৮ টাকা বাদীকে প্রদান করেন নাই। সুতরাং বাদী প্রতিপক্ষ সংস্থার নিকট থেকে মজুরীর পাওনা বাবদ ২১,৪৫৮ টাকা দাবী করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

অপরদিকে ১ ও ২ নং প্রতিপক্ষ হাজির হইয়া এক লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া উল্লেখ করেন যে, অত্র আকারে মামলাটি সচলযোগ্য নহে, বাদীর মামলাটি তামাদি দোষে বারিত বাদীর মোকদ্দমাটি মজুরী পরিশোধ আইনে রক্ষণীয় নহে। প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ১ ও ২ নং প্রতিপক্ষের জবাবের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, বাদী মনিরানা কর্মকার সহকারী মাঠ কর্মকর্তা হিসাবে গোদাগাড়ী থানার আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থার বসন্তপুর শাখায় ৩০-৪-২০০১ ইং তারিখ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন এবং চাকুরী করাকালে বাদীকে মজুরী পরিশোধ করা হইয়াছে। প্রতিপক্ষ আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা (আউস) সরকার অনুমোদিত বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালকের নিয়ন্ত্রণে বাদী মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ছিলেন। ৩নং প্রতিপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিয়া বাদী মনিরানা কর্মকার বসন্তপুর শাখা অফিসের আওতাধীনে গঠিত সমিতি সমূহের সদস্যগণের মধ্যে ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন ও ঋণ গ্রহীতাগণের পাশবহিতে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করাসহ জমাকৃত অর্থ নিয়মিত সংস্থার সংশ্লিষ্ট ব্যাংক একাউন্টে জমা প্রদানের দায়িত্বে ছিলেন কিন্তু বাদী আদায়কৃত টাকা শাখায় ও সংস্থার সংশ্লিষ্ট ব্যাংক একাউন্টে জমা প্রদান না করিয়া ৩নং প্রতিপক্ষের যোগসাজসে ও সহায়তায় বিভিন্ন সময় ও তারিখে প্রতিপক্ষ সংস্থার ৫,০৬,২৬৬ টাকা অসৎ উদ্দেশ্যে আত্মসাৎ করেন এবং অর্থ আত্মসাতের বিষয়ে প্রতিপক্ষ আউস অফিস থেকে চিঠি দেওয়া হয়। বাদী মনিরানা কর্মকারের উপর অর্পিত দায়িত্ব মোতাবেক হিসাব সঠিকভাবে সংরক্ষণ করেন নাই। সরকার অনুমোদিত চাটার্ড একাউন্টেন্ট এক নবীন এণ্ড কোং, ঢাকা কর্তৃক বসন্তপুর শাখার অধিনস্থ সমিতিসমূহের সদস্যগণের লেনদেন সংক্রান্ত যাবতীয় হিসাব নিকাশ অডিট করাইয়া ৫,০৬,২৬৬ টাকা আত্মসাতের বিষয় নিরুপিত হয় এবং তৎকারণে প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে লিগ্যাল নোটিশের মাধ্যমে ও সামাজিকভাবে বিষয়টি নিষ্পত্তির সর্বাত্মক চেষ্টা চালাইয়া ব্যর্থ হইলে দরখাস্তকারী মনিরানা কর্মকারসহ ৩নং প্রতিপক্ষ গণেশ মাঝি ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ফৌজদারীমামালা আনয়ন করেন যাহা বিচারাধীন রহিয়াছে। দরখাস্তকারী মনিরানা কর্মকার মে মাসের মজুরী পাইবার হকদার নহেন। বাদীর প্রভিডেন্ট ফাণ্ড সংক্রান্ত বাদী আইনানুগভাবে রক্ষণীয় নহে। দরখাস্তকারী মনিরানা কর্মকার স্বেচ্ছায় ১-০-২০০১ইং তারিখ থেকে অবসর নেন এবং তৎকারণে তিনি মে মাসে কোন কাজ না করায় মে মাসের মজুরী পাইবার কোন হকদার নহেন। পূর্ববর্তী মাস ও বৎসরের মজুরী দরখাস্তকারী নিয়মিত গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং দরখাস্তকারী আইনানুগভাবে সংস্থার নিকট কোন প্রাপ্য পাইতে হকদার নহেন বিধায় দরখাস্তকারীর মোকদ্দমাটি সরাসরি খারিযোগ্য হইতেছে।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

১। অত্র মামলাটি বর্তমান আকার ও প্রকারে সচলযোগ্য কি না?

২। অত্র মামলাটি তামাদি দোষে বারিত কি না?

৩। বাদী মনিরানা কর্মকার মজুরী পাওনা বাবদ ২১,৪৫৮ টাকা প্রতিপক্ষ (আউস) এর নিকট হইতে আদায়ের আদেশ পাইতে আইনতঃ হকদার কি না?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

এই পি, ডাব্লিউ, মামলাটির চূড়ান্ত শুনানীকালে দরখাস্তকারী-বাদী পক্ষে পি, ডাব্লিউ-১ মনিরানা কর্মকার বাদী স্বয়ং এবং পি,ডাব্লিউ-২ গণেশ মাঝি আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থার প্রকল্প সমন্বয়কারী ২ জনকে মৌখিক সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করেন এবং কাগজাদি এক্সিবিট-১, ২, ২(১), ৩, ৩(১), ৪, ৪(১), ৫, ৫(১), ৫(২), ৬-১০ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত করেন। প্রতিপক্ষে মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীকালে ও, পি, ডাব্লিউ-১ ভাগবত (টুডু), দায়িত্ব প্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক (আউস) স্বয়ং, ও, পি, ডাব্লিউ-২ অংকুজ কুমার ঘোষ (আউস) বসন্তপুর শাখায় প্রকল্প সমন্বয়কারী ২ জন মৌখিক সাক্ষী পরীক্ষা

করেন। এবং কাগজাদি এক্সিবিট- ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ঞ(১) এবং ট হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত করেন। তৎপর মামলাটিতে উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হয়।

বিবেচ্য বিষয় নং ১—৩ ঃ

অত্র মামলার ১—৩ নং বিবেচ্য বিষয়গুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। স্বীকৃত মতেই বাদী মনিরানা কর্মকার ১ নং প্রতিপক্ষ আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা (আউস) এর অধীন উহার বসন্তপুর শাখার ৩ নং প্রতিপক্ষ প্রকল্প সমন্বকারী গণেশ মাঝির নিয়ন্ত্রণাধীনে সহকারী মাঠকর্মী হিসাবে চাকুরীরত ছিলেন। ইহা আরও স্বীকৃত যে, বাদী মনিরানা কর্মকার চাকুরীরত থাকাকালে এক্সিবিট-১ দরখাস্তমূলে ৩ নং প্রতিপক্ষের মাধমে ২নং প্রতিপক্ষ নির্বাহী পরিচালক, আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা (আউস), ভাটাপাড়া, রাজশাহী বরাবর চাকুরী থেকে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি চান এবং অব্যাহতিপূর্বক চাকুরীর প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা প্রদানের আবেদন করেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থার ২৩-৫-২০০১ ইং তারিখের পত্রমূলে বাদী মনিরানা কর্মকারের দাখিলী চাকুরী থেকে অব্যাহতির আবেদন শর্ত সাপেক্ষে ১-৫-০১ ইং তারিখ চাকুরী থেকে অব্যাহতি দিয়া মঞ্জুর করেন এবং শর্তে উল্লেখ করেন যে, সংস্থার হিসাব বাদির প্রতিবেদন ও কাগজাদি দাখিল করিতে হইবে এবং সংস্থার জিনিসপত্র যেমন—সাইকেল, ক্যালকুলেটর, ডাইরী, ছাতা ইত্যাদি সংস্থাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। বাদীর দাখিলী এক্সিবট-৪ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাদী মনিরানা কর্মকারের নিকট থেকে প্রকল্প সমন্বয়কারী গণেশ মাঝি ৩০-৫-০১ ইং তারিখে অফিসের বাইসাকেল, ক্যালকুলেটর, ছাতা ও ড্রয়ারের চাবী বুঝিয়া পাইয়াছেন। বাদীর বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, বাদী প্রতিপক্ষ(আউস) বরাবর চার্জ বুঝাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও পাওনা দাবী করিলে তাহার পাওনা টাকা পরিশোধ করেন নাই। বাদী প্রতিপক্ষের নিকট পাওনা বাবদ ২১,৪৫৮ টাকা দাবী করেন এবং প্রতিপক্ষ বাদীর পাওনা পরিশোধে গড়িমসি/টালবাহানা করিলে বাদী প্রতিপক্ষ বরাবর লিগ্যাল নোটিশ ৫-৯-০১ ইং তারিখে প্রদান করেন কিন্তু প্রতিপক্ষ বাদীর নিকট হইতে অফিসের পাওনা বুঝাইয়া দেওয়ার কথা বলিয়া বাদীর উপর লিগ্যাল নোটিশ দেন এবং তৎকারণে বাদীর মামলার কারণ উদ্ভব ঘটে। সতরাং প্রতিপক্ষ সংস্থার নিকট বাদী মে মাসের বেতন ২,৫৭৮ টাকাসহ প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা বাবদ সর্বমোট ২১,৪৫৮ টাকা দাবী করেন।

অপর দিকে প্রতিপক্ষের বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, বাদী মনিরানা কর্মকার চাকুরী করাকালে তাহার বরাবর মজুরী পরিশোধ করা হইয়াছে। প্রতিপক্ষ আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা সরকার অনুমোদিত বেসরকারী স্বচ্ছাসেবী ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে ৩০-৪-০১ ইং তারিখ পর্যন্ত বাদী চাকুরী করিলে রেজিস্ট্রার মাধ্যমে তাহাকে মজুরী পরিশোধ করা হয়। বাদী মনিরানা কর্মকারের আবেদনক্রমেই ১-৫-০১ ইং তারিখ থেকে অব্যাহতি দেওয়ায় মে মাসে তিনি চাকুরী করেন নাই ফলে মে মাসের কোন মজুরী ও প্রভিডেন্ট ফন্ডের সুবিধা পাইতে হকদার নহেন । বাদী মনিরানা কর্মকার প্রতিপক্ষ আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থার বসন্তপুর শাখার ৫,০৬,২৬৬ টাকা অর্থ আত্মসাতের সহিত জড়িত থাকায় প্রতিপক্ষ অফিস থেকে তাহাকে চিঠি দেওয়া হয় এবং তৎকারণে প্রতিপক্ষ বাদীর বরাবর লিগ্যাল নোটিশ প্রদানে বিষয়টি নিস্পত্তির চেষ্টা চালাইয়া ব্যর্থ হইলে বাদী মনিরানা কর্মকারসহ ৩ নং প্রতিপক্ষ গণেশ মাঝি ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে ফৌজদারী মামলা দায়ের হয় এবং ফৌজদরী মামলা বিচারাধীন রহিয়াছে। সুতরাং বাদী দাবীকৃত মতে প্রতিকার পাইবার হকদার নহেন।

স্বীকৃত মতেই প্রতিপক্ষ আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থার (আউস), ভাটাপাড়া, রাজশাহী একটি সরকার অনুমোদিত বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী ও সমাজকল্যাণমূলক লাভজনক প্রতিষ্ঠান (এক্সিবিট-ঞ, ঞ(১) দৃষ্টে) এবং বাদী মনিরানা কর্মকার এক্সিবিট-১ আবেদনমূলে ২ নং প্রতিপক্ষের মঞ্জুরের প্রেক্ষিতে ১-৫-০১ ইং তারিখ থেকে শর্ত সাপেক্ষে অব্যাহতি পান। পি,ডাব্লিউ-১ মনিরানা কর্মকার বাদী স্বয়ং

সাক্ষ্য দিয়া পি,ডাব্লিউ, মামলার আরজির বক্তব্যকে সমর্থন করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, পারিবারিক সমস্যার কারণে পদত্যাগের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় অবসর চান এবং তাহার প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাসহ মে, ২০০১ মাসের মজুরীসহ ২১,৪৫৮ টাকা দাবী করিয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং'সাক্ষ্যতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, প্রভিডেন্ড ফান্ডসহ মে মাসের মজুরী প্রদানের জন্য ২ নং প্রতিপক্ষের সহিত যোগাযোগ করিয়া পাওনা টাকা প্রদান না করায় ৫-৯-০১ ইং তারিখে প্রতিপক্ষ বরাবর তাহার লিগ্যাল নোটিশ এক্সিবিট-৬ প্রদান করেন। পি, ডাব্লিউ-২ গণেশ মাঝি প্রকল্প সমন্বয়কারী সাক্ষ্য দিয়া বাদীর বক্তব্যকে করবরেট করিয়াছেন এবং জবানবন্দীতে উল্লেখ করেন যে, তিনি বাদীর নিকট হইতে মালামাল বুঝিয়া নিয়া এক্সিবিট-৪ ছাড়পত্র প্রদান করেন এবং উহাতে তাহার স্বাক্ষর এক্সিবিট-৪(১) প্রমাণ করেন এবং আরও উল্লেখ করেন যে, মনিরানা কর্মকার ৩০-৫-০১ ইং তারিখ পর্যন্ত চাকুরীরত ছিল। পি,ডাব্লিউ-২ জেরায় স্বীকার করেন যে, আউসের পক্ষ থেকে সমিতির মাধ্যমে ঋণ প্রদান ও সংগ্রহ (লেনদেন) ছাড়াও আউস আদিবাসী উন্নয়নে কাজ করিত। পি,ডাব্লিউ-২ জেরায় স্বীকার করিয়াছেন যে, ৩০-৫-০১ ইং তারিখ পর্যন্ত বাদীর কাজ করার বিষয় হেড অফিসে জানান নাই। তাছাড়াও বাদী পক্ষ হইতে ৩০-৫-০১ ইং তারিখ চাকুরী করার কোন হাজিরা খাতা বা কোন কাগজ প্রমাণে আসে না। অপর দিকে বিবাদীর দাখিলী এক্সিবিট-খ হাজিরা খাতাদৃষ্টে দেখা যায় যে, বাদী মনিরানা কর্মকার ৩০-৪-০১ ইং তারিখে অর্থাৎ এপ্রিল মাস পর্যন্ত চাকুরী করিয়া হাজিরা খাতা সহি করিয়াছেন এবং মে, ০১ মাসে হাজিরা খাতায় বাদী মনিরানা কর্মকারের কোন স্বাক্ষর নাই। এক্সিবিট-ক প্রতিপক্ষ আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন রেজিষ্ট্রার পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় বাদী মনিরানা কর্মকার এপ্রিল, ০১ মাসের মূল বেতন ২,৮৭৫ টাকা এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের ২৮৭ টাকা কর্তন বাদে বেতনের টাকা সহি স্বাক্ষর প্রদানপূর্বক গ্রহণ করিয়াছেন। বিবাদী পক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-গ দৃষ্টে এবং স্বীকৃতমতেই বাদী মনিরানা স্বেচ্ছায় চাকুরী থেকে অব্যাহতি পাইবার আবেদন ১-৫-০১ইং তারিখ থেকে কার্যকরীকরণের আদেশ হয় এবং বাদীকে প্রতিপক্ষ সংস্থার হিসাবাদি ও কাগজাদি বুঝাইয়া দিবার নির্দেশ হয়। বিবাদীর দাখিলী এক্সিবিট-চ পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় বাদীর দাখিলী লিগ্যাল নোটিশের প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ বিজ্ঞ আইনজীবীর মাধ্যমে বাদীর আইনজীবী বরাবর লিগ্যাল নোটিশ দিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, প্রতিপক্ষ নির্বাহী পরিচালক (আউস) বরাবর বাদী মনিরানা কর্মকার তাহার অফিসের হিসাব-নিকাশ ও জিনিসপত্র বুঝাইয়া না দিয়া প্রকল্প সমন্বয়কারীর সহিত যোগসাজসে কাগজ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বাদীকে ৮-৭-০১ ইং তারিখের পত্রে পাওনাদি বুঝাইয়া দেওয়ার অনুরোধ করা হইলেও তাহা না করিয়া দায়িত্ব এড়াইয়া গিয়াছেন। বাদী পক্ষের দাবী ও প্রতিপক্ষের কাউন্টার দাবীর প্রেক্ষিতে এবং প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, বাদী পক্ষ মে, ০১ মাসের চাকুরী করার কোন দালিলিক কাগজাদি বা প্রমাণাদি দাখিল করিতে পারেন নাই, বরং প্রাপ্ত দালিলিক সাক্ষ্য ও স্বীকৃতমতেই বাদীর আবেদনের প্রেক্ষিতে তাহাকে ০১-৫-০১ ইং তারিখ থেকে চাকুরী হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। সুতরাং বিবাদী পক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-খ প্রভিডেন্ট ফান্ডসংক্রান্ত বাদীর হিসাব মূলতঃ উভয় পক্ষ থেকে স্বীকৃত হইয়াছে এবং বাদীর প্রভিডেন্ট ফান্ড বাবদ ১৮,২৯৬ টাকা পাইতে কোন আইনগত বাধা নাই। যেহেতু মে, ০১ মাসে বাদীর চাকুরী করার কোন প্রমাণ নাই, সেহেতু মে মাসে বেতন ও উক্ত মাসের প্রভিডেন্ট ফান্ডে টাকা কর্তন প্রমাণিত না হওয়ায় মে, ০১ মাসের কোন বেতন বা প্রভিডেন্ট ফান্ডসংক্রান্ত সুবিধা পাইতে হকদার নহেন। বিবাদী পক্ষ হইতে প্লিডিংস্ আরও দাবী করা হইয়াছে যে, বাদী মনিরানা কর্মকার দায়িত্বে অবহেলা করিয়া অন্যান্যদের সহিত যোগসাজসে আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা (আউস) এর বসন্তপুর শাখার ৫,০৬,২৬৬ টাকা অর্থ আত্মসাতের সহিত জড়িত রহিয়াছেন এবং তৎকরণে লিগ্যাল নোটিশ প্রদানে বিষয়টি নিষ্পত্তি করিতে ব্যর্থ হওয়ায় বাদীসহ গণেশ মাঝি ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ফৌজদারী মামলা অর্থ আত্মসাৎ বাবদ দায়ের করিয়াছেন। পি, ডাব্লিউ-১ ভাগবত (টুডু), নির্বাহী পরিচালক (আউস) সাক্ষ্য দিয়া উক্ত বক্তব্যকে করবরেট করিয়াছেন এবং সাক্ষ্যতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আউসের বসন্তপুর শাখায় আই, পি, এ, পি (Integrated property alleviation progrmme) ঋণদান ও সংগ্রহের

দায়িত্বে থাকিয়া বাদী মনিরানা কর্মকার সঠিকভাবে ব্যাংকে টাকা জমা প্রদান ও রেজিষ্ট্রার সংরক্ষণ করেন নাই, বরং যোগসাজসে ৫,০৬,২৬৬ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন। উক্ত বিষয়টি প্রমাণে প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-জ আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থার ১লা নভেম্বর, ৯৭ থেকে ৩০শে জুন, ০১ ইং তারিখ পর্যন্ত চাটার্ড একাইন্টেন্ট ফার্ম একনবীন এন্ড কোং কর্তৃক একটি অডিট রির্পোট প্রমাণে এনেছেন কিন্তু উক্ত অডিট রিপোর্টদৃষ্টে শুধুমাত্র মনিরানার উল্লেখিত টাকা আত্মসাতের সহিত জড়িত করিয়া রিপোর্ট আসে নাই বরং রিপোর্টদৃষ্টে সংস্থার অন্যান্য কর্মচারীর দায়-দায়িত্বের কথাও উল্লেখ রহিয়াছে। বাদী এককভাবে কত টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন তাহা প্রাপ্ত সাক্ষ্যদৃষ্টে নিরুপিত হয় না। যাহা হউক, বাদীসহ অন্যান্য কর্মচারীদের বিরুদ্ধে স্বীকৃতমতেই ফৌজদারী মামলা অর্থ আত্মসাতের জন্য বিচারাধীন রহিয়াছে যাহাতে আত্মসাতের বিষয়টি প্রমাণ করিতে পারিবে। এই পর্যায়ে অত্র মামলার মুখ্য বিবেচ্য বিষয় হইল যে, বাদী মনিরানা কর্মকার মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫ ধারা মোতাবেক দাবীকৃত ২১,৪৫৮ টাকা প্রতিপক্ষের নিকট হইতে আদায়ের আদেশ পাইবার হকদার কি-না? স্বীকৃতমতেই আমরা পাইয়াছি যে, বাদী মনিরানা কর্মকার মে, ১ মাসে কোন চাকুরী করেন নাই এবং তাহার দাবীমতে প্রতিপক্ষ সংস্থা ১-৫-০১ ইং তারিখ থেকে চাকুরী থেকে অব্যাহতি পাওয়ায় এবং এপ্রিল, ০১ মাসের মাসিক বেতন মজুরী গ্রহণ করায় বাদী মে, ০১ মাসের কোন বেতন মজুরী পাইবেন না, শুধুমাত্র বাদীর দাবীমতে ও পক্ষগণের স্বীকৃতমতে এক্সিবিট-জ হিসাব বিবরণী মোতাবেক কন্ট্রিবিউটরী প্রভিডেন্ট ফান্ডের ১৮,২৯৬ টাকা আইনতঃ পাইবার হকদার হইতেছেন। যুক্তিতর্ক পেশকালে প্রতিপক্ষের আইনজীবী এই মর্মে জোরালো বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, বাদী মনিরানা কর্মকার শ্রমিক/ওয়ার্কার এর সংগায় পড়ে না এবং প্রতিপক্ষ আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা (আউস) একটি স্বেচ্ছাসেবী ও সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এবং প্রতিপক্ষ আউস কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ইষ্টাবলিশমেন্ট না হওয়ায় বাদী মনিরানা কর্মকার কর্তৃক দায়েরকৃত মজুরী পরিশোধ আইনের মামলাটি আইনতঃ সচলযোগ্য নহে এবং মামলাটি তামাদি দোষে বারিত অপর দিকে বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বক্তব্যে এই মর্মে উল্লেখ করেন যে, বাদী আইনানুগভাবেই 'ওয়ার্কার' এর সংগায় পড়ে এবং এস, ও, এ্যাক্টের ও মজুরী পরিশোধ আইনের বিধান মোতাবেক আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা কমার্শিয়াল ইষ্টাবলিশমেন্ট আইনানুগভাবেই গণ্য হওয়ায় দাবীকৃত মতে মামলাটি সচলযোগ্য। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বক্তব্যে এই মর্মে উল্লেখ করেন যে, ২৩-৫-০১ ইং তারিখের আদেশে বাদী মনিরানা কর্মকারের চাকুরী ১-৫-০১ ইং তারিখ থেকে অবসান হইলে ২৩-৫-০১ ইং তারিখ হইতে ৬ মাসের মধ্যে বাদীর মজুরী ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা পরিশোধ না হওয়ায় এবং ১৭-৩-০২ইং তারিখে মামলাটি ৪ মাসের মধ্যে দায়ের হওয়ায় তামাদি দোষে বারিত। অপর দিকে বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, পক্ষগণের মধ্যে লিগ্যাল নোটিশ এবং কাউন্টার লিগ্যাল নোটিশ পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, বাদীর অফিসের হিসাব ও পাওনাদি বুঝাইয়া দেওয়া সংক্রান্ত বিরোধ থাকায় বিবাদীর ৮-৭-০১ ইং তারিখের পত্রে পাওনাদি বুঝাইয়া দেওয়ার অনুরোধ করা হইলেও বাদী তাহা এড়াইয়া চলায় তামাদি গণনার ক্ষেত্রে কোন বিলম্ব ঘটিবে না এবং বিবাদীর এক্সিবিট-চ লিগ্যাল নোটিশটি ১০-৯-০১ ইং তারিখে ইস্যু করা হয় এবং পূর্বে বিবাদী পক্ষ হইতে ৮-৭-০১ইং তারিখে পাওনা ও হিসাব প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই দৃষ্টিকোন বিবেচনায় অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, বাদীর মামলাটি মজুরী পরিশোধ আইনের বিধান মোতাবেক তামাদি সময়ের মধ্যে দায়ের হইয়াছে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, বাদী মনিরানা কর্মকার শ্রমিক (ওয়ার্কার) এর সংগায় পড়ে না এবং এস, ও, এ্যাক্ট ও মজুরী পরিশোধ আইনের বিধান মোতাবেক প্রতিপক্ষ আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা (আউস) কমার্শিয়াল ইষ্টাবলিশমেন্ট বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইষ্টাবলিশমেন্ট গণ্য না হওয়ায় বাদীর দায়েরকৃত মামলাটি সচলযোগ্য নহে। এই প্রসংগে বাদী ও বিবাদী পক্ষ হইতে ইমপ্লয়মেন্ট অফ লেবার (এস, ও,) এ্যাক্টের ২( ) পারায় "ওয়ার্কার" এর সংগার প্রতি আদালতের দৃষ্টি

আকর্ষণ করেন। ইমপ্লয়মেন্ট অফ লেবার (এস, ও,) এ্যাক্টের ২(।/) ধারায় উল্লেখ আছে যে, "Worker" means any person including an apprentice employed in any shop,commercial establishment or industrial estiblishment to do any skilled,unskilled, manual, technical,trade promotional or clerical work for hire or reward, whether the terms of employment be expressed or implied, but does no include any such person—

(i) who , is employed mainly in a management or administrative capacity ; or—

(ii) who, being employed in a supervisiory capacity, exercises, either by nature of the duties attached to officer or by reason of power vested in him, functions mainly or managerial or administrative nature.—

প্রতিপক্ষ হইতে এইরূপ নিবেদন করেন যে, বাদী মনিরানা কর্মকার ম্যানেজারিয়াল/ এডমিনিষ্ট্রেটিভ ক্যাপাসিটি সংস্থায় পড়িলে ওয়ার্কার/শ্রমিকের আওতা'য় আসিবে না এবং আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হওয়ায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও কমার্শিয়াল ইষ্টাবলিশমেন্টের আওতায় না পড়ায় মামলাটি সচলযোগ্য নহে। এই প্রসংগে বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী এইরূপ নিবেদন করেন যে, স্বীকৃতমতেই বাদী মনিরানা কর্মকার আউস, বসন্তপুর শাখার একজন মাঠকর্মী এবং আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা (আউস) একটি লাভজনক কমার্শিয়াল ইষ্টাবলিশমেন্ট গণ্য হওয়ায় মামলাটি শ্রম আদালতে সচলযোগ্য হওয়ায় প্রতিকার যোগ্য হইতেছে। প্রতিপক্ষের সাক্ষী পি,ডাব্লিউ-১ ভাগবত টুডু,নির্বাহী পরিচালক জবানবন্দীতে উল্লেখ করেন যে, আউস বসন্তপুর শাখায় বাদী মনিরানা কর্মকার আই, পি,এ,পি, প্রজেক্টে ঋণ প্রদান ও সংগ্রহ কার্যক্রমে রেজিষ্টার সংরক্ষণ করিত এবং এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করিয়াছেন যে, আউস বসন্তপুর শাখা প্রধান ছিলেন গণেশ মাঝি এবং বাদী মনিরানা কর্মকার তাহার অধীনে সহকারী মাঠকর্মী ছিল। সংস্থায় ১৫% সুদে ঋণদান কর্মসূচি চালু ছিল। অপর দিকে পি, ডাব্লিউ-২ গণেশ মাঝি প্রকল্প সমন্বয়কারী, আউস বসন্তপুর শাখা জেরায় স্বীকার করিয়াছেন যে, আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা(আউস) একটি স্বেচ্ছাসেবী লাভজনক প্রতিষ্ঠান এবং এই সংস্থা আদিবাসীদের কল্যাণ করে। সুতরাং স্বীকৃতমতেই আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা (আউস) একটি সরকার অনুমোদিত স্বেচ্ছাসেবী লাভজনক প্রতিষ্ঠান এবং এই প্রতিষ্ঠানটিতে ১৫% সুদে ঋণ লেনদেন কর্মসূচি থাকায় কমার্শিয়াল ইষ্টাবলিশমেন্টের আওতায় আসে এস,ও, এ্যাক্টের ২(ডি) ধারা মোতাবেক বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বক্তব্যে ৪০ ডি, এল,আর, (এডি) পাতা ৪৫—৪৮ এ মহামান্য উচ্চ আদালতের সিনিয়র ম্যানেজার, মেসার্স দোস্ত টেক্সটাইল মিলস লিঃ, ফেনী ও অন্যান্য বনাম সুধাংশু বিকাশ নাথ মামলার রায়ের রুলিং উল্লেখ করিয়া বলেন যে, কোন ব্যক্তির নেচার অফ ওয়ার্ক দেখেই তাহাকে ইমপ্লয়ার ক্যাটাগরীতে অন্তর্ভুক্ত কর যায় না। বরং তাহার কাজের প্রকৃতি বিবেচনায় তাহাকে শ্রমিক বা ওয়ার্কার বা ইমপ্লয়ার ক্যাটাগরীতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। রুলিংয়ে উল্লেখ রহিয়াছে যে, "More designation is not sufficient to indicate whether a person is a 'worker' or an ' employer', but it is the nature of the work showing the extent of his authority which determins whether he is a worker or employer." উপরোক্ত রুলিং বিবেচনায় এবং স্বীকৃতমতে বাদী মনিরানা কর্মকার সহকারী মাঠকর্মী হওয়ায় এবং তাহার মজুরীর ভিত্তিতে করণিক দায়িত্ব কাজের প্রকৃতি বিবেচনায় বাদী ওয়ার্কার এর সংগায় আসেন এবং প্রতিপক্ষ আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থাটি ১৫% সুদে ঋণদান কর্মসূচি/লেনদেন চালু রাখায় এস,ও,এ্যাক্টের ২(ডি)ধারামতে কমার্শিয়াল ইষ্টাবলিশমেন্টের আওতায় পরে মর্মে অত্র আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং বাদী মনিরানা কর্মকারের চাকুরীসংক্রান্ত বিষয়টি ইমপ্লয়মেন্ট অফ লেবার (এস,ও,) এ্যাক্ট ও মজুরী পরিশোধ আইনের সহিত সম্পৃক্ত হওয়ায় মামলাটি অত্র আকারে অত্রাদালতে আইনানুগভাবেই সচলযোগ্য মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। মামলাটি বাদী মনিরানা কর্মকার মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫ ধারায় মজুরী পাওনা বাবদ ২১,৪৫৮ টাকা আদায়ের দাবি এনেছেন কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণে আমরা পেয়েছি যে, বাদী

মে, ০১ মাসে চাকুরী না করায় এবং তিনি স্বেচ্ছায় ১-৫-০১ইং তারিখ থেকে চাকুরী থেকে অব্যাহতি লওয়ায় মে মাসের মজুরী ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা পাইতে হকদার নহেন। বাদী শুধুমাত্র কন্ট্রিবিউটরী প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ১৮,২৯৬ টাকা বাবদ আংশিক প্রতিকার পাইবার হকদার হইতেছেন। সুতরাং অনুরূপভাবে বিবেচ্য বিষয়গুলি বাদী পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র পি,ডাব্লিউ, মামলাটি দুতরফা সূত্রে ১ ও ২নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এবং একতরফা সূত্রে ৩নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় আংশিক মঞ্জুর (allowed) হয়। প্রতিপক্ষকে বাদীর দাবীর আংসিক কন্ট্রিবিউটরী প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ১৮,২৯৬ টাকা অত্র আদেশের তারিখ হইতে ৩ মাসের মধ্যে প্রদানের নির্দেশ দেওয়া গেল, ব্যর্থতায় বাদী আইনানুগভাবে উক্ত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত

(মোঃ আবদুস সামাদ)
১২-৭-২০০৩ ইং
চেয়ারম্যান,
ও মজুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

(মোঃ আবদুস সামাদ)
১২-৭-২০০৩ ইং
চেয়ারম্যান,
ও মজুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকার ঃ জা, নেসা

তুলনাকারক ঃ
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত ও মজুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।

রায় প্রদানের তারিখ ৯ই নভেম্বর/২০০৩
পি, ডাব্লিউ, মামলা নং ৪/২০০২

মোঃ এনামুল হক (গাইসু), পিতা-মোঃ জুমাউদ্দিন, সাং-জিন্নানগর, ডাক-সপুরা, ইলেকট্রিক মেকানিকস (অবসানকৃত), নুর হাবিব গ্রেইন ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, বিসিক শিল্প এলাকা, ডাক-সপুরা, জেলা-রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। নুর-হাবিব গ্রেইন ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড পক্ষে শাহ্ লুৎফর রহমান চৌধুরী, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, নুর-হাবিব গ্রেইন ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ।

২। শাহ্ লুৎফর রহমান চৌধুরী, পিতা-মৃত ডাঃ হাবিবুর রহমান চৌধুরী, ১৭৪/৩ হাউজিং এষ্টেট, ডাক-সেনানিবাস শাখা।

৩। শাহ্ মোজাফফর হোসেন চৌধুরী, পিতা-মৃত শাহ্ নুরুল হক চৌধুরী, সাং-ফিরোজাবাদ, ডাক-সপুরা।

৪। শাহ্ ফারুক হোসেন চৌধুরী, পিতা-মৃত শাহ্ নুরুল হক চৌধুরী, সাং-ফিরোজাবাদ, ডাক-সপুরা।

৫। ম্যানেজার,নুর-হাবিব গ্রেইন ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, বিসিক শিল্প এলাকা, ডাক-সপুরা, সর্বথানা-ঘোয়ালিয়া, জেলা-রাজশাহী—প্রতিপক্ষগণ।

প্রতিনিধিগণ ঃ- ১। জনাব সাইফুল রহমানখান (রানা), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ জমসেদ আলী (১), প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা দরখাস্তকারী মোঃ এনামুল হক (গাইসু) কর্তৃক মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ কর্তৃক বাদীর ১৬-৬-০২ইং তারিখ হইতে চাকুরীর অবসান আদেশের প্রেক্ষিতে ৪ মাসের টার্মিনেশন বেনিফিট, ওভারটাইম, অর্জিত ছুটি,গ্র্যাচুয়িটি, বকেয়া নোটিশ পে, বেতন পাওনা বাবদে মজুরী খাতে মোট ৩,৫১,৮০০ টাকা প্রদানের আদেশের নিমিত্তে মামলাটি আনীত হইয়াছে।

দরখাস্তকারী বাদীর মামলার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, বাদী মোঃ এনামুল হক (গাইসু) প্রতিপক্ষ নুর-হাবিব গ্রেইন ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড ২নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক ২৯-১২-৮০ইং তারিখের নিয়োগ পত্রের প্রেক্ষিতে ইলেকট্রিক মেকানিক হিসাবে ১-১-১৯৮১ইং তারিখে সর্বসাকুল্যে ৫৩০ টাকা বেতনে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং দীর্ঘকাল চাকুরীরত থাকিয়া ১৯৯০ হইতে বেতন বৃদ্ধি পাইয়া ৩,০০০ টাকায় দাড়ায়। প্রতিপক্ষ বাদীসহ অন্যান্য শ্রমিক-কর্মচারীদেরকে বেতন মজুরী প্রদান করেন কিন্তু ২নং প্রতিপক্ষ বাদীসহ কর্মচারীদের অন্যান্য সুবিধা ওভারটাইম না দিলেও প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানটিকে ভালবাসিয়া ফেলায় অন্যত্র চলিয়া যাওয়ার চিন্তা-ভাবনা করিতে পারেন নাই। বাদী চাকুরীতে থাকিয়া ২-৫-০২ইং তারিখে মার্চ ও এপ্রিল, ০২ মাসের বেতন না পাওয়ায় প্রতিপক্ষ বরাবর বেতন চাওয়া সত্ত্বেও প্রতিপক্ষ বাদীর ৬০০০ টাকা বেতন প্রদান না করায় উপ-প্রধান পরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, রাজশাহী বিভাগ বরাবর লিখিতভাবে জানাইয়া সহায়তা চান। বাদী ১৬-৬-০২ইং তারিখে কর্মস্থলে আসিয়া জানিতে পারেন যে, প্রতিপক্ষ নুর-হাবিব গ্রেইন ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেডে তাহার চাকুরী নাই এবং ইহাতে বাদী মানসিকভাবে ভাংগিয়া পড়েন। প্রতিপক্ষ বাদীকে দিয়া মিথ্যা আশ্বাসে ১৬-৬-০২ইং তারিখ পর্যন্ত কাজ করানো সত্ত্বেও চাকুরীর করার সুযোগ-সুবিধা না দিয়া চাকুরী থেকে বিদায় করেন। সুতরাং বাদীকে চাকুরী থেকে বিদায় দেওয়ায় তাহার চাকুরী জীবনের মজুরী পাওনা হিসাবে ১৬-৬-০২ইং তারিখের অবসান আদেশের প্রেক্ষিতে ৪মাসের টার্মিনেশন বেনিফিট, ওভারটাইম, অর্জিত ছুটি, গ্র্যাচুয়িটি ও নোটিশ পে পাওনা পাইতে আইনতঃ হকদার এবং তদবাবদে সর্বমোট ৩,৫১,৮০০ টাকা আদায় পাইবার হকদার হইতেছেন। সুতরাং বাদীর চাকুরীর অবসান হওয়ায় মজুরী খাতে ৩,৫১,৮০০ টাকা আদায় পাইবার আদেশ প্রাপ্তির জন্য মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারা মোতাবেক মামলাটি আনীত হইয়াছে।

অপর দিকে ১—৫নং প্রতিপক্ষগণ ওকালতমানাসহ হাজিরা হইয়া লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক মামলাটি প্রতিদ্বন্দিতা করিয়া বলেন যে, অত্রাআকারে মামলাটি সচলযোগ্য নহে, দরখাস্তকারীর মামলাটি দায়ের করিবার কোন কারণ বা আইনগত অধিকার নাই। প্রতিপক্ষগণের জবাবের সুনির্দিষ্ট

বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী এনামুল হক (গাইসু) ১৯৮১ সালের জানুয়ারী মাসে ইলেকট্রিক মেকানিকস পদে সর্বসাকুল্যে ৫০০ টাকা বেতনে চাকুরীতে যোগদান করেন। প্রতিপক্ষ মিলের বেতনক্রমে বেতন বৃদ্ধিক্রম ছিল না। বাদীর সর্বশেষ ফেব্রুয়ারী, ৯৮ সাল থেকে বেতন ছিল ১৪৫০ টাকা এবং রেজিষ্টার মাধ্যমে সহি করিয়া ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত বেতন নিতেন এবং পরবর্তীকালে মৌখিকভাবে বেতন গ্রহণ করিতেন। প্রতিপক্ষ নুর-হাবিব গ্রেইন ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড ধান থেকে চাউল এবং গম থেকে আটা করিতেন। প্রতিপক্ষের মিলটি ২৮-৬-২০০০ইং তারিখে কিছুদিন চলার পর বিভিন্ন অসুবিধার কারণে বন্ধ হইয়া যায় এবং দরখাস্তকারী বাদীসহ বেশীর ভাগ কর্মচারী ছাটাই হয় এবং শুধু ২ জন কর্মচারী অবশিষ্ট থাকে। প্রতিপক্ষ নুর-হাবিব গ্রেইন ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেডে পরিচালক, বি.টি.আই, ১৪-৮-২০০১ইং তারিখে পরিদর্শনে যান এবং রিপোর্টে মিল বন্ধ ও শ্রমিক ছাটাই এর বিষয় উল্লেখ করেন। মিল বন্ধ হইবার বিষয় লাইসেন্স অথোরিটি বয়লার পরিদর্শক শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা ও উপ-প্রধান পরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, বগুড়াকে লিখিতভাবে জানাইয়া দেন। প্রতিপক্ষ নুর-হাবিব গ্রেইন ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ-এর কর্মচারীদেরকে ক্ষতিপূরণ বাবদ এক মাসের বেতন প্রদান করা হইয়াছে এবং দরখাস্তকারী এনামুল হক (গাইসু) উক্ত ক্ষতিপূরণের টাকা গ্রহণ করিয়াছেন। দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলটি বন্ধ হওয়ার কারণে এবং চাকুরী হইতে ছাটাই হওয়ার কারণে সকল পাওনাদি বুঝিয়া লওয়ায় তাহার দাবীমতে কোন বেতন, ওভারটাইম সুবিধা ও গ্র্যাচুইটির সুবিধা বাবদ কোন পাওনা পাইবার হকদার নহেন। বাদীর দাবী মতে ৩,০০০ টাকায় বেতন উন্নীত হওয়ার কথা মিথ্যা ও বনোয়াট। মিলটি বন্ধ হইয়া যাওয়ার পর তিনি আর মিলের সহিত জড়িত ছিলেন না। ২—৪ নং প্রতিপক্ষগণ মিল বন্ধ হইয়া যাইবার পর পুনরায় মিলটি চালু করিবার চেষ্টা করিলেও ডিসেম্বর, ২০০৩ তারিখে ব্যর্থ হইয়া পড়েন। দরখস্তকারীসহ মিলের কোন কর্মচারীকে ওভারটাইম কাজ করানো হয় নাই। ১৯৯৭ সাল হইতে চাউল ভাংগার কাজ বন্ধ হইয়া যায় এবং ২৮-৬-২০০০ ইং তারিখ থেকে মিলটি পুরাপুরি বন্ধ হইয়া যায় এবং দরখাস্তকারী ক্ষতিপূরণসহ সকল পাওনাদি বুঝিয়া লইয়া প্রতিষ্ঠান হইতে বিদায় লইবার কারণে তাহার দাবীমতে কোন বেতন, বেনিফিট, ওভারটাইম, গ্র্যাচুইয়িটি ইত্যাদি পাইবার হকদার নহেন। দরখাস্তকারী উদ্দেশ্যমূলকভাবে মিথ্যা দাবীতে মামলাটি আনয়ন করায় প্রার্থীত প্রতিকার পাইবার হকদার নহেন। সুতরাং দরখাস্তকারী বাদীর মামলাটি আইনানুগভাবে ডিসমিসযোগ্য হইতেছে।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

১। দরখাস্তকারীর মামলাটি অত্রাকারে আইনতঃ সচলযোগ্য কি-না?

২। দরখাস্তকারীর মামলাটি তামাদি দোষে বায়িত কি-না?

৩। দরখাস্তকারী এনামুল হক (গাইসু) প্রতিপক্ষ নুর-হাবিব গ্রেইন ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ-এর নিকট হইতে প্রার্থীত মতে চাকুরীকালীন সুবিধাদি ও মজুরী বাবদ ৩,৫১,৮০০ টাকা আদায়ের আদেশ পাইবার আইনত ঃ হকদার কি-না?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিবেচ্য বিষয় নং ১—৩

১—৩নং বিবেচ্য বিষয়গুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। মামলাটির চূড়ান্ত শুনানীকালে বাদী পক্ষে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ এনামুল হক (গাইসু) দরখাস্তকারী স্বয়ং এবং পি, ডাব্লিউ-২ মোঃ মস্তাজ আলী ২জন মৌখিক সাক্ষীর সাক্ষ্য ও জেরা গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয় এবং বাদী পক্ষের দালিলিক কাগজাদি এক্সিবিট-১, ২ ও ৩ হিসাব প্রমাণে চিহ্নিত হয়। অপর দিকে প্রতিপক্ষে ও, পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ নুরুল ইসলাম ৫ নং প্রতিপক্ষ

নুর-হাবিব গ্রেইন ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ-এর ম্যানেজার স্বয়ং এবং ও, পি, ডাব্লিউ-২ মোঃ নুরুল আমিন প্রতিপক্ষ নুর-হাবিব গ্রেইন ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ-এর খান সংগ্রহকারী ২জন মৌখিক সাক্ষ্য হিসাবে পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি দাখিলিক সাক্ষী হিসাবে এক্সিবিট-ক, খ, গ, গ(১)-গ(৩), ঘ, ঘ(১)-ঘ(৩) প্রমাণে চিহ্নিত হয়। স্বীকৃতমতেই দরখাস্তকারী বাদী মোঃ এনামুল হক (গাইসু) প্রতিপক্ষ নুর-হাবিব গ্রেইন ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর ২ নং প্রতিপক্ষের নিয়োগপত্রের প্রেক্ষিতে ইলেকট্রিক মেকানিক্স পদে সর্বসাকুল্যে ৫০০ টাকা মাসিক বেতনে ১-১-১৯৮১ ইং তারিখে চাকুরীতে যোগদান করেন (বাদীর এক্সিবিট-১ ও বিবাদীর এক্সিবিট-খ, নিয়োগপত্র সূত্রে সমর্থিত) এবং স্বীকৃতমতেই বাদীর চাকুরীতে কোন বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) ছিল না এবং মালিক ১ নং প্রতিপক্ষ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে মাঝে মধ্যে মৌখিকভাবে বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতেন। বাদী পক্ষের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, বাদী এনামুল হক (গাইসু) ইলেকট্রিক মেকানিক্স হিসাবে চাকুরী করাকালে ১৯৯০ সালে বেতন বৃদ্ধি পাইয়া সর্বমোট ৩,০০০ টাকা বেতন পাইতে থাকেন এবং চাকুরী করাকালে ২-৫-০২ ইং তারিখে মার্চ ও এপ্রিল, ০২ মাসের বেতন প্রতিপক্ষ বরাবর চেয়ে না পাওয়ার প্রেক্ষিতে উপ-প্রধান পরিদর্শক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ রাজশাহী বিভাগ, বগুড়া বরাবর জানাইয়া সহায়তা চান এবং পরবর্তীতে ১৬-৬-০২ ইং তারিখে নুর-হাবিব গ্রেইন ইন্ডাষ্ট্রিজ অফিসে গিয়া জানিতে পারেন যে, তাহার চাকুরী নাই। বাদী ১৬-৬-০২ ইং তারিখ পর্যন্ত চাকুরী করা শর্তেও চাকুরীর আর্থিক সুবিধা প্রদান না করিয়া বেআইনীভাবে চাকুরী থেকে ১৬-৬-০২ ইং তারিখে বিদায়/অবসান আদেশ দেওয়ার ৪ মাসের টার্মিনেশন বেনিফিট, নোটিশ পে,অর্জিত ছুটি, গ্র্যাচুয়িটি ও ওভারটাইম বকেয়া বেতন বাবদ ৩,৫১,৮০০ টাকা মজুরী দাবী করিয়া মজুরী পরিশোধ আইনের ৯৫(২) ধারা মোতাবেক মামলাটি আনয়ন করিয়াছেন। অপর দিকে প্রতিপক্ষগণ পক্ষে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, বাদী এনামুল হক (গাইসু) ইলেকট্রিক মেকানিক্স হিসাবে চাকুরী করাকালে সর্বশেষ ২৮-৬-২০০০ ইং তারিখ পর্যন্ত ১,৪৫০ টাকা পেয়েছেন। বাদীর দাবীমতে ৩,০০০ টাকা সর্বশেষ বেতন পাওয়ার কাহিনী মিথ্যা। বাদী রেজিষ্টারের মাধ্যমে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বেতন গ্রহণ করেছেন এবং পরবর্তীকালে মৌখিকভাবে বেতন গ্রহণ করিতেন। প্রতিপক্ষ নুর-হাবিব গ্রেইন ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ মিলটি কিছুদিন চলার পর ১৯৯৭ সাল থেকে মিলে চাউল ভাংগার কাজ বন্ধ হইয়া যায় এবং পরবর্তীতে ২৮-৬-২০০০ ইং তারিখে বিভিন্ন অসুবিধার কারণে মিলটি ২৮-৬-২০০০ ইং তারিখ হইতে পুরাপুরি বন্ধ হইয়া যায় এবং তৎকারণে সকল কর্মচারীদেরকে চাকুরী হইতে ছাটাই করিয়া ক্ষতিপূরণসহ সকল পাওনাদি বুঝাইয়া দিয়াছেন। প্রতিপক্ষ কর্মচারীদেরকে ক্ষতিপূরণ বাবদ এক মাসের বেতন প্রদান করেছেন। মিলটি বন্ধ হওয়ার পর বাদী মিলের সহিত সম্পর্ক ছিলেন না এবং বাদীকে কোন ওভারটাইম কাজ করানো হয় নাই। সুতরাং ক্ষতিপূরণসহ সকল পাওনাদি বুঝিয়া পাইয়া বিদায় হওয়ায় দাবীকৃত পাওনা পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন। পক্ষগণ নিজ নিজ মামলা প্রমাণে মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষী পরীক্ষা করেছেন। প্রতিপক্ষ ও,পি,ডাব্লিউ-১ মোঃ নুরুল ইসলাম, ম্যানেজার, নুর-হাবিব গ্রেইন ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এবং ও,পি, ডাব্লিউ-২ মোঃ নুরুল আমিন প্রতিপক্ষ মিলের ধান সংগ্রহকারী এর জেরায় স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ নুর-হাবিব গ্রেইন ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী যেখানে ধান চাউল ভাংগানো এবং আটা/ময়দা তৈরী হইত এবং উক্ত মিলে প্রায় ৪০ জন স্টাফ ছিল। বাদী এনামুল হক (গাইসু) ইলেকট্রিক মেকানিক্স হিসাবে ১৯৯০ সালে সর্বসাকুল্যে বেতন বৃদ্ধিক্রমে ৩,০০০ টাকা বেতন পেয়েছেন তাহা দেখানোর মত কোন কাগজ বা রেজিষ্টার প্রমাণে আনিতে সক্ষম হন নাই। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ এনামুল হক (গাইসু) বাদী স্বয়ং জবানবন্দীতে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ২-৫-০২ ইং তারিখে প্রতিপক্ষ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এম, ডি) বরাবর এক্সিবিট-৩ দরখাস্তমূলে ২ মাসের বেতন প্রদানের আবেদন জানিয়েছিলেন কিন্তু উক্ত দরখাস্তে মাসিক বেতনের পরিমাণ উল্লেখ নাই। বাদীর দাখিলী এক্সিবিট-২ দৃষ্টে দেখা যায় যে, বাদী উপ-প্রধান পরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, রাজশাহী বিভাগ, বগুড়া বরাবর বেতন ভাতাদি পরিশোধ না করায় অভিযোগের দায়ের করেছিলেন যাহা কর্তৃপক্ষ ১০-৬-০২ ইং তারিখে প্রাপ্ত হইয়া রিসিভ সীল প্রদান করেছেন কিন্তু পি, ডাব্লিউ-১ এর জেরার স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, উক্ত দরখাস্ত ওভারটাইম ও অর্জিত ছুটির বিবরণ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নাই। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ এনামুল হক (গাইসু) বাদী স্বয়ং জেরায় স্বীকার করেছেন যে, ৯০ সালের পূর্বে রেজিষ্টার/খাতায় লিখে বেতন পেত কিন্তু ৯০ সালের পরে আর লিখত না। বাদীর মাসিক বেতন ৩,০০০টাকা সংক্রান্তে তাহার সাক্ষী পি, ডাব্লিউ-২ মন্তাজ

আলী করোবরেটে করিয়া সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। পি,ডাব্লিউ-২ মন্তাজ আলী একজন বহিরাগত ব্যক্তি। প্রতিপক্ষের মিলে কর্মে নিয়োজিত ছিলেন না। প্রতিপক্ষে ও,পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ নুরুল ইসলাম জবানবন্দীতে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, বাদীর মাসিক বেতন ফেব্রুয়ারী, ৯৮ হইতে বৃদ্ধি, পেয়ে সর্বশেষ বেতন ছিল ১,৪৫০ টাকা যাহা ও,পি,ডাব্লিউ, ২ মোঃ নুরুল আমিন প্রতিপক্ষ নুর-হাবিব গ্রেইন ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ-এর ধান সংগ্রহকারী সাক্ষ্য দিয়া সমর্থন করেছেন। তাছাড়াও প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-প, গ(১)-গ(৩) বেতন রেজিষ্ট্রার/খাতা পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, বাদী মোঃ এনামুল হক(গাইসু) এর সর্বশেষ মাসিক বেতন ১,৪৫০ টাকা (দাখিলিক রেজিষ্টারমূলে সমর্পিত)। সুতরাং প্রাপ্ত মৌখিক ও দাখিলিক সাক্ষ্যদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, বাদী মোঃ এনামুল হক গাইসুর সর্বশেষ মাসিক বেতন ছিল ১,৪৫০ টাকা। বাদী পক্ষের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, বাদী ২-৫-০২ ইং তারিখে মার্চ ও এপ্রিল, ২০০২ মাসের বেতন চেয়ে আবেদন করা সত্ত্বেও বেতন প্রদান না করায় বাদী উপ-প্রধান পরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ রাজশাহী বিভাগ, বগুড়া বরাবর অভিযোগ দায়ের করেন এবং বাদী ১৬-৬-০২ ইং তারিখে নুর-হাবিব গ্রেইন ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেডে গিয়া জানিতে পারেন যে, তাহার চাকুরী নাই এবং উক্ত তারিখ হইতে বেআইনীভাবে বাদীকে চাকুরী থেকে অবসান দেওয়ার মজুরীর সুবিধাদি দাবী করেছেন। বাদীর বক্তব্য প্রমাণে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ এনামুল হক (গাইসু) বাদী স্বয় করোবরেটিভ সাক্ষ্য দিয়াছেন কিন্তু প্রতিপক্ষ নুর-হাবিব গ্রেইন ইন্ডাষ্ট্রিজ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই, একজন বহিরাগত ব্যক্তি পি, ডাব্লিউ-২ হিসাবে সাক্ষ্য দিয়াছেন। অপর দিকে প্রতিপক্ষের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে,প্রতিপক্ষ নুর-হাবিব গ্রেইন ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ বিভিন্ন অসুবিধার কারণে ২৮-৬-২০০০ইং তারিখ হইতে বন্ধ হইয়া যাওয়ায় দরখাস্তকারীসহ সকল শ্রমিকদেরকে এক মাসের ক্ষতিপূরণের টাকা এবং সকল পাওনাদি বুঝিয়া দেওয়ায় বাদী কোন প্রতিকার পাইবেন না। প্রতিপক্ষের বক্তব্য মর্মে নুর-হাবিব গ্রেইন ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ মিলটি ২৮-৬-২০০০ইং তারিখে বন্ধ হয় এবং তৎপ্রেক্ষিতে বাদীসহ শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টি দালিলিক কোন রেজিষ্টার বা খাতা আদালতে উত্থাপানপূর্বক বাদীকে ক্ষতিপূরণ প্রদানে বিষয়টি প্রদান করেন নাই। প্রতিপক্ষের বক্তব্যমতে মিলটি ২৮-৬-২০০০ইং তারিখে বন্ধ হওয়ার বিষয় পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা, বি,এস,টি,আই, তাহার ১৪-৮-২০০১ইং তারিখের পরিদর্শন রিপোর্ট উল্লেখ করার বক্তব্য এনেছেন কিন্তু উক্ত পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাকে দিয়ে পরিদর্শন রিপোর্ট প্রমাণে আনেন নাই যাহাতে পরিদর্শনের বিষয়টি প্রমাণিত হয় নাই এবং মিলটি ২৮-৬-২০০০ইং তারিখে বন্ধ হওয়ার বিষয়টি অপ্রমাণিত হইয়াছে। তবে ইহা স্বীকৃত যে, প্রতিপক্ষ নুর-হাবিব গ্রেইন ইণ্ডাষ্ট্রিজ মিলটি বন্ধজনিত কারণে বাদীসহ অন্যান্য শ্রমিক-কর্মচারী/ছাটাই বা চাকুরীর অবসান ঘটে এবং শুধুমাত্র ২ জন কর্মচারী ও,পি,ডাব্লিউ-১ মোঃ নুরুল ইসলাম,ম্যানেজার এবং জনৈক আবু বকর দেখাশুনার জন্য কর্মরত থাকেন। প্রতিপক্ষের বক্তব্যমতেই ছাটাইজনিত ক্ষতিপূরণ বাবদ এক মাসের বেতন বাদী এনামুল হক (গাইসু) কে প্রদান করিয়াছেন যাহা প্রতিপক্ষ প্রমাণ করিতে সক্ষম হন নাই। সুতরাং বাদী এনামুল হক (গাইসু) মিল বন্যের কারণে ছাটাইজনিত ক্ষতিপূরণ আইনতঃ পাইবার হকদার থাকেন। অপর দিকে বাদীর দাখিলী এক্সিবিট-২ ও ৩ মূলে বাদী এনামুল হক (গাইসু) প্রতিপক্ষ মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট ২ মাসের বকেয়া বেতন দাবী করিয়াছেন যাহা ম্যানেজার কপি রিসিভ করিয়াছেন যাহা দৃষ্টেও ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বাদী ২৮-৬-২০০০ইং তারিখে ছাটাইজনিত ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধাপ্রাপ্ত হইলে পুনরায় বাদীর বেতন দাবীর প্রশ্নই উঠিত না। সুতরাং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় ও প্রাপ্ত সাক্ষ্যদৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ নুর-হাবিব গ্রেইন ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ বন্ধজনিত কারণে বাদীর চাকুরীর অবসান ঘটে এবং ছাটাই হয় ১৬-৬-০২ইং তারিখ থেকে। সুতরাং বাদী মজুরী পরিশোধ আইনের আওতায় শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১২(সি) ধারা মোতাবেক ছাটাইজনিত ক্ষতিপূরণ (গ্র্যাচুয়িটি) প্রতি বৎসর চকুরীর জন্য এক মাস হিসাবে মোট ২১ বৎসর ৫ মাস ১৫ দিন চাকুরীকালের জন্য মাসিক ১,৪৫০ টাকা হারে ২১ মাসের (১,৪৫০×২১)=৩০,৪৫০ টাকা আইনতঃ পাইবেন এবং টার্মিনেশন বেনিফিট/নোটিশ পে বাবদ ১২০ দিনের পাওনা বাবদ (১,৪৫০×৪)=৫,৮০০ টাকা পাইবার আইনতঃ হকদর। বাদী এনামুল হক (গাইসু) ৫১৮ দিনের অর্জিত ছুটির হিসাবে ৫১,৮০০ টাকার দাবী আইনসংগত নহে। বাদীর অর্জিত ছুটি খাতে বৎসরে ২০ দিন হিসাবে অর্জিত ছুটির দাবী গ্রহণযোগ্য কিন্তু অর্জিত ছুটি ৩০ দিনের বেশী জমা হইতে পারে না। সুতরাং বাদী তাহার অর্জিত ছুটি ৩০দিন অর্থাৎ এক মাসের অর্জিত ছুটির পাওনা ১,৪৫০ টাকা শুধুমাত্র

পাইবার আইনতঃ হকদার। বাদী তাহার চাকুরী জীবনে ১০ বৎসরের ওভারটাইম বাবদ ১,৪৪,০০০ টাকা দাবী করিয়াছেন কিন্তু বাদী চাকুরী জীবনে ওভারটাইম কাজের কোন কাগজ ও অনুমোদিত কোন ওভারটাইম সিদ্ধান্তের কাগজ প্রমাণে আনিতে সক্ষম হন নাই। সুতরাং বাদীরদাবী মতে ১০ বৎসর ওভারটাইম দেখাইবার কোন কাগজ না থাকায় দাবী মর্মে ওভারটাইম মজুরী পাইতে হকদার নহেন। বাদী এনামুল হক (গাইসু) মার্চ, ০২ হইতে জুন, ০২ পর্যন্ত ৪ মাসের বকেয়া বেতন দাবী করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ বাদীকে উক্ত ৪ মাসের বেতন প্রদান করিয়াছেন তদমর্মে কোন পেমেন্ট রেজিষ্টার বা খাতা প্রমানে আনিতে সক্ষম হন নাই। সুতরাং বাদী দাবীকৃত মতে ৪ মাসের বেতন (১,৪৫০×৪)=৫,৮০০ টাকা পাইতে অধিকারী। সুতরাং বাদী এনামুল হক (গাইসু) প্রতিপক্ষের নিকট হইতে ৪ মাসের বকেয়া বেতন ৫,৮০০ টাকা ছাটাইজনিত ক্ষতিপূরণ (গ্র্যাচুয়িটি) বাবদ (১,৪৫০×২১)=৩০,৪৫০ টাকা, অর্জিত ছুটি বাবদ মজুরী ১,৪৫০ টাকা এবং টার্মিনেশন বেনিফিট (নোটিশ পে) বাবদ ১২০ দিনের মজুরী ৫,৮০০ টাকা সর্বমোট ৪৩,৫০০ টাকা পাইবার অধিকারী হইতেছেন। বাদী পক্ষে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ এনামুলহক (গাইসু) এর সাক্ষ্য পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, বাদীর দাবীমতে প্রতিপক্ষের মিল ম্যানেজার ১৬-৬-০২ইং তারিখে মৌখিকভাবে তাহার চাকুরী নাই মর্মে জানাইলে তাহার মামলার কাজ অফ এ্যাকশান (cause of action) এর উচ্চ ঘটে। বাদী পি,ডাব্লিউ, মামলাটি গত ১৮-৭-২০০২ইং তারিখে দায়ের করায় মামলাটি তামাদি সময়ের মাধ্যমে দায়ের হইয়াছে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা গেল। সুতরাং ২নং ইস্যুটি বাদীপক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। প্রাপ্ত সাক্ষ্যদৃষ্টে মামলাটি আইনতঃ সচলযোগ্য হইতেছে এবং বাদী এনামুল হক (গাইসু) প্রার্থীত আংশিক প্রতিকার পাইবার হকদার হওয়ায় ১ ও ৩নং ইস্যুটিরও বাদী পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। সুতরাং বাদী অত্র মামলাটিতে আংশিক প্রতিকার পাইতে পারেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র পি, ডাব্লিউ, মামলাটি দু'তরফা সূত্রে ১—৫নং প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় আংশিক মঞ্জুরী (allowed in part) হয়। দরখাস্তকারী বাদী এনামুল হক (গাইসু) প্রতিপক্ষ নুর-হাবিব গ্রেইন ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ মিলটি বন্ধের কারণে চাকুরী ছাটাইজনিত ক্ষতিপূরণ বাবদ ৩০,৪৫০ টাকা টার্মিনেশন বেনিফিট (নোটিশ পে) বাবদ ৫,৮০০ টাকা, অর্জিত ছুটি বাবদ ১,৪৫০ টাকা এবং বকেয়া বেতন বাবদ ৫,৮০০ টাকা একুনে সর্বমোট মজুরী বাবদ ৪৩,৫০০ টাকা প্রতিপক্ষের নিকট হইতে পাইবেন। প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাদীর বর্ণিত পাওনা অদ্য হইতে ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরিশোধ করিবেন, অন্যথায় বাদী মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(৫) উপ-ধারা মোতাবেক তাহার পাওনাদি আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

আমার কতিথ মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

(মোঃ আবদুস সামাদ)
০৯-১১-২০০৩ ইং
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, ও মঞ্জুরী পরিশোধ
কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।

অনুলিপিকার ঃ জা, নেসা

তুলনাকারক ঃ
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

(মোঃ আবদুস সামাদ)
০৯-১১-২০০৩ ইং
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, ও মঞ্জুরী পরিশোধ
কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত ও
মজুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।

রায় প্রদানের তারিখ ১৫ই অক্টোবর ২০০৩

পি, ডাব্লিউ, মামলা নং ৮/২০০২

মোঃ হযরত আলী, পিতা মোঃ আহাম্মদ আলী-১, পদবী মোটা তাঁতী,
মোটা তাঁত বিভাগ, চক্র-ক, শ্রম নং ২৩৬০, কওমী জুট মিলস লিঃ,
রায়পুর, সিরাজগঞ্জ, সাং বড় জামুয়া, পোঃ হাট বয়ড়া, থানা ও জেলা সিরাজগঞ্জ—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। কওমী জুট মিলস লিঃ পক্ষে উপ-মহাব্যবস্থাপক,

২। উপ-মহাব্যবস্থাপক, কওমী জুট মিলস লিঃ,
উভয়ের ঠিকানা রায়পুর, থানা ও জেলা সিরাজগঞ্জ—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ১। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব মোঃ মুরাদ হোসেন খান, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা দরখাস্তকারী মোঃ হযরত আলী কর্তৃক ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষগণকে বাদীর চাকুরীর সুবিধাদি মজুরী হিসাবে ১,৬৫,৬১৯.৩৫ টাকা প্রদানের আদেশের নিমিত্তে মামলাটি আনীত হইয়াছে।

দরখাস্তকারী বাদীর মামলার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, বাদী মোঃ হযরত আলী প্রতিপক্ষ কওমী জুট মিল্‌স লিঃ, সিরাজগঞ্জের ১-১০-১৯৬৮ ইং তারিখে মোটা তাঁতী শ্রমিক হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে ২নং প্রতিপক্ষের ১৩-১২-০১ ইং তারিখের অবসর আদেশ প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত কর্মরত থাকেন এবং বাদীর সর্বশেষ মূল মাসিক বেতন ছিল ১৯১১.৬৫ টাকা। প্রতিপক্ষ কওমী জুট মিলের উপ-মহাব্যবস্থাপক ২নং প্রধান কর্মকর্তা এবং তাহার নিয়ন্ত্রাধীনেই বাদী চাকুরী করেন। ২নং প্রতিপক্ষ উপ-মহাব্যবস্থাপক ১-৬-২০০০ ইং তারিখে তাহার অফিস স্মারক নং ৩২৪ মূলে বাদীকে চাকুরী হইতে অব্যাহতি দেন এবং পরবর্তীতে ২০-২-৯৫ ইং তারিখের অফিস স্মারক নং ৫৪৩ মূলে ডাক্তারের প্রদত্ত বয়স অনুযায়ী ৬০ বৎসর পূর্ণ না হওয়ায় অবসর আদেশ প্রত্যাহার করিয়া চাকুরী করার নির্দেশ দিলে বাদী একটানা বিল কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ১৩-১২-২০০১ ইং তারিখ পর্যন্ত চাকুরী করেন কিন্তু ২নং প্রতিপক্ষ ১৩-১২-০১ ইং তারিখের তাহার অফিস স্মারক নং ২৬১৪ মূলে বেআইনী ও অন্যায়ভাবে ব্যাক ডেটে কার্যকরী দেখাইয়া ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ হইতে বাদীকে অবসর আদেশ দিয়া ১-৬-২০০০ ইং তারিখ হইতে চাকুরী থেকে অব্যাহতির আদেশ প্রদান করেন। উক্তরূপ অবসর আদেশ পত্রে দরখাস্তকারী-বাদীকে ৭-৯-৯৪ ইং তারিখের সময়কালের বেতনক্রম ধরিয়া বেআইনী হিসাব নিকাশ প্রদান করেন। ২নং প্রতিপক্ষের হিসাব অনুযায়ী বাদী অতিরিক্ত ৬ বৎসর ৪ মাস ১০ দিন চাকুরী করা সত্ত্বেও মজুরী সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেন ও চাকুরীর সুবিধা কর্তনের আদেশ দিয়া ১৯৯৪ সালের বেতনক্রমের উপর পাওনার হিসাব করেন। প্রতিপক্ষ

মিল দরখাস্তকারীকে ৬ বৎসর ৪ মাস ১০ দিন অতিরিক্ত কাজ করাইয়া নিয়াছেন এবং তৎমোতাবেক দরখাস্তকারীর পাওনা দাবী দাঁড়ায় ১,৬৫,৬১৯.৩৫ টাকা। দরখাস্তকারী তাহার মজুরী পাওনা বাবদ প্রদানের জন্য তলব তাগাদা দিয়া মজুরীর টাকা না পাওয়ায় ও সর্বশেষ ৩০-৯-০২ ইং তারিখে উপেক্ষিত হওয়ার মামলাটি দায়ের করিবার কারণ উদ্ভব ঘটে। দূরবর্তী এলাকা থেকে এসে আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করিয়া তামাদি মওকুফের আবেদন করিয়া অত্র মামলাটি দায়ের করিয়াছেন। সুতরাং দরখাস্তকারী-বাদীর চাকুরীর সুবিধা বাবদ মজুরী পাওনা ১,৬৫,৬১৯.৩৫ টাকা মজুরী প্রদানের আদেশ প্রদানের জন্য মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫ ধারা মোতাবেক মামলাটি আনীত হইয়াছে।

অপরদিকে ১ ও ২নং প্রতিপক্ষ ওকালতনামাসহ হাজির হইয়া লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বলেন যে, অত্রাকারে মামলাটি সচলযোগ্য নহে, মামলাটি তামাদি দোষে বারিত, মামলাটিতে পক্ষদোষ রহিয়াছে।

১ ও ২নং প্রতিপক্ষের জবাবের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ কওমী জুট মিল লিঃ, রায়পুর, সিরাজগঞ্জ একটি জাতীয়করণ প্রতিষ্ঠান এবং উহার ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশন, মতিঝিল, ঢাকার বোর্ড অব ডাইরেক্টর দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রতিপক্ষ জুট মিলের শ্রমিকদের পূর্বে অবসর প্রদানের কোন বয়স সীমা ছিল না। শ্রমিকদের অবসর সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রথমে বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ গেজেট মাধ্যমে ও বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন, আদমজী কোর্ট, মতিঝিল, ঢাকার ৮-১১-৯৪ ইং তারিখের আন্তঃ বিভাগীয় পত্র দ্বারা ঐ আইনটি ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ হইতে কার্যকর হয় এবং ২৯-১২-৯৪ ইং তারিখের ৬১২ নং স্মারক মোতাবেক ৬০ বৎসর বয়স পূর্তিতে ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ হইতে অবসর প্রাপ্ত গণ্য করিয়া অবসরকালীন সুবিধাদী পাইবেন। বাদী হযরত আলী ১-১০-৬৮ ইং তারিখে মোটা তাঁতী পদে কওমী জুট মিলে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং তাহার স্বঘোষিত জন্ম তারিখ ছিল ২১-১-৩৪ ইং বিবেচনায় হযরত আলীর অবসর গ্রহণের তারিখ ২১-১-৯৪ ইং। বাদী হযরত আলীকে তাহার প্রদত্ত জন্ম তারিখ অনুসারে ১৮-২-৯৫ ইং তারিখে চাকুরী থেকে অবসর দেওয়া হয় কিন্তু কওমী জুট মিলের শ্রমিকগণ ও সি,বি,এ, নেতৃবৃন্দের দাবী ও চাপের মুখে শৃংখলা ও উৎপাদনের স্বার্থে মিলের উপ-মহাব্যবস্থাপক, সি,সি, অফিস কক্ষে ১৯-২-৯৫ ইং তারিখে মিল ডাক্তারের ঘোষণা অনুযায়ী মিলের ম্যানেজমেন্টের বৈঠকে সিদ্ধান্তের আলোকে ৬০ বৎসর পূর্ণ না হওয়ায় অবসর আদেশ প্রত্যাহার/বাতিল করিয়া হযরত আলীকে কাজে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২৩-৪-৯৬ ইং তারিখে বিজেএমসি, খুলনা জোনের ভারপ্রাপ্ত উপ-ব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা) কর্তৃক অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে হযরত আলীসহ ৫ জন শ্রমিকের পুনরায় কাজে যোগদানের প্রেক্ষিতে মিলের ন্যূনতম ৮৫,৪৪০.৮৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধনের রিপোর্টের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় প্রসিডিং হইয়া মামলা হয় এবং অতিরিক্ত কার্যকালের জন্য আর্থিক সংশ্লিষ্টতা ১৪,৬৫০.০০ টাকা তদন্তে দায়ী কর্মকর্তাদের নিকট হইতে আদায়ের সিদ্ধান্ত হয়। বাদী শ্রমিক হযরত আরী ৮-৯-৯৪ হইতে ৩১-৫-২০০০ ইং তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত চাকুরী সময়কালের জন্য প্রদত্ত মজুরী ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি বাবদ ২,১১,৬০১.৩০ টাকা গ্রহণ করায় উক্ত টাকা উক্ত শ্রমিকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য। বাদী হযরত আলী অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ করায় প্রতিপক্ষ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কর্তনের আদেশ হয়। বাদী হযরত আলীর ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ে মাসিক মূল বেতন ছিল ১৭৯০.৯৪ টাকা এবং সেই হিসাবে ৫২ মাসের গ্র্যাচুয়িটি বাবদে (১৭৯০.৯৪×৫২)=৮৮,৯৭০.৯৫ টাকা পাওনা হয় কিন্তু উক্ত শ্রমিকের নিকট ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত বাদীর গৃহীত বিভিন্ন খাতে অগ্রিম বাবদ ২৫,৫০৭.৫৫ টাকা বাদ দিলে মিল কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে বাদীর পাওনা দাঁড়ায় ৬৩,৪৬৩.৪০ টাকা কিন্তু বাদী শ্রমিক ৮-৯-৯৪ হইতে ৩১-৫-২০০২ ইং তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত সময়কালের গৃহীত মজুরী ও অন্যান্য সুবিধাদি বাবদ ২,১১,৬০১.৩০ টাকা বিজেএমসির ২০-১১-০১ ইং তারিখের ৪৪৪ নং পত্র

মোতাবেক আদায়যোগ্য হওয়ায় সমন্বয় অন্তে প্রতিপক্ষ মিলের বাদীর নিকট পাওনা দাঁড়ায় ১,৪৮,১৩৭.৯০ টাকা। সুতরাং বাদী হযরত আলীর দাবী মতে ১,৬৫,৬১৯.৩৫ টাকা দাবী সঠিক নহে। বাদীর মামলাটি তামাদি দোষে বারিত হওয়ায় প্রতিকারযোগ্য নহে এবং বাদীর মামলাটি ডিসমিসযোগ্য হইতেছে।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

১। বাদীর মামলাটি অত্রাকারে সচলযোগ্য কি না?

২। বাদীর মামলাটি তামাদি দোষে বারিত কি না?

৩। বাদী-শ্রমিক হযরত আলী চাকুরীর সময়কালে প্রতিপক্ষের নিকট হইতে চাকুরীর সুবিধা পাওনা বাবদ ১,৬৫,৬১৯.৩৫ টাকা আদায়ের আদেশ পাইবার আইনতঃ হকদার কি না?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

১-৩-নং বিবেচ্য বিষয়সমূহ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। মামলাটির চূড়ান্ত শুনানীকালে বাদী পক্ষে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ হযরত আলী বাদী স্বয়ং ও পি, ডাব্লিউ-২ মোঃ নজরুল ইসলাম, জেনারেল সেক্রেটারী, সি, বি, এ কওমী জুট মিলস্ লিঃ রায়পুর ২ জন মৌখিক সাক্ষীর সাক্ষ্য ও জেরা গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয় এবং বাদীর দালিলিক কাগজাদি এক্সিবিট-১ ও ২ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। অপরদিকে প্রতিপক্ষে ও, পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ খায়রুজ্জামান নুরী, কওমী জুট মিলের শ্রম দপ্তরের এ, সি, ও, এবং ইনচার্জ, শ্রম দপ্তরকে সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করা হয় এবং প্রতিপক্ষের দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-ক, খ, খ(১) হইতে খ(৪), গ, ঘ, ঘ(১), ঙ, ঙ(১) হইতে ঙ(৬) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারী মোঃ হযরত আলী শ্রমিক নং ২৩৬০ প্রতিপক্ষ কওমী জুট মিলস্ লিঃ, রায়পুর, সিরাজগঞ্জে ১-১০-১৯৬৮ ইং তারিখে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং মোটা তাঁতী হিসাবে মোটা তাঁত বিভাগে 'ক' চক্রে চাকুরীতে থাকিয়া ১-৬-২০০০ ইং তারিখ থেকে চাকুরী হইতে অব্যাহতির মাধ্যমে অবসর আদেশ প্রাপ্ত হন। বাদীর দাখিলী এক্সিবিট-২ এবং প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ঙ(২) প্রতিপক্ষের ১৩-১২-২০০১ ইং তারিখের ২৬১৪ নং স্মারকমূলে উপরোক্ত স্বীকৃত বিষয় প্রমাণিত হয়। দরখাস্তকারী হযরত আলী প্রতিপক্ষ কর্তৃক তাহার অবসর আদেশ ও পাওনা বাবদ প্রদত্ত চিঠির প্রেক্ষিতে ও অতিরিক্ত সময় চাকুরীকালের জন্য প্রদত্ত মজুরী ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি কর্তনের নির্দেশের প্রেক্ষিতে অবসরকালীন সুবিধা হিসাবে ৬৪ মাসের গ্র্যাচুয়িটি বাবদ মূল বেতন (১৯১১.৬৫×৬৪)=১,২২,৩৪৫.৬০ টাকা ও অন্যান্য ও বোনাস নোটিশ পে, ছুটির নগদায়ন সুবিধাদিসহ পাওনা ১,৬৫,৬১৯.৩৫ টাকা আদায়ের আদেশ চেয়েছেন। স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারী হযরত আলী প্রতিপক্ষ কর্তৃক একবার চাকুরী হইতে অবসর প্রদানের আদেশপ্রাপ্ত হন এবং উক্ত অবসর আদেশ প্রতিপক্ষ কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই বাতিলপূর্বক চাকুরীতে পুনর্বহালের আদেশপ্রাপ্ত হন এবং ১-৬-২০০০ ইং তারিখে চাকুরী থেকে অব্যাহতির মাধ্যমে অবসর আদেশ প্রাপ্ত হন। বাদী হযরত আলী এই মর্মে দাবী করেছেন যে, বাদী প্রকৃত পক্ষে ১৩-১২-২০০১ ইং তারিখ পর্যন্ত চাকুরী করেছেন কিন্তু ১৩-১২-০১ ইং তারিখ পর্যন্ত চাকুরী করার কোন কাগজ বা দালিলিক প্রমাণ বাদী পক্ষ হইতে আদালতে প্রমাণে আনেন নাই। অপরদিকে দরখাস্তকারীর ১-৬-২০০০ ইং তারিখ পর্যন্ত চাকুরীর করার বিষয় বাদীর দাখিলী এক্সিবিট-২ এবং প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ঙ(২) দৃষ্টে প্রমাণিত হয়। দরখাস্তকারীর দাখিলী এক্সিবিট-১ এবং প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ঙ(৫) দৃষ্টে প্রতিপক্ষের ২০-২-৯৫ ইং তারিখের স্মারক নং কওমী/শ্রঃদঃ/৯৫/১৩৬০/৫৪৩ মূলে কওমী জুট মিলের উপ-মহাব্যবস্থাপক শ্রমিক হযরত আলীকে ১৮-২-৯৫ ইং তারিখের অবসর প্রদানের আদেশটি মিল ডাক্তারের প্রদত্ত বয়ানের প্রেক্ষিতে বাতিলপূর্বক দরখাস্তকারীকে চাকুরীতে যোগদানের অনুমতি প্রদান করেন এবং প্রতিপক্ষের এক্সিবিট-

ঙ(২) ১৩-১২-০১ ইং তারিখের ২৬১৪ নং স্মারকমূলে শ্রমিক হযরত আলীকে ৬০ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার কারণে ও Public Corporation (Management Co-ordination) Ordinance (Act 17 of আইনের ১৪(এ) সাব-সেকশন (১) মোতাবেক ৭-৯-৯৪ ইং তারিখে আইনটি কার্যকরী হওয়ায় ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ হইতে অবসর প্রদান করিয়া ৫২ মাসের গ্র্যাচুয়িটি প্রদানের আদেশসহ ১-৬-২০০০ ইং তারিখ হইতে অব্যাহতি প্রদান করেন এবং একই আদেশে হযরত আলীর ৮-৯-৯৪ হইতে ৩১-৫-২০০০ ইং তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত সময়কালের জন্য প্রদত্ত মজুরী ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি কর্তন করার নির্দেশ দেন। স্বীকৃত মতেই শ্রমিক বাদী হযরত আলী ১-১০-১৯৬৮ ইং তারিখে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং তাহার প্রদত্ত জন্ম তারিখ চাকুরীর সার্ভিস রেকর্ড ফোলডারের এক্সিবিট-ঙ দৃষ্টে ২২-১-১৯৩৪ইং প্রতীয়মান হয়। দরখাস্তকারী হযরত আলী পক্ষে দাবী হইল এই মর্মে যে, হযরত আলীর সর্বশেষ মাসিক মূল বেতন ছিল ১৯১১.৬৫ টাকা এবং তাহার ক্রমাগত প্রায় ৩২ বৎসর চাকুরীর জন্য ৬৪ মাসের গ্র্যাচুয়িটি বাবদ (১৯১১.৬৫×৬৪)=১,২২,৩৪৫.৬০ টাকা এবং নোটিশ পে, বোনাস ও ছুটির নগদায়নসহ মোট ১,৬৫,৬১৯.৩৫ টাকা আদায় পাইবেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ তাহার দাবীকৃত টাকা প্রদান না করিয়া ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ হইতে অবসর দেখাইয়া মূল বেতন ১৭১০.৯৪ টাকার উপর ৫২ মাসের গ্র্যাচুয়িটি হিসাবে পাওনা টাকা প্রদানের আদেশসহ অতিরিক্ত সময়কালের চাকুরীর জন্য গৃহীত বেতন মজুরী ও আর্থিক সুবিধাদি বেআইনীভাবে কর্তনের নির্দেশ দেন। অপরদিকে প্রতিপক্ষ হইতে এইরূপ দাবী করা হইয়াছে যে, শ্রমিক হযরত আলী ১-১০-৬৮ ইং তারিখে চাকুরীতে যোগদানের সময় তাহার প্রদত্ত জন্ম তারিখ ২২-১-৩৪ ইং বিবেচনায় ও বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা ৭ই সেপ্টেম্বর/৯৪ গেজেট মাধ্যমে প্রকাশিত আইন ও বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন, মতিঝিল, ঢাকার ৮-১১-৯৪ ইং তারিখের আন্তঃ বিভাগীয় পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক শ্রমিকদের অবসর সংক্রান্ত বয়স ৬০ বৎসর নির্ধারণ হওয়ায় এবং উহা ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ হইতে কার্যকরী হওয়ার প্রেক্ষিতে হযরত আলীর প্রদত্ত জন্ম তারিখ অনুযায়ী অবসর গ্রহণের তারিখ দাঁড়ায় ২২-১-৯৪ ইং এবং এই আইনটি কার্যকরী হওয়ার তারিখ ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত হযরত আলী ৫২ মাসের গ্র্যাচুয়িটি বাবদ (১৭১০.৯৪×৫২)=৮৮,৯৭০.৯৫ টাকা পাইবেন এবং উক্ত পাওনা টাকা থেকে মিলের প্রদত্ত অগ্রিম সমন্বয় অন্তে এবং শ্রমিক হযরত আলীর ৮-৯-৯৪ হইতে ৩১-৫-২০০০ ইং তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত সময়কালের জন্য প্রদত্ত মজুরী ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি ২,১১,৬০১.৩০ টাকা প্রতিপক্ষ মিল ফেরত আদায় পাইবে। প্রতিপক্ষ মিলের হযরত আলীর নিকট হইতে পাওনা দাঁড়ায় ১,৪৮,১৩৭.৯০ টাকা মর্মে দাবী করিয়া বাদীর দাবীকৃত ১,৬৫,৬১৯.৩৫ টাকা সঠিক নহে মর্মে উল্লেখ করিয়াছেন। উভয় পক্ষ নিজ নিজ মামলার সমর্থনে মৌলিক ও দালিলিক সাক্ষী পরীক্ষা করিয়াছেন। পক্ষগণের প্লিডিংস পর্যালোচনায় ও স্বীকৃত মতেই প্রতিপক্ষ কওমী জুট মিলস লিঃ, রায়পুর, সিরাজগঞ্জে কর্মরত শ্রমিকদের তথা দরখাস্তকারী চাকুরীতে যোগদানের সময় অবসর সংক্রান্ত বয়স নির্ধারণ ছিল না। প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ক, খ, খ(১) দৃষ্টে বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা ৭ই সেপ্টেম্বর/৯৪ গেজেট মাধ্যমে প্রকাশিত ১৯৯৪ সনের ১৭ নং আইন মোতাবেক বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের ৬০ বৎসর পূর্তির সাথে সাথে অবসর প্রদানের আইন ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ হইতে কার্যকরী হয়। বাদী পক্ষ মামলার আরজিতে বাদী হযরত আলীর এক্সিবিট-ঙ সার্ভিস ফোল্ডারে প্রদত্ত জন্ম তারিখ ২২-১-৩৪ ইং চ্যালেঞ্জ করেন নাই বা কোন আইন আদালত কর্তৃক উক্ত জন্ম তারিখ পরিবর্তন ঘোষিত হয় নাই। প্রতিপক্ষের জবাবের বক্তব্য মোতাবেক হযরত আলীর প্রদত্ত জন্ম তারিখ অনুসারে প্রথম ১৮-২-৯৫ ইং তারিখ হইতে অবসর দেওয়া হইলেও মিল শ্রমিকগণ ও সি, বি, এ, নেতৃবৃন্দের দাবী ও চাপের প্রেক্ষিতে মিলের ডাক্তার কর্তৃক জন্ম তারিখ ঘোষণা অনুযায়ী এবং বৈঠকের সিদ্ধান্তের আলোকে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়া অবসর আদেশ বাতিল করিয়া কাজে যোগদানের অনুমতি দেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ হইতে মিলের শ্রমিকগণ ও সি, বি, এ, নেতৃবৃন্দের দাবী, চাপ ও বিশৃংখলা সৃষ্টির প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ কর্তৃপক্ষ অবসর আদেশ বাতিল করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এই মর্মে থানায় দায়েরকৃত কোন জি, ডি, বা কোন কাগজ

প্রতিপক্ষ হইতে প্রমাণে আনিতে সক্ষম হন নাই। বাদী হযরত আলীর সার্ভিস ফোল্ডার এক্সিবিট-ঙ এর তিন জায়গায় জন্ম তারিখ ১২-১-৩৪ ইং উল্লেখ দেখা যায় এবং বাদীর প্রদত্ত উক্ত জন্ম তারিখ অগ্রাহ্য করার আইনগত কোন কারণ নাই। সুতরাং বাদী হযরত আলীর সার্ভিস ফোল্ডারে প্রদত্ত জন্ম তারিখ ১২-১-৩৪ ইং বিবেচনায় এবং প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ক, খ, খ(১) কাগজাদি দৃষ্টে গেজেটে প্রকাশিত ১৯৫৯ সালের Public Corporation (Management Co-ordination) Ordinance (Act 17 of 94) আইনের 14(A) sub-section (1) মোতাবেক বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের ৬০ বৎসর বয়স পূর্তির সংগে সংগে অবসর প্রদানের আইনের আলোকে বাদী হযরত আলীর প্রদত্ত জন্ম তারিখ থেকে তাহার অবসর গ্রহণের তারিখ দাঁড়ায় ২২-১-৯৪ ইং কিন্তু যেহেতু আইনটি ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ হইতে বলবৎ হয়, সেহেতু উক্ত ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ থেকেই বাদী হযরত আলীর অবসর আদেশ আইনানুগভাবে বলবৎযোগ্য। স্বীকৃত মতেই ও রেকর্ড দৃষ্টে বাদী হযরত আলীর অবসর গণনা হইবে ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ থেকে এবং ৮-৯-৯৪ হইতে ১-৬-২০০০ ইং তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত ৬ বৎসর সময় চাকুরী করায় ঐ সময়ের বেতন মজুরীসহ বাদী হযরত আলী আর্থিক সুবিধাদি গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা প্রতিপক্ষ কর্তনের নির্দেশ দিয়াছেন। ও, পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ খায়রুজ্জামান নুরী, কওমী জুট মিলের শ্রম দপ্তরের এ, সি, ও, এবং ইনচার্জ সাক্ষীর জেরায় স্বীকার করিয়াছেন যে, বাদী শ্রমিক হযরত আলী ৬ বৎসর ৪ মাস অতিরিক্ত কাজ করিয়াছেন। ৬ বৎসর পূর্বে বাদীকে চাকুরী থেকে অবসর দিলে তাহাকে অতিরিক্ত ৬ বৎসর কাজ করিতে হইত না। শ্রমিক কাজ করিলে মজুরী পাইবে। সুতরাং প্রতিপক্ষের স্বীকারোক্তি মতেই শ্রমিক কাজ করিলে মজুরী পাইবে এবং বাদী হযরত আলী অতিরিক্ত ৬ বৎসর অতিরিক্ত সময়ের বেতন মজুরী ও আর্থিক সুবিধাদি গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী এইরূপ নিবেদন করেন যে, বাদী হযরত আলীর ৬০ বৎসরের অধিক সময় চাকুরী করার অধিকার ছিল না এবং ৬ বৎসরের অতিরিক্ত চাকুরীর জন্য চাকুরীকালে গৃহীত অর্থ প্রতিপক্ষ আদায় পাইবেন। স্বীকৃত মতেই মহাব্যবস্থাপক, শ্রম কল্যাণ, কওমী জুট মিলস লিঃ এর আদেশক্রমেই বাদী হযরত আলীর পূর্বের অবসর আদেশ বাতিল পূর্বক কাজে যোগদান করেন এবং বাদী চাকুরীতে বহাল থাকিয়া ১-৬-২০০০ ইং তারিখে চাকুরী থেকে প্রতিপক্ষের নির্দেশে অব্যাহতি পান। সুতরাং প্রতিপক্ষ কওমী জুট মিলস লিঃ এর কর্তৃপক্ষের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে বাদী হযরত আলীকে ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ হইতে অবসর না দিয়া প্রথম অবসর আদেশ বাতিল করিয়া ক্রমাগতভাবে ১-৬-২০০০ ইং তারিখ পর্যন্ত চাকুরী করাইয়াছেন। প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রথম অবসর আদেশ প্রদানের প্রেক্ষিতে মিলের শ্রমিকগণ ও সি, বি, এ, নেতৃবৃন্দের দাবী, চাপ ও বিশৃংখলা সৃষ্টির প্রেক্ষিতে অবসর আদেশ বাতিল বক্তব্যের পোষকতায় প্রতিপক্ষ হইতে কোন জি, ডি, দায়ের করা হইয়াছিল মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাছাড়াও বাদী হযরত আলীর জন্ম তারিখের সহিত কথিত মিলের ডাক্তারের প্রদত্ত বয়সের তারিখ ২৮-১-১৯৪৪ ইং হিসাবে বিরাট ব্যবধান দেখাইয়া বেআইনীভাবে প্রথম অবসর আদেশ বাতিল ও কাজে যোগদানের অনুমতি দেখা যায়। ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক বাদী হযরত আলী অতিরিক্ত ৬ বৎসর কাল চাকুরী করিয়াছেন এবং বাদী অতিরিক্ত বেতন মজুরী ও আর্থিক সুবিধাদি অতিরিক্ত শ্রমের বিনিময়ে গ্রহণ করায় প্রতিপক্ষ হইতে উহা আইনতঃ আদায়যোগ্য/ফেরতযোগ্য নহে। বরং বাদী হযরত আলী শ্রমিক হিসাবে কাজ করায় শ্রমের বিনিময়ে গৃহীত মজুরীর অর্থ (আর্থিক সুবিধাদি) যাহা বাদী প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা প্রতিপক্ষের দাবী মতেই ২,১১,৬০১.৩০ টাকা প্রতিপক্ষ আইনতঃ ফেরত আদায় পাইবার হকদার নহেন। অপরদিকে বাদী শ্রমিক হযরত আলী কর্তৃক প্রদত্ত জন্ম তারিখ ২২-১-৩৪ ইং এবং যেহেতু ১৯৯৪ সনের ১৭ নং আইন মোতাবেক বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক হিসাবে হযরত আলীর বয়স ২২-১-৯৪ তারিখে ৬০ বৎসর দাঁড়ায় এবং অবসর সংক্রান্ত আইনটি ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ হইতে কার্যকরী হওয়ায় বাদীর আইনানুগভাবে অবসর সংক্রান্ত গ্র্যাচুয়িটির দাবী ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত পাইবার হকদার থাকিবেন। সুতরাং বাদী শ্রমিক হযরত আলী অবসর সংক্রান্ত গ্র্যাচুয়িটির দাবী মূল বেতন

(১৭৯০.৯৮×৫২)=৮৮,৯৭০.৯৬ টাকা পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন এবং আইনানুগভাবেই অতিরিক্ত ৬ বৎসর সময়কালের জন্য বাদী গ্র্যাচুয়িটি বাবদ সুবিধা পাইবার হকদার নহেন। বাদী হযরত আলী অতিরিক্ত ৬ বৎসর সময়কালের গৃহীত বেতন মজুরী ও আর্থিক সুবিধাদি আইনানুগভাবে পাইবেন ববং উক্ত টাকা বাদী চাকুরীকালীন সময়ে গ্রহণ করায় আইনানুগভাবে প্রতিপক্ষের দাবী মতে প্রদত্ত ২,১১,৬০১.৩০ টাকা প্রতিপক্ষ ফেরত পাইবেন না। দরখাস্তকারী হযরত আলী তাহার আরজিতে দাবীকৃত টাকার মধ্যে গ্র্যাচুয়িটি ছাড়াও নোটিশ পে, বোনাস ও ছুটির নগদীকরণ টাকা দাবী করিয়াছেন, কিন্তু যেহেতু হযরত আলীকে চাকুরী থেকে অবসর দেওয়া হয় এবং যেহেতু বাদী শ্রমিকের কোন টার্মিনেশনের প্রশ্ন জড়িত না থাকায় দাবীকৃত নোটিশ পে বাবদ কোন টাকা আইনানুগভাবে প্রদেয় নহে এবং দাবীকৃত বোনাসের টাকা আদায়যোগ্য নহে। এই প্রসংগে দরখাস্তকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী অবশ্য যুক্তিতর্ক পেশকালে অকপটে স্বীকার করেন যে, সংশ্লিষ্ট শ্রমিক বোনাসের টাকা ইতিপূর্বে গ্রহণ করিয়াছেন। বাদী ছুটি নগদীকরণের টাকা চেয়েছেন কিন্তু বাদীর কোন ছুটি পাওনা রহিয়াছে ঐ মর্মে কোন কাগজ বা সার্টিফিকেট দাখিল করিয়া প্রমাণ করেন নাই। প্রতিপক্ষের দাখিলী বাদীর সার্ভিস ফোল্ডার এক্সিবিট-ঙ চাকুরীর খতিয়ান বহিতে রক্ষিত কাগজাদি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, বাদী হযরত আলী বৎসর ভিত্তিতে মজুরীসহ ছুটির ছাড়পত্র গ্রহণ করিয়াছেন ঐরূপ মজুরীসহ ছুটির ছাড়পত্র রেকর্ডে সংযুক্ত রহিয়াছে। সুতরাং বাদীর ছুটির নগদীকরণ পাওনা রহিয়াছে তাহা প্রমাণিত হয় না। সুতরাং বাদীর মোট দাবীর মধ্যে নোটিশ পে, বোনাস ও ছুটি নগদীকরণের টাকা আইনতঃ বাদী পাইবার হকদার নহেন। এই মামলাটিকে বাদী হযরত আলী সি, পি, এফ, বা প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা দাবী করিয়া মামলা করেন নাই। প্লিডিংস পর্যালোচনায় মূল বিষয় ছিল এই মর্মে যে, বাদী হযরত আলী ৮-৯-৯৪ হইতে ১-৬-২০০০ ইং তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত সময়কাল চাকুরীর জন্য বেতন মজুরী ও আর্থিক সুবিধাদি যাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা প্রতিপক্ষ ফেরত পাইবেন কি না? এখানে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বাদী হযরত আলী প্রতিপক্ষের নির্দেশনার আলোকে অতিরিক্ত সময়কাল চাকুরী করিয়াছেন এবং প্রদত্ত শ্রমের বিনিময়ে বেতন মজুরী গ্রহণ করিয়াছেন সেহেতু অতিরিক্ত সময়কালের চাকুরীকালে গৃহীত বেতন মজুরী ও আর্থিক সুবিধাদি প্রতিপক্ষ আইনতঃ ফেরত পাইবার হকদার নহেন। তবে মিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাদী হযরত আলীকে চাকুরীকালে কোন অগ্রিম টাকা প্রদান করিলে তাহা প্রতিপক্ষ পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া সমন্বয় করিতে পারিবেন। সুতরাং প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বাদী হযরত আলী প্রতিপক্ষ কওমী জুট মিলস লিঃ এর নিয়ন্ত্রণাধীন ও নির্দেশনার আলোকে ১-৬-২০০০ ইং তারিখ পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে চাকুরী করিয়াছেন এবং বাদী কর্তৃক প্রদত্ত সার্ভিস ফোল্ডারের জন্ম তারিখ ২২-১-৩৪ হইতে ১৯৫৬ সালের পাবলিক কর্পোরেশন (ম্যানেজমেন্ট কো-অর্ডিনেশন) অর্ডিন্যান্স (এ্যাক্ট ১৭ অফ ৯৪) আইনের ১৪(এ) সাব-সেকশন (১) মোতাবেক শ্রমিকের অবসরের বয়স ৬০ বৎসর বিবেচনায় এবং অবসর সংক্রান্ত আইনটি ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ হইতে কার্যকরী করায় উক্ত ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ হইতে অবসর গণনা করিয়া বাদী হযরত আলী অবসরকালীন সুবিধা হিসাবে গ্র্যাচুয়িটি বাবদ মূল বেতন (১৭১০.৯৮×৫২)=৮৮,৯৭০.৯৬ টাকা পাইবার আইনতঃ হকদার। বাদী হযরত আলী তাহার দাবীর মধ্যে নোটিশ পে, বোনাস ও ছুটির নগদীকরণের টাকা পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন। সুতরাং বাদী হযরত আলীর দাবী মতে অতিরিক্ত সময়কাল গণনাসহ গ্র্যাচুয়িটির সুবিধা ৬৪ মাসের দাবী বিবেচনার অবকাশ নাই। অবসর সংক্রান্ত আইনের আলোকে বাদী হযরত আলীর অবসর গ্রহণের তারিখ ৭-৯-৯৪ ইং বিবেচনায় আসিবে। সেই দৃষ্টিকোন থেকে বাদীর গ্র্যাচুয়িটির দাবী ৮৮,৯৭০.৯৬ টাকা আংশিক প্রমাণিত হয়। বাদীর মোট দাবীর মধ্যে নোটিশ পে, বোনাস ও ছুটির নগদায়নের টাকা বাদী পাইবার হকদার নহেন। বাদী হযরত আলী ৮-৯-৯৪ হইতে ১-৬-২০০০ ইং তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত ৬ বৎসরের গৃহীত বেতন মজুরী ও আর্থিক সুবিধাদি (প্রতিপক্ষের দাবী মতে) ২,১১,৬০১.৩০ টাকা প্রতিপক্ষ আইনানুগভাবে ফেরত পাইবার হকদার নহেন। শুধুমাত্র বাদী চাকুরীকালে মিলের নিকট কোন খাত হইতে অগ্রিম টাকা গ্রহণ করিয়া থাকিলে প্রতিপক্ষ পরীক্ষা

নিরীক্ষা অন্তে তাহা সমন্বয় করিতে পারিবেন। মামলার তামাদি সংক্রান্ত প্রতিপক্ষে উত্থাপিত আপত্তি আদালত কর্তৃক ১২-১০-২০০০ ইং তারিখের আদেশমূলে বাদীর তামাদি খন্ডনের আবেদন মঞ্জুর করা হইয়াছে। ৪ মাসের তামাদি খন্ডিত হইয়াছে। সুতরাং অত্র আদালত মামলাটি তামাদি দোষে বারিত নহে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ২ নং তামাদি ইস্যুটি বাদী পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। বাদীর মামলাটি অত্রাকারে সচলযোগ্য হওয়ায় এবং বাদী মামলাটিতে আংশিক প্রতিকারযোগ্য হইতেছেন।

সুতরাং

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র পি, ডাব্লিউ, মামলাটি দোতরফাসূত্রে ১/২ নং প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় আংশিক মঞ্জুর (allowed in part) হয়। দরখাস্তকারী শ্রমিক হযরত আলীর অবসরজনিত মজুরী গ্র্যাচুয়িটি বাবদ ৮৮,৯৭০.৯৬ টাকা ১/২ নং প্রতিপক্ষগণকে প্রদানের নির্দেশ দেওয়া গেল। প্রতিপক্ষ উপরোক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আদেশে বর্ণিত পাওনা নির্ধারিত ২ (দুই) মাসের মধ্যে পরিশোধ করিবেন, অন্যথায় বাদী মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(৫) ধারা মোতাবেক তাহার পাওনাদি আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

আমার কথিত মতে লিখিত ও
আমার দ্বারা সংশোধিত।

১৫-১০-০৩ ইং
মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত ও মজুরী
পরিশোধ কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।

১৫-১০-০৩ ইং
মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত ও মজুরী
পরিশোধ কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত ও
মজুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।

রায় প্রদানের তারিখ ১৮ই অক্টোবর ২০০৩

পি, ডাব্লিউ, মামলা নং ১২/২০০২

মোঃ জামাল উদ্দিন (মৃত), শ্রম নং ১৯০৩, পদবী-বড় সরদার,
বিভাগ-স্পিনিং/ওয়েল্ডিং (বড় তাঁত কারখানা), চক্র-খ পক্ষে
মোছাঃ মুন্নি বেওয়া, জওজে-মৃত জামাল উদ্দিন, সাং রায়পুর (নূতন পাড়া),
পোঃ রায়পুর, থানা ও জেলা সিরাজগঞ্জ—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। কওমী জুট মিলস্ লিঃ পক্ষে- উপ-মহাব্যবস্থাপক,
২। উপ-মহাব্যবস্থাপক, কওমী জুট মিলস্ লিঃ, রায়পুর
থানা ও জেলা সিরাজগঞ্জ—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব মুরাদ হোসেন খান, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা দরখাস্তকারী মোঃ জামাল উদ্দিন (মৃত) পক্ষে স্ত্রী মোছাঃ মুন্নি বেওয়া কর্তৃক ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষগণকে মৃত মোঃ জামাল উদ্দিনের চাকুরীর সুবিধাদি মজুরী হিসাবে ৩,২৪,৪৮৪.৭৫ টাকা দরখাস্তকারীর স্ত্রী মুন্নি বেওয়াকে প্রদানের আদেশের নিমিত্তে মামলাটি আনীত হইয়াছে।

দরখাস্তকারী-বাদীর মামলার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী-বাদী মোছাঃ মুন্নি বেওয়ার স্বামী মোঃ জামাল উদ্দিন, শ্রমিক নং ১৯০৩ প্রতিপক্ষ কওমী জুট মিলস্ লিঃ, সিরাজগঞ্জে ১২-৩-১৯৬৮ ইং তারিখে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং একটানা নিরবচ্ছিন্নভাবে বড় সরদার হিসাবে তাঁত কারখানায় ২৪-১১-৯৯ ইং তারিখে মৃত্যু পর্যন্ত চাকুরীতে কর্মরত থাকেন এবং চাকুরীরত অবস্থায় মারা গেলে মিল কর্তৃপক্ষ থেকে ১৩-১২-২০০১ ইং তারিখের স্মারক নং ৫৪০ মূলে চিঠি প্রাপ্ত হন। দরখাস্তকারীর স্বামী জামাল উদ্দিনের সর্বশেষ মূল মাসিক বেতন ছিল ৩৯৫৬.৭৩ টাকা এবং মৃত জামাল উদ্দিন ৩১ বৎসর ক্রমাগত চাকুরী করিয়াছেন। বাদী জামাল উদ্দিন মারা যাওয়ার পর মিল কর্তৃপক্ষ পাওনা টাকা প্রদানের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। বাদী স্ত্রী হিসাবে এবং মহিলা হওয়ায় তদবিরাদি গ্রহণ করিয়াও কোন ফল পান নাই। দরখাস্তকারীর স্বামী জামাল উদ্দিনকে মিল কর্তৃপক্ষ একবার সাময়িক বরখাস্ত আদেশ ও চাকুরী থেকে অবসর প্রদানের আদেশ দিলেও তাহা প্রত্যাহার পূর্বক কর্তৃপক্ষ চাকুরীতে পুনর্বহাল করিয়া মৃত্যুর তারিখ পর্যন্ত চাকুরী করেন কিন্তু মিল কর্তৃপক্ষ পাওনা পরিশোধের যে চিঠি প্রদান করেন সেখানে জামাল উদ্দিনের ৬০ বৎসরের অতিরিক্ত ৫ বৎসর ২ মাস সময়ের চাকুরীর বেতন ও সুবিধাদি বেআইনীভাবে কর্তনের সিদ্ধান্ত নেন এবং বাদীকে চাকুরীর সুযোগ সুবিধাদি মজুরী থেকে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টা করায় বাদীর মামলার কারণ উদ্ভব ঘটিয়াছে। দরখাস্তকারী মুন্নি বেওয়া মৃত জামাল উদ্দিনের বিধবা স্ত্রী এবং বৈধ প্রতিনিধি হিসাবে মৃত জামাল উদ্দিনের চাকুরীর আর্থিক সুবিধাদি মজুরী হিসাবে ৩,২৪,৪৮৪.৭৫ টাকা আদায়ের আদেশ পাইবার হকদার হইতেছেন। দরখাস্তকারী জামাল উদ্দিনের পাওনা বাবদ তলব তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও ক্রমাগত বাধার মুখে পড়েন এবং সর্বশেষ ৩০-৯-২০০২ ইং তারিখে উপেক্ষিত হওয়ায় মামলা করিবার কারণ উদ্ভব ঘটে। সিরাজগঞ্জ জেলার দূরবর্তী এলাকা থেকে মহিলা হিসাবে এসে আইনজীবীর সংগে যোগাযোগ করিয়া প্রতিকূলতার কারণে ৪ মাস সময়কাল তামাদি হিসাবে খন্ডনের আবেদন করিয়া মামলাটি দায়ের করিয়াছেন। সুতরাং দরখাস্তকারীর মৃত স্বামী জামাল উদ্দিনের চাকুরীর সুবিধা মজুরী বাবদ ৩,২৪,৪৮৪.৭৫ টাকা প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রদানের আদেশ প্রাপ্তির জন্য মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫ ধারা মোতাবেক মামলাটি আনীত হইয়াছে।

অপরদিকে ১ ও ২ নং প্রতিপক্ষ ওকালতনামাসহ হাজির হইয়া লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বলেন যে, অত্রাকারে মামলাটি সচলযোগ্য নহে, মামলাটি তামাদি দোষে বারিত, মামলাটিতে পক্ষদোষ রহিয়াছে। ১ ও ২ নং প্রতিপক্ষের জবাবের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ কওমী জুট মিলস্ লিঃ, রায়পুর, সিরাজগঞ্জ জাতীয়করণ শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং উহার ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশন মতিঝিল, ঢাকার বোর্ড অফ ডাইরেক্টর দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রতিপক্ষ কওমী জুট মিলের শ্রমিকদের পূর্বে অবসর প্রদানের কোন বয়স সীমা ছিল না। শ্রমিকদের অবসর প্রদান সংক্রান্তে প্রথমে বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা ৭ ইং সেপ্টেম্বর/৯৪

গেজেট মাধ্যমে ও বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন, আদমজী কোর্ট, মতিঝিল, ঢাকার ৮-১১-৯৪ ইং তারিখের আন্তঃ বিভাগীয় পত্র দ্বারা ৬০ বৎসর বয়সে অবসর সংক্রান্ত আইনটি ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ হইতে কার্যকরী হয় এবং ২৯-১২-৯৪ ইং তারিখের ৬১২ নং স্মারক মোতাবেক ৬০ বৎসর পূর্তিতে ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত অবসরকালীন সুবিধাদি পাইবে। বাদী জামাল উদ্দিন চাকুরীতে যোগদান করেন ১২-৩-৬৮ ইং তারিখে এবং তাহার স্বঘোষিত জন্ম তারিখ ২৯-৭-১৯৩২ বিবেচনায় জামাল উদ্দিনে অবসর গ্রহণের তারিখ ২৮-১২-৯২ ইং। বাদী জামাল উদ্দিনকে প্রথমে জন্ম তারিখ অনুসারে ১৮-২-৯৮ ইং তারিখে অবসর দেওয়া হইলে মিলের শ্রমিকগণ ও সিবিএ নেতৃবৃন্দের দাবী ও চাপের প্রেক্ষিতে মিলের ডাক্তারের ঘোষণা অনুযায়ী ১-৭-৪২ ইং তারিখে ডাক্তারের প্রদত্ত জন্ম তারিখ মোতাবেক ১৯-২-৯৫ ইং তারিখের জুট মিলের ম্যানেজমেন্টের বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডাক্তারের প্রদত্ত বয়স মোতাবেক ৬০ বৎসর পূর্ণ না হওয়ায় পূর্বের প্রদত্ত অবসর আদেশ প্রত্যাহার/বাতিল পূর্বক জামাল উদ্দিনকে কাজে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয় কিন্তু ২৩-৪-৯৬ ইং তারিখের বিজেএমসি, খুলনা জোনের ভারপ্রাপ্ত উপ-ব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা) কর্তৃক অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে জামাল উদ্দিনসহ ৫ জন শ্রমিকের পুনরায় কাজে যোগাদান দেওয়ার ফলে মিলের ৮৫,৪৪০.৮৫ টাকা আর্থিক ক্ষতির রিপোর্টের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রসিডিং হইয়া বিভাগীয় মামলা হয় এবং অতিরিক্ত কার্যকালের জন্য আর্থিক সংশ্লিষ্টতা ১৪,৬৫০.০০ টাকা তদন্তে দায়ী কর্মকর্তাদের নিকট হইতে আদায়ের সিদ্ধান্ত হয়। শ্রমিক জামাল উদ্দিনের ৮-৯-৯৪ হইতে ২৩-১১-৯৯ ইং তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত সময়কালের জন্য প্রদত্ত মজুরী ও অন্যান্য সুবিধাদি মোট ৩,৬৫,০৪৭.৭৫ টাকা উক্ত শ্রমিকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য। বাদী জামাল উদ্দিনের ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ে মাসিক মূল বেতন ছিল ৩৩৮০.১৫ টাকা এবং সেই মোতাবেক ৫২ মাসের গ্র্যাচুয়িটি বাবদ জামাল উদ্দিনের পাওনা হয় ১,৭৫,৭৬০.৮০ টাক কিন্তু উক্ত শ্রমিকের নিকট ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত মিলের পাওনা ছিল ৬৬৮৮.৭০ টাকা। সুতরাং জামাল উদ্দিনের নিকট মিলের সর্বশেষ পাওনা ১,৯৫,৯৮৮.৬৮ টাকা আদায়যোগ্য। শ্রমিক জামাল উদ্দিনের মিলের নিকট ৩,২৪,৪৮৪.৭৫ টাকা দাবী সঠিক নহে। দরখাস্তকারী জামা উদ্দিনের মৃত্যুর কারণে ২৪-১১-৯৯ ইং তারিখ হইতে তাহার চাকুরীর অবসান হইয়াছে। বাদীর মামলা তামাদি দোষে বারিত হওয়ায় মামলাটি ডিসমিসযোগ্য হইতেছে।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

১। দরখাস্তকারীর মামলাটি অত্রাকারে আইনতঃ সচলযোগ্য কি না?

২। দরখাস্তকারীর মামলাটি তামাদি দোষে বারিত কি না?

৩। দরখাস্তকারী-শ্রমিক জামাল উদ্দিনের চাকুরীর অবসরকালীন সমুদয় পাওনা বাবদ ৩,২৪,৪৮৪.৭৫ টাকা প্রতিপক্ষের নিকট হইতে আদায়ের আদেশ পাইবার আইনতঃ হকদার কি না?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

১-৩ নং বিবেচ্য বিষয়সমূহ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। মামলাটির চূড়ান্ত শুনানীকালে বাদী পক্ষে পি, ডাব্লিউ-১ মোছাঃ মুন্নি বেওয়া মৃত জামাল উদ্দিনের স্ত্রী এবং পি, ডাব্লিউ-২ মোঃ নজরুল ইসলাম, জেনারেল সেক্রেটারী, সি, বি, এ, কওমী জুট মিলস্, রায়পুর ২ জন মৌখিক সাক্ষীর সাক্ষ্য ও জেরা গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয় এবং বাদী পক্ষের দালিলিক কাগজাদি এক্সিবিট-১ হইতে ৭ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। অপরদিকে প্রতিপক্ষের মৌখিক সাক্ষী হিসাবে ও, পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ খায়রুজ্জামান নূরী, কওমী জুট মিল, শ্রম দপ্তরের এ, সি, ও, এবং ইনচার্জ, শ্রম দপ্তরকে সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করা হয় এবং প্রতিপক্ষের দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-ক, খ, গ(১) খ(৪), গ, ঘ, ঘ(১) (ঘ)২ ও ঙ সিরিজ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। স্বীকৃত

মতেই দরখাস্তকারিনী মোছাঃ মুন্নি বেওয়ার স্বামী মৃত শ্রমিক জামাল উদ্দিন, শ্রমিক নং ১৯০৩ প্রতিপক্ষের কওমী জুট মিলস্ লিঃ, রায়পুর, সিরাজগঞ্জে ১২-৩-৬৮ ইং তারিখে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং চাকুরী করা কালে বড় সরদার হিসাবে মিলের তাঁত কারখানায় চাকুরীরত থাকিয়া ২৪-১১-৯৯ইং তারিখে মৃত্যুজনিত কারণে চাকুরীর অবসান ঘটে। (প্রতিপক্ষের এক্সিবিট-ঙ(৫) কওমী জুট মিলের উপ-মহাব্যবস্থাপক কর্তৃক ১৮-১২-৯৯ ইং তারিখের অফিস স্মারক নং কওমী/শ্রঃপঃ/১৯০৩/৯৯/ ১৪৭৭ মূলে সমর্থিত)। দরখাস্তকারিনী মুন্নি বেওয়া মৃত শ্রমিক জামাল উদ্দিনের বিধবা স্ত্রী হিসাবে প্রতিপক্ষ কর্তৃক জামাল উদ্দিনের পাওনা বাবদ চিঠির প্রেক্ষিতে ও অতিরিক্ত সময়কাল চাকুরী দেখাইয়া অতিরিক্ত সুবিধাদি কর্তনের নির্দেশের প্রেক্ষিতে ৬৪ মাসের গ্র্যাচুয়িটিসহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি মজুরী হিসাবে ৩,২৪,৪৮৪.৭৫ টাকা আদায়ের আদেশ চেয়েছেন। স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারিনীর স্বামী জামাল উদ্দিন প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রতদত্ত একবার সাময়িক বরখাস্ত আদেশ এবং একবার চাকুরী হইতে অবসর প্রদানের আদেশপ্রাপ্ত হইলেও তাহা প্রত্যাহারপূর্বক কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই চাকুরীতে পুনর্বহাল থাকিয়া মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ২৩-১১-৯৯ ইং তারিখ পর্যন্ত চাকুরী করিয়াছেন। দরখাস্তকারীর দাখিলী এক্সিবিট-১, ২, ৩ এবং প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-গ দ্বারা সমর্থিত। দরখাস্তকারী কর্তৃক দাখিলী এক্সিবিট-৩ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ শ্রমিক জামাল উদ্দিনকে ১৮-২-৯৫ ইং তারিখ থেকে অবসর প্রদানে আদেশটি মিল ডাক্তারের প্রদত্ত বয়সের প্রেক্ষিতে বাতিল করেন। দরখাস্তকারীর দাখিলী-এক্সিবিট-৪ এবং প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ঙ(৩) দৃষ্টে দেখা যায় যে প্রতিপক্ষ কওমী জুট মিলের উপ-মহাব্যবস্থাপক ১৩-১২-০১ ইং তারিখের স্মারক নং ২৬১৫ মূলে ৬০ বৎসর বয়স পূর্তির কারণে শ্রমিক জামাল উদ্দিনকে ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ হইতে অবসর প্রদান করিয়া ৫২ মাসের গ্র্যাচুয়িটি ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের পাওনা ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত প্রদানের আদেশ দেন এবং একই আদেশে জামাল উদ্দিনের ৮-৯-৯৪ হইতে ২৩-১১-৯৯ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়কালের জন্য প্রদাত্ত মজুরী ও আর্থিক সুবিধাদি কর্তন করার নির্দেশ দেন। স্বীকৃত মতেই শ্রমিক জামাল উদ্দিন ১২-৩-৬৮ ইং তারিখে চাকুরীতে যোগদান করিয়াছেন এবং তাহর প্রদত্ত জন্ম তারিখ চাকুরীর সার্ভিস রেকর্ড ফোল্ডার এক্সিবিট-ঙ, ঙ(১) দৃষ্টে জন্ম তারিখ ২৯-৭-৩২ ইং প্রতীয়মান হয়। দরখাস্তকারী পক্ষে দাবী হইল এই মর্মে যে, মৃত জামাল উদ্দিনের সর্বশেষ মূল বেতন ছিল ৩৯৫৬.৭৩ টাকা এবং জামাল উদ্দিন ক্রমাগত ৩১ বৎসর ৮ মাস ১১ দিন চাকুরী করায় ৬৪ মাসের গ্র্যাচুয়িটি বাবদ (৩৯৫৬.৭৩×৬৪)=২,৫৩,২০০.৭২ টাকা এবং নোটিশ পে, বোনাস ও ছুটির নগদায়নসহ মোট ৩,২৪,৪৮৪.৭৫ টাকা আদায় পাইবেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ দাবীকৃত টাকা প্রদান না করিয়া চিঠির মাধ্যমে ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ হইতে অবসর দেখাইয়া মূল বেতন ৩৩৮০.৯৫ টাকার উপর ৫২ মাসের গ্র্যাচুয়িটি হিসাবে পাওনা টাকা প্রদানের আদেশসহ অতিরিক্ত সময়কালের চাকুরীর জন্য গৃহীত বেতন মজুরী ও আর্থিক সুবিধাদি কর্তনের বেআইনীভাবে নির্দেশ দিয়াছেন। অপরদিকে প্রতিপক্ষ হইতে এইরূপ দাবী করা হইয়াছে যে, শ্রমিক জামাল উদ্দিন ১২-৩-৬৮ ইং তারিখে চাকুরীতে যোগদানের সময় তাহার প্রদত্ত জন্ম তারিখ ২৯-৭-৩২ বিবেচনায় ও বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা ৭ ই সেপ্টেম্বর/৯৪ গেজেট মাধ্যমে প্রকাশিত আইন ও বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন, মতিঝিল, ঢাকার ৮-১১-৯৪ ইং তারিখের আন্তঃবিভাগীয় পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক শ্রমিকদের অবসর সংক্রান্ত বয়স ৬০ বৎসর নির্ধারণ হওয়ায় এবং উহা ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ হইতে কার্যকরী হওয়ার প্রেক্ষিতে জামাল উদ্দিনের জন্ম তারিখ অনুযায়ী অবসর গ্রহণের তারিখ ২৮-১২-৯২ ইং। এই আইনটি কার্যকরী হওয়ার তারিখ ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত জামাল উদ্দিন ৫২ মাসের গ্র্যাচুয়িটি বাবদ (৩৩৮০.১৫×৫২)=১,৭৫,৭৬৭.৮০ টাকা পাইবেন এবং উক্ত পাওনা থেকে মিলের প্রদত্ত অগ্রিম সমন্বয়যোগ্য এবং জামাল উদ্দিনের ৮-৯-৯৪ হইতে ২৩-১১-৯৯ ইং তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত সময়কালের জন্য প্রদত্ত মজুরী ও অন্যান্য সুবিধাদি মোট ৩,৬৫,০৪৭.৭৫ টাকা প্রতিপক্ষ মিল ফেরত আদায় পাইবে। প্রতিপক্ষ মিলের জামাল উদ্দিনের নিকট হইতে পাওনা দাঁড়ায় ১,৯৫,৯৮৮.৬৮ টাকা মর্মে প্রতিপক্ষ দাবী করিয়াছেন এবং বাদীর দাবী ৩,২৪,৪৮৪.৭৫ টাকা সঠিক

নহে। প্রতিপক্ষগণ নিজ নিজ মামলার স্বপক্ষে মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষী পরীক্ষা করিয়াছেন। পক্ষগণের প্লিডিংস পর্যালোচনায় এবং স্বীকৃত মতেই প্রতিপক্ষ কওমী জুট মিলস লিঃ, রায়পুর, সিরাজগঞ্জে কর্মরত শ্রমিকদের তথা দরখাস্তকারীর চাকুরীতে যোগদানের সময় অবসর সংক্রান্ত বয়স নির্ধারণ ছিল না। প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ক, খ, খ(১) দৃষ্টে বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা ৭ই সেপ্টেম্বর/৯৪ মাধ্যমে প্রকাশিত ১৯৯৪ সনের ১৭ নং আইন মোতাবেক বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন এর নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের ৬০ বৎসর বয়স পূর্তির সাথে সাথে অবসর প্রদানের আইন ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ হইতে কার্যকরী হয়। বাদী পক্ষ মামলার আরজিতে মৃত শ্রমিক জামাল উদ্দিনের এক্সিবিট-ঙ, ঙ(১) সার্ভিস ফোল্ডারে প্রদত্ত জন্ম তারিখ ২৯-৭-৩২ তাহা চ্যালেঞ্জ করেন নাই বা কোন আইন আদালত কর্তৃক জন্ম তারিখ পরিবর্তন ঘোষিত হয় নাই। প্রতিপক্ষের জবাবের বক্তব্য মোতাবেক শ্রমিক জামাল উদ্দিনের প্রদত্ত জন্ম তারিখ অনুসারে প্রথম ১৮-২-৯৮ ইং তারিখে প্রথম চাকুরী অবসান দেওয়া হইলে মিল শ্রমিকগণ ও সি, বি, এ নেতৃবৃন্দের দাবী ও চাপের প্রেক্ষিতে মিল ডাঙ্গারের জন্ম তারিখ সংক্রান্ত ঘোষণা অনুযায়ী ও বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কর্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়া অবসর আদেশ বাতিল করিয়া কাজে যোগদানের অনুমতি দেন কিন্তু প্রতিপক্ষ হইতে মিল শ্রমিকগণ ও সি, বি, এ, নেতৃবৃন্দের দাবী ও চাপ ও বিশৃংখলা সৃষ্টির প্রেক্ষিতে কর্তৃক অবসর আদেশ বাতিল করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তদমর্মে থানায় কোন জি, ডি, বা কোন কাগজাদি প্রতিপক্ষ হইতে প্রমাণে আনিতে সক্ষম হন নাই। ফলতঃ জামাল উদ্দিনের সার্ভিস ফোল্ডার এক্সিবিট-ঙ, ঙ(১) এর ৩ জায়গায় জন্ম তারিখ ২৯-৭-৩২ উল্লেখ দেখা যায় এবং উক্ত জন্ম তারিখ অগ্রাহ্য করার আইনগত কোন কারণ দেখা যায় না। সুতরাং বাদী শ্রমিক জামাল উদ্দিনের জন্ম তারিখ ২৯-৭-৩২ বিবেচনায় এবং এক্সিবিট-ক, খ, খ(১) এর প্রেক্ষিতে গেজেটে প্রকাশিত ১৯৫৬ সালের Public Corporation (Management Co-ordination) Ordinance (Act 17 of 94) আইনের ১৪(এ) সাব-সেকশন-(১) মোতাবেক বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের ৬০ বৎসর বয়স পূর্তির সংগে সংগে অবসর প্রদানের আইনের আলোকে জামাল উদ্দিনের অবসর গ্রহণের তারিখ দাঁড়ায় ২৮-১২-৯২ ইং কিন্তু যেহেতু আইনটি ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ হইতে বলবৎ হয়, সেহেতু উক্ত ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ থেকেই জামাল উদ্দিনের অবসর প্রদান আদেশ আইনানুগভাবে বলবৎযোগ্য। স্বীকৃত মতেই ও রেকর্ড দৃষ্টে শ্রমিক জামাল উদ্দিনের অবসর গণনা হইবে ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ থেকে এবং ৮-৯-৯৪ হইতে ২৩-১১-৯৯ ইং তারিখ পর্যন্ত ৫ বৎসর ২ মাস ১৫ দিন অতিরিক্ত সময় চাকুরী করিয়াছেন এবং স্বীকৃত মতেই উক্ত সময়ের বেতন মজুরীসহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি গ্রহণ করিয়াছেন। ও, পি, ১ মোঃ খায়রুজ্জামান নূরী, কওমী জুট মিলের শ্রম দপ্তরের এ, সি, ও, এবং ইনচার্জ সাক্ষীর জেরায় স্বীকার করিয়াছেন যে, বাদী জামাল উদ্দিন ২৩-১১-৯৯ ইং তারিখ পর্যন্ত চাকুরীতে বহাল ছিলেন এবং জামাল উদ্দিনের সর্বশেষ মূল বেতন ছিল ৩৯৫৬.০০ টাকা। প্রতিপক্ষ কওমী জুট মিল পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী এইরূপ নিবেদন করেন যে, ৮-৯-৯৪ হইতে ২৩-১১-৯৯ ইং তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত ৫ বৎসর ২ মাস ১৫ দিন সময়কালের বেতন মজুরী ও আর্থিক সুবিধাদি যাহা বাদী জামাল উদ্দিন পূর্বেই গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা প্রতিপক্ষ কর্তৃক আদায়যোগ্য/ফেরতযোগ্য। কারণ উক্ত শ্রমিকের ৬০ বৎসরের অধিক সময় চাকুরী করার এখতিয়ার ছিল না। কিন্তু ও, পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ খায়রুজ্জামান নূরী এ, সি, ও, কওমী জুট মিলস লিঃ জেরায় অকপটে স্বীকার করিয়াছেন যে, মহাব্যবস্থাপক, শ্রম কল্যাণ, কওমী জুট মিলস্ লিঃ ১৬-৮-৯৯ ইং তারিখের ৯৭৫ নং স্মারকমূলে শ্রমিক জামাল উদ্দিনকে ১৭-৮-৯৯ ইং তারিখে কাজে যোগদানের অনুমতি দেন সাসপেনশন থেকে এবং ২০-২-৯৫ ইং তারিখের ৫৪০ নং স্মারকমূলে কর্তৃপক্ষ জামাল উদ্দিনের অবসর আদেশ বাতিল-পূর্বক কাজে যোগদান করিতে বলেন এবং জামাল উদ্দিন ২৩-১১-৯৯ ইং তারিখ পর্যন্ত চাকুরীতে বহাল ছিলেন। সুতরাং প্রতিপক্ষের স্বীকারোক্তি মতেই প্রতিপক্ষ কওমী জুট মিলস্ লিঃ কর্তৃপক্ষের নির্দেশের প্রেক্ষিতে জামাল উদ্দিনকে ৭-৯-৯৪ ইং তারিখে অবসর না দিয়া ক্রমাগতভাবে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ২৩-১১-৯৯ ইং তারিখ পর্যন্ত চাকুরী করাইয়াছেন। প্রতিপক্ষ হইতে প্রথম অবসর

প্রদানের প্রেক্ষিতে মিলের শ্রমিকগণ ও সি, বি, এ, নেতৃবৃন্দের দাবী ও চাপের মুখে বাধ্য হইয়া প্রথম অবসর আদেশ বাতিল করিয়া দেওয়ার পোষকতায় প্রতিপক্ষ হইতে কোন জি, ডি, দায়ের করিয়াছিলেন তাহা দেখা যায় না বা সি, বি, এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছিল তাহাও দেখা যায় না। বরং বাদী জামাল উদ্দিনের জন্ম তারিখের সহিত কথিত মিলের ডাক্তার প্রদত্ত বয়সের বিরাট ব্যবধান দেখাইয়া বেআইনীভাবে প্রথম অবসর আদেশ প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষ বাতিলপূর্বক জামাল উদ্দিনকে কাজে যোগদানের অনুমতি দিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, প্রতিপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক জামাল উদ্দিন অতিরিক্ত ৫ বৎসর ২ মাস ১৫ দিন চাকুরী করিয়াছেন এবং বিনিময়ে অতিরিক্ত সময়কালের প্রদত্ত বেতন মজুরী ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা আইনানুগভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং অতিরিক্ত সময়কালের অর্থাৎ ৮-৯-৯৪ হইতে ২৩-১১-৯৯ ইং তারিখের জন্য প্রতিপক্ষের দেয় মতে মোট ৩,৬৫,০৪৭.৭৫ টাকা জামাল উদ্দিনের নিকট হইতে ফেরতযোগ্য নহে। কারণ শ্রমিক জামাল উদ্দিন প্রদত্ত শ্রমের বিনিময়ে আর্থিক সুবিধাদি গ্রহণ করিয়াছেন। যেহেতু শ্রমিক জামাল উদ্দিন কর্তৃক প্রদত্ত জন্ম তারিখ ২৯-৭-৩২ ইং এবং যেহেতু ১৯৯৪ সনের ১৭ নং আইন মোতাবেক বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক হিসাবে জামাল উদ্দিনের অবসর বয়স ৬০ বৎসর ২৮-১২-৯২ ইং তারিখ পূর্ণ হয় এবং অবসর সংক্রান্ত আইনটি বলবতের তারিখ ৭-৯-৯৪ ইং হইতে অবসরযোগ্য এবং উক্ত আইনের আলোকে শ্রমিক জামাল উদ্দিন অবসর সংক্রান্ত আর্থিক সুবিধাদি/গ্র্যাচুয়িটি ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত পাইবার হকদার থাকিবেন। অবসর সংক্রান্ত শ্রমিক জামাল উদ্দিনের গ্র্যাচুয়িটি প্রতিপক্ষের দাবী মতে মূল বেতন (৩৩৮০.১৫×৫২)=১,৭৫,৭৬০.৮০ টাকা পাইবার হকদার এবং অতিরিক্ত ৫ বৎসর ২ মাস ১৫ দিনের কোন গ্র্যাচুয়িটি আইনানুগভাবে মৃত জামাল উদ্দিনকে প্রদেয় নহে। মৃত জামাল উদ্দিন অতিরিক্ত সময়কাল অর্থাৎ ৫ বৎসর ২ মাস ১৫ দিনের গৃহীত বেতন মজুরী ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি আইনানুগভাবে পাইবেন এবং উক্ত টাকা গ্রহণ করায় আইনানুগভাবে প্রতিপক্ষ দাবী মতে প্রদত্ত ৩,৬৫,০৪৭.৭৫ টাকা ফেরত পাইবে না। দরখাস্তকারী পক্ষ তাহার আরজিতে দাবীকৃত টাকার মধ্যে নোটিশ পে, ও বোনাস এর টাকা দাবী করিয়াছেন কিন্তু যেহেতু জামাল উদ্দিনের মৃত্যুর কারণে তাহার অবসর হয় এবং উক্ত শ্রমিকের কোন টার্মিনেশনের প্রশ্ন না থাকায় দাবীকৃত নোটিশ পে বাবদ কোন টাকা প্রদেয় নহে এবং দাবীকৃত বোনাসের টাকা ও বকেয়া আদায়যোগ্য নহে। এই প্রসংগে দরখাস্তকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী অবশ্য যুক্তিতর্ক পেশকালে অকপটে স্বীকার করেন যে, সংশ্লিষ্ট শ্রমিক বোনাসের টাকা ইতিপূর্বে পেয়েছেন। সুতরাং মোট দাবীর মধ্যে নোটিশ পে ও বোনাসের টাকা আইনতঃ বাদী পাইবার হকদার নহেন। উল্লেখ্য যে, দরখাস্তকারী-বাদী মৃত জামাল উদ্দিনের সি, পি, এফ বা প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা এই মামলায় দাবী করেন নাই। প্রতিপক্ষের দাবী মতে ৮-৯-৯৪ হইতে ২৩-১১-৯৯ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়কালের অর্থাৎ ৫ বৎসর ২ মাস ১৫ দিনের প্রদত্ত মজুরী, বোনাস আইনানুগভাবে কর্তনযোগ্য নহে। তবে মিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জামাল উদ্দিনের চাকুরীকালে তাহাকে কোন অগ্রিম টাকা প্রদান করিলে তাহা প্রতিপক্ষ পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া সমন্বয় করিতে পারিবেন। সুতরাং প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদিপর্যালোচনায় ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, শ্রমিক জামাল উদ্দিন প্রতিপক্ষ কওমী জুট মিলস্ কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন ও নির্দেশনার আলোকেই মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ২৩-১১-৯৯ ইং তারিখ পর্যন্ত ক্রমাগত চাকুরী করিলেও ১৯৫৬ সালের Public Corporation (Management Co-ordination) Ordinance (Act 17 of 94) Act 14(A) Sub-section (1) মোতাবেক বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন শ্রমিক জামাল উদ্দিনের বয়স ৬০ বৎসর পূর্তিতে এবং অবসর সংক্রান্ত আইনটি ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ হইতে কার্যকরী হওয়ায় উক্ত তারিখ থেকে অবসর গণনা করিয়া জামাল উদ্দিনের অবসরকালীন চাকুরীর সুবিধাদি প্রদেয় হইতেছে এবং জামাল উদ্দিনের উক্ত সময়ে মূল বেতন (৩৩৮০.১৫×৫২) হিসাবে গ্র্যাচুয়িটি বাবদ পাওনা ১,৭৫,৭৬০.৮০ টাকা পাইবেন। বাদীর মোট দাবীর মধ্যে বোনাস ও নোটিশ পে ও ছুটির নগদায়ন পূর্বেই গ্রহণ করায় তৎসংক্রান্ত বাদীর দাবী আইনানুগভাবে প্রদেয় নহে। শ্রমিক জামাল উদ্দিন ৮-৯-৯৪

হইতে ২৩-১১-৯৯ ইং তারিখ পর্যন্ত ৫ বৎসর ২ মাস ১৫ দিনে সময়কালের জন্য প্রদত্ত মজুরী ও আর্থিক সুবিধাদি শ্রমের বিনিময়ে গ্রহণ করায় আইনানুগভাবে উক্ত বেতন মজুরী ও সুবিধাদি প্রতিপক্ষ আদায় করিয়া লইতে পারেন না। তবে চাকুরী জীবনে কর্তৃপক্ষ জামাল উদ্দিনকে কোন অগ্রিম প্রদান করিলে তাহা পরীক্ষা নিরীক্ষা অন্তে সমন্বয় করিতে পারিবেন। প্রাপ্ত সাক্ষ্য ও আইনের আলোকে আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, বাদীর দাবী মতে জামাল উদ্দিনের ২৩-১১-৯৯ ইং তারিখ পর্যন্ত চাকুরীকালের জন্য অবসরকালীন সুবিধাদি ৬৪ মাসের গ্র্যাচুয়িটির দাবী বিবেচনায় অবকাশ নাই। অবসর সংক্রান্ত আইনের আলোকে বাদী জামাল উদ্দিনের অবসর গ্রহণের তারিখ ৭-৯-৯৪ ইং হইবে। সেই দৃষ্টিকোন থেকে দরখাস্তকারী মৃত জামাল উদ্দিনের অবসরকালীন সুবিধাদি হিসাবে ৫২ মাসের গ্র্যাচুয়িটি বাবদ ১,৭৫,৭৬০.৮০ টাকা আংশিক দাবী আইনানুগভাবে প্রমাণিত হয়। বাদীর মোট দাবীর মধ্যে নোটিশ পে, বোনাস ও ছুটির নগদায়ন বাদী দাবী মতে পাইবার হকদার নহেন। শ্রমিক জামাল উদ্দিনের ৮-৯-৯৪ হইতে ২৩-১১-৯৯ ইং তারিখ পর্যন্ত ৫ বৎসর ২ মাস ১৫ দিনের জন্য অতিরিক্ত প্রদত্ত মজুরী ও আর্থিক সুবিধাদি যাহা শ্রমিককে প্রতিপক্ষ প্রদান করিয়াছেন (প্রতিপক্ষের দাবী মতে ৩,৬৫,০৪৭.৭৫) তাহা প্রতিপক্ষ আইনানুগভাবে ফেরত পাইবার হকদার নহেন। শুধুমাত্র শ্রমিক জামাল উদ্দিন চাকুরী জীবনে কোন খাত হইতে অগ্রিম গ্রহণ করিয়া থাকিলে প্রতিপক্ষ কওমী জুট মিলস্ কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা নিরীক্ষা অন্তে অগ্রিমের টাকা সমন্বয় করিতে পারিবেন। মামলার তামাদি সংক্রান্ত প্রতিপক্ষের উত্থাপিত আপত্তি আদালত কর্তৃক ২১-১০-০২ ইং তারিখের আদেশমূলে বাদী তামাদি খন্ডনের আবেদন মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং ৪ মাসের তামাদি খন্ডিত হইয়াছে। সুতরাং মামলাটি তামাদি দোষে বারিত নহে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। বরং ২নং তামাদি ইস্যুটির বাদী পক্ষের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। বাদীর মামলাটি অত্র আকারে সচলযোগ্য এবং দরখাস্তকারীনি মামলাটিতে আংশিক প্রতিকারযোগ্য হইতেছেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র পি, ডাব্লিউ, মামলাটি দোতরফা সূত্রে ½ নং প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় আংশিক মঞ্জুর (allowed in part) হয়। দরখাস্তকারী-বাদী মৃত শ্রমিক জামাল উদ্দিনের চাকুরীর অবসরজনিত মজুরী গ্র্যাচুয়িটি বাবদে ১,৭৫,৭৬৭.৮০ টাকা ½ নং প্রতিপক্ষগণকে প্রদানের নির্দেশ দেওয়া গেল এবং প্রতিপক্ষ শ্রমিক জামাল উদ্দিনকে ৮-৯-৯৪ হইতে ২৩-১১-৯৯ ইং তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত ৫ বৎসর ২ মাস ১৫ দিন সময়ের জন্য প্রদত্ত বেতন-মজুরী ও আর্থিক সুবিধাদি প্রতিপক্ষ কর্তৃক আদায়যোগ্য নহে মর্মে সিদ্ধান্ত দেওয়া গেল। প্রতিপক্ষ উপরোক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আদেশে বর্ণিত পাওনা নির্ধারিত ২ মাসের মধ্যে পরিশোধ করিবেন, অন্যথায় বাদী মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫ (৫) উপধারা মোতাবেক তাহার পাওনাদি আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

আমার কথিত মতে লিখিত ও
আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/১৮-১০-০৩ ইং
মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত ও মজুরী
পরিশোধ কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।

স্বাঃ/১৮-১০-০৩ ইং
মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত ও মজুরী
পরিশোধ কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক ঃ- জা, নেসা।
তুলনাকারকঃ-
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি
রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত ও মজুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।

রায় প্রদানের তারিখ ২৯ শে নভেম্বর, ২০০৩

পি, ডাব্লিউ, মামলা নং ৯/২০০২

মোঃ মজিবর রহমান, পিতা মফিজ উদ্দিন, পদবী লাইন সরদার,
হেঃ তাঁত বিভাগ, চক্র 'ক', শ্রম নং ৭৭৫, কওমী জুট মিলস লিঃ,
রায়পুর, সিরাজগঞ্জ, বর্তমান ঠিকানা ঃ সাং দিয়ার পাচিল
পোঃ খোকশা বাড়ী, থানা ও জেলা সিরাজগঞ্জ—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। কওমী জুট মিলস্ লিঃ পক্ষে—উপ-মহাব্যবস্থাপক,

২। উপ-মহাব্যবস্থাপক, কওমী জুট মিলস্ লিঃ,
উভয়ের ঠিকানা রায়পুর, থানা ও জেলা সিরাজগঞ্জ—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব মুরাদ হোসেন খান, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা দরখাস্তকারী মোঃ মজিবর রহমান কর্তৃক ১৯৩৯ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষগণকে বাদীর চাকুরীর সুবিধাদি মজুরী হিসাবে ২,৮১,৩৮৭.৭৫ টাকা প্রদানের আদেশের নিমিত্তে মামলাটি আনীত হইয়াছে।

দরখাস্তকারী-বাদীর মামলার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী-বাদী মোঃ মজিবর রহমান, শ্রমিক নং ৭৭৫ প্রতিপক্ষ কওমী জুট মিলস্ লিঃ, সিরাজগঞ্জে ১৬-৫-১৯৬৩ ইং তারিখে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং একটানা নিরবচ্ছিন্নভাবে লাইন সরদার হিসাবে তাঁত বিভাগে ১৩-১২-২০০১ ইং তারিখ পর্যন্ত চাকুরী করেন। প্রতিপক্ষ কওমী জুট মিলস লিঃ, সিরাজগঞ্জে চাকুরী করাকালে বাদীর সর্বশেষ মূল মাসিক বেতন ছিল ২৮০৪.৭৫ টাকা এবং বাদী মজিবর রহমান একটানা ১৩-১২-২০০১ ইং তারিখ পর্যন্ত মোট ৩৮ বৎসর ৩ মাস কালতক চাকুরী করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ ২০-২-৯৫ ইং তারিখের ৫৪৪ নং স্মারকমূলে ১৮-২-৯৫ ইং তারিখে বাদীর বয়স ৬০ বৎসর পূর্ণ না হওয়ায় পূর্বের প্রদত্ত অবসর আদেশ বাতিল করিয়া ক্রমাগতভাবে চাকুরী করেন, কিন্তু ২ নং প্রতিপক্ষ ১৩-১২-০১ ইং তারিখের ২৬১৩ নং স্মারকমূলে বেআইনী ও ব্যাকডেট দেখাইয়া ৭-৯-৯৪ ইং তারিখে অবসর আদেশ প্রদান করেন এবং বাদীকে ২৮-১১-৯৯ ইং তারিখ হইতে চাকুরী হইতে অব্যাহতি প্রদান করেন। প্রতিপক্ষের ঐরূপ অবসর ও অব্যাহতি প্রদান আদেশ দ্বারা বাদীর অতিক্তি ৭ বৎসর ৩ মাস ৬ দিনের চাকুরীর প্রাপ্ত মজুরী ও সুবিধাদি হইতে বাদীকে বঞ্চিত করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বাদীর সমুদয় চাকুরীকালের জন্য আর্থিক সুবিধাদি বাবদ ২,৮১,৩৮৭.৭৫ টাকা বাদী পাইতে আইনতঃ হকদার। দরখাস্তকারী মজিবর রহমান তাহার পাওনা বাবদ তলব তাগাদা দেওয়া সত্বেও মজুরীর টাকা না পাওয়ায় ও সর্বশেষ ৩০-৯-২০০২ ইং তারিখে একেবারেই উপেক্ষিত হওয়ায় ঐ তারিখ থেকে মামলা দায়েরের কারণ উদ্ভব ঘটে। সিরাজগঞ্জ জেলার দূরবর্তী গ্রাম অঞ্চল হইতে আসিয়া আইনজীবীর সংগে যোগাযোগ করিয়া বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে ৪ মাস বিলম্ব মওকুফের আবেদনসহ মামলাটি দায়ের

করিয়াছেন। সুতরাং দরখাস্তকারীর চাকুরীর আর্থিক সুবিধাদি ও মজুরী বাবদ সর্বমোট ২,৮১,৩৮৭.৭৫ টাকা প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক প্রদানের আদেশ প্রাপ্তির জন্য মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারা মোতাবেক মামলাটি আনীত হইয়াছে।

অপরদিকে ১/২ নং প্রতিপক্ষগণ ওকালতনামাসহ হাজির হইয়া লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বলেন যে, অত্রাকারে মামলাটি সচলযোগ্য নহে, মামলাটি তামাদি দোষে বারিত, বাদী প্রার্থীত মতে প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন।

১/২ নং প্রতিপক্ষগণের জবাবের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ কওমী জুট মিলস লিঃ, রায়পুর, সিরাজগঞ্জ একটি জাতীয়করণকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং উহার ব্যবস্থাপনা বিজেএমসি, মতিঝিল, ঢাকার বোর্ড অব ডাইরেক্টর দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রতিপক্ষ কওমী জুট মিলস লিঃ, সিরাজগঞ্জের শ্রমিকদের পূর্বে অবসর প্রদানের কোন বয়স সীমা ছিলনা। শ্রমিকদের অবসর প্রদান সংক্রান্তে প্রথমে বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা ৭ই সেপ্টেম্বর/৯৪ গেজেট মাধ্যমে এবং বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন, মতিঝিল, ঢাকার ৮-১১-৯৪ ইং তারিখের আন্তঃ বিভাগীয় স্মারক দ্বারা শ্রমিকদের ৬০ বৎসর বয়সে অবসর সংক্রান্ত আইনটি ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ হইতে কার্যকরী হয় এবং ২৯-১২-৯৪ ইং তারিখের ৬১২ নং স্মারক মোতাবেক ৭-৯-৯৪ ইং তারিখের পূর্বের শ্রমিকদের ৬০ বৎসর বয়স পূর্তিতে ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ হইতে অবসর গণ্যে অবসরকালীন সুবিধাদি পাইবে। বাদী মজিবর রহমান ১৬-৫-৬৩ ইং তারিখে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং তাহার স্বঘোষিত জন্ম তারিখ ১২-১১-৩২ ইং বিবেচনায় বাদীকে প্রদত্ত জন্ম তারিখ অনুসারে অবসর দেওয়া হয় ১৮-২-৯৫ ইং তারিখে কিন্তু উক্ত অবসর আদেশের পর শ্রমিকদের মধ্যে চরম উত্তেজনা ও চাপ সৃষ্টি হওয়ার প্রেক্ষিতে মিলের শ্রমিকগণ ও সি,বি,এ, নেতৃবৃন্দের দাবীর প্রেক্ষিতে মিলের ডাক্তার প্রদত্ত জন্ম তারিখ ১-৪-৪০ ইং গননা করিয়া ১৯-২-৯৫ ইং তারিখের জুট মিলের ম্যানেজমেন্টের বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডাক্তার প্রদত্ত জন্ম তারিখ অনুসারে ৬০ বৎসর পূর্ণ না হওয়ায় পূর্বের প্রদত্ত অবসর আদেশ প্রত্যাহার/বাতিল পূর্বক বাদী মজিবর রহমানকে ২০-২-৯৫ ইং তারিখের ৫৪৪নং স্মারক মোতাবেক কাজে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু ২৩-৪-৯৬ ইং তারিখের বিজেএমসি খুলনা জোন এর ভারপ্রাপ্ত উপ ব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা) এর অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে বাদী মজিবর রহমানসহ ৩ জন শ্রমিকের পুনরায় কাজে যোগদানের ফলে মিলের ৮৫,৪৪৩.৮৫ টাকা আর্থিক ক্ষতির রিপোর্টের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রসিডিং হইয়া বিভাগীয় মামলা হয় এবং অতিরিক্ত কার্যকালের জন্য আর্থিক সংশ্লিষ্টতা ১৪,৬৫০.০০ টাকা তদন্তে দেখাইয়া দায়ী কর্মকর্তাদের নিকট হইতে আদায়ের সিদ্ধান্ত হয় এবং বাদীর ৮-৯-৯৪ হইতে ২৭-১১-৯৯ ইং তারিখ পর্যন্ত প্রদত্ত অতিরিক্ত মজুরী কর্তণের নির্দেশ হয়। অতিরিক্ত মজুরী ও আর্থিক সুবিধা মোট ২,৩০,২৯৮.৯৫ টাকা কর্তণের নির্দেশ হয়। বাদী মজিবর রহমানের ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ে মাসিক মূল বেতন ছিল ২৫৮০.৪৬ টাকা এবং সেই মোতাবেক বাদীর গ্র্যাচুয়িটি বাবদ ৬২ মাসের পাওনা দাঁড়ায় (২৫৮০.৪৬×৬২)= ১,৫৯,৯৮৮.৫০ টাকা কিন্তু উক্ত শ্রমিকের নিকট মিল কর্তৃপক্ষের বাৎসরিক ছুটি, ঘর ভাড়া ও অন্যান্য অগ্রিম বাবদ পাওনা ছিল ১২,৪৫১.৩০ টাকা এবং ৮-৯-৯৭ হইতে ২৭-১১-৯৯ ইং তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত সময়ের প্রদত্ত মজুরী ও আর্থিক সুবিধা ২,৩০,২৯৮.৯৫ টাকা আদায় যোগ্য হওয়ায় সর্বমোট বাদীর নিকট হইতে ২,৪২,৮৩৯.২০ টাকা মিল কর্তৃপক্ষ পাইবে। সুতরাং বাদীর নিকট মিল কর্তৃপক্ষ পাইবে ৮২,৮৫০.৭৫ টাকা। বাদী মজিবর রহমান এর মিলের নিকট ২,৮১,৩৮৭.৭৫ টাকার দাবী সঠিক নহে। বাদী মজিবর রহমানকে ২৮-১১-৯৯ ইং তারিখে চাকুরী থেকে ডিসচার্জ করা হইয়াছে। বাদী মামলাটি দায়ের করিয়াছেন ১২-১০-২০০২ ইং তারিখে। সুতরাং বাদীর মামলাটি তামাদি দোষে বারিত হওয়ায় প্রার্থীত মতে প্রতিকার পাইবার হকদার নহেন। সুতরাং বাদীর মামলাটি ডিসমিসযোগ্য হইতেছে।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ

১। দরখাস্তকারীর মামলাটি অত্র আকারে আইনতঃ সচলযোগ্য কি না ?

২। দরখাস্তকারীর মামলাটি তামাদি দোষে বারিত কি না ?

৩। দরখাস্তকারী শ্রমিক মজিবর রহমানের চাকুরীর মজুরী ও আর্থিক পাওনাদি বাবদ ২,৮১,৩৮৭.৭৫ টাকা প্রতিপক্ষের নিকট হইতে আদায়ের আদেশ পাইবার আইনতঃ হকদার কি না ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

১—৩ বিবেচ্য বিষয়সমূহ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। মামলাটির চূড়ান্ত শুনানীকালে বাদী পক্ষে পি,ডাব্লিউ-১ মোঃ মজিবর রহমান দরখাস্তকারী স্বয়ং পি,ডাব্লিউ-২ মোঃ নজরুল ইসলাম, জুট মিলের শ্রমিক ইউনিয়নের সেক্রেটারী, ২ জন মৌখিক সাক্ষীর সাক্ষ্য ও জেরা গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয় এবং বাদী পক্ষে দালিলিক কাগজাদি এক্সিবিট-১ ও ২ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। অপরদিকে প্রতিপক্ষে ও,পি,ডাব্লিউ-১ মোঃ খায়রুজ্জমান নুরী, কওমী জুট মিলের শ্রম দপ্তরের এ,সি,ও, এবং ইনচার্জ, শ্রম দপ্তরকে সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করা হয় এবং প্রতিপক্ষে দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-ক, খ, খ(১)—খ(৪), গ, গ(১), ঘ, ঘ(১), ঙ, ঙ(১)—ঙ(৮), চ, চ(১) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারী মোঃ মজিবর রহমান, শ্রমিক নং ৭৭৫ প্রতিপক্ষ কওমী জুট মিলস লিঃ, রায়পুর, সিরাজগঞ্জে ১৬-৫-৬৩ ইং তারিখে শ্রমিক হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং চাকুরী করাকালে লাইন সরদার হিসাবে মিলের তাঁত বিভাগে চাকুরীরত থাকিয়া মিল কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ২৭-১১-৯৯ ইং তারিখে চাকুরী থেকে ডিসচার্জ হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ মজিবর রহমান দরকাস্তকারী স্বয়ং সাক্ষী দিয়া উপরোক্ত বিষয় করোবরেট করেছেন এবং জেরায় অকপটে স্বীকার করেছেন যে, ২৮-১১-৯৯ ইং তারিখ থেকে তাহাকে ডিসচার্জ করে মেডিক্যাল গ্রাউন্ডে এবং ঐ ডিসচার্জের বিরুদ্ধে কোন মামলা করে নাই। প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-গ(১) স্মারক নং কওমী/শ্রঃদঃ/৭৭৫/(৯৯)/১৪১০, তাং ২৭-১১-৯৯ ইং দৃষ্টে দরখাস্তকারীকে ২৮-১১-৯৯ ইং তারিখ থেকে চাকুরী থেকে ডিসচার্জের বিষয় সমর্থিত হয় এবং ঐ ডিসচার্জ আদেশ রদ রহিত হওয়ার কোন কাগজাদি কোন পক্ষ হইতে প্রমাণে আসে নাই। সুতরাং দরখাস্তকারী মজিবর রহমানের চাকুরী ২৮-১১-৯৯ ইং তারিখে ডিসচার্জের মাধ্যমে চাকুরীর অবসান ঘটেছে যাহা এক্সিবিট-গ(১) দ্বারা সমর্থিত। দরখাস্তকারী মজিবর রহমান তাহার চাকুরীর মজুরী ও আর্থিক পাওনাদি বাবদ এক্সিবিট-২ প্রতিপক্ষের ১৩-১২-০১ ইং তারিখের স্মারক নং ২৬১৩ চিঠির প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত সময়কাল চাকুরী দেখাইয়া আর্থিক সুবিধাদি কর্তনের নির্দেশের প্রেক্ষিতে ১৬-৫-৬৩ ইং তারিখ হইতে ১৩-১২-০১ ইং তারিখ পর্যন্ত ৩৮ বৎসর চাকুরীকালের জন্য ৭৬ মাসের গ্র্যাচুয়িটিসহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি মজুরী হিসাবে মোট ২,৮১,৩৮৭.৭৫ টাকা আদায়ের আদেশ চেয়েছেন এবং সর্বশেষ মূল বেতন ২৮০৪.৭৫ টাকার উপর গণনা করিয়া ঐরূপ দাবী করেছেন। স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারী মজিবর রহমান প্রতিপক্ষ কওমী জুট মিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ১৮-২-৯৫ ইং তারিখ হইতে অবসর আদেশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাহার পূর্বক প্রতিপক্ষের নির্দেশেই চাকুরীতে পুনর্বহাল থাকিয়া শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৬ ধারা মোতাবেক ২৮-১১-৯৯ ইং তারিখ হইতে চাকুরী থেকে ডিসচার্জ হন এবং প্রতিপক্ষের ১৩-১২-০১ ইং তারিখের ২৬১৩ নং স্মারকমূলে দরখাস্তকারীকে

৭-৯-৯৪ ইং তারিখ হইতে চাকুরী থেকে অবসর দেখাইয়া পাওনাদি প্রদানের হিসাব ও অতিরিক্ত চাকুরীকাল সময়ে প্রদত্ত মজুরী ও সুবিধাদি কর্তনের নির্দেশ হয়। দরখাস্তকারীর দাখিলী এক্সিবিট-১ ও ২ এবং প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-গ, গ(১), ও সিরিজ দ্বারা সমর্থিত। স্বীকৃত মতেই বাদীর দাখিলী এক্সিবিট-১ ও প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-গ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী মজিবর রহমানকে প্রতিপক্ষ কর্তৃক ১৮-২-৯৫ ইং তারিখ থেকে অবসর প্রদানের আদেশটি মিল কর্তৃপক্ষ মিল ডাক্তারের প্রদত্ত বয়সের প্রেক্ষিতে ৬০ বৎসর পূর্ণ না হওয়ায় বাতিল করেন। কিন্তু মিল ডাক্তার কর্তৃক প্রদত্ত জন্ম তারিখ ১-৪-৪০ তারিখটি কোন রেডিওলজিক্যাল টেষ্ট দ্বারা বয়স নির্ধারিত হয় নাই এবং উক্ত বয়স বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা সমর্থিত ছিলনা। স্বীকৃত মতেই প্রতিপক্ষ কওমী জুট মিলের উপ-মহাব্যবস্থাপক দরখাস্তকারী শ্রমিক মজিবর রহমানের বয়স ৬০ বৎসর পূর্তির কারণে দরখাস্তকারীকে ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ থেকে অবসর দেখাইয়া ২৮-১১-৯৯ ইং তারিখ হইতে চাকুরী থেকে অব্যাহতি দিয়াছেন এবং আইন অনুযায়ী গ্র্যাচুয়িটি বাবদ ৬২ মাসের মূল বেতন এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের পাওনাদি প্রদানসহ ৮-৯-৯৪ হইতে ২৭-১১-৯৯ ইং তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত সময়কালের চাকুরীর গৃহীত মজুরী ও আর্থিক সুবিধাদি কর্তনের নির্দেশ দেন। স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারী মজিবর রহমান ১৬-৫-৬৩ ইং তারিখে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং তাহার প্রদত্ত জন্ম তারিখ চাকুরীর সার্ভিস ফোল্ডার এক্সিবিট-ঙ দৃষ্টে জন্ম তারিখ ১২-১১-৩২ইং প্রতীয়মান হয়। দরখাস্তকারী পক্ষে এইরূপ দাবী যে, দরখাস্তকারীর সর্বশেষ মাসিক মূল বেতন ছিল ২৮০৪/৭৫ টাকা এবং তাহার ক্রমাগত ৩৮ বৎসর চাকুরীকালের জন্য ৭৬ মাসের গ্র্যাচুয়িটি বাবদ (২৮০৪.৭৫×৭৬)=২,১৩,১৬১/- টাকা এবং বোনাস, নোটিশ পে-সহ অন্যান্য সুবিধাদি বাবদ মোট ২,৮১,৩৮৭/৭৫ টাকা আদায় পাইবেন কিন্তু প্রতিপক্ষ উক্ত টাকা প্রদান না করিয়া চিঠির মাধ্যমে ৭-৯-৯৪ইং তারিখ হইতে অবসর দেখাইয়া মূল বেতন ২৫৮০.৪৬ টাকা উপর ৬২ মাসের গ্র্যাচুয়িটি হিসাবে পাওনা টাকা প্রদানের আদেশ সহ অতিরিক্ত সময়কালের চাকুরীর জন্য গৃহীত মজুরী ও আর্থিক সুবিধাদি কর্তনের বেআইনী আদেশ দেয়। অপরদিকে প্রতিপক্ষ হইতে এইরূপ দাবী করা হয় যে, দরখাস্তকারী শ্রমিক মজিবর রহমানের ১৬-৫-৬৩ ইং তারিখে চাকুরীতে যোগদানের সময় তাহার প্রদত্ত জন্ম তারিখ ১২-১১-৩২ ইং বিবেচনায় ও বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা ৭ই সেপ্টেম্বর/৯৪ গেজেট মাধ্যমে প্রকাশিত আইন ও বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন, মতিঝিল, ঢাকার ৮-১১-৯৪ ইং তারিখের আন্তঃবিভাগীয় পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক শ্রমিকদের অবসর সংক্রান্ত বয়স ৬০ বৎসর নির্ধারিত হয় এবং উহা ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ হইতে কার্যকরী হওয়ার প্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী মজিবর রহমানের প্রদত্ত জন্ম তারিখ অনুযায়ী অবসর গ্রহণের তারিখ ১২-১১-৯২ ইং এবং আইনটি কার্যকরী হওয়ার তারিখ ৭-৯-৯৪ ইং এবং বাদী মজিবর রহমান ৩১ বৎসর চাকুরীকালের জন্য ৬২ মাসের গ্র্যাচুয়িটি বাবদ (২৫৮০.৪৬×৬২)= ১,৫৯,৯৯০.০২ টাকা পাইবেন এবং উক্ত টাকা থেকে মিলে প্রদত্ত অগ্রিমাদি সমন্বয়যোগ্য এবং দরখাস্তকারীর ৮-৯-৯৪ হইতে ২৮-১১-৯৯ ইং তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত সময়কালের জন্য প্রদত্ত মজুরী ও আর্থিক সুবিধাদি মোট ২,৩০,২৯৮/৯৫ টাকা মিল কর্তৃপক্ষ ফেরত আদায় পাইবে। প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষ দরখাস্তকারীর নিকট থেকে গৃহীত অগ্রিম বাবদ এবং গৃহীত অতিরিক্ত মজুরী ও আর্থিক সুবিধাদিসহ মোট ১২,৪৫১.৩০+২,৩০,২৯৮.৯৫=২,৪২,৮৩৯.২০ টাকা আদায় পাইবে এবং বাদীর দাবীকৃত ২,৮১,৩৮৭.৭৫ টাকা সঠিক নহে। পক্ষগণ নিজ নিজ মামলার পক্ষে মৌলিক ও দালিলিক সাক্ষী পরীক্ষা করিয়াছেন। পক্ষগণের প্লিডিংস পর্যালোচনায় এবং স্বীকৃত মতেই প্রতিপক্ষ কওমী জুট মিলস

লিঃ, রায়পুর, সিরাজগঞ্জের শ্রমিকদের তথা দরখাস্তকারীর চাকুরীতে যোগদানের সময় অবসর সংক্রান্ত বয়স নির্ধারিত ছিল না। প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ক, খ, খ(১) দৃষ্টে বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা ৭ই সেপ্টেম্বর/৯৪ গেজেট মাধ্যমে প্রকাশিত ১৯৯৪ সনের ১৭ নং আইন মোতাবেক বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের ৬০ বৎসর বয়স পূর্তির সাথে সাথে অবসর প্রদানের আইনটি ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ হইতে কার্যকরী হয়। দরখাস্তকারী মজিবর রহমান এক্সিবিট-ঙ সার্ভিস ফোল্ডারে প্রদত্ত জন্ম তারিখ ১২-১১-৩২ ইং চ্যালেঞ্জ করেন নাই বা কোন আইন আদালত কর্তৃক উক্ত জন্ম তারিখ পরিবর্তন ঘোষিত হয় নাই। তাছাড়াও মিল ডাক্তার কর্তৃক প্রদত্ত জন্ম তারিখ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা অর্থাৎ রেডিওলজিক্যাল টেস্ট দ্বারা সমর্থিত নহে। প্রতিপক্ষের জবাবের বক্তব্যমতে দরখাস্তকারী মজিবর রহমানের প্রদত্ত জন্ম তারিখ অনুসারে ১৮-২-৯৫ ইং তারিখ প্রথম চাকুরী থেকে অবসর দেওয়া হইলে মিলের শ্রমিকগণ ও সি,বি,এ, নেতৃবৃন্দের দাবী ও চাপের প্রেক্ষিতে মিল ডাক্তারের প্রদত্ত জন্ম তারিখ অনুযায়ী ও বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কর্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়া অবসর আদেশ বাতিল করিয়া কাজে যোগদানের অনুমতি দেন কিন্তু প্রতিপক্ষ হইতে মিলের শ্রমিকগণ ও সি,বি,এ, নেতৃবৃন্দের দাবী ও চাপ এবং বিশৃংখলা সৃষ্টির প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ অবসর আদেশ বাতিল করিতে বাধ্য হইয়াছিল তদমর্মে থানায় কোন জি,ডি, দায়ের সংক্রান্ত কোন কাগজ প্রতিপক্ষ প্রমাণে আনিতে সক্ষম হন নাই। প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ঙ সার্ভিস ফোল্ডারে দরখাস্তকারী প্রদত্ত জন্ম তারিখ অগ্রাহ্য করার কোন আইনগত কারণ দেখা যায় না এবং মিল ডাক্তারের প্রদত্ত জন্ম তারিখের কোন আইনগত ভিত্তি নাই। সুতরাং দরখাস্তকারী মজিবর রহমানের জন্ম তারিখ ১২-১১-৩২ ইং বিবেচনায় এবং এক্সিবিট-ক, খ, খ(১) এর প্রেক্ষিতে গেজেটে প্রকাশিত ১৯৫৬ সালের Public Corporation (Management Co-ordination) Ordinance, (Act 17 of 94) সংশোধিত আইনের 14(a)(1) মোতাবেক বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের বয়স ৬০ বৎসর পূর্তির সংগে সংগে অবসর প্রদানের আইনের আলোকে দরখাস্তকারীর অবসর গ্রহণের তারিখ দাঁড়ায় ১২-১১-৯২ ইং কিন্তু যেহেতু আইনটি ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ হইতে বলবৎ হয়, সেহেতু উক্ত ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ থেকেই দরখাস্তকারী মজিবর রহমানের অবসর প্রদানের আদেশ আইনানুগভাবে বলবৎযোগ্য। স্বীকৃতমতেই ও রেকর্ডদৃষ্টে দরখাস্তকারী শ্রমিক মজিবর রহমানের অবসর গ্রহণ আইনানুগভাবে ৭-৯-৯৪ ইং হইতে গণনা হইবে, সেহেতু দরখাস্তকারীর ৮-৯-৯৪ হইতে ২৮-১১-৯৯ ইং তারিখ পর্যন্ত ৭ বৎসর ৩ মাস ৬ দিনের অতিরিক্ত সময় চাকুরী করিয়া বেতন মজুরীসহ আর্থিক সুবিধাদি গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের দাবী ও,পি,ডাব্লিউ-১ মোঃ খায়রুজ্জামান নুরী, কওমী জুট মিলের শ্রম দপ্তরের এ,সি,ও, এবং ইনচার্জ-এর জবানবন্দী ও জেরায় স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী মজিবর রহমান একটানা ২৭-১১-৯৯ ইং তারিখ পর্যন্ত চাকুরী করিয়াছেন এবং চিঠির মাধ্যমে ৭ বৎসর পর হিসাব জানানো হইয়াছে ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ থেকে অবসর দেখাইয়া। প্রতিপক্ষ কওমী জুট মিল পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী এইরূপ নিবেদন করেন যে, দরখাস্তকারী মজিবর রহমানের ৬০ বৎসরের অধিক সময় চাকুরী করার এখতিয়ার না থাকায় ৮-৯-৯৪ হইতে ২৭-১১-৯৯ ইং তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত ৭ বৎসর ৩ মাস ৬ দিন সময়কালের বেতন মজুরী ও আর্থিক সুবিধাদি মিল কর্তৃপক্ষ ফেরত পাইবার হকদার কিন্তু প্রাপ্ত সাক্ষ্যদৃষ্টে এবং স্বীকৃতমতে দরখাস্তকারী মজিবর রহমানকে মিল কর্তৃপক্ষ এক্সিবিট-১, ২০-২-৯৫ ইং তারিখের ৫৪৪ নং স্মারকমূলে অবসর আদেশ বাতিলপূর্বক কাজে যোগদান করাইয়া ২৭-১১-৯৯ ইং তারিখ পর্যন্ত

চাকুরী করাইয়াছেন এবং দরখাস্তকারী প্রদত্ত শ্রমের বিনিময়ে বেতন মজুরী ও আর্থিক সুবিধাদি গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের দাবীমতে দরখাস্তকারীকে প্রথম অবসর আদেশের প্রেক্ষিতে মিলের শ্রমিকগণ ও সি, বি,এ, নেতৃবৃন্দের দাবী ও চাপের মুখে প্রতিপক্ষ বাধ্য হইয়া প্রথম অবসর আদেশ বাতিল করিয়াছিলেন তৎপোষকতায় প্রতিপক্ষ হইতে কোন জি, ডি, দায়েরের কপি দাখিল করিতে সক্ষম হন নাই বা সি, বি, এ, নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ দেখা যায় না। বরং মিল কর্তৃপক্ষই দরখাস্তকারীর প্রদত্ত তারিখের সহিত মিল ডাক্তাররের প্রদত্ত জন্ম তারিখের বিরাট ব্যবধান দেখাইয়া বেআইনীভাবে পূর্বের প্রদত্ত অবসর আদেশ বাতিল করিয়া দরখাস্তকারীকে ২৭-১১-৯৯ ইং তারিখ পর্যন্ত চাকুরী করাইয়াছেন। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, প্রতিপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক দরখাস্তকারী অতিরিক্ত ৭ বৎসর ৩ মাস ৬ দিন চাকুরী করিয়াছেন এবং বিনিময়ে বেতন মজুরী ও আর্থিক সুবিধাদি আইনানুগভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ফলতঃ দরখাস্তকারীর অতিরিক্ত সময়কালের গৃহীত বেতন মজুরী ও আর্থিক সুবিধাদি প্রতিপক্ষ কওমী জুট মিল আইনানুগভাবে ফেরত পাইবার হকদার নহেন কারণ দরখাস্তকারী শ্রমিক মজিবর রহমান প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে চাকুরী করিয়াছেন এবং তাহার প্রদত্ত শ্রমের বিনিময়ে আর্থিক সুবিধাদি গ্রহণ করিয়াছেন। অপর দিকে দরখাস্তকারীর প্রদত্ত জন্ম তারিখ ১২-১১-১৯৩২ ইং হওয়ায় ১৯৯৪ সনের ১৭ নং আইন মোতাবেক বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক হিসাবে মজিবর রহমানের বয়স ৬০ বৎসর ১২-১১-১৯৯২ইং তারিখে পূর্ণ হওয়ায় এবং অবসরসংক্রান্ত আইনটি ৭-৯-৯৪ ইং তারিখে বলবৎ হওয়ায় উক্ত ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ থেকে দরখাস্তকারীর অবসর প্রদান আইনানুগভাবে বিবেচিত হইবে এবং তৎপ্রেক্ষিতে বাদী অবসরসংক্রান্ত সুবিধা গ্র্যাচুয়িটি ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত পাইবার হকদার থাকিবেন। সেইমতে অবসরসংক্রান্ত আইনের প্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী শ্রমিক মজিবর রহমান গ্র্যাচুয়িটি দাবীমূলে বেতন (২৫৮০.৪৬×৬২)=১,৫৯,৯৯০.৫২ টাকা পাইবার হকদার এবং দরখাস্তকারীর অতিরিক্ত ৭ বৎসর ৩ মাস ৬ দিনের জন্য কোন গ্র্যাচুয়িটির সুবিধা আইনানুগভাবে পাইবেন না। সুতরাং দরখাস্তকারীর ৭৬ মাসের গ্র্যাচুয়িটির দাবী বিবেচনার অবকাশ থাকে না। দরখাস্তকারী মজিবর রহমান অতিরিক্ত ৭ বৎসর ৩ মাস ৬ দিনের গৃহীত বেতন মজুরী ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি আইনানুগভাবে প্রাপ্য হওয়ায় এবং গ্রহণ করায় আইনানুগভাবেই প্রতিপক্ষের দাবীমতে ২,৩০,২৯৮.৯৫ টাকা ফেরত আদায় পাইবেন না। দরখাস্তকারীর চাকুরী বর্ণিত অবসরসংক্রান্ত আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণযোগ্য হওয়ায় নোটিশ পে বাবদ কোন টাকা প্রদেয় নহে এবং দাবীকৃত বোনাসের টাকাও বকেয়া আদায়যোগ্য নহে। তবে দরখাস্তকারী মজিবর রহমান প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা (যদি থাকে) আইনানুগভাবে পাইবার হকদার থাকিবেন। এই মামলার দরখাস্তকারী প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা দাবী করেন নাই দেখা যায় তবে দরখাস্তকারীর প্রভিডেন্ট ফান্ডে টাকা থাকিলে তাহা আইনানুগভাবে পাইবেন। প্রতিপক্ষের দাবীমতে ৮-৯-৯৪ হইতে ২৭-১১-৯৯ ইং তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত সময়কালের প্রদত্ত মজুরী ও আর্থিক সুবিধাদি আইনানুগভাবে প্রতিপক্ষ কর্তৃক কর্তনযোগ্য নহে। তবে মিল কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে দরখাস্তকারী চাকুরীকালে কোন অগ্রিম টাকা গ্রহণ করিয়া থাকিলে তাহা প্রতিপক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া সমন্বয় করিতে পারিবেন। সুতরাং প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনায় ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী মজিবর রহমান প্রতিপক্ষ কওমী জুট মিলস লিঃ সিরাজগঞ্জ কর্তৃপক্ষের নির্দেশের আলোকেই ২৭-১১-৯৯ ইং তারিখ পর্যন্ত ক্রমাগত চাকুরী করায় ১৯৫৬ সালের পাবলিক কর্পোরেশন (ম্যানেজমেন্ট কো-অর্ডিনেশন) অর্ডিন্যান্স

(এ্যাক্ট, ১৭ অফ ৯৪ সংশোধিত আইনের ১৪(এ)(১) মোতাবেক বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন শ্রমিক মজিবর রহমানের বয়স ৬০ বৎসর পূর্তিতে এবং তাহার অবসরসংক্রান্ত আইনটি ৭-৯-৯৪ ইং তারিখ হইতে কার্যকরী হওয়ায় ঐ তারিখ থেকে অবসর গণনা করিয়া অবসরকালীন চাকুরী সুবিধা পাইবেন এবং ঐ তারিখে তাহার মূল বেতন ২৫৮০.৪৬ × ৬২ মাস হিসাবে গ্র্যাচুয়িটি বাবদ ১,৫৯,৯৯০.৫২ টাকা পাইবেন। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী মজিবর রহমানের চাকুরী জীবনে অগ্রিম গ্রহণ করিয়া থাকিলে তাহা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া সমন্বয় করিতে পারিবেন। কিন্তু দরখাস্তকারীর ৮-৯-৯৪ হইতে ২৭-১১-৯৯ ইং তারিখ পর্যন্ত ৭ বৎসর ৩ মাস ৬ দিন অতিরিক্ত সময়ের মজুরী শ্রমের বিনিময়ে গ্রহণ করায় আইনানুগভাবে প্রতিপক্ষ কর্তন করিতে পারিবেন না অর্থাৎ প্রতিপক্ষের দাবীমতে ২,৩০,২৯৮.৯৫ টাকা দরখাস্তকারীর নিকট হইতে ফেরত আদায় করিতে পারিবেন না। মামলার তামাদিসংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তি আদালত কর্তৃক ১২-১০-০২ ইং তারিখের আদেশমূলে তামাদি খন্ডনের আবেদন মঞ্জুর হইয়াছে এবং ৪ মাসের তামাদি খন্ডিত/মওকুফ হইয়াছে। সুতরাং মামলাটি তামাদি দোষে বারিত নহে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। ২নং তামাদির ইস্যুটি বাদী পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। দরখাস্তকারীর মামলাটি অত্রাকারে সচলযোগ্য হওয়ায় দরখাস্তকারী শ্রমিক মজিবর রহমান মামলাটিতে আংশিক প্রতিকার পাইবার হকদার হইতেছেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র পি,ডাব্লিউ, মামলাটি দু'তরফা সূত্রে বিনা খরচায় আংশিক মঞ্জুর (allowed in part) হয়। দরখাস্তকারী মজিবর রহমান তাহার চাকুরীর অবসরজনিত মঞ্জুরী গ্র্যাচুয়িটি বাবদ ১,৫৯,৯৯০.৫২টাকা ১/২নং প্রতিপক্ষগণকে প্রদানের নির্দেশ দেওয়া গেল। দরখাস্তকারী চাকুরীকালে কোন অগ্রিম গ্রহণ করিয়া থাকিলে প্রতিপক্ষ তাহা সমন্বয় করিতে পারিবেন। প্রতিপক্ষ উপরোক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আদেশে বর্ণিত পাওনা নির্ধারিত ২(দুই) মাসের মধ্যে পরিশোধ করিবেন, অন্যথায় মঞ্জুরী পরিশোধ আইনের ১৫(৫) ধারা মোতাবেক তাহার পাওনা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

আমার কথিত মতে লিখিত ও
আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/ ২৯-১১-০৩ ইং
মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত ও মজুরী
পরিশোধ কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।

স্বাঃ/ ২৯-১১-০৩ ইং
মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত ও মজুরী
পরিশোধ কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক ঃ- জা, নেসা।
তুলনাকারকঃ-
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি
রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী, বিভাগ রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ,
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

রায় প্রদানের তারিখ ঃ- ২৬শে আগস্ট/২০০৩

ফৌজদারী মামলা নং-৩৫/২০০২

অভিযোগকারী ঃ এ,টি,এম, ফজলুর রহিম, উপ-শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, বগুড়া।

বনাম

আসামী ঃ বকুল রানী প্রোপ্রাইটর, মেসার্স জননী ইন্ডাষ্ট্রিজ, স্বামী-প্রফুল্ল চন্দ্র প্রামানিক, সাং-ভালোড়া বাজার, পোঃ ভালোড়া, থানা ঃ দুপচাঁচিয়া, জেলা-বগুড়া।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব চিত্ত রঞ্জন বসাক, বাদী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব বিশ্বনাথ মোহন্ত, আসামী পক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা প্রতিপক্ষ আসামী বকুল রানীর বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ (অদ্যাবধি সংশোধিত) এর ৬২(ক) ধারার অপরাধের জন্য আনীত একটি মামলা।

অত্র মামলার অভিযোগকারীর সুনির্দিষ্ট অভিযোগ হইল এই মর্মে যে, অভিযোগকারী এ,টি, এম, ফজলুর রহিম, উপশ্রম পরিচালক ও মধ্যস্থতা (শালিস) কারী ব্যক্তি। প্রতিপক্ষ-আসামী, প্রোপ্রাইটর, বকুল রানী মেসার্স জননী ইন্ডাষ্ট্রিজ, বগুড়া জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অধীন গোশাইবাড়ী খাদ্য গুদামের ২০০১-২০০৩ সালের জন্য শ্রম ও চালনা (হ্যান্ডেলিং) ঠিকাদার এবং তিনি ৩০-৯-২০০১ ইং তারিখে বগুড়া জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের ঠিকাদারীর জন্য চুক্তি সম্পাদন করিয়া চুক্তিপত্রের ২৫ নং শর্ত অনুযায়ী সরকার অনুমোদিত হাতে খাদ্য গুদামে কর্মরত শ্রমিকগণকে শর্ত মোতাবেক শতকরা ৭৫ হইতে ৮০ ভাগ মজুরী পাইবে কিন্তু আসামী বকুল রানী, প্রোপ্রাইটর, মেসার্স জননী ইন্ডাষ্ট্রিজ চুক্তি মোতাবেক শ্রমিকদের পাওনা থেকে কম হারে মজুরী প্রদান করেন এবং তদমর্মে অভিযোগকারী অভিযোগ পেয়ে শ্রমিকদের দাবী দাওয়া মোতাবেক বিরোধের প্রেক্ষিতে শালিসকারক হিসাবে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২৭ ধারার বিধান অনুযায়ী ১৪-৫-০২ ইং তারিখের পত্র দ্বারা ১৮-৫-০২ ইং তারিখে শালিসী বৈঠক আহ্বান করেন কিন্তু আসামী পক্ষ অভিযোগকারীর নির্ধারিত শালিসী বৈঠকে ইচ্ছাকৃতভাবে উপস্থিত হন নাই। তৎপর শ্রমিকগণ ২৭-৬-০২ ইং তারিখে ২১ দিনের সময় দিয়া গোপন ব্যালটের ভোট গ্রহণ করিয়া বিবাদী বরাবর ধর্মঘটের নোটিশ প্রদান করেন এবং তাহার অনুলিপি অভিযোগকারীকে প্রদান করেন। অভিযোগকারী ধর্মঘটের নোটিশ পাইয়া শ্রম বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য ৯-৭-০২ ইং তারিখে ত্রিপক্ষীয় শালিসী বৈঠক আহ্বান করিয়া আসামী বরাবর ২-৭-০২ ইং তারিখে ৩০ ধারামতে পত্র প্রেরণ করেন কিন্তু আসামী বকুল রানী উক্ত পত্র প্রাপ্ত হইয়াও উক্ত শালিসী বৈঠকে ইচ্ছকৃতভাবে অনুপস্থিত

থাকেন। তৎপর অভিযোগকারী ২৪-৭-০২ইং তারিখে ত্রিপাক্ষিক শালিসী বৈঠক আহ্বান করিয়া ১৪-৭-০২ইং তারিখে আসামীকে এক পত্র প্রদান করেন কিন্তু আসামী উক্ত বৈঠকে উপস্থিত হন নাই। পরবর্তীতে অভিযোগকারী ২৫-৮-০২ইং তারিখে ত্রিপাক্ষিক শালিসী বৈঠক ৪র্থ বারের মত আহ্বান করিয়া ১০-৮-০২ইং তারিখে আসামী বরাবর পত্র প্রদান করেন কিন্তু আসামী বকুল রানী সম্পূর্ণ বেআইনী ও ইচ্ছকৃতভাবে উক্ত শালিসী বৈঠকে উপস্থিত থাকিতে বিরত থাকেন যাহা দ্বারা আসামী বকুল রানী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬২(ক) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংগঠন করিয়াছেন। সুতরাং আসামী বকুল রানীর বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬২(ক) ধারার অপরাধে আনীত অত্র অভিযোগ।

এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে অত্র আদালত অভিযোগকারীর ফৌজদারী কার্যবিধির ২০০ ধারা মোতাবেক জবানবন্দী রেকর্ডপূর্বক আসামী বকুল রানীর বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬২(ক) ধারার অপরাধ আমলে গ্রহণ করেন এবং আসামী বকুল রানী আদালতে হাজির হইলে তাহার বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬২(ক) ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগ গঠন করেন এবং গঠিত অভিযোগটি আসামী বকুল রানীকে পাঠ করিয়া শুনাইলে সে নিজেকে নির্দোষ দাবী করিয়া বিচার প্রার্থনা করে। এই মামলার বিচারকালে অভিযোগকারীর পক্ষে সাক্ষী হিসাবে পি,ডাব্লিউ-১এ,টি,এম, ফজলুর রহিম, উপ-শ্রম পরিচালক, অভিযোগকারী স্বয়ং মৌখিক সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হয় এবং দালিলিক কাগজাদি আলেখ্য ১,১(ক), ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ৯(ক) হিসাবে প্রমাণে আনেন। আসামী পক্ষ বাদীর পরীক্ষিত সাক্ষী পি,ডাব্লিউ-১কে জেরা করেন। সাক্ষী পরীক্ষা শেষে আসামী বকুল রানীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হইলে সে নিজেকে নির্দোষ দাবী করিয়া কোন সাফাই সাক্ষী দিবেনা মর্মে আদালতকে অবহিত করে। তৎপর উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীবৃন্দের যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হয়।

বিবেচ্য বিষয় সমূহঃ

১। আসামী বকুল রানী, প্রোপ্রাইটর, মেসার্স জননী ইন্ডাষ্ট্রিজ কি বগুড়া জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের আওতাধীন গোশাই বাড়ী খাদ্য গুদামের ২০০১-২০০৩ সালের জন্য শ্রম ও চালনা (হ্যান্ডেলিং) ঠিকাদার হিসাবে ৩০-৯-২০০১ ইং তারিখের ঠিকাদারী চুক্তি মোতাবেক গোশাই বাড়ী খাদ্য গুদামের শ্রমিকগণকে চুক্তির শর্ত মোতাবেক অসৎ উদ্দেশ্যে মজুরী প্রদান না করিলে শ্রমিক ইউনিয়নের দাবীর প্রেক্ষিতে বাদীর অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় শালিসী বৈঠক ৪ বার আহ্বান করা সত্ত্বেও বেআইনী ও ইচ্ছাকৃতভাবে কারণ ছাড়াই শালিসী বৈঠকে অনুপিস্থিত থাকেন যাহাতে আসামী কি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬২(ক) ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংগঠন করিয়াছেন ?

২। আসামী বকুল রানীকে কি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬২(ক) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করিয়া শাস্তি প্রদান করা যায় ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

১ ও ২ নং বিবেচ্য বিষয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। স্বীকৃত মতেই আসামী বকুল রানী মেসার্স জননী ইন্ডাষ্ট্রিজ-এর একজন প্রোপ্রাইটর এবং বগুড়া জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অধীনে গোশাই বাড়ী খাদ্য গুদামের ২০০১-২০০৩ সালের জন্য শ্রম ও চালনা (হ্যান্ডেলিং) ঠিকাদার এবং বাদী এ,টি,এম, ফজলুর রহিম, উপশ্রম

পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, বগুড়ায় কর্মরত এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের আইন মোতাবেক একজন শালিসকারী (মধ্যস্থতাকারী)। অভিযোগকারী পক্ষের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ হইল এই মর্মে যে, আসামী বকুল রানী, প্রোপ্রাইটর, মেসার্স জননী ইন্ডাষ্ট্রিজ বগুড়া জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের সহিত ঠিকাদারী কাজের জন্য ৩০-৯-২০০১ ইং তারিখে চুক্তি করিলে চুক্তিনামার ২৫ নং শর্ত মোতাবেক সরকার অনুমোদিত হারে গোশাইবাড়ী খাদ্য গুদামের শ্রমিকগণকে শতকরা ৭৫ হইতে ৮০ ভাগ হারে মজুরী প্রদান না করিলে খাদ্য গুদাম শ্রমিক ইউনিয়নের দাবীর প্রেক্ষিতে বাদী বিরোধ মিমাংসার উদ্দেশ্যে ত্রিপক্ষীয় শালিসী বৈঠক ১৮-৫-০২, ৯-৭-০২, ২৪-৭-০২ ও ২৫-৮-০২ ইং তারিখে আহ্বান করিলেও আসামী বকুল রানী ইচ্ছাকৃত ও বেআইনীভাবে উক্ত ৪টি শালিসী বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন এবং মধ্যস্থতাকারীর আহ্বানে হাজির না হওয়ায় আসামী অপরাধ সংগটন করিয়াছেন। উক্ত সুনির্দিষ্ট অভিযোগ প্রমাণে প্রসিকিউশন পক্ষে পি, ডাব্লিউ-১ এ,টি,এম, ফজলুর রহিম, উপশ্রম পরিচালক ও মধ্যস্থতাকারী এবং অভিযোগকারী স্বয়ং সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি আলেখ্য-১, ১(ক), ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ৯(ক) হিসাবে প্রমাণে এনেছেন। পি, ডাব্লিউ-১, এ,টি,এম, ফজলুর রহিম,উপশ্রম পরিচালক, বগুড়া ও শালিসকারক এবং অভিযোগকারী সাক্ষী দিয়া অভিযোগের বক্তব্য করবরেট করেন এবং উল্লেখ করেন যে, গোশাই বাড়ী খাদ্য গুদামের ২০০১-২০০৩ সালের জন্য শ্রম ও চালনা (হ্যান্ডেলিং) ঠিকাদার প্রোপ্রাইটর বকুল রানী ৩০-৯-০১ ইং তারিখে ঠিকাদারী চুক্তি সম্পাদন করা সত্ত্বেও চুক্তিনামার ২৫ নং শর্ত মোতাবেক শ্রমিকগণকে পাওনা বাবদ ৭৫% হইতে ৮০% ভাগ মজুরী প্রদান করেন নাই। বাদী শ্রমিকগণের দাবী-দাওয়া মোতাবেক কম হারে পাওনা প্রদান করার বিষয়ে অভিযোগ পায় এবং দাবী-দাওয়া মোতাবেক বিরোধ নিস্পত্তির জন্য শালিসকারক হিসাবে ত্রিপক্ষীয় শালিসী বৈঠক আহ্বান করেন কিন্তু আসামী বকুল রানী শালিসী বৈঠকে মালিক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন না। তৎপর সে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বারও বৈঠক ডেকে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে পত্র পাঠায় কিন্তু মালিক পক্ষ বকুল রানী ৪ বারই শালিসী বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন এবং শ্রমিক পক্ষ উপস্থিত থাকে। আসামী বকুল রানী উক্ত শালিসী বৈঠকে বেআইনী ও ইচ্ছাকৃতভাবে উপস্থিত না থাকায় শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬২(ক) ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংগটন করিয়াছেন।

এই সাক্ষী জবানবন্দীতে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইউনিয়ন কর্তৃক দাবী-দাওয়ার শালিসের আবেদন পত্র, ধর্মঘট নোটিশের অনুলিপি, দ্বিপাক্ষিক শালিস বৈঠকের আবেদন পত্র, ডাক বিভাগ কর্তৃক চিঠি বিলির তথ্যাদি ও মূল রশিদসহ কাগজাদি দাখিল করিয়াছেন। এই সাক্ষীর জেরায় স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় বাদী কনসিলিয়েটরের নিকট শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া উত্থাপন করা হয়েছিল, রেজিস্ট্রী ডাকযোগে কনসিলিয়েশন নোটিশ দিয়েছিল। শ্রমিকরা তাহার কাছে বিরোধ নিস্পত্তিতে কোন ফেলিওর (Failure) সার্টিফিকেট চায় নাই। অভিযোগকারী পক্ষে দাখিলী আলেখ্য-১০ বগুড়া জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও প্রতিপক্ষ আসামী বকুল রানী কর্তৃক সম্পাদিত ৩০-৯-০১ইং তারিখের চুক্তিপত্র দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, চুক্তি মোতাবেক ঠিকাদার সরকার অনুমোদিত দরের ৭৫% হইতে ৮০% ভাগ হারে শ্রমিকদের মজুরী প্রদান করিবেন এবং অবশিষ্ট তাহার লাভ ও প্রাতিষ্ঠানিক খরচা হিসাবে গ্রহণ করিবেন। আলেখ্য-১ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, গোশাইবাড়ী খাদ্য গুদাম শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষে সভাপতি বাদী ও সাধারণ সম্পাদক মাজেম মন্ডল স্বাক্ষরিত শ্রমিকদের কাজের মজুরী/দর নির্ধারণ ও ১০ দিনের সময় দিয়া প্রোপাইটর বকুল রানী, মেসার্স জননী ইন্ডাস্ট্রিজ বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন এবং এক্সিবিট-১(ক) মূলে শ্রমিক ইউনিয়ন কর্তৃক ২ দফা দাবী-১। সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী ১৩.৩৭ টাকা কাজের দর নির্ধারণ ও ২। দুইটি ঈদ বোনাস এর দাবী ২৫-৪-০২ইং তারিখের সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মূলে পেশ করেন যাহা আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, বগুড়ার ডাইরী নং-১৬৮ তাং ২৯-৪-০২ হিসাবে ডাইরীভুক্ত হয়। আলেখ্য-২ মূলে

গোশাইবাড়ী খাদ্য গুদাম শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত পত্র দ্বারা উপ-শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, বগুড়ার নিকট ঐ দুই দফার দাবী মিমাংসার জন্য ১০ দিনের মধ্যে একটি শালিসী বৈঠক আহ্বান করার আবেদন করেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে আলেখ্য-৩ মূলে বাদী উপ-শ্রম পরিচালক, বগুড়া দাবীনামা নিষ্পত্তির জন্য ১৮-৫-০২ইং তারিখ সকাল ১০.৩০টায় ত্রিপক্ষীয় শালিসী বৈঠক আহ্বান করেন এবং এক্সিবিট-৫ মূলে বাদী ৯-৭-০২ইং তারিখে, আলেখ্য-৬ মূলে ২৪-৭-০২ইং তারিখে এবং আলেখ্য-৮ মূলে ২৫-৮-০২ইং তারিখে ত্রিপক্ষীয় শালিসী বৈঠক ডাকেন এবং আসামীকে উক্ত বৈঠকগুলিতে উপস্থিত থাকিতে নির্দেশ দেন । আলেখ্য-৪ মূলে গোশাইবাড়ী খাদ্য গুদাম শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত ২১ দিনের সময় দিয়া ধর্মঘটের নোটিশ ইস্যু করেন এবং আলেখ্য-৭ মূলে ২৬-৭-০২ইং তারিখ হইতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘটের নোটিশ প্রদান করিলে বাদী আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর বগুড়ায় উহা ডাইরী নং-৩৭৫, তাং ২৯-৭-০২ইং ডাইরীভুক্ত হয়। অভিযোগকারী পক্ষের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ আসামী বকুল রানী ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কারণ ছাড়াই অভিযোগকারীর অফিসে অনুষ্ঠিতব্য ত্রিপাক্ষিক শালিসী বৈঠকে উপস্থিত হয় নাই যাহা বাদী পি, ডাব্লিউ-১ এ, টি, এম, ফজলুর রহিম, উপ-শ্রম পরিচালক, বগুড়া স্বয়ং মৌখিক সাক্ষ্য দিয়া করবরেট করেন। প্রাপ্ত দালিলিক কাগজাদি দৃষ্টে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, বাদী উপশ্রম পরিচালক, বগুড়া ত্রিপক্ষীয় শালিসী বৈঠকে আসামী বকুল রানীকে কনসিলিয়েটর হিসাবে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিলেও আসামী উপস্থিত বা হাজির হয় নাই। আসামী পক্ষের ডিফেন্স কেস এইরূপ যে, প্রতিপক্ষ আসামী বকুল রানী বাদীর অফিসে অনুষ্ঠিতব্য কোন ত্রিপক্ষীয় শালিসী বৈঠকের নোটিশ প্রাপ্ত হয় নাই এবং আসামী বকুল রানী মহিলা হওয়ায় ও তালোড়াতে বসবাস করায় রেজিস্ট্রী চিঠি জারী না হওয়ায় শালিসী বৈঠকে উপস্থিত হইতে পারে নাই। অভিযোগকারী উদ্দেশ্যমূলকভাবে আসামীকে মিথ্যা মামলায় জড়িত করিয়াছেন। ইহা স্বীকৃত যে, আসামী বকুল রানীর পক্ষে ৩০-৯-০১ইং তারিখে সম্পাদিত চুক্তিনামা অস্বীকৃত হয় নাই। বাদীর দাখিলী কাগজাদি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, এক্সিবিট-৯, ৯(ক) দৃষ্টে দেখা যায় প্রতিপক্ষ আসামী বকুল রানী ও তাহার স্বামী প্রফুল্ল চন্দ্র প্রামানিক ইস্যুকৃত রেজিস্ট্রী নোটিশ গ্রহণ করিয়া প্রাপ্তি স্বীকার/রশিদ প্রদান করিয়াছেন। আসামী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তিতর্ক পেশকালে এইরূপ বক্তব্য প্রদান করেন যে, শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬৪ ধারা মোতাবেক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হিসাবে শ্রম ডাইরেক্টরের অনুমতি ছাড়াই এই মামলার বাদী উপ-শ্রম পরিচালক, বগুড়া মামলাটি দায়ের করিতে পারেন না কিন্তু রেকর্ডকৃত সাক্ষী পি, ডাব্লিউ-১ এ, টি, এম, ফজলুর রহিম, উপ-শ্রম পরিচালক কর্তৃক দাখিলকৃত প্রসিডিং ফাইল ও স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়েই বাদী মামলাটি দায়ের করেছেন। ফলতঃ আসামী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য মতেই মামলাটি অচলযোগ্য নহে বরং আইনানুগভাবেই সচলযোগ্য মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। আসামী পক্ষ থেকে কিছু কাগজ ও অংগীকারনামা দাখিলপূর্বক এইরূপ নিবেদন করা হয় যে, গোশাইবাড়ী খাদ্য গুদামের শ্রমিকগণ অংগীকারমূলে চুক্তি মোতাবেক দর গ্রহণ করিয়া অগ্রিম মজুরী নিয়াছেন কিন্তু গোশাইবাড়ী খাদ্য গুদামের শ্রমিকগণ সাধারণ সভার সিদ্ধান্তক্রমে ইউনিয়ন পক্ষে বাদী বরাবর কোন দাবী-দাওয়া পেশ করে নাই বা ধর্মঘটের নোটিশ দেয় নাই বা শালিসী বৈঠক আহ্বানের জন্য আবেদন করে নাই ঐ মর্মে কোন শ্রমিককে দিয়া ডিফেন্স সাক্ষী পরীক্ষা করেন নাই। মামলাটির মূল অনুসন্ধানের বিষয় হইল এই মর্মে যে, কনসিলিয়েটর উপ-শ্রম পরিচালক, বগুড়া কর্তৃক নির্ধারিত ত্রিপক্ষীয় শালিসী বৈঠকগুলিতে আসামী বকুল রানী ইচ্ছাকৃতভাবে অনুপস্থিত থাকেন কি না। প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, প্রসিকিউশন পক্ষ রেকর্ডকৃত সাক্ষ্য দ্বারা আসামী বকুল রানীর বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬২(ক) ধারায় আনীত অপরাধের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ফলতঃ আসামী বকুল রানী আইনতঃ সাজা পাইবার হকদার হইতেছেন। আসামী বকুল রানী একজন মহিলা হওয়ায় তাহাকে ৫০০ টাকা জরিমানা প্রদানই আইন ও ন্যায় বিচারে যথার্থ বিবেচিত হয়।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র ফৌজদারী মামলার আসামী বকুল রানীর বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ (অদ্যাবধি সংশোধিত) এর ৬২(ক) ধারায় আনীত অপরাধের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাহাকে উক্ত ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হইল এবং তাহাকে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ৩০ (ত্রিশ) দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হইল। সাজাপ্রাপ্ত আসামী জরিমানার টাকা আগামী ২২-৯-০৩ ইং তারিখের মধ্যে জমা প্রদান করিবেন, ব্যর্থতায় তাহাকে সাজা ভোগের জন্য উক্ত তারিখ আদালতে হাজির হইতে হইবে এবং তাহার Conviction Warrant/জেল ওয়ারেন্ট ও W.A. ইস্যু হইবে।

আমার কথিত মতে লিখিত ও
আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/ ২৬-১১-০৩ ইং
মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত রাজশাহী।

স্বাঃ/ ২৬-১১-০৩ ইং
মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত রাজশাহী।

অনুলিপিকারক ঃ জা. নেসা।
তুলনাকারকঃ
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি
রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী মামলা নং-১০/২০০৩

মোঃ মনোয়ার হোসেন সদর, পিতা-মৃত আইউব আলী,
গ্রাম- সয়াধানগড়া, থানা ও জেলা-সিরাজগঞ্জ, সদস্য,
সিরাজগঞ্জ জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ=২১৭—বাদী।

বনাম

১। মোঃ আঃ মান্নান, পিতা-মৃত বাল্লক শেখ, সাং-চরবনবাড়িয়া,
প্রাক্তন সভাপতি, সিরাজগঞ্জ জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন।

২। মোঃ আঃ মমিন, পিতা-মৃত জাবেদ আলী, সাং-ভাঙ্গাবাড়ী,
প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, সিরাজগঞ্জ জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন।

৩। মোঃ ফজলুর রহমান, পিতা-মৃত গোলাম বারী, সাং মাছিমপুর,
প্রাক্তন ক্যাশিয়ার, সিরাজগঞ্জ জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন।
সর্ব থানা ও জেলা-সিরাজগঞ্জ—আসামী।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব মোঃ মুকাদ্দেছ হোসেন খান, বাদী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব মোঃ আবুল কাশেম, আসামী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং-৫, তারিখ, ৯-৯-০৩ইং

অদ্য মামলাটি উঠাইয়া লওয়ার দরখাস্তটি শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। আসামী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী ২ জন আসামীর হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। নথি উপস্থাপন করা হইল।

অভিযোগকারীর পক্ষে গত ৪-৯-০৩ ইং তারিখের মামলাটি উভয় পক্ষের মধ্যে মিমাংসা হওয়ায় উঠাইয়া লাইবার আবেদনের প্রেক্ষিতে অদ্য পি, ডব্লিউ-১ মোঃ মনোয়ার হোসেন সদর, অভিযোগকারীর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হইল। রেকর্ডকৃত জবানবন্দী, মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্ত এবং রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। বাদী মনোয়ার হোসের সদর, স্বয়ং জবানবন্দীতে উল্লেখ করেছেন যে, স্থানীয়ভাবে আসামীগণের সহিত বিরোধ মিমাংসা হওয়ায় মামলাটি পরিচালনা করিবেন না এবং নন-প্রসিকিউশন গ্রাউন্ডে মামলাটি উঠাইয়া লইবেন। সুতরাং বাদীর জবানবন্দী দৃষ্টে দরখাস্তটি মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। তাই বাদীর মামলাটি উঠাইয়া লওয়ার দরখাস্ত মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে মর্মে বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ও মতামত পোষণ করেন। বর্ণিত অবস্থাধীনে বাদীর দাখিলী দরখাস্ত মঞ্জুর করা হইল।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অভিযোগকারীকে অত্র ফৌজদারী মামলাটি নন-প্রসিকিউশন গ্রাউন্ডে উঠাইয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল এবং তৎসহ অত্র মামলাটি নিষ্পত্তি হয়।

আমার কথিত মতে লিখিত ও
আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক ঃ- জা, নেসা।
তুলনাকারকঃ
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি
রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী, বিভাগ রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ- মোঃ আবদুস সামাদ,
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী মামলা নং-২৫/৮৫

বাদী ঃ শৈলেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, পিতা শাহদেব চন্দ্র বিশ্বাস, গ্রাম দুর্বাজুরী, পোঃ রতনগঞ্জ, থানা নড়াইল, জেলা যশোর।

বনাম

আসামী ঃ- ১। চীফ পার্সোনেল অফিসার(পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী, থানা বোয়ালিয়া, জেলা রাজশাহী।
২। ডিভিশনাল সুপারিনটেনডেন্ট (পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, সৈয়দপুর, নীলফামারী,
৩। জেনারেল ম্যানেজার (পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী, থানা বোয়ালিয়া, জেলা রাজশাহী।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), বাদী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ৭ তাং ০৭-৯-০৩

অদ্য মামলাটি দরখাস্তটির শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য আছে। বাদী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। নথি শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।

বাদীর দাখিলী মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্তের পোষকতায় পি, ডাব্লিউ-১ শৈলেন্দ্র নাথ বিশ্বাস বাদী স্বয়ং সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হয়। বাদী পক্ষের দাখিলী দরখাস্ত, বাদীর জবানবন্দী এবং দাখিলী রীট মামলা নং-৪১৫/৮৫ মামলা রায়ের ফটোকপি পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। রীট ৪১৫/৮৫ মামলার রায়ের ফটেকপি দৃষ্টে দেখা যায় যে, রীট মামলাটি গত ৩-৯-৮৬ ইং তারিখে রায়মূলে ইস্যুকৃত Rule absolute হয়েছে এবং আই,আর, ও ১১/৮৪ মামলার ২৮-৫-৮৫ ইং তারিখের রায় ও আদেশ কর্তৃত্ববিহীন ও বেআইনী হয়েছে মর্মে ঘোষিত হয়। সুতরাং বাদী যেহেতু অত্র ফৌজদারী মামলাটি পরিচালনা করিবেন না, সেহেতু মামলাটি উঠাইয়া লইবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় একইরূপ মতামত পোষণ করেন। সুতরাং বাদীর মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্ত মঞ্জুর করা হইল।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

বাদীর অত্র ফৌজদারী মামলাটি non-prosecution ground উঠাইয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল এবং তৎসহ মামলাটি নিষ্পত্তি করা গেল।

আমার কথিত মতে লিখিত ও
আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক ঃ- জা, নেসা।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

তুলনাকারকঃ-
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী, বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

রায় প্রদানের তারিখ ১৯শে জুলাই/২০০৩

ফৌজদারী মামলা নং-২/২০০৩

ভৈরব চন্দ্র বর্মন, পিতা বদন চন্দ্র বর্মন, সভাপতি,
রাজা বিরাট হাট বাজার ও স্ট্যান্ড কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন,
রেজিঃ নং রাজ-১৮১২, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা-গাইবান্ধা—বাদী।

বনাম

১। মোঃ চিনি মিয়া, পিতা মৃত ময়েজ উদ্দীন (বেঙ্গারু),

২। মোঃ মনোয়ার হোসেন, পিতা মাজেম আলী,

৩। মোঃ ফিরোজ কবীর আকন্দ, পিতা মোঃ আবুল হোসেন,

৪। তপন চন্দ্র মহন্ত, পিতা সুসিল চন্দ্র মহন্ত,

৫। মোঃ আশরাফ আলী, পিতা মৃত বাচ্চু মিয়া,
সর্বসাং ও পোঃ বিরাট, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা—আসামী।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), বাদী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব মোঃ আবুল কাশেম (২), আসামী পক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৬, ৬১(ক) এবং ৬২ ধারায় আসামী চিনি মিয়া, মনোয়ার হোসেন, ফিরোজ কবির আকন্দ, তপন চন্দ্র মহন্ত ও আশরাফ আলীর বিরুদ্ধে আনীত একটি ফৌজদারী মামলা।

অত্র ফৌজদারী মামলার অভিযোগকারী ভৈরব চন্দ্র বর্মন কর্তৃক আনীত অভিযোগ হইল এই মর্মে যে, অভিযোগকারী ভৈরব চন্দ্র বর্মন রাজা বিরাট হাট বাজার ও স্ট্যান্ড কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৮১২) এর সভাপতি এবং বাদীর ইউনিয়নটি নিজস্ব গঠনতন্ত্রসহ সংবিধান দ্বারা পরিচালিত একটি ইউনিয়ন। আসামী চিনি মিয়া, মনোয়ার হোসেন, ফিরোজ কবির আকন্দ, তপন চন্দ্র মহন্ত এবং আশরাফ আলী ব্যক্তিগণ বাদীর ইউনিয়নের নাম ভাংগিয়া ও মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করিয়া ২৭শে ফেব্রুয়ারী/২০০৩ ইং তারিখে কথিত দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের তারিখ উল্লেখে চেয়ার, ছাতা, মোরগ, মই ও চাকা মার্কা দেখাইয়া ইউনিয়নের কোন রেজিঃ নম্বর উল্লেখ না করিয়া মিথ্যাভাবে পোষ্টার ছাপাইয়া দেওয়ালে দেওয়ালে লটকাইয়া দেন। উল্লেখ যে, বাদীর ইউনিয়ন ব্যতীত উক্ত এলাকায় রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত অন্য কোন ইউনিয়ন নাই। আসামী ভোট প্রার্থীগণ বাদীর ইউনিয়নের কোন শাখা সদস্য নহেন এবং তাহারা পোষ্টার পত্রে রেজিষ্ট্রেশন নম্বর উল্লেখ না করিয়া অরেজিষ্ট্রীকৃত ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ এবং মিথ্যা তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে বেআইনী কর্মকান্ড পরিচালনা করায় শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৬, ৬১(ক) এবং ৬২ ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন এবং কথিত নির্বাচন পরবর্তী কার্যক্রম দ্বারা বাদীর ইউনিয়নের কাজে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করিয়া আসামীগণ

যোগসাজসভাবে উক্ত অধ্যাদেশের ৬২ ধারার অপরাধ সংগঠন করিয়াছেন এবং কথিত নির্বাচন দেখাইয়া বাদীর ইউনিয়নের কাজে প্রতিনিয়ত বাধার সৃষ্টি করিতেছেন। সুতরাং আসামী চিনি মিয়া, মনোয়ার হোসেন, ফিরোজ কবির আকন্দ, তপন চন্দ্র মহন্ত ও আশরাফ আলীর বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৬, ৬১(ক) ৬২ ধারার অপরাধের অভিযোগ।

এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে অত্র আদালত অভিযোগকারী ভৈরব চন্দ্র বর্মনের জবানবন্দী রেকর্ড পূর্বক আসামীগণের বিরুদ্ধে আই,আর,ও এর ৫৬,৬১(ক) ও ৬২ ধারার অপরাধ আমলে গ্রহণ করেন এবং আসামীগণ আদালতে হাজির হইলে আসামী চিনি মিয়া, মনোয়ার হোসেন, ফিরোজ কবির আকন্দ, তপন চন্দ্র মহন্ত ও আশরাফ আলীর বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৬, ৬১(ক) ও ৬২ ধারার অভিযোগ গঠন পূর্বক গঠিত অভিযোগটি উপস্থিত আসামীদেরকে পাঠ করিয়া শুনাইলে আসামীগণ প্রত্যেক নিজেকে নির্দোষ দাবী করিয়া বিচার প্রার্থনা করেন।

এই মামলার বিচারকালে অভিযোগকারী পি, ডাব্লিউ-১ ভৈরব চন্দ্র বর্মন অভিযোগকারী স্বয়ং, পি, ডাব্লিউ-২ রাজা মিয়া, পি, ডাব্লিউ-৩ অনিল চন্দ্র বর্মন এবং পি, ডাব্লিউ-৪ মনিরুল ইসলাম ৪ জন সাক্ষী পরীক্ষা করেন এবং কাগজাদি প্রমাণে আনেন। সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আসামীগণকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারা মতে পরীক্ষা করা হইলে আসামীগণ প্রত্যেকে নিজেকে নির্দোষ দাবী করিয়া কোন সাফাই সাক্ষী দিবেন না মর্মে আদালতকে অবহিত করেন। তৎপর উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীবৃন্দের যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হয়।

বিবেচ্য বিষয়

১। আসামী চিনি মিয়া, মনোয়ার হোসেন, ফিরোজ কবির আকন্দ, তপন চন্দ্র মহন্ত ও আশরাফ আলী ব্যক্তিগণ কি যোগসাজসে বাদীর রাজা বিরাট হাট বাজার ও স্ট্যান্ড কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের নাম উল্লেখে উক্ত ইউনিয়নের সদস্য না হওয়া সত্বেও বাদীর ইউনিয়নের নাম ব্যবহার করিয়া অরেজিষ্ট্রীকৃত ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করিয়া মিথ্যা তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে ২৭-২-২০০৩ ইং তারিখে দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের জন্য চেয়ার , ছাতা, মোরগ, মই ও চাকা মার্কা লইয়া ভোট প্রার্থী হইয়া লিফলেট প্রকাশ ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাদীর রেজিষ্ট্রীকৃত ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডে বাধা ও সমস্যার সৃষ্টি করেন এবং উক্ত কার্য দ্বারা আসামীগণ শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৬, ৬১(ক) এবং ৬২ ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংগঠন করিয়াছেন।

২। আসামীগণকে কি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৬, ৬১(ক) এবং ৬২ ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিয়া সাজা প্রদান করা যায় ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

১ ও ২ নং বিবেচ্য বিষয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। স্বীকৃত মতেই অভিযোগকারী ভৈরব চন্দ্র বর্মন রাজা বিরাট হাট বাজার ও স্ট্যান্ড কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি এবং ইউনিয়নটির রেজিঃ নং রাজ-১৮১২ (আলেখ্য ৫ দৃষ্টে প্রমাণিত) এবং উহার একটি পৃথক সংবিধান আলেখ্য-৩ রহিয়াছে। আলেখ্য-৪ রাজা বিরাট হাট, বাজার ও স্ট্যান্ড কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৮১২) এর ২০০২ সালের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী অফিসে ৪-৩-০৩ ইং তারিখে জমা রহিয়াছে মর্মে পরিদৃষ্ট হয়। অভিযোগকারী পক্ষে অভিযোগের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, আসামী চিনি মিয়া, মনোয়ার হোসেন, ফিরোজ কবির আকন্দ, তপন চন্দ্র মহন্ত ও আশরাফ আলী, ব্যক্তিগত পরস্পর যোগসাজসে বাদীর রাজা বিরাট হাট, বাজার ও স্ট্যান্ড কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের নাম উল্লেখে সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও বাদীর ইউনিয়নের নাম ব্যবহার করিয়া অরেজিষ্ট্রীকৃত ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ

করিয়া ও মিথ্যা তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে ২৭-২-০৩ ইং তারিখে দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে চেয়ার, ছাতা, মোরগ, মই ও চাকা মার্কা লইয়া ভোট প্রার্থী হইয়া লিফলেট প্রকাশ ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাদীর রেজিষ্ট্রীকৃত ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডে বাধা ও সমস্যার সৃষ্টি করেন যাহা দ্বারা আসামীগণ শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৬, ৬১(ক) এবং ৬২ ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংগঠন করিয়াছেন। উক্ত সুনির্দিষ্ট অভিযোগ প্রমাণে প্রসিকিউশন পক্ষ পি, ডাব্লিউ-১ ভৈরব চন্দ্র বর্মন অভিযোগকারী স্বয়ং সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হয় এবং কাগজাদি আলেখ্য-১/১, ২, ২/১, ২/২, ২/৩, ২/৪, ৩, ৪ ও ৫ প্রমাণে এনেছেন এবং পি, ডাব্লিউ-২ রাজা মিয়া, পি, ডাব্লিউ-৩ অনিল চন্দ্র বর্মন, পি, ডাব্লিউ-৪ মনিরুল ইসলামকে মৌখিক সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করিয়াছেন। পি, ডাব্লিউ-১ ভৈরব চন্দ্র বর্মন অভিযোগকারী ও বাদী রাজা বিরাট হাট, বাজার ও স্ট্যান্ড কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের (রেজিঃ নং রাজ-১৮১২) সভাপতি স্বয়ং অভিযোগ করবরেট করিয়া উল্লেখ করেন যে, আসামী চিনি মিয়া , মনোয়ার হোসেন, ফিরোজ কবির আকন্দ, তপন চন্দ্র মহন্ত ও আশরাফ আলী ব্যক্তিগণ বাদীর ইউনিয়নের নাম ভাংগাইয়া ২৭শে ফেব্রুয়ারী/০৩ ইং তারিখে ভোট উল্লেখে পোষ্টার ছাপায় এবং দেওয়ালে দেওয়ালে লটকাইয়া দেয়। ঐ এলাকায় রাজা বিরাট হাট নামীয় রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত অন্য কোন ইউনিয়ন নাই। মিথ্যা ইউনিয়নের নামে ২৭শে ফেব্রুয়ারী/০৩ ইং তারিখে আসামীরা ভোট করে নিয়েছে এবং পূর্ব থেকেই মিথ্যা ও বেআইনীভাবে তৎপরতা চালায় এবং কাজে বাধা সৃষ্টি করে। আসামীদের ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন না থাকা সত্বেও মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ড চালায় ও ভোট মিথ্যাভাবে অনুষ্ঠিত করে এবং বাদীর ইউনিয়নের কাজে বাধার সৃষ্টি করায় আসামীরা শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংগঠন করিয়াছেন। এই সাক্ষীর জেরায় স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় বাদীর ইউনিয়নটি রাজা বিরাট হাট বন্দরে অবস্থিত এবং হাট, বাজার ও স্ট্যান্ড নিয়ে ইউনিয়নটি এরিয়া এবং বাদীর ইউনিয়নের শ্রমিক সংখ্যা বর্তমানে ৪৮ জন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য সংখ্যা ও ৫ জন। পি, ডাব্লিউ-১ ভৈরব চন্দ্র বর্মন এর জেরায় স্বীকারোক্তি দেখা যায় যে, দাখিলী পোষ্টারে স্ট্যান্ড কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন লিখা নাই। সে গোবিন্দগঞ্জ হাট, বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন নামীয় কোন কার্যক্রম দেখায় নাই। সুতরাং অভিযোগকারীর স্বীকারোক্তি ও আলেখ্য ২, ২/১, ২/২, ২/৩ ও ২/৪ আসামীগণের নামীয় লিফলেট ও প্রচার পত্র থেকে দেখা যায় যে, অভিযোগকারীর "রাজা বিরাট হাট, বাজার ও স্ট্যান্ড কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন" এর নামের সহিত আসামীগণের "রাজা বিরাট হাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন" নামের কিয়দাংশ গরমিল রহিয়াছে। বাদীর ইউনিয়নের নামের সহিত স্ট্যান্ড কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের অতিরিক্ত সংযোজিত রহিয়াছে। যাহা দৃষ্টে অভিযোগকারীর বর্ণনা মোতাবেক বাদীর ইউনিয়নের পুরোপুরি নাম ব্যবহার করিয়াছে তাহা সুনির্দিষ্টভাবে সমর্থিত নাই। তবে ইহা সুস্পষ্ট যে, অভিযোগকারী ইউনিয়নের এলাকা/স্থান এবং আসামীগণের ইউনিয়নের এলাকা/স্থান একই এবং আসামীগণের ইউনিয়নের কোন রেজিষ্ট্রেশন নম্বর লিফলেট বা প্রচার পত্রে উল্লেখ নাই কিন্তু অভিযোগকারী পক্ষের ইউনিয়নটির রেজিঃ নং রাজ-১৮১২ উল্লেখ রহিয়াছে এবং অভিযোগকারী ইউনিয়নটির কার্যক্রম বৈধ ও আইন দ্বারা অনুমোদিত। অপর দিকে রেকর্ডকৃত সাক্ষ্য ও জেরা এবং আলেখ্য ২, ২/১, ২/৪ কাগজাদি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, আসামীগণের ইউনিয়নের কোন রেজিঃ নং নাই এবং আসামীগণের ইউনিয়নটি কোন শাখা হিসাবে কাজ করিতেছে তাহাও লিফলেট বা প্রচার পত্রে উল্লেখ নাই। পি, ডাব্লিউ-১ ভৈরব চন্দ্র বর্মন অভিযোগকারীর জেরায় স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, কামার্দিয়া হাট, পানিতলা হাট, রাজা বিরাট হাট, বানেশ্বর হাট, ফাঁসিতলা হাট, মহিমাগঞ্জ হাট, গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা হাট বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের আওতাধীন কি না তাহা জানা নাই। তবে আসামীগণ কুলি শ্রমিকের কাজ করে মর্মে অভিযোগকারী জেরায় স্বীকার করেন। আসামী পক্ষে জেরার প্রকৃতি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় আসামী গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা হাট বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য মর্মে সাজেশন দিলে অভিযোগকারী তাহা অস্বীকার করেন। পি, ডাব্লিউ-২ রাজা মিয়া রাজা বিরাট হাটের ব্যবাসায়ী সাক্ষ্যতে উল্লেখ করেছে যে, বাদীর ইউনিয়নের রেজিঃ নং আছে এবং আসামীগণের ইউনিয়নের কোন রেজিঃ নং নাই। সে আসামীদের সংগঠনটির ভোট করার পোষ্টারিং

দেখেছে। এই সাক্ষীর জেরায় স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, বাদীর ইউনিয়নের শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ১০০ জন। আসামীগণের ইউনিয়নের নির্বাচনের জন্য পোষ্টারিং ছাপায়। উভয় শ্রমিকদের সংগঠনের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে। পি, ডাব্লিউ-৩ অনিল চন্দ্র বর্মন সাক্ষাতে উল্লেখ করেন যে, আসামী চিনি মিয়া, মনোয়ার, ফিরোজ কবির তপন চন্দ্র ও আশরাফরা ফেব্রুয়ারী ২৭ তারিখে মিথ্যা তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে ভূয়া ভোট অনুষ্ঠান করে এবং ঐ ভোট অনুষ্ঠানের পোষ্টারিং দেখেছে কিন্তু আসামীদের ইউনিয়নের কোন রেজিঃ নং দেখে নাই। বাদীর ইউনিয়ন ও আসামীদের ইউনিয়নের মধ্যে কাজ করা নিয়ে দ্বন্দ্ব ও গোলমাল হয়। এই সাক্ষীর জেরায় স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় রাজা বিরাট হাটের সে একজন ব্যবসায়ী। আসামীরা রাজা বিরাট হাটে ৫/৬ বৎসর পূর্ব থেকে ব্যবসা করে। আসামীদের ইউনিয়নটি গোবিন্দগঞ্জে আছে। পি, ডাব্লিউ৪ মনিরুল ইসলাম আড়ৎদারী ব্যবসায়ী, রাজা বিরাট হাট সাক্ষ্যতে উল্লেখ করেন যে, বাদীদের ইউনিয়নের রেজিঃ নং আছে এবং আসামীদের ইউনিয়নেব কোন রেজিঃ নং নাই। আসামীরা রেজিস্ট্রেশন বিহীন রাজা বিরাট হাট, বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন করে ও পোস্টারিং ছাপায়। পূর্ব থেকে উভয় পক্ষের মধ্যে গোলমাল হইলে সে মিমাংসা করে দেয়। এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করে যে, বাদীকে পূর্বে সে বস্তা ঠেলাঠেলি করিতে দেখে এবং সে কুলির কাজ করে। এই সাক্ষীর জেরায় স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন পূর্ব থেকে ছিল। আসামীরা গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য কিন্তু তাহাদের পোস্টারগুলিতে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের বিষয় লেখা নাই বা রেজিঃ নং উল্লেখ নাই। আসামীরা কোন্ ইউনিয়নের ভোট করে তা সে বলিতে পারে না। উভয় ইউনিয়নের শ্রমিকরা রাজা বিরাট হাট বাজারে কুলির কাজ করে।

রেকর্ডকৃত প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা করিয়া আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারীর রাজা বিরাট হাট, বাজার ও স্ট্যান্ড কুলি শ্রমিক ইউনিয়নটি বৈধ রেজিঃ নং রাজ-১৮১২ রহিয়াছে এবং আসামীগণের আলেখ্য ২, ২/১-২/৪ লিফলেটে উল্লেখিত রাজা বিরাট হাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়নটির কোন রেজিঃ নং দেখাইতে পারে নাই এবং উভয় ইউনিয়নটিই রাজা বিরাট হাট এলাকায় অবস্থিত। আসামীগণের ইউনিয়নের ফেব্রুয়ারীর ২৭ তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের লিফলেটে কোন রেজিঃ নং উল্লেখ নাই এবং আসামীগণের ইউনিয়নটি সরকার অনুমোদিত তাহা প্রমাণিত হয় না। অভিযোগকারী পক্ষ হইতে পি, ডাব্লিউ-১ ভৈরব চন্দ্র বর্মন অভিযোগকারী স্বয়ং এবং পি, ডাব্লিউ-২ রাজা মিয়া, পি, ডাব্লিউ-৩ অনিল চন্দ্র বর্মন, পি, ডাব্লিউ-৪ মনিরুল ইসলাম সকল সাক্ষীগণ অভিযোগের করবরটিভ সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং প্রাপ্ত সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ আসামীগণ রেজিস্ট্রেশন বিহীন রাজা বিরাট হাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন নামীয় সংগঠনটির কথিত নির্বাচন অনুষ্টান দেখাইয়া বেআইনীভাবে লিফলেট ছাপায় এবং নির্বাচন অনুষ্ঠান করে। অভিযোগকারী পক্ষে সাক্ষীগণ সাক্ষাতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, আসামীগণ তাহাদের ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন না থাকা সত্বেও ইউনিয়নের বেআইনী কর্মকান্ড চালাইয়া বাদীর ইউনিয়নটির শ্রমিকদের সহিত দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকে এবং কাজ নিয়ে গোলমাল হয়। আসামী পক্ষ হইতে সাক্ষীগণের জেরায় প্রবনতা থেকে দেখা যায় আসামীগণ ডিফেন্স কেস হিসাবে এইরূপ ফি নিয়েছেন যে, আসামীগণের রাজা বিরাট হাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়নটি গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের শাখা অফিস হিসাবে চালাইতেছে এবং আসামীগণ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য আছে কিন্তু আসামীগণের স্বীকৃত মতে আলেখ্য-২, ২/১-২/৪ লিফলেটগুলি দৃষ্টে এইরূপ প্রমাণিত হয় না যে, আসামীগণের রাজা বিরাট হাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়নটি গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের শাখা। তাছাড়াও আসামী পক্ষ হইতে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের কোন সাধারণ সম্পাদক বা সভাপতি দ্বারা ঐ মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই এবং পোস্টারিংয়ে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা শাখা অফিস মর্মে উল্লেখ নাই। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, গোবিন্দগঞ্জের শাখা অফিস হিসাবে নির্বাচনের কোন কিছুই প্রমাণিত হয় না। বরং আলেখ্য-২, ২/১-২/৪ লিফলেটগুলি দৃস্টে প্রতীয়মান হয় যে আসামীগণ রাজা

বিরাট হাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন নামে স্বতন্ত্র ইউনিয়নের ব্যানারে নির্বাচন করিয়াছে যাহার কোন রেজিস্ট্রেশন নাই এবং সরকারী অনুমোদনও নাই। সুতরাং প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনায় আসামী চিনি মিয়া, মনোয়ার, ফিরোজ কবির, তপন চন্দ্র মহন্ত ও আশরাফ আলী ব্যক্তিগণ রেজিস্ট্রেশন বিহীন রাজা বিরাট হাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য পোস্টারিং ছাপায় এবং বেআইনী কর্মকান্ডে লিপ্ত থাকে। সুতরাং আসামীগণের অরেজিস্ট্রিকৃত ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ড রাজা বিরাট হাটে পরিচালনা করায় এবং বাদীর ইউনিয়নের শ্রমিকদের সহিত দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়ায় এবং আলেখ্য-২ সিরিজ লিফলেটে মিথ্যা বর্ণনা দিয়া নির্বাচন অনুষ্ঠান করায় আসামীগণ প্রত্যেকের বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৬, ৬১(ক) এবং ৬২ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক আসামী উক্ত ধারায় গঠিত অপরাধের অভিযোগের সাজা পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছে। ফলতঃ আসামী চিনি মিয়া, মনোয়ার হোসেন, ফিরোজ কবির আকন্দ, তপন চন্দ্র মহন্ত এবং আশরাফ আলী প্রত্যেকে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৬ ধারায় ৩ মাসের কারাদন্ড তৎসহ ২৫০ টাকা জরিমানা, ৬১(ক) ধারায় ৩ মাসের কারাদন্ড তৎসহ ২৫০ টাকা জরিমানা এবং ৬২ ধারায় ২৫০ টাকা জরিমানা একুনে প্রত্যেক আসামী ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৭৫০ টাকা জরিমানার সাজা ভোগের আইনত হকদার।

সুতরাং,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র ফৌজদারী মামলার আসামী চিনি মিয়া, মনোয়ার হোসেন, ফিরোজ কবির আকন্দ, তপন চন্দ্র মহন্ত ও আশরাফ আলীর বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৬, ৬১(ক) এবং ৬২ ধারায় আনীত অপরাধের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাহাদেরকে উক্ত ধারায় দোষী সাব্যস্ত পূর্বক প্রত্যেককে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৬ ধারায় ৩ মাস ও ২৫০ টাকা জরিমানা, ৬১(ক) ধারায় ৩ মাস ও ২৫০ টাকা জরিমানা এবং ৬২ ধারায় ২৫০ টাকা জরিমানা একুনে প্রত্যেককে ০৬(ছয়) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ৭৫০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ১৫ (পনের) দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হইল।

সাজা প্রাপ্ত আসামীগণের কনভিকশন ওয়ারেন্ট/জেল ওয়ারেন্ট ইস্যু করা হউক।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বাঃ/-মোঃ আবদুস সামাদ
১৯-৭-০৩
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী

স্বাঃ/-মোঃ আবদুস সামাদ
১৯-৭-০৩
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিকিকারকঃ- জা, নেসা।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি
রেজিষ্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

তুলনাকারকঃ-
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

রায় প্রদানের তারিখ ২৬শে আগস্ট/২০০৩

ফৌজদারী মামলা নং ৩৩/২০০২

অভিযোগকারী ঃ এ, টি, এম, ফজলুর রহিম, উপ-শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, বগুড়া।

বনাম

আসামী ঃ বকুল রাণী, প্রোপ্রাইটর, মেসার্স জননী ইন্ডাস্ট্রিজ,
স্বামী—প্রফুল্ল চন্দ্র প্রমানিক, সাং তালোড়া বাজার,
পোঃ—তালোড়া, থানা দুপচাঁচিয়া, জেলা বগুড়া।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব চিত্ত রঞ্জন বসাক, বাদী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব বিশ্বনাথ মোহন্ত, আসামী পক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা প্রতিপক্ষ আসামী বকুল রাণীর বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ (অদ্যাবধি সংশোধিত) এর ৬২(ক) ধারার অপরাধের জন্য আনীত একটি মামলা। অত্র মামলার অভিযোগকারীর সুনির্দিষ্ট অভিযোগ হইল এই মর্মে যে, অভিযোগকারী এ, টি, এম, ফজলুর রহিম, উপশ্রম পরিচালক ও মধ্যস্থতা (সালিশ্যকারী ব্যক্তি। প্রতিপক্ষ আসামী প্রোপ্রাইটর বকুল রাণী, মেসার্স জননী ইন্ডাস্ট্রিজ, বগুড়া জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অধীন সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামের ২০০১-২০০৩ সালের জন্য শ্রম ও চালনা (হ্যান্ডলিং) ঠিকাদার এবং তিনি ৩০-৯-২০০১ ইং তারিখে বগুড়া জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের ঠিকাদারীর জন্য চুক্তি সম্পাদন করিয়া চুক্তিপত্রের ২৫ নং শর্ত অনুযায়ী সরকার অনুমোদিত হারে খাদ্য গুদাম কর্মরত শ্রমিকগণকে শর্ত মোতাবেক শতকরা ৭৫ হইতে ৮০ ভাগ মজুরী পাইবে কিন্তু আসামী বকুল রাণী, প্রোপ্রাইটর, মেসার্স জননী ইন্ডাস্ট্রিজ চুক্তি মোতাবেক শ্রমিকদের পাওনা থেকে কম হারে মজুরী প্রদান করেন এবং তদমর্মে অভিযোগকারী অভিযোগ পেয়ে শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া মোতাবেক বিরোধের প্রেক্ষিতে শালিসকারক হিসাবে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২৭ ধারার বিধান অনুযায়ী ১৪-৫-২০০২ ইং তারিখের পত্র দ্বারা ১৮-৫-২০০২ ইং তারিখে শালিসী বৈঠক আহ্বান করেন কিন্তু আসামী পক্ষ অভিযোগকারীর নির্ধারিত শালিসী বৈঠকে ইচ্ছাকৃতভাবে উপস্থিত হন নাই। তৎপর শ্রমিকগণ ২৭-৬-২০০২ ইং তারিখে ২১ দিনের সময় দিয়া গোপন ব্যালটে ভোট গ্রহণ করিয়া বিবাদী বরাবর ধর্মঘটের নোটিশ প্রদান করেন এবং তাহার অনুলিপি অভিযোগকারীকে প্রদান করেন। অভিযোগকারী ধর্মঘটের নোটিশ পাইয়া শ্রম বিরোধটি নিস্পত্তির জন্য ৯-৭-২০০২ ইং তারিখে ত্রিপক্ষীয় শালিস বৈঠক আহ্বান করিয়া আসামী বরাবর ২-৭-২০০২ ইং তারিখে ৩০ ধারা মতে পত্র প্রেরণ করেন কিন্তু আসামী বকুল রাণী উক্ত পত্র প্রাপ্ত হইয়াও উক্ত শালিসী বৈঠকে ইচ্ছকৃতভাবে অনুপস্থিত থাকেন। তৎপর অভিযোগকারী ২৪-৭-২০০২ ইং তারিখে ত্রিপক্ষীয় শালিসী বৈঠক আহ্বান করিয়া ১৪-৭-২০০২ ইং তারিখে আসামীকে এক পত্র প্রদান করেন কিন্তু আসামী উক্ত বৈঠকে উপস্থিত হন নাই। পরবর্তীতে

অভিযোগকারী ২৫-৮-২০০২ ইং তারিখে ত্রিপাক্ষিক শালিসী বৈঠক ৪র্থ বারের মত আহ্বান করিয়া ১০-৮-২০০২ ইং তারিখে আসামীকে পত্র প্রদান করেন কিন্তু অসামী বকুল রাণী সম্পূর্ণ বেআইনী ও ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত শালিসী বৈঠকে উপস্থিত থাকিতে বিরত থাকেন যাহা দ্বারা আসামী বকুল রাণী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬২(ক) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংগঠন করিয়াছেন। সুতরাং আসামী বকুল রাণীর বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬২(ক) ধারার অপরাধে আনীত অত্র অভিযোগ।

এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে অত্র আদালত অভিযোগকারীর কার্যবিধির ২০০ ধারা মোতাবেক জবানবন্দী রেকর্ডপূর্বক আসামী বকুল রাণীর বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬২(ক) ধারার অপরাধ আমলে গ্রহণ করেন এবং আসামী বকুল রাণী আদালতে হাজির হইলে তাহার বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬২(ক) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগ গঠন করেন এবং গঠিত অভিযোগটি আসামী বকুল রাণীকে পাঠ করিয়া শুনাইলে সে নিজেকে নির্দোষ করিয়া বিচার প্রার্থনা করে। এই মামলার বিচারকল্পে অভিযোগকারী পক্ষে সাক্ষী হিসাবে পি, ডাব্লিউ-১ এ, টি, এম, ফজলুর রহিম, উপশ্রম পরিচালক, অভিযোগকারী স্বয়ং মৌখিক সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হয় এবং দালিলিক কাগজাদি আলেখ্য ১, ১(ক)—১(গ), ২, ৩, ৩(ক), ৪, ৫, ৫(ক), ৬, ৬(ক) হিসাবে প্রমানে আনেন। আসামী পক্ষ বাদীর পরীক্ষিত সাক্ষী পি, ডাব্লিউ-১ কে জেরা করেন। সাক্ষী পরীক্ষা শেষে বকুল রাণীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হইলে সে নিজেকে নির্দোষ দাবী করিয়া কোন সাফাই সাক্ষী দিবেনা মর্মে আদালতকে অবহিত করে। তৎপর উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীবৃন্দের যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হয়।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ

(১) আসামী বকুল রাণী, প্রোপ্রাইটর, মেসার্স জননী ইন্ডাস্ট্রিজ কি বগুড়া জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের আওতাধীন সাবেকপাড়া গুদামে ২০০১-২০০৩ সালের জন্য শ্রম ও চালনা (হ্যান্ডিলিং) ঠিকাদার হিসাবে ৩০-৯-২০০১ ইং তারিখে ঠিকাদারী চুক্তি মোতাবেক সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামের শ্রমিকগণকে চুক্তির শর্ত মোতাবেক অসৎ উদ্দেশ্যে মজুরী প্রদান না করিলে শ্রমিক ইউনিয়নের দাবীর প্রেক্ষিতে বাদীর অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় শালিসী বৈঠক ৪ বার আহ্বান করা সত্ত্বেও বেআইনী ও ইচ্ছাকৃতভাবে কারণ ছাড়াই শালিসী বৈঠক অনুপস্থিত থাকেন যাহাতে আসামী কি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬২(ক) ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংগঠন করিয়াছেন?

(২) আসামী বকুল রাণীকে কি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬২(ক) ধারায় দোষী সাব-শাস্তি প্রদান করা যায়?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

১ ও ২ নং বিবেচ্য বিষয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। স্বীকৃত মতেই আসামী বকুল রাণী মেসার্স জননী ইন্ডাস্ট্রিজ-এর একজন প্রোপ্রাইটর এবং বগুড়া জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অধীনে সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামের ২০০১-২০০৩ সালের জন্য শ্রম ও চালনা (হ্যান্ডিলিং) ঠিকাদার এবং বাদী এ, টি, এম, ফজলুর রহিম, উপশ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, বগুড়ায় কর্মরত এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের আইন মোতাবেক একজন শালিসকারী (মধ্যস্থতাকারী)। অভিযোগকারী পক্ষের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ হইল এই মর্মে যে, আসামী বকুল রাণী, প্রোপ্রাইটর, মেসার্স জননী ইন্ডাস্ট্রিজ বগুড়া জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের সহিত ঠিকাদারী কাজের ৩০-৯-২০০১ ইং তারিখে চুক্তি করিলে চুক্তিনামার ২৫ নং শর্ত মোতাবেক সরকার অনুমোদিত হারে

সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামের শ্রমিকগণকে শতকরা ৭৫ হইতে ৮০ ভাগ হারে মজুরী প্রদান না করিলে খাদ্য গুদাম শ্রমিক ইউনিয়নের দাবীর প্রেক্ষিতে বাদী বিরোধ মীমাংসার উদ্দেশ্যে ত্রিপক্ষীয় শালিসী বৈঠক ১৮-৫-২০০২, ৯-৭-২০০২, ২৪-৭-২০০২ ও ২৫-৮-২০০২ ইং তারিখে আহ্বান করিলেও আসামী বকুল রাণী ইচ্ছাকৃত ও বেআইনীভাবে উক্ত ৪টি শালিসী বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন এবং মধ্যস্থতাকারীর আহ্বানে হাজির না হওয়ায় আসামী অপরাধ সংগঠন করিয়াছেন। উক্ত সুনির্দিষ্ট অভিযোগ প্রমাণ প্রসিকিউশন পক্ষে পি, ডাব্লিউ-১ এ, টি, এম, ফজলুর রহিম, উপশ্রম পরিচালক মধ্যস্থতাকারী এবং অভিযোগকারী স্বয়ং সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি ১, ১(ক)—১(গ), ২, ৩, ৩(ক), ৪, ৫, ৫(ক), ৬, ৬(ক) হিসাবে প্রমাণে এনেছেন। পি, ডাব্লিউ-১ এ, টি, এম, ফজলুর রহিম, উপশ্রম পরিচালক, বগুড়া ও শালিসকারক এবং অভিযোগকারী সাক্ষ্য দিয়া অভিযোগের বক্তব্য করবরেট করেন এবং উল্লেখ্য করেছেন যে, সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামের ২০০১-২০০৩ সালের জন্য শ্রম ও চালনা (হ্যান্ডেলিং) ঠিকাদার প্রোপ্রাইটর বকুল রাণী ৩০-৯-২০০১ ইং তারিখে ঠিকাদারী চুক্তি সম্পাদন করা সত্ত্বেও চুক্তিনামার ২৫ নং শর্ত মোতাবেক শ্রমিকগণকে পাওনা বাবদ ৭৫% হইতে ৮৫% মজুরী প্রদান করেন নাই। বাদী শ্রমিকগণের দাবী-দাওয়া মোতাবেক কম হারে পাওনা প্রদান করার বিষয়ে অভিযোগ পায় এবং বাদী-দাওয়া মোতাবেক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য শালিসকারক হিসাবে ত্রিপক্ষীয় শালিসী বৈঠক আহ্বান করেন কিন্তু আসামী বকুল রাণী শালিসী বৈঠকে মালিক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন না। তৎপর সে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বারও বৈঠক ডেকে রেজিস্ট্রী ডাকযোগে পত্র পাঠায় কিন্তু মালিক পক্ষ বকুল রাণী ৪ বারই শলিসী বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন এবং শ্রমিক পক্ষ উপস্থিত থাকে। আসামী বকুল রাণী উক্ত বৈঠক বেআইনী ও ইচ্ছাকৃতভাবে শালিসী বৈঠকে উপস্থিত না থাকায় শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬২(ক) ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংগঠন করিয়াছেন। এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেন যে, উর্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে মামলা দায়ের করেছেন এবং আসামীকে রেজিস্ট্রী ডাকযোগে পত্র দিয়াছেন। তিনি বিরোধ উত্থাপনকারীকে পরীক্ষা করেছিলেন এবং শ্রমিক ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন ছিল মর্মে নিরূপণ করেছিলেন।

অভিযোগকারী পক্ষে দাখিলী আলেখ্য-৭ বগুড়া জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও প্রতিপক্ষ আসামী বকুল রাণী কর্তৃক সম্পাদিত ৩০-৯-২০০১ ইং তারিখের চুক্তিপত্র সৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, চুক্তি পত্রের ২৫ নং শর্ত মোতাবেক ঠিকাদার সরকার অনুমোদিত দরের ৭৫% হইতে ৮০% ভাগ হারে মজুরী শ্রমিকদের প্রদান করিবেন এবং অবশিষ্ট তাহার লাভ ও প্রাতিষ্ঠানিক খরচা হিসাবে গ্রহণ করিবেন। অভিযোগকারী পক্ষে আলেখ্য-৩ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, সাবেকপাড়া খাদ্য গুদাম শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আবদুল জব্বার ও সাধারণ সম্পাদক শামরুল স্বাক্ষরিত শ্রমিকদের কাজের মজুরী/দর নির্ধারণ ও ১০ দিনের সময় দিয়া প্রোপ্রাইটর বকুল রাণী, মেসার্স জননী ইন্ডাস্ট্রিজ বরাবর স্মারকলিপি দেন যাহার কপি আঞ্চলিক শ্রম দপ্তরের উপশ্রম পরিচালক বরাবর প্রদান করিলে উহা ডাইরী নং ১৭৩, তাং ২৯-৪-৯২ ডাইরীভুক্ত হয়। আলেখ্য ৫(ক) মূলে শ্রমিক ইউনিয়ন কর্তৃক ২ দফা দাবী—(১) সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী ১৩.৩৭ টাকা কাজের দর নির্ধারণ ও (২) ২টি ঈদ বোনাস দাবীনামা ১৬-৪-২০০২ ইং তারিখের সাধারণ সভার সিদ্ধান্তমূলে পেশ করেন। আলেখ্য-৫ মূলে সাবেকপাড়া খাদ্য গুদাম শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত পত্র দ্বারা উপশ্রম পরিচালক, বগুড়ার নিকট ঐ দুই দফার দাবী মীমাংসার জন্য ১০ দিনের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় শালিসী বৈঠক আহ্বান করিলে অভিযোগকারী আলেখ্য-১ পত্রমূলে ১৮-৫-২০০২ ইং তারিখে, আলেখ্য-(১) (ক) পত্রমূলে ৯-৭-২০০২ ইং তারিখ আলেখ্য-১(খ) পত্রমূলে ২৪-৭-২০০২ ইং তারিখে এবং আলেখ্য-১(গ), পত্র মূলে ২৫-৮-২০০২ ইং তারিখে বাদীর অফিসে অনুষ্ঠিতব্য ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে আসামীর উপস্থিতির জন্য দিন ধার্য করেন। বাদীর আলেখ্য-৩(ক) মূলে ২৭-৪-২০০২ ইং তারিখের ২-দফা দাবীনামা যাহা আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর ২৯-৪-২০০২ ইং তারিখে প্রাপ্ত হয়। আলেখ্য-৫ মূলে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২৭ ধারার বিধান মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন উপশ্রম পরিচালক, বগুড়া বরাবর চিঠি দেয়। আলেখ্য-২ মেসার্স জননী ইন্ডাস্ট্রিজ বরাবর ধর্মঘটের নোটিশ প্রদান করে যাহা বাদীর অফিস ডাইরী নং ৩৯, তাং ২৭-৬-২০০২ ইং প্রাপ্ত হয় এবং আলেখ্য-৪ অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘটের নোটিশ বাদী

বরাবর প্রদান করে যাহা বাদীর অফিস ২০-৭-২০০২ ইং তারিখের ডাইরী নং ৭২ হিসাবে প্রাপ্ত হয়। অভিযোগকারী পক্ষের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ আসামী বকুল রাণী কারণ ছাড়াই ইচ্ছাকৃতভাবে অভিযোগকারীর অফিসে অনুষ্ঠিতব্য ত্রিপক্ষীয় শালিসী বৈঠকগুলিতে উপস্থিত হয় নাই যাহা বাদী পি, ডাব্লিউ-১ এ, টি, এম, ফজলুর রহিম, উপশ্রম পরিচালক, বগুড়া স্বয়ং মৌখিক সাক্ষ্য দিয়া করবরেট করেন। প্রাপ্ত দালিলিক কাগজাদি দৃষ্টে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, বাদী উপশ্রম পরিচালক, বগুড়া কনসিলিয়েটর হিসাব আসামীকে ত্রিপক্ষীয় শালিসী বৈঠকে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলেও আসামী ঐ সকল বৈঠকে উপস্থিত বা হাজির হয় নাই। আসামী পক্ষ হইতে ডিফেন্স কেস এইরূপ নিবেদন করা হয় যে, প্রতিপক্ষ আসামী বকুল রাণী বাদীর অফিসে অনুষ্ঠিতব্য কোন ত্রিপক্ষীয় শালিসী বৈঠকের কোন নোটিশ প্রাপ্ত হয় নাই এবং আসামী বকুল রাণী মহিলা হওয়ায় ও তালোড়াতে বসবাস করায় রেজিস্ট্রী চিঠি জারী হয় নাই বিধায় আসামী শালিসী বৈঠকে উপস্থিত হইতে পারে নাই। বাদী উদ্দেশ্যমূলক ও মিথ্যাভাবে আসামীকে জড়িত করিয়া মামলা দিয়াছেন। ইহা স্বীকৃত যে, আসামী পক্ষ ৩০-৯-০১ ইং তারিখের সম্পাদিত চুক্তিনামা অস্বীকার করেন নাই। বাদীর দাখিলী কাগজাদি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ১৬-৭-০২ ইং তারিখের পোষ্টাল ডাকযোগে প্রেরীত প্রাপ্তি স্বীকার পত্র/রশিদ এর সত্যায়িত ফটোকপি নং-০৮৯, ৩-৭-০২ ইং তারিখের প্রাপ্তি স্বীকার রশিদের সত্যায়িত ফটোকপি নং-৯০১, ৯৩২ এবং ১২-৮-০২ ইং তারিখের প্রাপ্তি স্বীকার রশিদের সত্যায়িত ফটোকপি নং-৪৭৭, ৪৭৫ সহ অন্যান্য প্রাপ্তি রশিদ আলেখ্য ৬, ৬ (ক) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, আসামী বকুল রাণী ও তাহার স্বামী প্রফুল্ল চন্দ্র প্রামাণিক স্বাক্ষর প্রদানের রেজিস্ট্রী চিঠি গ্রহণ করেছেন এবং পোষ্ট মাষ্টার বগুড়ার মাধ্যমে আসামী পক্ষের চিঠি গ্রহণের প্রতিবেদন প্রমানে এসেছে। আসামী পক্ষ থেকে রেজিষ্ট্রী চিঠি গ্রহণের স্বাক্ষর ও রেকর্ডে ও চুক্তিপত্রের স্বাক্ষর খোলা চোখে এক ও অভিন্ন অনুমিত হয়। সুতরাং আসামীর উপর ত্রিপাক্ষিক শালিসী বৈঠকের নোটিশ জারী হয় নাই তাহা আইনতঃ গ্রহণ করা যায় না এবং আসামী পক্ষের ত্রিপাক্ষিক শালিসী বৈঠকের বিষয় জানিতেন না রশিদ দৃষ্টে আইনের নিরীখে তাহা টিকেনা। সুতরাং ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, তালোড়া পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে রেজিষ্ট্রী চিঠি আসামী বকুল রাণী ও তাহার স্বামী প্রফুল্ল চন্দ্র প্রামাণিক প্রাপ্তি স্বীকার করেছেন মর্মে প্রমানে এসেছে (এক্সিবিট-৬, ৬(ক)। আসামী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তিতর্ক পেশকালে এইরূপ নিবেদন করেন যে, শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬৪ ধারা মোতাবেক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হিসাবে শ্রম ডাইরেক্টরের অনুমতি ছাড়া এই মামলার বাদী উপশ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক অফিস, বগুড়া মামলাটি দায়ের করিতে পারেন না। কিন্তু রেকর্ডকৃত সাক্ষী পি, ডাব্লিউ-১ উপশ্রম পরিচালক-এর জেরার স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়েই বাদী উপশ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, বগুড়া মামলাটি দায়ের করেছেন। ফলতঃ আসামী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য মতেই মামলাটি অচলযোগ্য নহে বরং আইনানুগভাবেই সচলযোগ্য মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। আসামী পক্ষ থেকে কাগজাদি অংগীকারনামা দাখিলপূর্বক এইরূপ নিবেদন করা হয় যে, সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামের শ্রমিকগণ ১০-১০-২০০১ ইং তারিখের অংগীকার মূলে ও চুক্তি মোতাবেক দর গ্রহণ করিয়া অগ্রিম পাওনা মজুরী নেয় এবং ১০-২-২০০৩ ইং তারিখের অংগীকার মূলে ৭৫% হারে টাকা বুঝে নিয়ে পাওনা নাই লিখে দেয় কিন্তু সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামের শ্রমিকগণ সাধারণ সভার সিদ্ধান্তক্রমে দাবী পেশ করে নাই বা ধর্মঘটের নোটিশ দেয় নাই বা ত্রিপাক্ষিক শালিসী বৈঠক মীমাংসার জন্য আবেদন করে নাই ঐ মর্মে কোন শ্রমিককে দিয়া ডিফেন্স সাক্ষী পরীক্ষা করে নাই। মামলাটির মূল অনুসন্ধানের বিষয় যে, কনসিলিয়েটর উপশ্রম পরিচালক, বগুড়া কর্তৃক নির্ধারিত ত্রিপাক্ষিক শালিসী বৈঠকগুলিতে আসামী বকুল রাণী ইচ্ছাকৃতভাবে অনুপস্থিত থাকেন কিনা। প্রাপ্ত সাক্ষাদি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, প্রসিকিউশন পক্ষ মৌখিক সাক্ষী দ্বারা আসামীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রমাণ করিতে সক্ষম হয়েছেন যে, আসামী বকুল রাণী কনসিলিয়েটর উপশ্রম পরিচালক, বগুড়ার নির্ধারিত ত্রিপাক্ষিক শালিসী বৈঠকে উপস্থিত থাকেন নাই। তাই প্রাপ্ত সাক্ষাদি দৃষ্টে অভিযোগকারী আসামী বকুল রাণীর বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬২(ক) ধারায় আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করিতে সক্ষম হয়েছেন। ফলতঃ আসামী বকুল

রাণী আইনতঃ সাজা পাইবার হকদার হইতেছে। আসামী বকুল রাণী একজন মহিলা হওয়ায় তাহাকে ৫০০ টাকা জরিমানা প্রদানই আইন ও ন্যায় বিচারের জন্য যথার্থ বিবেচিত হয়।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র ফৌজদারী মামলার আসামী বকুল রাণীর বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের (অদ্যাবধি সংশোধিত)-এর ৬২(ক) ধারায় আনীত অপরাধের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাহাকে উক্ত ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হইল এবং তাহাকে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ৩০ (ত্রিশ) দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হইল। সাজাপ্রাপ্ত আসামী জরিমানা টাকা আগামী ২২-৯-২০০৩ ইং তারিখের মধ্যে জমা প্রদান করিবেন, ব্যর্থতায় তাহাকে সাজা ভোগের জন্য উক্ত তারিখে আদালতে হাজির হইতে হইবে এবং তাহার conviction warrant জের ওয়ারেন্ট ও এল ইস্যু হইবে।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক ঃ—জা, নেসা।
তুলনাকারক ঃ—

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী মামলা নং ১৮/৮৯৮৮

মোঃ ইসমাইল হোসেন, কার্ড নং ৭৭৯, শাখা-বাফা ও শক্তি,
বিভাগ প্রকৌশল, উত্তর বংগ কাগজ কারখানা, পাকশী, পাবনা—অভিযোগকারী।

বনাম

মোঃ নূরুল হোসেন মিয়া,মহা-ব্যবস্থাপক,
উত্তর বংগ কাগজ কারখানা, পাকশী, পাবনা—আসামী।

প্রতনিধি ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), আসামী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ৮, তারিখ ১৭-১১-০৩।

অদ্য মামলাটির দরখাস্ত শুনানী এবং সচলযোগ্যতা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। নথি পেশ করা হইল।

অত্র ফৌজদারী মামলাটির সচলযোগ্যতা এবং ১২-১১-২০০৩ ইং তারিখের প্রতিপক্ষের দাখিলী দরখাস্ত সম্পর্কে বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য শ্রবণ কর হইল। বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী আই, আর, ও, ২৫/৮৮ মামলার রায় কার্যকর করার জন্য অত্র ফৌজদারী ১৮/৮৮ মামলাটি আনয়ন করিয়াছেন। তৎপ্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ উত্তর বংগ কাগজ কারখানা, পাকশী, মহামান্য সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগে রীট মামলা/রীট মামলা নং ৭৪/৮৮ (রংপুর)/নং ৩৪৩/৯১ (ঢাকা) দায়ের করিলে উক্ত মামলাটি গত ২-৮-৯৫ ইং তারিখে রায়মূলে রীট মামলার রুল absolute হয় এবং রাজশাহী শ্রম আদালতের আই, আর, ও ২৫/৮৮মামলার রায় কর্তৃত্ববিহীন ও অকার্যকর ঘোষিত হইয়াছে (দাখিলী মহামান্য উচ্চ আদালতের রায়ের জাবেদা কপি দৃষ্টে)। সুতরাং অত্র ফৌজদারী মামলাটিতে আই,আর, ও ২৫/৮৮ মামলার রায় কার্যকরীযোগ্য নাই। সেহেতু অত্র ফৌজদারী ১৮/৮৮ মামলাটি আইনতঃ সচলযোগ্য নহে। বরং প্রতিপক্ষের দাখিলী দরখাস্ত মঞ্জুর পূর্বক অত্র ফৌজদারী মামলার কার্যক্রম খারিজযোগ্য হইতেছে। সুতরাং বর্ণিত কারণাধীনে এবং মহামান্য উচ্চ আদালতের রীট মামলা নং ৭৪/৮৮ (রংপর)/রীটমামলা নং ৩৪৩/৯১ ঢাকা মামলার ২-৮-৯৫ ইং তারিখের রায়ের প্রেক্ষিতে অত্র ফৌজদারী মামলাটি সচলযোগ্য না হওয়ায় খারিজযোগ্য হইতেছে। সুতরাং প্রতিপক্ষের দরখাস্তটি মঞ্জুর করা হইল।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র ফৌজদারী মামলাটি মহামান্য উচ্চ আদালতের রীট মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে সচলযোগ্য না হওয়ায় খারিজ করা হইল এবং তৎসহ মামলাটি নিষ্পত্তি করা হইল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক ঃ—জা, নেসা।

তুলনাকারক ঃ—
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ৩/২০০১

মোঃ রজিব উদ্দিন, পিতা মৃত ডাঃ রহিম উদ্দিন,
পিয়ন-কাম-নাইট গার্ড (বর্তমানে চাকুরীচ্যুত),
গ্রাম চালিতাবাড়ী, পোঃ পল্লী মঙ্গলহাট, থানা ও জেলা বগুড়া—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। বগুড়া জেলা এ্যাডভোকেট বার সমিতি পক্ষে সাধারণ সম্পাদক,
বগুড়া জেলা এ্যাডভোকেট বার সমিতি, গওহর আলী ভবন, বগুড়া।

২। সভাপতি, বগুড়া জেলা এ্যাডভোকেটস বার সমিতি, গওহর আলী ভবন, বগুড়া।

৩। সাধারণ সম্পাদক, বগুড়া জেলা এ্যাডভোকেটস বার সমিতি,
গওহর আলী ভবন, বগুড়া—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব চিত্তরঞ্জন বসাক, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ২৮, তাং ২২-৭-০৩

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। উভয়পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং (২) জনাব মোঃ আবু সেলিম কোর্টে উপস্থিত আছেন।

রেকর্ড চূড়ান্ত শুনানীর জন্য লওয়া হইল। দরখাস্তকারী মোঃ রজিব উদ্দিনকে বা তাহার নিযুক্ত বিজ্ঞ কৌশলীকে ডাকাডাকি করিয়া পাওয়া গেল না। বাদী পক্ষ স্বয়ং বা তাহার বিজ্ঞ কৌশলী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই যাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, বাদী পক্ষ মামলাটি পরিচালনা করিতে আগ্রহী নহেন। এখন সময় ৩-৪০ মিনিট এবং বাদী পক্ষে মামলাটির তদবিরাদি না থাকায় মামলাটি খারিজযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যগণ ইহাতে একমত পোষণ করেন।

সুতারাং,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র অভিযোগ মামলাটি দরখাস্তকারীর অনুপস্থিতির কারণে এবং তদবিরাদির অভাবে খারিজ করা হইল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক ঃ—জা, নেসা।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

তুলনাকারক ঃ—

পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা, মালিক পক্ষ।
২। জনাব মোঃ কামরুল হাসান, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ ঃ ১০ই সেপ্টেম্বর/২০০৩

অভিযোগ মামলা নং ২০/২০০২

মোঃ আলতাফ হাসেন, হেড ডফার (রিং), কার্ড নং ৫১৫, পালা-ক, (টার্মিনেশন আদেশপ্রাপ্ত), রাজশাহী টেক্সটাইল মিলস, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী, বর্তমান ঠিকানা সাং কৈ পুকুরিয়া, ডাক-জামনগর, থানা বাগাতিপাড়া, জেলা নাটোর—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। রাজশাহী টেক্সটাইল মিলস পক্ষে ব্যবস্থাপক,
২। ব্যবস্থাপক, রাজশাহী টেক্সটাইল মিলস, নওদাপাড়া, রাজশাহী—প্রতিপক্ষ।

প্রতনিধিগণ ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব মোঃ কোরবান আলী, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা দরখাস্তকারী মোঃ আলতাফ হোসেন কর্তৃক ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারা মোতাবেক ২নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ২-১০-২০০২ ইং তারিখের বাদীর টার্মিনেশন আদেশ রদ রহিতপূর্বক চাকুরীতে (বকেয়া বেতনসহ) স্বপদে পুনর্বহালের আদেশ পাইবার নিমিত্ত আনীত একটি মামলা।

বাদীর মামলার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, বাদী প্রতিপক্ষ রাজশাহী টেক্সটাইল মিলে ১২-২-৭৯ ইং তারিখে চাকুরীতে যোগদান করিয়া কর্তব্য নিষ্ঠা ও সততার সহিত চাকুরী করিয়া ধাপে ধাপে হেড ডফার (রিং) পদে পদোন্নতি পাইয়া মিলের বরাদ্দকৃত বাসায় বসবাস করিতেছেন। বাদী রাজশাহী টেক্সটাইল মিলের চাকুরীতে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-২৫৩) সংগঠনের একজন সক্রিয় সদস্য এবং বাদী শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থে কাজ করিয়া ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করায় ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী পরিষদের সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে আসীন হয় এবং পরবর্তীতে সমসাময়িক কালে বোটে চারবার নির্বাচিত হইয়া পূর্ণ মেয়াদে কাজ করেন। বাদী মোঃ আলতাফ হোসেন শ্রমিক স্বার্থে কাজ করিয়া গিয়া প্রতিপক্ষ ব্যবস্থাপনার সহিত দরকষাকষি করিতে গেলে কর্তৃপক্ষের শ্যেন দৃষ্টিতে পড়েন এবং শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের মেয়াদ পূর্তিতে নূতন মেয়াদের কমিটিতে নির্বাচন করায় প্রস্তুতি নিতে গেলে প্রতিপক্ষ বাদীকে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের জন্য ভিকটিমাইজ করিয়া প্রতিপক্ষের স্মারক নং রাটেমি/শ্রম/পি-৫১৫/৮০৭ তাং ২-১০-২০০২ দ্বারা বাদীকে চাকুরী থেকে বেআইনীভাবে টার্মিনেট করেন। বাদীর চাকুরী স্থায়ী ও অত্যাবশ্যক হওয়া সত্ত্বেও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের কারণে ভিকটিমাইজ করিয়া প্রতিপক্ষ অসৎ শ্রম আচরণ দ্বারা ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডকে বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বিরোধীয় টার্মিনেশন আদেশ প্রদান করেন। বাদীকে ভিকটিমাইজ করিয়া প্রদত্ত টার্মিনেশন আদেশটি প্রাপ্ত হইয়া বাদী ১৪-১০-২০০২ ইং তারিখে রেজিস্ট্রী ডাকযোগে একখানা প্রিভান্স পিটিশন ২ নং প্রতিপক্ষ বরাবর প্রেরণ করেন কিন্তু তৎপ্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। ফলতঃ বাদী শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারা মোতাবেক টার্মিনেশন আদেশ রদ রহিতপূর্বক চাকুরীতে পুনর্বহালের আদেশ পাইবার নিমিত্ত মামলাটি আনয়ন করিয়াছেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ এক লিখিত জবাব দাখিল করিয়া বাদীর মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বলেন যে, অত্রাকারে বাদীর মামলাটি সচলযোগ্য নহে, বাদীর মামলাটি তামাদি দোষে বারিত, দরখাস্তকারীর চাকুরীচ্যুতির আদেশ শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯ ধারায় প্রদত্ত ও তাহা টার্মিনেশন সিমপ্লিসিটার হওয়ায় এস, ও, এ্যাক্টের ২৫ ধারায় মামলাটি রক্ষণীয় নহে।

প্রতিপক্ষের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ এস, ও, এ্যাক্টের ১৯ ধারার বিধানে শ্রমিক কর্মচারীগণকে টার্মিনেট করার আইনানুগ অধিকার সংরক্ষণ করেন। প্রতিপক্ষ মিলে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ড চালু রহিয়াছে কিন্তু বাদী কোন সময়ে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের সহিত সম্পৃক্ত ছিলেন না বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সহিত সি, বি, এর কোন বৈরী সম্পর্ক ছিল না। প্রতিপক্ষ ব্যবস্থাপনা কর্তৃক এস, ও, এ্যাক্টের ১৯ ধারা মোতাবেক ২-১০-২০০২ ইং তারিখের স্মারক নং রাটেমি/শ্রম/পি-৫১৫/৮০৭ মূলে ১৯ ধারার বিধানে প্রাপ্য সুবিধাদি প্রদানের ভিত্তিতে বাদীকে তাঁহার চাকুরী হইতে টার্মিনেশন করা হইয়াছে যাহা সম্পূর্ণরূপে স্টিগমা ছাড়া সাদামাটা (টার্মিনেশন সিমপ্লিসিটার) বটে। প্রতিপক্ষ ২-১০-২০০২ইং তারিখে দরখাস্তকারীকে টার্মিনেট করিয়া ৫-১০-২০০২ ইং তারিখের স্মারক নং রাটেমি/শ্রম-৭/২০০০ মূলে যাবতীয় আইনানুগ পাওনাদি

প্রদানের নির্দেশ দেন এবং ৭-১০-২০০২ ইং তারিখের রাটেমি/হিসাব-৯/৮৩৪ নং স্মারক মূলে বাদীকে এস, ও, এ্যাক্টের ১৯ ধারার বিধান মোতাবেক ১২০ দিনের নোটিশ পে বাবদ ৯,৭২৭.২৮ টাকা জনতা বাংক, নওদাপাড়া শাখার সিডি-০১ রাজশাহী এর চেক নং ১২২৩৪৭৩ তাং ৭-১০-২০০২ মূলে প্রদান করেন এবং বাদী উহা গ্রহণ করিয়াছেন। বাদী তাহার চাকুরীর টার্মিনেশন বেনিফিট গ্রহণপূর্বক পরবর্তীতে মিথ্যা উক্তিতে হয়রাণীমূলকভাবে এই মামলাটি আনয়ন করায় এস, ও, এ্যাক্টের ২৫ ধারার বিধানে প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন। সুতরাং বাদীর মামলাটি ডিসমিসযোগ্য হইতেছে।

এই মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীকালে কোন পক্ষ হইতে মৌখিক সাক্ষী পরীক্ষা করা হয় নাই। শুধু বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজাদি আলেখ্য নং ১, ১(১), ১(২), ২, ৩, ৪, ৫, ও ৬ হিসাবে প্রমাণে আনেন এবং প্রতিপক্ষের দাখিলী কাগজাদি আলেখ্য নং ক, খ, গ, ঘ, ঙ, ঙ(১), চ, চ(১), ছ, ছ(১), ছ(২), ছ(৩) হিসাবে প্রমাণ। তৎপর উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীবৃন্দের যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হয়।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ

১। অত্রাকারে বাদীর মামলাটি সচলযোগ্য কি না?

২। বাদী কি প্রার্থীত মতে প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিবেচ্য বিষয় নং ১ ও ২

১ ও ২ নং বিবেচ্য বিষয়দ্বয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। পক্ষগণ কর্তৃক ইহা অস্বীকৃত নহে যে, বাদী মোঃ আলতাফ হোসেন প্রতিপক্ষ রাজশাহী টেক্সটাইল মিল, নওদাপাড়া, রাজশাহী মিলে চাকুরীতে যোগদান করিয়া পদোন্নতিক্রমে হেড ডফার (রিং), কার্ড নং ৫১৫, পালা-ক পদে কর্মরত থাকেন। ইহা আরও স্বীকৃত যে, বাদী আলতাফ হোসেন রাজশাহী টেক্সটাইল মিল শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-২৫৩)-এর একজন সদস্য। বাদী পক্ষ হইতে এইরূপ নিবেদন করা হয় যে, বাদী আলতাফ হোসেন রাজশাহী টেক্সটাইল মিল শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী পরিষদের সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন করেন এবং ইউনিয়নের মেয়াদ পূর্তিতে শ্রমিক স্বার্থে কাজ করিতে গিয়া ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সহিত দরকষাকষি করিতে গেলে কর্তৃপক্ষের শ্যেন দৃষ্টিতে পড়েন এবং ইউনিয়নের মেয়াদ পূর্তিতে নূতন মেয়াদের কমিটিতে নির্বাচন করার প্রস্তুতি নিতে গেলে প্রতিপক্ষ বাদীকে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের জন্য ভিকটিমাইজ করিয়া ২-১০-২০০২ ইং তারিখের স্মারক নং রাটেমি/শ্রম/পি-৫১৫/৮০৭ মূলে বেআইনীভাবে চাকুরী থেকে প্রতিশোধমূলক টার্মিনেশন করেন। বাদী টার্মিনেশন আদেশের প্রেক্ষিতে ১৪-১০-২০০২ ইং তারিখে রেজিস্ট্রী ডাকযোগে প্রিভান্স পিটিশন দাখিল করা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষ কোন পদক্ষেপ নেন নাই। বাদী শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারা মতে চাকুরীতে পুনর্বহালের আদেশ পাইবার আবেদন করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ মিলে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ড চালু থাকিলেও বাদীর সহিত ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের কারণে প্রতিপক্ষের কোন বৈরী সম্পর্ক ছিল না এবং বাদী ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের সহিত জড়িত ছিলেন না। প্রতিপক্ষ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এস, ও, এ্যাক্টের ১৯ ধারার বিধান মোতাবেক প্রাপ্য সুবিধাদি প্রদানের

প্রেক্ষিতে বাদীকে চাকুরী হইতে টার্মিনেশন (টার্মিনেশন সিমপ্লিসিটার) করিয়া ৫-১০-২০০২ ইং তারিখ ও ৭-১০-২০০২ ইং তারিখের স্মারকমূলে বাদীকে বিধান মোতাবেক ১২০ দিনের নোটিশ পে বাবদ ৯,৭২৭.২৮ টাকা চেকমূলে প্রদান করিলে বাদী উহা গ্রহণ করিয়াছেন। তাছাড়াও বাদী তাহার চাকুরীর টার্মিনেশন বেনিফিটসহ সকল সুবিধাদি গ্রহণ করিয়া মিথ্যাভাবে পরবর্তীতে প্রিভান্স পিটিশন দাখিল করায় কোন আইনগত প্রতিকার পাইবেন না। প্রতিপক্ষ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাদী আলতাফ হোসেনকে ৩-১০-২০০২ ইং তারিখ থেকে চাকুরীর অবসান/টার্মিনেশন (টার্মিনেশন সিমপ্লিসিটার) আদেশ প্রদান করেন। বাদীকে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের জন্য ভিকটিমাইজ করিয়া টার্মিনেশন করেন নাই। সুতরাং বাদী কোন প্রতিকার পাইবেন না। পক্ষগণ স্ব স্ব মোকদ্দমা প্রমাণে দালিলিক কাগজাদি প্রমাণে এনেছেন। স্বীকৃত মতেই দেখা যায় যে, বাদী আলতাফ হোসেন প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষের ৫-৬-৭৯ ইং তারিখের রাটেমি/শ্রম-১০/৩০২৪ নং স্মারকের প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ মিলে ডবল সাইডার পদে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ প্রাপ্ত হয় যাহা এক্সিবিট-৪, ৫ ও ৬ দৃষ্টে প্রমাণিত হয় এবং স্বীকৃত মতেই বাদী পদোন্নতিক্রমে প্রতিপক্ষ মিলে হেড ডফার (রিং) পদে কর্মরত ছিলেন। ইহা আরও স্বীকৃত যে, প্রতিপক্ষ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বাদী আলতাফ হোসেনকে ৩-১০-২০০২ ইং তারিখ হইতে চাকুরীর অবসান/টার্মিনেশন (টার্মিনেশন সিমপ্লিসিটার) আদেশ প্রদান করিয়া চাকুরীর সুবিধাদি প্রদানের নির্দেশ দেন যাহা বিবাদীর দাখিলী এক্সিবিট-ক ও খ এবং বাদীর দাখিলী এক্সিবিট-২ মূলে প্রমাণিত হয়। বাদীর দাখিলী আলেখ্য-৩ ও বিবাদীর দাখিলী এক্সিবিট-গ দৃষ্টে দেখা যায় যে, বাদীকে চাকুরী হইতে টার্মিনেশন করিয়া মিলের বাসা ছাড়িয়া দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ৭-১০-২০০২ ইং তারিখের রাটেমি/শ্রম কল্যাণ-১১/১০০৫ স্মারকের নির্দেশ মূলে। বাদীর দাখিলী এক্সিবিট-১, ১(১), ১(২) মূলে প্রতীয়মান হয় যে, বাদী প্রতিপক্ষ বরাবর প্রিভান্স দরখাস্ত প্রদান করিয়াছিলেন যাহা প্রতিপক্ষ ৯-১০-২০০২ ইং তারিখে প্রাপ্ত হয়। বাদী আলতাফ হোসেন প্রতিপক্ষ কর্তৃক ৩-১০-২০০২ ইং তারিখ হইতে টার্মিনেশন আদেশ রদ রহিতপূর্বক চাকুরীর সকল সুবিধাদিসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের আবেদন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বাদীর প্লিডিংস দৃষ্টে নিবেদন এই যে, বাদীর ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের জন্য প্রতিশোধমূলকভাবে বাদীর ভিকটিমাইজ করিয়া বেআইনীভাবে চাকুরীর অবসান ঘটানো হইয়াছে। অপরদিকে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী এইরূপ নিবেদন করেন যে, শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯ ধারার বিধান মোতাবেক বাদীকে আর্থিক সুবিধা প্রদানপূর্বক বাদীর চাকুরী অবসানের অধিকার প্রতিপক্ষ সংরক্ষণ করেন, সেই কারণে টার্মিনেশন সিমপ্লিসিট্যার/সরল অবসানের কারণে বাদী যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা-১২০ দিনের নোটিশ পে-সহ টার্মিনেশন বেনিফিট গ্রহণ করিয়াছেন এবং পরবর্তীতে প্রিভান্স পিটিশন দিয়া হয়রানীমূলকভাবে মামলা দায়ের করায় বাদী কোন আইনগত প্রতিকার পাইবেন না। প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-খ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ বাদীকে মিলের চাকুরী থেকে অবসান/টার্মিনেশন করায় ৪৬ মাসের মূল বেতন, টার্মিনেশন বেনিফিট বাবদ ১২০ দিনের প্রাপ্য অর্থ ও ভবিষ্য তহবিলের পাওনা টাকা প্রদানের জন্য ৫-১০-২০০২ ইং তারিখের স্মারক নং রটেনি/শ্রম-৭/১০০০ মূলে দপ্তর নির্দেশ প্রদান করেন অর্থ বিভাগকে। প্রতিপক্ষের ইক্সিবিট-গ মূলে বাদী টার্মিনেশন বেনিফিট বাবদ ১২০ দিনের নোটিশ পে ৯,৭২৭.২৮ টাকার চেক নং ১২২৩৪৭৩ তাং ৭-১০-২০০২ বাদী আলতাফ হোসেন বরাবর প্রেরণ করেন। প্রতিপক্ষ এক্সিবিট-ঙ, (ঙ(১) ও চ(১) কাগজাদি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, বাদী আলতাফ হোসেন স্বয়ং প্রতিপক্ষ ব্যবস্থাপক বরাবর ২টি দরখাস্ত প্রদানে চাকুরীর গ্র্যাচুয়িটি বিল ও পি, এফ, এর চূড়ান্ত বিল প্রদানের আবেদন করেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে এক্সিবিট-ঙ ভাউচার মূলে বেতন, মজুরী

ও গ্র্যাচুয়িটি বাবদ ৮৫,১৮৪.৫৪ টাকা ও এক্সিবিট-চ বিল ভাউচার মূলে পি, এফ, হিসাবের চূড়ান্ত বিল ৫৪,৪৪০.৫০ টাকা বাদী গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ছ, ছ(১), ছ(২), ছ(৩) মূলে বিভিন্ন মাসের বেতন/মজুরী ভাউচার মূলে বাদী গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি দৃষ্টে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, বাদী আলতাফ হোসেন চাকুরীর টার্মিনেশনের পর আবেদনক্রমে ও ভাউচারে স্বাক্ষর প্রদানে ১২-১০-২০০২ ইং তারিখে চাকুরীর সুবিধাদির টাকা গ্রহণ করিয়াছেন এবং চেকমূলে ১২০ দিনের নোটিশ পে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাছাড়াও বাদী পক্ষ হইতে কাগজ দাখিল করিয়া প্রমাণ করেন নাই যে, বাদীর ২০০০-২০০১ সালের জন্য রাজশাহী টেক্সটাইল শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সহ-সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। সংশ্লিষ্ট সময়ে বাদী কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সহ-সাধারণ সম্পাদক না থাকায় এবং চাকুরী অবসানের আদেশে ভিকটিমাইজেশন সংক্রান্ত কোন ভাষা পরিলক্ষিত হয় না। তাছাড়াও বাদী মৌখিক সাক্ষ্য দিয়া ভিকটিমাইজেশন সংক্রান্ত কোন প্রমাণ করেন নাই। সুতরাং প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯ ধারা মোতাবেক বাদীকে আর্থিক সুবিধা প্রদানপূর্বক চাকুরী অবসান করার অধিকার আইনে স্বীকৃত রহিয়াছে। তাছাড়াও বাদীর চাকুরী অবসান আদেশটি সরল অবসান (টার্মিনেশন সিমপ্লিসিটার) প্রমাণিত হয় এবং ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত কার্যকলাপের জন্য প্রতিশোধমূলক আদেশ প্রমাণিত হয় না। তাই বাদী আলতাফ হোসেন নিজেই আবেদনক্রমে ও স্বাক্ষর প্রদানে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯ ধারার বিধান মোতাবেক নোটিশ পে-সহ চাকুরীর যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা উত্তোলন করিয়াছেন যাহা কাগজাদি দৃষ্টে প্রমাণিত। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য থেকে ইহা সুস্পষ্ট যে, প্রতিপক্ষ রাজশাহী টেক্সটাইল মিলটি ইতিমধ্যে পে-অফ হইয়াছে, তৎ কারণেও বাদী স্ববেতনে চাকুরীতে পুনর্বহাল আদেশ পাইবার হকদার নহেন। তাছাড়াও বাদীর টার্মিনেশন আদেশটি সরল অবসান হওয়ায় ও চাকুরীর সুযোগ-সুবিধাসহ ১২০ দিনের নোটিশ পে গ্রহণ করায় এবং পরবর্তীতে দাখিলী প্রিভান্স পিটিশনটি বিবেচনা করিয়া অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, অত্র মামলাটিতে বাদী আইনগত প্রতিকার পাইবার হকদার নহেন। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় উপরোক্ত মতে অভিমত পোষণ করেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র অভিযোগ মোকাদ্দমাটি দু'তরফা সূত্রে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় নামঞ্জুর (disallowed) হয়।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত

স্বাঃ/- (মোঃ আবদুস সামাদ)
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

১০-৯-০৩ইং

সাঃ/- (মোঃ আবদুস সামাদ)
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি
রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক ঃ—জা, নেসা।

তুলনাকারক ঃ—
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা, মালিক পক্ষ।

২। জনাব মোঃ রশিদুল্লাহ, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ ৩রা সেপ্টেম্বর/২০০৩

অভিযোগ মামলা নং ১৯/২০০২

মোঃ মজনু মিয়া, পিতা মৃত মোজাম্মেল হক, জবার (ব্যাক),
কার্ড নং ১৯৭ (টার্মিনেশন আদেশপ্রাপ্ত), রাজশাহী টেকস্টাইল মিলস, রাজশাহী।
সাং দয়ারামপুর, ডাকঘর, খর নরিলা, থানা ও জেলা সিরাজগঞ্জ—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। রাজশাহী টেক্সটাইল মিলস পক্ষে ব্যবস্থাপক।
২। ব্যবস্থাপক, রাজশাহী টেক্সটাইল মিলস, নওদাপাড়া, রাজশাহী—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ কোরবান আলী, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা দরখাস্তকারী মোঃ মজনু মিয়া কর্তৃক ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারা মোতাবেক ২নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক পদত্ত ২-১০-২০০২ ইং তারিখের বাদীর টার্মিনেশন আদেশ-রদ রহিতপূর্বক চাকুরীতে স্বপদে পুনর্বহালের আদেশ পাইবার নিমিত্ত আনীত একটি মামলা।

বাদীর মামলার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, বাদী প্রতিপক্ষ রাজশাহী টেক্সটাইল মিলে ২০-১২-৭৮ ইং তারিখে চাকুরীতে যোগদান করিয়া কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততার সহিত চাকুরী করিয়া ধাপে ধাপে জবার (ব্যাক) পদে পদোন্নতি পাইয়া মিলের বরাদ্দকৃত বাসায় বসবাস করিতেছিলেন। বাদী রাজশাহী টেক্সটাইল মিলের চাকুরীতে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-২৫৩) সংগঠনের একজন সক্রিয় সদস্য এবং বাদী শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থে কাজ করিয়া ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করায় ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক পদে আসীন হয় এবং পরবর্তীতে সিনিয়র সহ-সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। বাদী মজনু মিয়া শ্রমিক স্বার্থে কাজ করিতে গিয়া

প্রতিপক্ষ ব্যবস্থাপনার সহিত দরকষাকষি করিতে গেলে কর্তৃপক্ষের শ্যেন দৃষ্টিতে পড়েন এবং শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের মেয়াদ পূর্তিতে নূতন মেয়াদের কমিটিতে নির্বাচন করার প্রস্তুতি নিতে গেলে প্রতিপক্ষ বাদীকে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের জন্য ভিকটিমাইজ করিয়া প্রতিপক্ষের স্মারক নং রাটেমি/শ্রম/পি-১৯৭/৮০৮ তাং ২-১০-২০০২ দ্বারা বাদীকে চাকুরী থেকে বেআইনীভাবে টার্মিনেট করেন। বাদীর চাকুরী স্থায়ী ও অত্যাবশ্যক হওয়া সত্ত্বেও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের কারণে ভিকটিমাইজ করিয়া প্রতিপক্ষ অসৎ শ্রম আচরণ দ্বারা ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডকে বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বিরোধীয় টার্মিনেশন আদেশ প্রদান করেন। বাদীকে ভিকটিমাইজ করিয়া প্রদত্ত টার্মিনেশন আদেশটি প্রাপ্ত হইয়া ১৪-১০-২০০২ ইং তারিখে বাদী রেজিস্ট্রী ডাকযোগে একখানা প্রিভান্স পিটিশন ২নং প্রতিপক্ষ বরাবর প্রেরণ করেন কিন্তু তৎপেক্ষিতে প্রতিপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। ফলতঃ বাদী শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারা মোতাবেক টার্মিনেশন আদেশরদ রহিতপূর্বক চাকুরীতে পুনর্বহালের আদেশ পাইবার নিমিত্ত মামলাটি আনয়ন করিয়াছেন।

অপর দিকে প্রতিপক্ষ এক লিখিত জুনাব দাখিল করিয়া বাদীর মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বলেন যে, অত্রাকারে বাদীর মামলাটি সচলযোগ্য নহে, বাদীর মামলাটি তামাদি দোষে বারিত, দরখাস্তকারীর চাকুরীচ্যুতির আদেশ শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯ (ধারায় প্রদত্ত ও তাহা টার্মিনেশন সিমপ্লিসিটার হওয়ায় এস, ও, এ্যাক্টের ২৫ ধারায় মামলাটি রক্ষণীয় নহে।

প্রতিপক্ষের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ এস, ও, এ্যাক্টের ১৯ ধারার বিধানে শ্রমিক-কর্মচারীগণকে টারমিনেট করার আইনানুগ অধিকার সংরক্ষণ করেন। প্রতিপক্ষ মিলে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ড চালু রহিয়াছে কিন্তু বাদী কোন সময়ে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের সহিত সম্পৃক্ত ছিলেন না বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সহিত সি, বি, এর কোন বৈরী সম্পর্ক ছিল না। প্রতিপক্ষ ব্যবস্থাপনা কর্তৃক এস, ও, এ্যাক্টের ১৯ ধারা মোতাবেক ২-১০-২০০২ ইং তারিখের স্মারক নং রাটেমি/শ্রম/পি-১৯৭/৮০৮ মূলে ১৯ ধারার বিধানে প্রাপ্য সুবিধাদি প্রদানের ভিত্তিতে বাদীকে তাহার চাকুরী হইতে টার্মিনেশন করা হইয়াছে যাহা সম্পূর্ণভাবে স্টিগমা ছাড়া সাদামাটা (টার্মিনেশন সিমপ্লিসিটার) বটে। প্রতিপক্ষ ২-১০-২০০২ ইং তারিখে দরখাস্তকারীকে টার্মিনেট করিয়া ৩০-১০-২০০২ ইং তারিখের স্মারক নং রাটেমি/শ্রম-৭/১০০১ মূলে যাবতীয় আইনানুগ পাওনাদি প্রদানের নির্দেশ দেন এবং ৭-১০-২০০২ ইং তারিখের রাটেমি/হিসাব-৯/৮৩৫ নং স্মারকমূলে বাদীকে এস, ও, এ্যাক্টের ১৯ ধারার বিধান মোতাবেক ১২০ দিনের নোটিশ বাবদ ৯,৬৫৮.৯৬ টাকা জনতা ব্যাংক, নওদাপাড়া শাখার সি, ডি-০১ রাজশাহী-এর চেক নং ১২২৩৪৭৪ তাং ৭-১০-২০০২ইং মূলে প্রদান করেন এবং বাদী উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাদী তাহার চাকুরী টার্মিনেশন বেনিফিট গ্রহণপূর্বক পরবর্তীতে মিথ্যা উক্তিতে হয়রাণীমূলকভাবে এই মামলাটি আনয়ন করিয়াছিলেন। তাই এস, ও, এ্যাক্টের ২৫ ধারার বিধানে বাদী কোন প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন। সুতরাং বাদীর মামলাটি ডিসমিসযোগ্য।

এই মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীকালে কোন পক্ষ হইতে মৌখিক সাক্ষী পরীক্ষা করা হয় নাই। শুধু বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজাদি আলেখ্য নং ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৫(১) প্রমাণে আনেন এবং প্রতিপক্ষের দাখলী কাগজাদি আলেখ্য নং ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ সিরিজ, ঞ ঞ(১) প্রমাণে আনেন। তৎপর উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীবৃন্দের যুক্তিতর্ক করা হয়।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

১। অত্রাকারে বাদীর মামলাটি সচলযোগ্য কি-না?

২। বাদী কি প্রার্থীত মতে প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

বিবেচ্য বিষয় নং ১ ও ২

১ ও ২ নং বিবেচ্য বিষয় দুইটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। পক্ষগণ কর্তৃক ইহা অস্বীকৃত নহে যে, বাদী মোঃ মজনু মিয়া প্রতিপক্ষ রাজশাহী টেক্সটাইল মিল, নওদাপাড়া, রাজশাহী মিলে চাকুরীতে যোগদান করিয়া পদোন্নতিক্রমে জবার (ব্যাক, কার্ড নং ১৯৭) পদে কর্মরত থাকেন। ইহা আরও স্বীকৃত যে, বাদী মজনু মিয়া রাজশাহী টেক্সটাইল মিল শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-২৫৩)-এর একজন সদস্য। বাদী পক্ষ হইতে এইরূপ দাবী করা হইয়াছে যে, বাদী মজনু মিয়া রাজশাহী টেক্সটাইল মিল শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ও সহ-সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ইউনিয়নের মেয়াদ পূর্তিতে নূতন মেয়াদের কমিটিতে নির্বাচন করার প্রস্তুতি নিতে গেলে প্রতিপক্ষ বাদীকে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের জন্য ভিকটিমাইজ করিয়া ২-১০-২০০২ ইং তারিখের স্মারক নং রাটেমি/শ্রম/পি-১৯৭/৮০৮ মূলে ৩-১০-২০০২ ইং তারিখ থেকে চাকুরী থেকে প্রতিশোধমূলক টার্মিনেশন করেন। বাদী টার্মিনেশন আদেশের প্রেক্ষিতে ১৪-১০-২০০২ ইং তারিখে রেজিস্ট্রী ডাকযোগে গ্রিভান্স পিটিশন দাখিল করা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষ কোন পদক্ষেপ নেন নাই। বাদী শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারায় চাকুরীতে পুনর্বহালের আদেশ পাইবার আবেদন করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ মিলে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ড চালু থাকিলেও বাদীর ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের কারণে কোন বৈরী সম্পর্ক ছিল না। প্রতিপক্ষ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এস, ও, এ্যাক্টের ১৯ ধারা মোতাবেক প্রাপ্য সুবিধাদি প্রদানের ভিত্তিতে চাকুরী থেকে টার্মিনেশন (সিমপ্লিসিটার) করিয়া ৫-১০-২০০২ ইং তারিখ ও ৭-১০-২০০২ ইং তারিখের স্মারকমূলে বাদীকে বিধান মোতাবেক ১২০ দিনের নোটিশ পে বাবদ ৯,৬৫৮.৯৬ টাকা চেকমূলে প্রদান করিলে বাদী উহা গ্রহণ করিয়াছেন। বাদী তাহার চাকুরীর টার্মিনেশন বেনিফিট গ্রহণ করিয়া মিথ্যাভাবে গ্রিভান্স পিটিশন করায় কোন প্রতিকার পাইবেন না। প্রতিপক্ষ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাদী মজনু মিয়াকে ৩-১০-২০০২ ইং তারিখ থেকে চাকুরীর অবসান টার্মিনেশন (টার্মিনেশন সিমপ্লিসিটার) করেন ইহা স্বীকৃত যাহা বাদীর

এক্সিবিট-১ ও প্রতিপক্ষের এক্সিবিট-ক মূলে প্রমাণিত হয়। বাদীর দাখিলী এক্সিবিট-২ ও ৩ দৃষ্টে দেখা যায় যে, বাদীকে চাকুরী থেকে টার্মিনেশন করিয়া মিলের বাসা ছাড়িয়া দেওয়া নির্দেশ দেওয়া হয়। বাদীর দাখিলী এক্সিবিট-৫ গ্রিভান্স দরখাস্তটি ১৪-১০-২০০২ ইং তারিখে প্রতিপক্ষ বরাবর প্রেরণ করেন। বাদী তাহার টার্মিনেশন আদেশরদ রহিতপূর্বক চাকুরীতে পুনর্বহাল চেয়েছেন। এই প্রসংগে বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী এইরূপ নিবেদন করেন যে, বাদীকে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের জন্য প্রতিশোধমূলকভাবে বাদীকে ভিকটিমাইজ করিয়া চাকুরীর অবসান ঘটানো হইয়াছে যাহা বেআইনী হইয়াছে। অপর দিকে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী এইরূপ নিবেদন করেন যে, শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯ ধারা মোতাবেক বাদীকে আর্থিক সুবিধাদি প্রদানপূর্বক বাদীর চাকুরীর অবসান ঘটানোর অধিকার প্রতিপক্ষ সংরক্ষণ করেন এবং সেই কারণে অবসানের কারণে বাদী যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ১২০ দিনের নোটিশ পে, আবেদনকমে ভাউচারমূলে চাকুরীর পি, এফ, সহ অন্যান্য সুবিধা গ্রহণ করিয়াছেন এবং পরবর্তীতে গ্রিভান্স পিটিশন দিয়া হয়রাণীমূলক মামলা করায় বাদী কোন প্রতিকার পাইবেন না। প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-খ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ বাদী মজনু মিয়াকে মিলের চাকুরী থেকে অবসান টার্মিনেশন করায় ৪৮ মাসের মূল বেতন/মজুরী, টার্মিনেশন বেনিফিট বাবদ ১২০ দিনের প্রাপ্য অর্থ, অর্জিত ছুটির প্রাপ্য অর্থ ও ভবিষ্য তহবিলের প্রাপ্য টাকা প্রদানের জন্য ৫-১০-২০০২ ইং তারিখের স্মারক নং রাটেমি/শ্রম-৭/১০০১ মূলে নির্দেশ প্রদান করেন অর্থ বিভাগকে। প্রতিপক্ষ এক্সিবিট-গ মূলে বাদীর টার্মিনেশন বেনিফিট বাবদ ১২০ দিনের নোটিশ পে ৯,৬৫৮.৯৬ টাকার চেক নং ১২২৩৪৭৪ তাং ৭-১০-২০০২ ইং মজনু মিয়া বরাবর প্রেরণ করেন। প্রতিপক্ষের এক্সিবিট-চ ও জ কাগজদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, বাদী মজনু মিয়া স্বয়ং প্রতিপক্ষ ব্যবস্থাপক বরাবর ২টি দরখাস্ত প্রদানে চাকুরীর গ্র্যাচুয়িটি বিল ও পি, এফ-এর চূড়ান্ত বিল প্রদানের আবেদন করেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে এক্সিবিট-ঙ ভাউচারমূলে বেতন মজুরী ও গ্র্যাচুয়িটি বাবদ ৬৭,০৬৭.০৮ টাকা এক্সিবিট-ছ বিল ভাউচারমূলে পি, এফ-এর ৫৪,২৪৬ টাকা ও এক্সিবিট-ঝ(৪) সিরিজমূলে বিভিন্ন মাসের বেতন/মজুরী ভাউচারমূলে বাদী গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদিদৃষ্টে দেখা যায় যে, বাদী মজনু মিয়া চাকুরী টার্মিনেশন এর পর আবেদনক্রমে ও ভাউচারে স্বাক্ষর প্রদানে ১২-১০-২০০২ ইং তারিখে চাকুরীর সুবিধাদির টাকা গ্রহণ করিয়াছেন এবং চেকমূলে ১২০ দিনের নোটিশ পে প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ঞ(১) দৃষ্টে দেখা যায় বাদী ১৯৯৮ সালের নির্বাচনে সহ-সভাপতি ছিলেন কিন্তু ২০০০ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত হইতে পারেন নাই। সুতরাং ২০০০-২০০১ সালের জন্য বাদী রাজশাহী টেক্সটাইল মিলের শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সাধারণ সম্পাদক ছিলেন না। সংশ্লিষ্ট সময়ে বাদী মজনু মিয়া কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য না থাকায় এবং চাকুরী অবসানের বিরোধীয় চিঠিতে ভিকটিমাইজেশনের কোন ভাষা পরিলক্ষিত না হওয়ায় ভিকটিমাইজেশন সংক্রান্ত কোন সাক্ষ্য দেখা যায় না। তাছাড়াও প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদিদৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ব্যবস্থাপনা কর্তৃক ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯ ধারা মোতাবেক বাদীকে আর্থিক সুবিধা প্রদানপূর্বক চাকুরীর অবসান করার অধিকার আইনে স্বীকৃত রহিয়াছে। বাদীর চাকুরীর অবসান আদেশটি সরল অবসান (টার্মিনেশন সিমপ্লিসিটার) হওয়ায় এবং ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত কার্যকলাপের জন্য প্রতিশোধমূলক আদেশ প্রমাণিত হয় না। তাছাড়া ও বাদী

মজনু মিয়া নিজেই আবেদনক্রমে ও স্বাক্ষর প্রদানে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯ ধারার বিধান মোতাবেক নোটিশ পেসহ চাকুরীর যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিয়াছেন (কাগজাদিদৃষ্টে প্রমাণিত)। উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীবৃন্দের বক্তব্য হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, প্রতিপক্ষের রাজশাহী টেক্সটাইল মিলটি ইতিমধ্যে পে-অফ হইয়াছে। সে কারণেও বাদী পুনর্বহাল আদেশ পাইবার হকদার নহেন। তাছাড়া বাদীর টার্মিনেশন আদেশটি সরল অবসান হওয়ায় ও চাকুরীর সুযোগ-সুবিধাসহ ১২০ দিনের নোটিশ পে গ্রহণ করায় এবং পরবর্তীতে দাখিলী গ্রিভান্স পিটিশনটি বিবেচনা করিয়া অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, অত্র মামলার বাদী কোন প্রতিকার পাইবার আইনতঃ কোন হকদার নহেন। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ও উপরোক্তমতে অভিমত পোষণ করেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র অভিযোগ মোকদ্দমাটি দ্বিপক্ষ বিচারে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় নামঞ্জুর (disallowed) হয়।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত

স্বাঃ/- ৩-৯-২০০৩ ইং
মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ/-৩-৯-২০০৩ ইং
মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক ঃ জা. নেসা।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

তুলনাকারক ঃ

পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত ও কমিশনার, শ্রমিক ক্ষতিপূরণ, রাজশাহী।

ডাব্লিউ, সি, মামলা নং ৩/১৯৯৮

বাদী ঃ মৃত মোশারফ হোসেন, লাইন হেলপার, পিডিবি, নওগাঁর পক্ষে তাহার স্ত্রী মোছাঃ দৌলতুন নেসা ওরফে নিলুফার ইয়াসমিন, সাং কয়ড়া, থানা আত্রাই, জেলা নওগাঁ।

বনাম

প্রতিপক্ষ ঃ আবাসিক প্রকৌশলী (নির্বাহী), নওগাঁ বিদ্যুৎ সরবরাহ, বিপিডিবি, নওগাঁ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব মোঃ কোরবান আলী, বাদী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ৫৭, তারিখ ৩০-৮-০৩

অদ্য মামলাটির ক্ষতিপূরণের টাকা জমা প্রদানের জন্য দিন ধার্য আছে এবং ক্ষতিপূরণের টাকা দাখিল হইতে অব্যাহতির দরখাস্তটির শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী মৃত মোশারফ হোসেনের ওয়ারিশগণের পক্ষে ৩ জন এর হাজিরা দাখিল করিয়াছে। নথি উপস্থাপন করা হইল। পরবর্তীতে বাদী পক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী ওকালতনামা দাখিল করিয়াছেন এবং মৃত মোশারফ হোসেনের ওয়ারিশগণের পক্ষে নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী ওকালতনামা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী ফিরিস্তিমূলে ৪ ফর্দ কাগজ দাখিল করিয়াছেন।

আবাসিক প্রকৌশলী (নির্বাহী), নওগাঁ বিদ্যুৎ সরবরাহ পক্ষে গত ১৮-৮-২০০৩ ইং তারিখের ক্ষতিপূরণের টাকা পরিশোধ হওয়ায় অব্যাহতির আবেদনের প্রেক্ষিতে পি, ডাব্লিউ-১ ফেরদৌস আলম, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, নওগাঁ বিদ্যুৎ সরবরাহ, পি, ডাব্লিউ-২ মোছাঃ দৌলতুন নেছা ওরফে নীলুফার ইয়াসমিন, পি, ডাব্লিউ-৩ মহসিনা আকতার ও পি, ডাব্লিউ-৪ মোঃ নাহিদ হোসেনের হলপনামা পাঠের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল। ৪ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য ও ফিরিস্তিমূলে দাখিলী কাগজাদি পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল এবং বিজ্ঞ কৌশলীবৃন্দের বক্তব্য শ্রবণ করা হইল। বিজ্ঞ কৌশলীবৃন্দের বক্তব্য, রেকর্ড ও সাক্ষ্য পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, মৃত মোশারফ হাসেনের দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর কারণে ক্ষতিপূরণের টাকা মৃত ব্যক্তির স্ত্রী পি, ডাব্লিউ-২ মোছাঃ দৌলতুন নেছা ওরফে নিলুফার ইয়াসমিন নওগাঁ বিদ্যুৎ অফিস হইতে অন্যান্য ওয়ারিশগণের পক্ষ হইতে ৩১-৮-৯৯ ইং তারিখে বুঝে নিয়েছেন এবং তদমর্মে পি, ডাব্লিউ-২ স্বীকার করেন। মৃত মোশারফ হোসেনের স্ত্রী পি, ডাব্লিউ-২ মোছাঃ দৌলতুন নেছা ওরফে নিলুফার ইয়াসমিন, পি, ডাব্লিউ-৩ মহসিনা আকতার কন্যা ও পি, ডাব্লিউ-৪ নাহিদ হোসেন পুত্র এই মামলায় পরীক্ষিত হয়েছে এবং তাহারা সাক্ষ্যে মৃত মোশারফ হোসেনের দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর কারণে ক্ষতিপূরণের টাকা বুঝে নিয়েছেন মর্মে উল্লেখ করিয়া ওয়ারিশদের কোন দাবী নাই মর্মে অত্র আদালতে জবানবন্দী প্রদান করেছেন এবং সেই মোতাবেক অত্র মামলাটি নিষ্পত্তি চেয়েছেন। বিজ্ঞ আইনজীবীবৃন্দ বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ওয়ারিশদের ক্ষতিপূরণের প্রাপ্য টাকার দাবী না থাকায় satisfaction পণ্যে অত্র মামলাটি নিষ্পত্তি করিতে আইনগত কোন বাধা নাই। সুতরাং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় ও মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ

ক্ষতিপূরণের টাকা বুঝে পেয়েছেন মর্মে স্বীকারোক্তি থাকায় অত্র মামলাটি নিষ্পত্তিযোগ্য হইতেছে। সুতরাং আবাসিক প্রকৌশলী (নির্বাহী), নওগাঁ বিদ্যুৎ সরবরাহ, নওগাঁ-এর অব্যাহতির দরখাস্ত মঞ্জুর করা হইল এবং তাহাকে অব্যাহতি দেওয়া গেল।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র ডাব্লিউ, সি, মামলাটি satisfaction গণ্যে নিষ্পত্তি করা গেল।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত ও কমিশনার,
শ্রমিক ক্ষতিপূরণ, রাজশাহী।

সাঃ/-মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত ও কমিশনার,
শ্রমিক ক্ষতিপূরণ, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক ঃ জা, নেসা।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

তুলনাকারক ঃ

রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত ও কমিশনার, শ্রমিক ক্ষতিপূরণ, রাজশাহী।

ডাব্লিউ, সি, মামলা নং ২/২০০৩

নুরুজ্জামান জোয়ারদার, জুনিয়র পার্সোনেল অফিসার,

পক্ষে বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক/কারখানা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, সৈয়দপুর—দরখাস্তকারী।

বনাম

মোঃ রুহুল আমিন, মেশিনিষ্ট/টুল কিপার, টি/নং ৭৪১৮,
বাংলাদেশ রেলওয়ে কারখানা, সৈয়দপুর—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান (মুকুল), প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ২, তাং ১০-৭-০৩

অদ্য মামলাটি প্রতিপক্ষের হাজিরা ও শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। প্রতিপক্ষের নিযুক্ত আইনজীবী ওকালতনামাসহ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন এবং তৎসহ ফিরিস্তিমূলে ৫ ফর্দ কাগজ দাখিল করিয়াছেন। আইনজীবী আসাদুজ্জামান (মুকুল) মাধ্যমে হাজিরা দিয়েছে। রেকর্ড শুনানীর জন্য লওয়া হইল।

হলফনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডাব্লিউ-১ রহুল আমিন, মেশিনিষ্ট/টুল কিপার, টি/নং ৭৪১৮, সৈয়দপুর-এর জবানবন্দী গৃহীত হইল। প্রতিপক্ষ হইতে ফিরিস্তিমূলে ৫ ফর্দ কাগজ ও ছবি দাখিল রহিয়াছে। উক্ত কাগজাদি নথিভুক্ত রাখা হউক। রেকর্ডকৃত জবানবন্দী পর্যালোচনা করিয়া দেখিলাম এবং বিজ্ঞ কৌশলী আসাদুজ্জামান মুকুলের বক্তব্য শ্রবণ করা হইল। বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য ও জবানবন্দী এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের কাগজাদি এবং প্রতিপক্ষ রুহুল আমিনের ছবি পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। জুনিয়র পার্সোনেল অফিসার, বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক/কারখানা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, সৈয়দপুর কর্তৃক প্রতিপক্ষ বরাবর কর্মচারীর অনুকূলে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৯,০০০ টাকা ক্রসড চেক নং ৩৮৪১৪৩ তাং ৩০-৬-০৩ চেয়ারম্যান, শ্রম অদালত ও কমিশনার, শ্রমিক ক্ষতিপূরণ, রাজশাহীর মাধ্যমে প্রদানের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। যেহেতু চেকটি ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রতিপক্ষের নামে ইস্যু করা হইয়াছে, সুতরাং চেকটি ব্যাংকে ভাংগানোর প্রয়োজন নাই। সরাসরি অত্র আদালতের মাধ্যমে প্রতিপক্ষ মোঃ রুহুল আমিন বরাবর ইস্যু করা যাইতে পারে। সুতরাং রেলওয়ে কর্তৃক প্রেরিত চেক নং ৩৮৪১৪৩ তাং ৩০-৬-০৩, ৯,০০০ টাকা প্রতিপক্ষ রুহুল আমিন বরাবর বিজ্ঞ কৌশলীর উপস্থিতিতে ও তাহার সনাক্তমতে ইস্যু করা যাইতে পারে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

প্রতিপক্ষ মোঃ রুহুর আমিন, মেশিনিষ্ট/টুল কিপার, টি/নং ৭৪১৮ সৈয়দপুর বরাবর প্রেরিত চেক নং ৩৮৪১৪৩ তাং ৩০-৬-০৩ ৯,০০০ টাকা বিজ্ঞ কৌশলী মোঃ আসাদুজ্জামান মুকুলের উপস্থিতিতে ও তাহার সনাক্তমতে চেকটি ইস্যু করার অনুমতি দেওয়া গেল। সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারাদিতে নোট প্রদানপূর্বক চেক প্রদানের বিষয়টি চেক প্রদানকারী রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হউক।

আমার কথিত মতে লিখিত
ও আমার দ্বারা সংশোধিত

স্বাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত ও কমিশনার,
শ্রমিক ক্ষতিপূরণ, রাজশাহী।

সাঃ/- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, ও কমিশনার,
শ্রমিক ক্ষতিপূরণ, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি
রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক ঃ জা, নেসা।

তুলনাকারক ঃ
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন, উপ-নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।